প্রভাত গ্রন্থাবলী

তৃতীয় খণ্ড

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশক
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীভবন
৪/১, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ২৫

শ্রীভবন প্রকাশিত
প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য ১২·০০

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা ৪

প্রভাত গ্রন্থাবলী

তৃতীয় খণ্ড

দেশী ও বিলাতী

সূচী-পত্র

আমার উপন্যাস

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

আমি যখন শেষ পরীক্ষা দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইলাম তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ মাত্র। আমার যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি থাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গ্রামস্থ সকলেই বলিলেন—যখন এত পরিশ্রম করিয়া, এত অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তারিটা পাসই করিলে, তখন প্র্যাকটিস না করাটা মোটেই ভাল দেখায় না। কথাটা যথার্থ বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু ডাক্তারি চোগা চাপকান পরিহিত স্থূলকায় (কারণ ভাল পসার হইলে ঘি দুধ নিশ্চয়ই বেশী করিয়া খাইব) অত্যন্ত গম্ভীর নিজের ভবিষ্য মূর্ত্তিটি কল্পনা করিয়া বড়ই হাসি পাইতে লাগিল।

ডাক্তার হইবার উচ্চাভিলাষ আমার কোন কালেই ছিল না। আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল, তাহা উপন্যাসের নায়ক হইবার জন্য। বাল্যকাল হইতেই উপন্যাস পাঠে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ আসক্তি জন্মিয়াছিল। আমার প্রথম উপন্যাস পাঠ বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠ'। মনে আছে আমার বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাত্র। সেই বৎসর নূতন 'আনন্দমঠ' বাহির হইয়াছে। আমার মেজদাদা মহাশয় কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন, পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন। তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন 'সন্তান', চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। গ্রামস্থ অন্যান্য নব্য যুবকগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছুই বলিতেন না,—আশা দিতেন, বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন। অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া 'আনন্দমঠ'খানি অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মেজদাদা সেখানি কোথায় যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই পাইলান না। হতাশ হইয়া অবশেষে তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় আড়ি পাতিলাম। যে ঘরে তাঁহাদের সভা বসিত, পূর্ব্বে হইতে একদিন সেই ঘরে চৌকীর নীচে লুকাইয়া রহিলাম।

যাহা শুনিলাম, তাহা আর এক্ষণে প্রকাশ করিব না, কারণ দাদা মহাশয় এখন পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সম্প্রতি একটি স্বদেশী মোকর্দ্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককে জেলে দিয়া তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও হইয়াছে।

অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা মেজেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকার জন্যই হউক, অথবা অত্যধিক পরিমাণে কাঁচা তেঁতুল খাইয়াই হউক, ইহার একদিন পরেই আমি জ্বরে পড়িলাম। জ্বর ছাড়িলেও কয়েক দিন অবধি আমার সাবধান পিতামাতা আমাকে সাগু বার্লি ভিন্ন কিছুই খাইতে দিলেন না। পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া খাদ্যান্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ 'আনন্দমঠ'খানি একদিন হাতে পড়িল। সেই দিনই সমস্ত বহিখানি পাঠ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণ আছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ ইন্দুর পোড়াইয়া খাইতেছে পড়িয়া আমারও মনে হইয়াছিল, আমিও এ সময় দুই একটা পোড়া ইন্দুর পাইলে খাইয়া ফেলি।

তাহার পর হইতে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গালা ইংরাজি বহু উপন্যাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। নিজের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনটার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। অভিভাবকগণের নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও বিবাহ করিলাম না; পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, অ্যাডভেঞ্চরলেশ-হীন বিবাহ করিতে কিছুতেই মন উঠিল না।

উপন্যাসের নায়ক হইবার পক্ষে আমার একটা বিশেষ ব্যাঘাতও ছিল, তাহা আমার বাহ্যাবয়ব। চেহারাটি আমার মোটেই উপন্যাসের নায়কের মত নহে।

কিন্তু বিধাতা যে কি উপায়ে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, বুঝা কঠিন। এই অনায়কোচিত মূর্ত্তিই একদিন আমাকে উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ করিয়া দিল।

বন্ধুগণের প্ররোচনায় ডাক্তারি ব্যবসায় করিব বলিয়াই কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। গ্রামে বসিয়াই ডাক্তারি করিব—বিষয় সম্পত্তিও দেখিতে শুনিতে পারিব। ঔষধ, আলমারি প্রভৃতি কিনিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

তখন বর্ষাকাল। কলিকাতায় প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে যে মেসের বাসায় থাকিয়া পড়িতাম, সেইখানেই গিয়া উঠিলাম। সপ্তাহখানেক থাকিয়া,

দেখিয়া শুনিয়া, আসবাবপত্র কিনিব ইচ্ছা ছিল। প্রাতে উঠিয়াই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতাম,—এটি আমার বহুদিনের অভ্যাস। একখানি শুষ্ক বস্ত্র ও গামছা স্কন্ধে করিয়া নগ্নপদে সাতটার পূর্ব্বেই স্নানে বাহির হইতাম। গঙ্গাস্নানের জন্য একযোড়া স্বতন্ত্র বস্ত্র ছিল, কারণ সে সময় গঙ্গার জল অত্যন্ত ঘোলা, কাপড় ময়লা হইয়া যাইত।

তিন চারিদিন কলিকাতায় অতিবাহিত হইলে, একদিন স্নান করিয়া যেই মাত্র ঘাটে উঠিয়াছি, সিক্ত বস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটি বাবু হন্ হন্ করিয়া ঘাটে আসিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। লোকটির স্নানের বেশ ছিল না, কামিজের উপর চাদর লম্বমান ছিল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। লোকটির চেহারা শুষ্ক, অনেক দিন ক্ষৌরকার্য্য না হওয়াতে মুখখানা দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে,—যেন তাঁহাকে দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই বলিয়া, বোধ হইল। তিনি আসিয়া স্নানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যস্তভাবে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বামুন ঠাকুর ?"

আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু বামুন ঠাকুর পদবীলাভ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ভাবিলাম, বোধ হয় লোকটি আমাকে অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিতেছেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বাবুটি অধীর হইয়া বলিলেন, "কি বিপদ! উত্তর দাও না কেন ? তুমি কি বামুন ঠাকুর ?"

হায়! আমার মূর্ত্তি নায়কোচিত না হইলেও কি একেবারেই পাচক ব্রাহ্মণের মত ? বুঝিলাম, বাবুটি একজন রাঁধুনি অন্বেষণ করিতেছেন। মস্তকে কি খেয়াল চাপিল, বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথাও চাকরি কর ?"

"আজ্ঞে না।"

"করবে ?"

"পেলে ত করি।"

"রাঁধতে জান ?"

"আজ্ঞে জাতব্যবসা,—ওটা আর জানিনে ?"

"বাড়ী কোথা ?"

"যশোর।"

"নাম ?"

"শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।"

"কলকেতায় কতদিন এসেছ ?"

"এই, চার পাঁচ দিন হবে।"

"চাকরির চেষ্টায় ?"

"আজ্ঞে তা নইলে কি থিয়েটার দেখতে এসেছি ?"

বাবুটি চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "দেখ হ্যা, তোমার মুখটা ভাল নয়। তুমি বড় অসভ্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে এই রকম করে কথা কইতে হয় ?"

মনে মনে আমোদ অনুভব করিলাম। ইহার রাঁধুনিগিরি দিন দুই করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? এই এক অ্যাডভেঞ্চরের সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিনীত হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কিছু জানি শুনিনে। তা, অপরাধ নেবেন না কর্ত্তা।"

বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন, "হুঁ।" একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সত্যি বামুন ? না বামুন সেজেছ ? গলায় একগাছা পৈতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাড়ি মুচি কলকেতায় এসে বামুন হয়।"

হায় হায়, আমার মূর্ত্তিটি কি তবে হাড়ি মুচির বলিয়াও ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা ? বাবুটির 'সভ্যতা'র আমি বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রকাশ্যে, একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে ও-সব জাল জুয়াচুরির ধার দিয়েও যাইনে।"

বাবুটি আবার আমায় জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—

"আচ্ছা, কেমন বামুন, গায়ত্রী বল দেখি ?"

আমি গায়ত্রী আবৃত্তি করিলাম। এই ভণ্ডামি করিবার সময় সুপবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মনে সাপরাধ অনুশোচনা উপস্থিত হইল।

বাবুটি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া, সন্দিগ্ধভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "কিছু বোঝা গেল না। আজকাল ছাপার বই হয়েছে, চার পয়সা দিয়ে একখানা কিনে গায়ত্রী, সন্ধ্যা মুখস্থ করে নিলেই হল।"

একটু দুঃখের ভাণ করিয়া বলিলাম, "কর্ত্তা যদি বিশ্বাস না করেন তা হলে কি করি ?"

বাবুটির মুখে একটু উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল। সহসা বলিলেন, "আচ্ছা, পৈতে গ্রন্থি দেয় কি মন্ত্র বলে, বল দিকিন ? এটা আর কোনও ছাপার কেতাবে নেই।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবরস্থ।"

শুনিয়া বাবুটি বলিলেন, "তবে ঠিক বামুনই বটে। কত মাইনে নেবে ?"

"আজ্ঞে, কর্ত্তার কি হুকুম হয় ?"

"তুমিই বল না।"

"কলকেতায় রেট তো বাঁধা আছে।"

"কত ?"

আমাদের বাসার বামুনের মাহিনা পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক ছিল। তাই সাহস করিয়া বলিলাম, "পাঁচ টাকা।"

"পাঁচ টাকা না পঁচিশ টাকা! কে বললে তোমায় কলকেতার রেট পাঁচ টাকা ?"

"আজ্ঞে, অনেক ছাত্রদের মেসের বাসায় ত বামুনের মাইনে পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক আছে।"

"মেসের বাসা আর গেরস্তর বাড়ী সমান ? ছাত্রদের মেসের বাসায় চাকরি, আজ আছে কাল নেই। যদি চার টাকায় রাজি হও ত বল। চার টাকা, খোরাক, আর বছরে দু'খানা কাপড় দু'খানা গামছা।"

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম, "আজ্ঞে চার টাকায় কি করে চলবে ? বহু পরিবার, তাদের খাওয়াব কি ?"

"বহু পরিবার ? ক'জন খানেওয়ালা ?"

"আজ্ঞে বুড়ো মা বাপ, ভাই,—"

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন, "ঈশ! রাঁধুনিগিরি করে বুড়ো মা বাপ ভাইকে খাওয়াবেন! আমার একশো টাকা মাইনে, আমিই পারিনে!—নিজের স্ত্রীসন্তানকে খাওয়াতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়। চার টাকা থেকে এক টাকা জমাবে,—তিন টাকা মাসে মাসে তোমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও এখন।"

"আজ্ঞে, বিবাহ করিনি।"

"কি, কুলীন বামুন এখনও বিবাহ করনি ?"

"না।"

"কেন ? কোনও দোষটোষ আছে নাকি ?"

"দোষ—দারিদ্র্যদোষ। এত গরীবকে কে মেয়ে দেবে ?"

"বিয়ে করনি ভালই করেছ। সাহেবেরা নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করতে না পারলে বিবাহ করে না। যদি ইংরাজি জানতে, ওদের কেতাবেই দেখতে পেতে। আমাদের আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, এখনও বিবাহ করেনি।"

আমি চারি টাকা স্থানে পাঁচ টাকা করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাড়ে চারি টাকায় রফা হইল। বাবুটি বলিলেন—যদি ভাল কাজ কর্ম্ম করিতে পারি, পলায়ন না করি, তবে বৎসরান্তে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে 'বিবেচনা' করিবেন। এখনি আমাকে গিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাঁহার গৃহিণী পীড়িতা। আজ দুই দিন তাঁহার বামুন পলায়ন করাতে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

এইরূপে অভাবনীয় ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাবুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, অনেক আরাধনার পর অবশেষে আমার অদৃষ্টে এই এক অ্যাডভেঞ্চর জুটিল। দেখা যাউক, ইহার মধ্য হইতে কোনও রহস্যলাভ হয় কিনা।

বাবুটির নাম কালীকান্ত রায়। ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাসা চোরবাগানে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র উঠানটিতে আমের আঁটি, পরিত্যক্ত ভাত তরকারী ও শালপাতার রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। উঠানের এক কোণে একটি জলের কল, তাহার পার্শ্বে একটি হাউজ। নলের গলায় কাপড়ের পাড় দিয়া একটি বাঁশের চোঙা বাঁধা রহিয়াছে, তাহা বহিয়া জল হাউজে পড়িতেছে।

কালীকান্তবাবু প্রবেশ করিয়া, ঊর্দ্ধে দ্বিতলের বারান্দার পানে চাহিয়া বলিলেন—"গিন্নী—অ গিন্নী—"

তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া বারান্দায় একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাবা চেঁচিও না। মা এখন ঘুমুচ্চেন।"

সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃশ্য মনে পড়িল। আমার জুলিয়েট আলুলায়িত-কুন্তলা, দোতালার বারান্দা হইতে দেখিলেন স্কন্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাচক-ব্রাহ্মণরূপী রোমিও মুগ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান। জুলিয়েটের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিল, আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়া অনুমান করিলাম। তাহার দেহবর্ণটি ইতালীয় জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন হইলেও, কিন্তু মুখ চক্ষুর সৌন্দর্য্য অপরাভূত।

কালীকান্তবাবু বলিলেন, "প্রিয়, আয় নেমে আয় দিকিন।"

'প্রিয়' ? প্রিয়তমা না প্রিয়ম্বদা ? প্রিয়বালাও হইতে পারে। 'প্রিয়তমা' না হইলেই ভাল। পৃথিবীশুদ্ধ লোকই কি 'প্রিয়তমা' বলিয়া ডাকিবে ? প্রিয়বালা নামটি মধুর। কিন্তু প্রিয়ম্বদা নামটি মধুর এবং কাব্যগন্ধি। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার, কিন্তু প্রিয়বালা আধুনিক উপন্যাসের মাত্র।

পায়ের চারিগাছি মল ঝুম্ ঝুম্ করিয়া, বালিকা নামিয়া আসিল।

আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখের প্রতি প্রশ্নযুক্ত দৃষ্টিপাত করিল।

আমাকে দেখাইয়া কালীকান্তবাবু বলিলেন, "প্রিয়, এই একজন বামুন ঠাকুর এনেছি। সব যোগাড় যন্তর করে দে।"

হায়, এরূপ স্থচনা ত কোন কাব্যেই লেখে না! বালিকা কি পরীকন্যা ও রাজকন্যাদের গল্প পাঠ করিয়া, জাগ্রতে বা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে নাই যে, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কোন পুষ্পময় রাজ্য হইতে একজন রাজপুত্র আসিয়া দণ্ডায়মান ? তাহার কিশোর হৃদয়ে কোনও পাচক ব্রাহ্মণ কি ঈপ্সিতরূপে কখনও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে ?

আমার কবিত্বময় চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বাবু বলিলেন, "আটটা বাজে। দশটায় আপিসের ভাত চাই, পারবে ?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, দেখি চেষ্টা করে।"

"যা হয় দুটো ভাতে ভাত। দুটো উনান জেলে এক দিকে ভাত এক দিকে ডাল চড়িয়ে দাও। আমি বাজার থেকে মাছ কিনে আমি। তরী-তরকারী সব ঘরেই আছে ?"

প্রিয় বলিল, "সব আছে।"

অতঃপর বাবু একখানি গামছা লইয়া মাছ কিনিতে বাহির হইলেন।

আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রান্নাঘর কোন্ দিকে ?"

"এই দিকে এস।"—বলিয়া প্রিয় আমাকে সঙ্গে করিয়া অন্য বারান্দায় লইয়া গেল। একটি ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বলিল—"এই রান্নাঘর।"

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখনও চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। বলিলাম, "এখনও যে কিছুই যোগাড় হয়নি! ঝি কোথায়, উনুন ধরিয়ে দিক না।"

বালিকা বলিল, "ঝি ত আমাদের নেই। মাসখানেক হল ঝি পালিয়েছে, মা বলেছেন ঝি আর রাখবেন না। আমিই সব করি। আমি উনুন ধরিয়ে দিচ্চি।"

দেখিলাম ঘরের এক কোণে একগাদা কয়লা রহিয়াছে। আমি বলিলাম, "ঝি নেই ? আচ্ছা তবে আমিই ধরাচ্চি। তোমায় কষ্ট করতে হবে না।"—বলিয়া কয়লার গাদার নিকট গিয়া, একটি ডালায় করিয়া কয়লা আনিলাম। উনান জ্বালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এ কার্য্য যে এত কঠিন তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। প্রিয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, আর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল, "ঐ রকম করে বুঝি কয়লা ধরায় ?"

আমি হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম করে ধরায় বল দেখি ?"

"সর আমি ধরাই। তুমি বরং এই মাছের ঝোলের জন্যে আলু পটোল-গুলো কুটে ফেল।"

এই ময়লা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে বালিকাকে নিযুক্ত হইতে দিতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল! কিন্তু কি করি, উপায় নাই। দশটায় ভাত না পাইলে বাবু মহাশয় হৈচৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। সুতরাং কয়লার চুলা বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুইয়া আমি তরকারী কুটিতে বসিলাম।

দেখিলাম, বঁটিতে তরকারী কোটা মুস্কিল। ছুরী দিয়া এক রকম পারা যায়। আমাদের মেসে যখন ঠাকুর পলাইত, তখন আমরা অনেকে বসিয়া ছুরী দিয়া তরকারী কুটিতাম।

যাহা হউক, কোনমতে সাবধানে কুটিতে লাগিলাম। পাছে হাত কাটিয়া যায়, এ আশঙ্কাও ছিল। উনান ধরাইয়া প্রিয় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; গালে হাত দিয়া বলিল, "ও হরিবোল!"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ?"

"এই কি মাছের ঝোলের আলু কোটা নাকি ?"

"কেন ?"

"মাছের ঝোলের আলু কি চাকা চাকা করে কোটে ? ও ত ভাজার আলু হচ্চে। মাছের ঝোলের আলু চৌচির করতে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "ওহ্!"

প্রিয় বলিল, "সর দেখি। আমি কুটি।"

আমি সরিলাম। কয়লার চুলায় পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

বালিকা একটু হাসিয়া বলিল, "রাঁধতে জান ? না সেও এই রকম ?"

আমি মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলাম. "এই রকমই।"

"এই রকমই ? আর কখনো এ কায করনি বুঝি ? এই প্রথম নাকি ?"

"এই প্রথম।"

"তবে চাকরি নিলে কেন ?"

আমি চাকরি কেন নিলাম, তাহার উত্তর এখন দিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। দিন দুই পরে যাইবার সময়, আর কাহাকেও না বলি, এই বালিকাকে বলিয়া যাইব স্থির করিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া, বালিকা আমার মনোভাব অন্যরূপ বুঝিল। করুণায় তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল। প্রশ্ন করিবার জন্য যেন অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "তুমি বড় গরীব বুঝি ?"

আমি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িলাম। তাহার সহানুভূতি গভীরতর করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আমি যে নতুন, কিছু জানিনে, তা শুনলে তোমার বাবা আমায় রাখবেন কি ?—তাড়িয়ে দেবেন হয়ত।"

আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বালিকা বলিল—"আচ্ছা আমি কাউকে বলব না। আমি সব তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেব এখন, তুমি দু'দিনে সব শিখে ফেলবে।"

"তোমার মা জানতে পারবেন না ?"

"মা কি কখনও রান্নাঘরে আসেন ? তিনি উপরেই থাকেন।"

"তাঁর নাকি অসুখ করেছে শুনলাম ?"

"তাঁর বার মাসই অসুখ।"

"কি অসুখ ?"

"এই কোন দিন মাথা ধরে, কোন দিন কিছু। তাঁর জন্যে কোন ভয় নেই। তিনি খুব বকেন বটে, কিন্তু উপর থেকেই বকেন। সিঁড়ি নামা ওঠা করলে হাঁপিয়ে পড়েন।"

"খুব বকেন নাকি? তাই বুঝি ঝি বামুন সব পালায়?"

বালিকা এ কথায় যেন একটু লজ্জিত হইল। কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

"প্রিয়ম্বদা।"

"প্রিয়ম্বদা? বেশ নামটি ত!"

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার ভাই বোন কটি?"

"আমার আপনার একটি ভাই।"

"আরও যে দু তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দেখলাম?"

"ওরাও আমার ভাই বোন। আমার এ মায়ের ছেলেপিলে।"

তখন বুঝিলাম, গৃহিণী প্রিয়ম্বদার বিমাতা। ঝি কেন আর রাখা হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এই কোমল বালিকার জন্য সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

এই সময় বাবু মাছ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কত দূর?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আর বেশী দেরী নেই।"

"যা হয় চট্‌পট্—বুঝলে? বেশী বাহুল্য কোরো না। আমি আপিসে বেরিয়ে গেলে তার পর বাকী সব কোরো এখন।"—বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, দিন দুই রাঁধুনিগিরির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার মাননীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পন্থানুসরণ করিব—অর্থাৎ 'পলায়ন' করিব। কিন্তু আজ একমাস যাবৎ স্থিরনিশ্চলভাবে চাকরি করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রিয়ম্বদার সুন্দর মুখখানি আমার স্বর্ণশৃঙ্খলরূপ হইয়াছে। অথচ প্রিয়ম্বদা আমাকে এখনও রাঁধুনি বামুন বলিয়াই জানে। তবে তাহার ব্যবহারে বুঝিতে

পারি, আমাকে সাধারণ বামুন ঠাকুর হইতে একটু স্বতন্ত্র বলিয়াই সে মনে করে। প্রিয়ম্বদা মোটামুটি রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিত; আমি রান্নাঘরে বসিয়াই গৃহকার্য্যের অবসরে, তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই একমাসের মধ্যে দুই তিনখানি ভাল ভাল বাঙ্গালা বহি সে অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন আমায় সে বলিয়াছিল, "তুমি রাঁধুনি বামুন না হয়ে ইস্কুলের পণ্ডিত হলে না কেন?"

আমি বলিয়াছিলাম, "তাই করব মনে করেছি। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমিও চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

বিবাহের প্রসঙ্গে বালিকার গাল দুটি রক্তাভ হইয়া উঠিল। পরে জানিয়াছি, প্রিয়ম্বদার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে,—ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু তাহাকে বয়সের অপেক্ষা একটু বড় দেখাইত। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই কেন, প্রথমে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইত। ক্রমে জানিতে পারিলাম—কালীকান্তবাবুর পুত্রগণের প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট শুনিলাম—প্রিয়ম্বদার বিবাহের সম্বন্ধ মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু ইঁহারা যত সস্তায় খোঁজেন, তত সস্তায় কোন বর পাওয়া যায় না।

আমি ইহা শুনিয়া অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, একদিন কালীকান্তবাবুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিব। প্রথম দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই প্রিয়ম্বদার সাহচর্য্য আমার হৃদয়ে সুখসঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে সুখ দিনের পর দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সে সাহচর্য্যের বিচ্ছেদক্লেশ দিনের পর দিন তীব্রতর হইতে লাগিল।

তখন ভাদ্র মাস। রাত্রে শয়ন করিবার জন্য অল্পদূরে একটী ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। কর্ম্মান্তে, দিবসে ও রাত্রিকালে সেইখানেই অবস্থিতি করিতাম। অধিক মূল্য দিয়া ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলাম। ছবিতে, পুস্তকে, সুখসেব্য আসবাবে সেখানি সাজাইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমি সুখ পাইতাম না। সেই প্রায়ান্ধকার, ধূমমলিন, অপকৃষ্ট রান্নাঘরখানিই আমার সুখের আগার হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর রাত্রে এক একদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাহিরে অন্ধকারে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। প্রবলভাবে বৃষ্টি আসিত। প্রিয়ম্বদাকে স্মরণ করিয়া কত সুখকল্পনা আমার মনকে ঘিরিয়া ফেলিত। ভাদ্র মাসে হিন্দুর বিবাহ হয় না। ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাস পড়িলেই

কালীকান্তবাবুকে বলিব, পূজার পূর্ব্বেই প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব।

কিন্তু আবার শঙ্কাও হইত। কালীকান্তবাবু যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন? করিবার ত কোনও কারণ দেখি না; তথাপি, যদি করেন? মন হইতে এ আশঙ্কা কিছুতেই বিদূরিত করিতে পারিতাম না। আমার অদৃষ্টে যদি প্রিয়ম্বদা-লাভের সুখ না থাকে তবে কি হইবে? কেমন করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইব? তখন বৈষ্ণব-কবির পদ মনে মনে গাহিতাম—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

আমার মন্দির যদি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যায়?

কিন্তু আশ্বিন মাস আগমন করিবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় একটি অভাবনীয় ঘটনায়, আমার প্রিয়ম্বদা-লাভ শুধু সম্ভাবিত নহে, অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যে অমৃত পান করিবার জন্য পিপাসায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, সেই অমৃত আমার মুখের কাছে আনিয়া একজন বলিল—'পান কর—পান করিতেই হইবে।'

একদিন প্রভাতে কর্ম্মে গিয়া দেখি, প্রিয়ম্বদা গায়ে একখানি র‍্যাপার দিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রে একটু জ্বরের মত হইয়াছিল, এখনও যেন শীত শীত করিতেছে।

এইরূপ পর দিনও হইল। জ্বরগায়ে, উপবাসে প্রিয় তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহকার্য্যগুলি করিতে লাগিল। সে কার্য্য বড় অল্প নয়। বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি ঝির সমস্ত কার্য্যই তাহাকে করিতে হইত।

সেদিন কালীকান্তবাবুকে বলিলাম, তাঁহার কন্যার যেরূপ অসুস্থ দেহ, অন্ততঃ একটা ঠিকা ঝি আনিলে ভাল হয়।

শুনিয়া বাবু রাগিয়া উঠিলেন, "তুমি ত বলে খালাস। পাই কোথা আমি ঠিকা ঝি?"

বড় রাগ হইল। দুঃখও হইল। প্রিয়ম্বদার প্রতি অবহেলা আমার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেলে ঝির সন্ধান পাওয়া যায় আমি ত কিছুই জানিতাম না। তথাপি বলিলাম, "একটা সন্ধান করে দেখব কি?"

"পাও, দেখ"—বলিয়া বাবু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন আমি ঝির অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না।

আর এক বিপদ হইল, প্রিয়ম্বদা সাগু বার্লি কিছুই খাইতে চাহে না। প্রথম দিন সম্ভ অনাহারে ছিল। দ্বিতীয় দিন তাহার জন্য মাত্র এক পয়সার খই ব্যবস্থা হইল।

প্রিয় খাইতে খাইতে বলিল, "এ আমার ভাল লাগে না।"

আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খেতে ইচ্ছা করে তোমার?"

"একটা বেদানা টেদানা পেলে খাই।"

পরদিন বাবুকে বলিলাম, "প্রিয় সাগু বার্লি খায় না, ওর জন্যে কিছু বেদানা কি আঙুর আনিয়ে দিলে ভাল হ'ত।"

বাবু বলিলেন, "বেদানা! আঙুর! জ্বরের উপর ওসব খেলে সম্ভ বিকারে দাঁড়াবে। সর্ব্বনাশ! ওসব ভারি ঠাণ্ডা জিনিষ।"

আমি নীরব রহিলাম। অথচ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গত সপ্তাহে বাবুর আদরের এ পক্ষের পুত্রটির যখন জ্বর হইয়াছিল, বেদানা, আঙুর, বিস্কুট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়ীতে আমদানি হইয়াছিল। মনে স্থির করিলাম, আজ ওবেলা আমি প্রিয়র জন্য কিছু খাদ্য আনিব;—তাহাতে যদি ইঁহারা রাগ করেন ত করিবেন।

সেদিন বৈকালে কর্ম্মে আসিবার সময় আমি এক বাক্স আঙুর, কয়েকটা বেদানা এবং কিছু বিস্কুট আনিলাম। কিন্তু প্রিয়ম্বদা সেদিন নামিল না। তাহার ছোট ভাই সুধীরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জ্বর খুব প্রবল।

মনের অশান্তিতে সান্ধ্যকর্ম্ম সমাপন করিলাম। বাসায় গিয়া সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে গিয়া আবার সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদি কেমন আছেন?"

"দিদি সমস্ত রাত খালি জল জল করেছে।"

"গা কি খুব গরম?"

"একেবারে আগুনের মত।"

"এখন কেমন?"

"এখন ঘুমুচ্ছে।"

"রাত্রে তাঁর কাছে কে ছিল?"

"আমিই ছিলাম। আমি আর দিদি এক সঙ্গে শুই কিনা।"

"তোমার মা কি বাপ দেখতে আসেন নি ?"

"বাবা শুতে যাবার আগে একবার দেখতে এসেছিলেন। অনেক রাত্রে দিদি যখন 'মাগো মাগো' করে চেঁচাচ্ছিল, তখন মা একবার উঠে এসেছিলেন। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে বললেন—'অত চেঁচিয়ে মরছিস কেন ? বাড়ীসুদ্ধ লোককে ঘুমুতে দিবিনি ? চুপ করে শুয়ে থাক্ পোড়ারমুখী।' তাই শুনে দিদি ভয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।"

আমি উপরে কখনও যাই নাই। ঘরগুলির অবস্থান জানিতাম না। গৃহিণীর ভাত উপরে যাইত, তাহা প্রিয়ম্বদাই বরাবর লইয়া যাইত। গত কল্য সন্ধ্যার সময় কেবল বাবু স্বয়ং লইয়া গিয়াছিলেন।

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আর তোমার দিদি যেঘরে থাক, সেটা কোন্‌খানে ?"

"সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে।"

মনে মনে স্থির করিলাম, আজ কর্ম্মান্তে প্রিয়ম্বদাকে গিয়া দেখিয়া আসিব। সুধীরকে বলিলাম—"দেখ, তুমি আজ ইস্কুলে যেও না। তোমার দিদিকে ত দেখবার কেউ লোক নেই।"

বেলা সাতটার সময় দেখিলাম বাবু চাদর লইয়া বাহির হইতেছেন। ভাবিলাম, বুঝি বা ডাক্তার আনিতে যাইতেছেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ডাক্তার নহে, একজন ঝি। বলিলেন, "একটি ঝি ডেকে এনেছি। কি করতে কর্ম্মাতে হ'বে একে সব বলে দাও।"

দুই দিন পূর্ব্বে, যতক্ষণ প্রিয় একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে নাই, ততক্ষণ অবধি ঝি দুষ্প্রাপ্য ছিল। আজ সেই ঝি সুপ্রাপ্য হইল। দিন কতক আগে আনিলে হয় ত মেয়েটা এত অধিক পীড়িত হইয়া পড়িত না। লোকটার প্রতি ঘৃণায় আমার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ছি ছি, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে কি আপনার সন্তানের প্রতি এতই নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে হয় ? একেবারে কি কসাই হইয়াই উঠিতে হয় ? ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্যও নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ আমি উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদাকে দেখিবই দেখিব ; তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিব। আমি যে নিজে ডাক্তার সেজন্য আমি নিজেকে এই প্রথম অভিনন্দন করিলাম।

যথাসময়ে বাবু আপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেরা (সুধীর ছাড়া)

ইস্কুলে গেল। গৃহিণীর ভাত উপরে দিয়া আসিলাম। সর্ব্বকর্ম্মান্তে যখন অবসর হইল, তখন সুধীরকে বলিলাম, "চল তোমার দিদিকে দেখি।"

সুধীরের সহিত উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদার কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

একটি মলিন ছিন্ন বিছানা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহাতে শুইয়া বালিকা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

আমি কাছে গিয়া শানের উপর বসিলাম। তাহার হাতখানি লইয়া বলিলাম, "প্রিয়, কেমন আছ?"

প্রিয় চক্ষু মেলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল, "বামুন ঠাকুর? আমার মাথা যে যায়! কি করি?"

দেখিলাম প্রবল সর্দ্দি জ্বর। বলিলাম, "তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? আচ্ছা, এখনি আমি ভাল করে দিচ্ছি।"

বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া খানিকটা সরিষার তৈল গরম করিলাম। একটা সরায় করিয়া খানিকটা আগুন লইলাম। উপরে গিয়া, প্রিয়ম্বদার পায়ে নীচে সেই গরম তৈল দশ মিনিট ধরিয়া জোরে মালিস করিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন মাথাটা কেমন আছে?"

প্রিয় বলিল, "অনেক ভাল। আর কষ্ট নেই।"

তখন আবার প্রিয়ম্বদার নিকট গিয়া বসিলাম। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, একখানি প্রেস্ক্রপসন লিখিলাম। বলিলাম, "প্রিয়, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার জন্যে ওষুধ আনছি।"

বলিয়া বাহির হইয়া, গাড়ী ভাড়া করিয়া, একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধালয় হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিলাম।

সেদিন বৈকালের মধ্যে প্রিয় অনেকটা সুস্থতা লাভ করিল।

এইরূপে আমি তিন চারিদিন চিকিৎসা চালাইলাম। প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম, আমি ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করিতেছি দেখিলে বাবু মহাশয় খাপ্পা হইবেন। দেখিলাম, তাহা কিছুই হইল না। অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই—ভাবটা সম্পূর্ণ অবহেলার। যায় যায়, থাকে থাকে। আমি মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, আমি যখন বাবুর নিকট তাঁহার জামাতৃপদ-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইব, তখনও যেন এই অবহেলা ভরেই আমার হস্তে কন্যা

সমর্পণ করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাকে আর আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রার্থী হইতে হইল না।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

প্রিয়ম্বদা দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। আমিও কাহারও বিনা আপত্তিতে সারা দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্ণকাল তাহারই সহিত যাপন করিতে লাগিলাম। তাহাকে কত গল্প বলিতাম, অনেক ভাল ভাল পুস্তক আনিয়া দিতাম।

সেদিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে অধিক মূল্য দিয়া একগুচ্ছ কালো আঙুর কিনিয়া আনিয়াছিলাম। প্রিয়ম্বদা উহার কয়েকটি খাইল, এবং আমাকেও খাইতে অনুরোধ করিল। আমিও দুই একটি মুখে দিলাম।

তখন ভাদ্রের শেষ। ভারি গরম পড়িয়াছে। প্রিয়ম্বদার ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আমি পাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলাম।

ক্রমে প্রিয়ম্বদা ঘুমাইয়া পড়িল। বহুদিন তৈলাভাবে তাহার চুলগুলি পাতলা হইয়া গিয়াছিল। ললাটের প্রান্তভাগের গুচ্ছগুলি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িতেছে।

আমি সতৃষ্ণনয়নে তাহার পাণ্ডুর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলাম। আজ ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ। এক সপ্তাহ পরে আমি কালীকান্তবাবুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিব। পূজার পূর্ব্বেই বিবাহ করিব। আমার প্রতি প্রিয়ম্বদার স্নেহের আকর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ এ কয়দিনে পাইয়াছি। এ কয়দিনে আমাকে সে নিজের পরমাত্মীয়স্বরূপই জ্ঞান করিয়াছে।

যে বালিকাকে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার ধর্ম্মপত্নী করিয়া সুখী হইব আশা করিতেছি,—সে বিশ্বস্তচিত্তে, আমার শুশ্রূষাধীনে, আমার অতি নিকটে নিদ্রামগ্না। আমি যে মণিকে শীঘ্রই গলায় ধারণ করিয়া চিরজীবন সস্নেহে রক্ষা করিব, আমি তাহারই সুনির্জ্জন শিয়রে বসিয়া। আমি অবনত হইয়া, আঙুরের রসসিক্ত, আঙুরেরই মত কোমল লাবণ্যপূর্ণ তাহার অধরযুগল একবার চুম্বন করিলাম।

মাথা তুলিয়া দেখিলাম, যে জানালা বারান্দায় খুলিয়াছে, তাহার বাহিরে

একটি মহিলা দাঁড়াইয়া। অনুমানে বুঝিলাম তিনিই গৃহিণী। আমাকে দেখিয়াই তিনি সরিয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে যখন রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ বাবু আসিয়া বাহির হইতে ডাকিলেন—"মুখুয্যে।"

"আজ্ঞে।"

"একবার এ দিকে এস ত।"

বাবুর স্বর রোষযুক্ত। ব্যাপার বুঝিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। মনে মনে হাস্য করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

ছেলেরা যে ঘরে প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট পড়িত, সে ঘর তখন শূন্য ছিল। কালীকান্তবাবু আমায় সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রোষকষায়িত নেত্রে বলিলেন—"কি শুনছি?"

"কি শুনছেন?"

"তুমি জান, প্রিয়ম্বদা নিতান্ত বালিকা নয়?"

"জানি।"

"তোমাকে অতি সচ্চরিত্র জেনে, অসুখের সময় প্রিয়ম্বদার সেবা শুশ্রূষা করায় কোন আপত্তি করিনি, তা জান?"

"আপনার অনুগ্রহ।"

"তুমি প্রিয়ম্বদাকে চুমো খেয়েছ?"

"খেয়েছি।"

"কাযটা কি রকম হয়েছে জান?"

"আপনিই বলুন।"

"পিনাল কোডের একটা ধারা অনুসারে অপরাধ হয়েছে। আমি যদি পুলিশ-কোর্টে তোমার নামে নালিশ করি ত কি হয় জান?"

নিতান্ত ভাল মানুষের মত, যেন কতই ভীত হইয়াছিল এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলাম, "কি হয়?"

"জেল হয়!"

"জেল—অ্যাঁ?"

বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"জেল হয়। সেদিন 'বঙ্গবাসী'তে পড়লাম,

একজন মুসলমান, একটি ইউরেশিয়ান বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন করেছিল, তার ছয় সপ্তাহ জেল হয়েছে।"

আমি অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলাম—"অ্যাঁ! বলেন কি? তবে আমার কি হবে?"

বাবু বলিলেন, "যদি তোমার নামে নালিশ করি ত তুমি কি করবে?"

কাতর স্বরে বলিলাম, "আজ্ঞে উকীল ব্যারিষ্টার দিয়ে একবার দেখব! নিতান্তই অদৃষ্টে থাকে ত জেল হবে।"

"উকীল ব্যারিষ্টার দেবে, পয়সা পাবে কোথা?"

"আজ্ঞে, দেশে যে সামান্য জমিজমা আছে তা বিক্রী করতে হবে।"

"জেল থেকে বেরিয়ে খাবে কি? আর ত কেউ চাকরি দেবে না।"

আমি অত্যন্ত ভীতভাব দেখাইয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

শেষে তিনি বলিলেন, "শোন। তুমি আমার যুবতী মেয়ের অজ্ঞাতসারে তার অঙ্গস্পর্শ করে, তার ভয়ানক অনিষ্ট করেছ। এখন, তাকে তোমায় বিবাহ করতে হবে।"

আমি পূর্ব্বেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়াছি। রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিলাম—"আজ্ঞে তা—তা—তাতে কিছু আপত্তি নেই। তবে আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। গণ, পণ, কুলমর্য্যাদা, সকল বিষয়ে যদি মানরক্ষে করেন তবে আর আমার আপত্তি কি?"

বাবু অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন, "বটে? কুলমর্য্যাদা! আচ্ছা, যাও একবার জেল খেটে এস;—তাতে তোমার কুলমর্য্যাদা অনেক বাড়বে। বিয়ে করে আরও বেশী রোজগার করতে পারবে।"

শেষে বলিলেন, "গণ পণ? চাও কোন্ লজ্জায়? তোমায় জেলে না দিয়ে যে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করেছি এই তোমার পরম সৌভাগ্য।"

বিনয়ের ভাণ করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে, তা ত বটেই, তা ত বটেই। তবে কিনা—"

বাধা দিয়া বাবু বলিলেন, "কিনা ফিনা নয়। আমার এক কথা। সিকি পয়সা পাবে না। রাজি হও, উত্তম। না হও, জেল। ব্যস।"

আমি আর একটু রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আজ্ঞে, আপনার

কন্যাকে বিবাহ করা আমার মত লোকের পক্ষেত বিশেষ সৌভাগ্যেরই কথা—তবে কিনা—তবে কিনা—”

বাবু রাগিয়া বলিলেন, “তবে কিনা কি? জেলে যাওয়াই যদি বেশী সৌভাগ্য বলে মনে কর, তাই যাও।”

“আজ্ঞে তা নয়,—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করাটা ত ঠিক নয়। খাওয়াব কি?”

“কেন, এই ত বললে, জমিজমা বিক্রী করে উকীল ব্যারিষ্টার লাগাবে। সেই জমিজমা চাষবাস করে স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে পারবে না?”

“আজ্ঞে সে অতি সামান্য। কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলতে পারে বটে;—কিন্তু তার উপর নির্ভর করে কি বিবাহ করা উচিত? এই ধরুন আপনাদের আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পান, এখনও বিয়ে করছেন না।”

ইহা শুনিয়া বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “ওরা সাহেব। আমরা কি সাহেব নাকি? ওরা যা করবে তাই কি আমাদের করতে হবে? অন্ধ অনুকরণ করে করেই ত দেশটা উচ্ছন্ন গেল!”

ব্যাপারখানা এইখানেই শেষ হওয়া ভাল মনে করিয়া বলিলাম, “আজ্ঞে, তবে না হয়—তবে না হয়—বিবাহই করব।”

“সেই ভাল কথা। এই আশ্বিন মাস সম্মুখে। পূজোর ছুটি হলে, পশ্চিম বেড়াতে যাব। মধুপুর কি দেওঘর ঐ রকম কোথাও গিয়ে পুরুত ডেকে, বিয়ে দেব।”

“আজ্ঞে, আবার অতদূর নিয়ে যাবেন? এখানে হয় না?”

“এখানে? রাঁধুনি বামুনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব? না না—সে হবে না। সেখানে বিয়ে হলে কেউ জানবে শুনবে না, চুপ চাপ। এখানে এসে প্রচার করে দিলেই হবে যে একটি ভাল পাত্র পেয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছি।”

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

পূজার ছুটি হইল। বাবু সপরিবারে দেওঘর যাত্রা করিলেন,—আমাকেও সঙ্গে লইলেন। এ পর্য্যন্ত প্রিয়ম্বদা এ সকল বিষয় কিছুই শোনে নাই। তাহার পিতামাতা গোপনে পরামর্শ করিয়া, সব ঠিকঠাক করিয়াছেন।

আমার একটি উকীল বন্ধু সেবার ছুটিতে মধুপুর যাইতেছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আমার জন্য একখানি ভাল বাড়ী যেন ভাড়া করিয়া রাখেন।

শুভদিনে দেওঘরে আমাদের বিবাহ হইল। নববধূকে লইয়া যাত্রা করিলাম। শ্বশুর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজব্যয়ে আমাদিগকে যশোরের দুই-খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন।

বিবাহ রজনীর পর, প্রভাতে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিয়া তৎপরদিন প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। তখন প্রিয়ম্বদা জানে আমরা যশোরেই যাইতেছি।

মধুপুরে গাড়ী থামিলে, স্ত্রীলোকের কামরা হইতে প্রিয়ম্বদাকে নামাইলাম।

প্রিয় বলিল, "এখানে যে?"

আমি বলিলাম, "এখানে দিনকতক থেকে তারপর যাওয়া যাবে।"

যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেইখানে গিয়া উঠিলাম।

প্রিয় বলিল, "এ বাড়ী কার?"

"এখন আমাদের। আমরা ভাড়া নিয়েছি। এইখানেই আমরা মাসখানেক থাকব দু'জনে।"

অপরাহ্নকাল। দুইজনে নিভৃতসুখে বসিয়া ছিলাম। এইবার প্রিয়ম্বদাকে সমস্তই বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম, প্রিয় খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। কিন্তু প্রিয় বলিল, "আমি তা জানি।"

"তুমি জান? কেমন করে জানলে?"

"কেন, সেই যে তুমি আমাকে অসুখের সময় একবার রবীন্দ্রবাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী পড়তে এনে দিয়েছিলে, মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"তার মধ্যে একখানি চিঠি ছিল। বোধ হয় তোমার কোনও বন্ধুর চিঠি।"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "বন্ধুর চিঠি? কার চিঠি বল দেখি? কি লেখা ছিল তাতে?"

"নাম ত মনে নেই। তাতে লেখা ছিল, 'একি পাগলামি তোমার! জমিদারের ছেলে হয়ে, নিজে ডাক্তারি পাস করে, শেষে করছ রাঁধুনিগিরি। আরও সব লেখা ছিল।"

তখন আমার স্মরণ হইল। এই উকীল-বন্ধু যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়েছেন, তিনিই সেই পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তাঁহাকে আমি পূর্ব্বাবধি সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তাঁহার চিঠিতে ওকথা লেখা ছিল,—আরও লেখা ছিল, যদি আমি 'প্রভু'-কন্যার প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সত্বর নিজের পরিচয় দিয়া বিবাহ করিলেই ত পারি। প্রত্যহ হাঁড়িঠেলার ভিতর কি কবিত্ব আছে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া আমায় তিরস্কার করিয়াছিলেন।

আমি তখন প্রিয়কে বলিলাম, "ওহো মনে পড়েছে। আচ্ছা তাতে আর কি লেখা ছিল বল দেখি!"

প্রিয় সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "যাও, বলব না।"

"না, বল।"

"না, বলব না।"

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও বলাইতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম, "আমি তোমায় ভালবাসি সে চিঠি দেখেই জানতে পেরেছিলে?"

প্রিয় চক্ষু আনত করিয়া, আঙুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে, মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলাম। বলিলাম, "তোমার ভারি অন্যায় ত!"

"কি?"

"পরের চিঠি পড়া।"

"তুমি বুঝি আমার পর?"

"তখনও ত বিয়ে হয়নি। আমি যে তোমায় ভালবাসি, তাও তখন জানতে না। তখন আমি পর নই?"

"তা বুঝি?"

"তবে কি?"

"আমরা যখন জন্মেছিলাম, তখনি ত বিধাতাপুরুষ আমাদের বিয়ে হবে তা ঠিক করে দিয়েছিলেন।"

প্রিয়ম্বদাকে আবার চুম্বন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিব, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হুজুর, মালী ফুল এনেছে।"

বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী অজস্র পরিমাণ নানা বর্ণের ফুল আনিয়াছে। সেই ফুলে রজনীতে আমাদের ফুলশয্যা হইল।

বিবাহের বিজ্ঞাপন

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

সহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালা-জাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখাপড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত এক যোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, "চতুরি—ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছুদূরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা এক্কা ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপ্যালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলায় শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাবছড়ি—"

গুলাবছড়ি-ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোকসহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

ক্যা মজাদার গুলাবছড়ি!
যো খাওয়ে— মজা পাওয়ে;
যো চাখ্‌খে— ইয়াদ্ রাখ্‌খে;
গুলাবছড়ি!

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল।

রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, "ভাইয়া, আমি গুলাবছড়ি খাইব।"

একথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, "গুলাবছড়ি, নানখাটাই, সোহন হালুয়া,—কি লইবে বল।"

বালক গুলাবছড়িরই বেশী পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাবছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পসরা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম স্বরে 'গুলাবছড়ি' হাঁকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, "দেখ ভাইয়া, একটা হাঁথীর তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—'বিবাহের বিজ্ঞাপন।'

বাম হস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল ঃ—

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

লালা মুরলীধর লাল
মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট,
বেনারস সিটি

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে

কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম? 'প্রার্থনাসমাজী'র কন্যা। বাঙ্গালা দেশে যে 'বরম্‌সমাজী'রা আছে—'প্রার্থনাসমাজী'রাও সেইরূপ, তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এতদিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল।

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, 'একটা কায করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি! কিছুদিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন! তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।'

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মৎলব মনে আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া? কিছুদিন কোর্টশিপ করিয়া তাহার পর চম্পট। রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে হইবে। রাম আওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোষে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—'শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।' তাহার পর মনে হইল, ইহারা 'প্রার্থনাসমাজে'র লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত চটিয়া যাইতে পারে! তাহাকে ত নিতান্ত অসভ্য পৌত্তলিক মনে করিতে পারে! সুতরাং আর একখানা কাগজে 'শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি' বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল শুনিলে পাছে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল সে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ করিল।

সেদিন রাত্রে রাম অওতারের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

কাশীর কেদারঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে শতরঞ্চ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। একজনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই দুই ব্যক্তি কাশীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ীর অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কাহ্নাইয়ালাল—সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকিরদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "চিঠি আসিয়াছে।"

কাহ্নাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটি, কেদারঘাট, বেনারস সিটি।" পড়িয়া কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর ত দুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে!"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "লালা মুরলীধর ত নকুলৌ বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল, দেখ কি সমাচার।"

কাহ্নাইয়া বলিল, "মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?"

মহাদেও বলিল, "আরে,—কি সমাচার সে ত আগে দেখিতে হইবে! খোল,—পড়।"

কাহ্নাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যাবিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি-এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলান কিন্তু পরীক্ষার

পূর্ব্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস করিতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; একারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

লালা রাম অওতার লাল

মহল্লা গোরাবাজার, শহর গাজিপুর

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ ত বড় তামাসা! সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"বলিতেছে যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?"

মহাদেও বলিল, "জান না? লালা মুরলীধর অখ্‌বারে লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল কিনা। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে ত ভাল কায়েথ কিরিয়া করম করিবে না। তাই লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল।"

"আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।"

"হাঁ হাঁ—কায়েথ বটে কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিষ্টর হইয়া আসিয়াছিল।—কায়েথ বটে, বড় ঘরানাও বটে। লুটিস্ পড়িয়া সে সময় আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বালিষ্টরি পাস করা জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এই বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।"

কাহ্নাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঐ যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাপ পাঠাইতে, সে কি?"

মিশ্র বলিল, "জান না? ঐ যে তসবীর হয়; একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে; মানুষকে সমুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তসবীর উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাপ বলে।"

কাহ্নাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, "ওঃ হো ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শিকার জুটিয়াছে। উহাকে চিঠি লিখিয়া আনান হউক।"

মহাদেও মিশ্র বলিল, "তাহার কাছে আর কি মিলিবে ? দুই চার দশ টাকা মিলিবে কিনা সন্দেহ।"

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "না। সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোণার ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিরাপটার কি করি ?"

মহাদেও বলিল, "সে জন্য ভাবনা কি ? ফোটুগিরাপ বাজারে অনেক মিলিবে। চৌকে যে মহম্মদ খানের দোকান আছে কিনা, সেখানে পার্সী থিয়েটর দলের অনেক খাপসুরৎ খাপসুরৎ আউরতের তসবীর আছে। সেই একখানা কিনিয়া পাঠাইলেই হইবে।"

পরামর্শ তখনই স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিসে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইয়া, সেইখানে লইয়া গিয়া, কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এক পেয়ালা ভাঙ, তাহার সঙ্গে একটু ধুতুরার রস—আর কিছুই করিতে হইবে না!

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

অপরাহ্নকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানাটিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধূমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আসিবার আর বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরণে শাড়ীখানি পরিহিত। 'বরম্‌সমাজী'দের স্ত্রী-কন্যারা এইরূপ ধরণেই শাড়ী পরিধান করে বটে—তাহা সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার

দেখিয়াছে। মুখ চক্ষুর গঠন কি সুন্দর! রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল—'বাহবা কি বাহবা। বাহ রে বাহ!'

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল।—তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যদি আপনি আসেন. তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদারঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফোটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল

পত্র রাখিয়া আবার ফোটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আজ দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি!" বলিয়া, নিজ বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথমদর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কাযকরা সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের শোভাবৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুইশত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোণার ঘড়ি, সোণার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরাজি ধরণে এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে 'লাল-হীরাকী কথা', 'লয়লা-মজনু', 'গুল-ই-বকাওলি' প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল। প্রথমে আদরের 'তু' না বলিয়া সম্মানের 'আপ' বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ এসকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কিনা। কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোনও সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারি দিন যাতায়াতের পর, একদিন নির্জনে 'পিয়ারী' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্য-সুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পঞ্জাবী কামিজ আবিরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?"

"হাঁ। আপনার নাম কি?"

"কিষুণপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"—বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কিষুণপ্রসাদ বলিল, "জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না আমার এই পোষাকে আসিবার সময় দুষ্ট-লোকে পিচকারী দিয়া দিয়াছে।"

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।" তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোষাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুণপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরণের হইবে। দেখিল তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থলে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণপ্রসাদ ওরফে কাহ্নাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, "চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন।"

'চাচাজী' আর কেহই নয়—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কাহ্নাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল, "কিষুণ—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে জলযোগ করাও।"

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কাহ্নাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুণপ্রসাদ বলিল, "আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তিদূর করিতে সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই।"

রাম অওতার অনুরোধ ক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেমন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "আপনি গীতবাদ্য জানেন কি ?— আমাদের বাড়ীর মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্য প্রিয়।"

রাম অওতার বলিল, "গীত ? গীত ?—জানি বইকি ! শুনিবে একটা ?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিক চম্ চম্ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ; বহু লোক যেন তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"গীত ? শুনিবে একটা ?" বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বিন্দ্রাবন ঢুঁ—

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "কি রে কাহ্নাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে ?"

কাহ্নাইয়ালাল হাসিয়া বলিল, "ধরিয়াছে বইকি ! যায় কোথা ?"

মহাদেও বলিল, "দেখ্ ত কি আছে !"

কাহ্নাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটী, নগদ দুইশত টাকা, রৌপ্যনির্ম্মিত পাণের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল।

মহাদেও টাকাগুলা গণিতে গণিতে বলিল, "পোষাক খোল্,—দামী পোষাক।"

গুরুজীর আদেশমত কাহ্নাইয়ালাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোষাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি ? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিম্‌টা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কাহ্নাইয়ালাল সমস্ত ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল—"দে,—এই পয়সাকটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টাছুই এইখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার গলি দিয়া দিয়া লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার লাল ধনসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার-বিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

আধুনিক সন্ন্যাসী

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

বাঁকীপুরে কলেজে পড়িতাম, হিন্দুয়ানির দিকে ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মস্তকে প্রকাণ্ড একটি শিখা ছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতাম। মাছটা খাইতাম, কিন্তু মাংস খাইতাম না। আমাদের মেসের বাসায় সপ্তাহে একদিন করিয়া মাংস হইত। সেদিন ম্যানেজার আমার জন্য পায়সের বন্দোবস্ত করিতেন।

বাঁকীপুরে একটি 'মহাদেব-স্থান' আছে,—সেখানে প্রায়ই গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম,—যদি কোন সাধুমহাত্মার দর্শন পাই। 'সাধু'র দর্শন মোটেই দুর্লভ ছিল না, কিন্তু সাধুমহাত্মার দর্শন কখনও ঘটে নাই। অধিকাংশ সাধুই নিরক্ষর, —শাস্ত্রজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেই হয়,—কেবল কতিপয় বাঁধা বুলি মুখস্থ আছে। আর গঞ্জিকা ভস্ম করিতে নিতান্তই সুনিপুণ। তবু তাহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম। তুলসীদাস বলিয়াছেন—

সব সে বসিহো, সব সে রসিহো
সব সে মিলিহো ধায়
ক্যা জানে ক্যা ভেখ্ মে
নারায়ণ মিল যায়।

আমি তখন বি-এ ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষার আর পাঁচদিন মাত্র বিলম্ব আছে। একজন আসিয়া সংবাদ দিল, গঙ্গাতীরে একজন যথার্থ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পুস্তকাদি বন্ধ করিয়া বাহির হইলাম। একাকী গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

তখন বেলা তিনটা। গঙ্গাতীরে, স্নানের ঘাটগুলি হইতে দূরে, একখানি খড়ে বাঁধা ক্ষুদ্র কুটীর আছে। সেইখানে সাধুবাবা আশ্রম স্থাপনা করিয়াছেন। আমি নগ্নপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিন চারিজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি সাধুবাবার কাছে বসিয়া আছে। সাধুবাবা হিন্দিতে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

আমি একটি শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া গিয়াছিলাম।

সেই মিষ্টান্ন এবং একটি সিকি সাধুবাবার পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, অন্যান্য ভক্তগণের উপহারও সেখানে রক্ষিত রহিয়াছে।

সাধুবাবা হিন্দুস্থানী কয়েকটির সঙ্গে তুলসীদাসের রামায়ণ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি বাঙ্গালী,—আমাদের বাঙ্গালা রামায়ণ আছে; কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার গ্রন্থে ভক্তিরসের যেরূপ ফোয়ারা তুলিয়াছেন,—সেরূপ আমাদের রামায়ণে নাই।"—বলিয়া তিনি তুলসীদাস হইতে নানাস্থান আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এ ব্যাপারে আমার মনে যেন একটু খটকা লাগিল। কথাটা যেন একটু খোসামোদের মত শুনাইতেছে না?—খরিদ্দার খুসী করার মত? কায হাঁসিল করার মত? আমাদের গ্রামে একটি বিধবা ছিলেন,—পত্র লেখাইবার প্রয়োজন হইলে আমার কাছে আসিয়া বলিতেন—'আহা, রাজুর হাতের নেকাগুলি যেন মুক্তোর মত!—একখানি চিটি নিকে দেবে বাপধন?'

হিন্দুস্থানীরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন সাধুবাবা প্রণামীর পয়সাগুলি জড় করিয়া গণিয়া দেখিলেন। সিকি, দুয়ানী ও পয়সা অনেকগুলি হইয়াছিল। গণিয়া বাবাজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি তখন মনে ভাবিতেছি, 'ইনিও একটি ভণ্ডসাধু। আমার সময় ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে।'—কিন্তু পরক্ষণেই সাধুবাবা যে কথা বলিলেন, তাহাতে আমার পূর্ব্বভাব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল, এবং মন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাধুবাবা বলিলেন, "আজ প্রণামীতে প্রায় একটাকা পাইয়াছি। এই টাকাটি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যাইবে। ইহাতে ষোলজন লোকের একবেলার আহার সম্পন্ন হইবে।"

আমি অনেক সাধুর সঙ্গে বেড়াইয়াছি,—কোনও সাধুর মুখে ত কখন দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার বা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির প্রতি মমতার কথা শুনি নাই!

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি প্রণামীতে যাহা পান, সমস্তই কি ঐ প্রকারে সদ্ব্যবহার করেন?"

"সমস্ত। একটি কপর্দ্দকও আমি রাখি না।

"তবে আপনার চলে কি করিয়া?"

তিনি আমার প্রদত্ত ও অন্য কয়েকটি মিষ্টান্নের ঠোঙ্গা দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ। আমার কি ক্ষুধায় মরিবার উপায় আছে?"

আমি বলিলাম, "আপনি সন্ন্যাসী মানুষ,—নানাস্থানে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান,—এমন ত অনেক দিন হইতে পারে যে ভক্তের উপহার আসিয়া পৌঁছিল না। সেদিন কি করেন ?"

সাধুবাবা বলিলেন, "একটু ভুল করিয়াছ। ইহা ভক্তের উপহার নহে,—ভগবানেরই উপহার। আমার কায আমি করিয়া যাই, তাঁহার কায তিনি করেন।"

মনে হইল, লোকটি ভক্তির উপযুক্ত বটে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

"রাজীবলোচন ঘোষাল।"

আমার অন্যান্য পরিচয়ও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্তই বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে—আর তুমি পাঠে অবহেলা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?"

আমি বলিলাম, "অর্থকরী বিদ্যায় আমার চিত্ত নাই। সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গই আমার পক্ষে আনন্দপ্রদ।"

সাধুবাবা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, পথ অনেক আছে। যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই পথ ধরিয়া চলাই কর্ত্তব্য। এক পথে দাঁড়াইয়া, অপর পথের পানে প্রলুব্ধ দৃষ্টিপাত করিলে, অপর পথেও তুমি পৌঁছিলে না, অথচ যে পথে আছ সে পথেও অগ্রসর হইতে পারিলে না। যে পথেই থাক, আশে পাশে তাকাইবে না, সম্মুখে সিধা তাকাইবে। এই জন্যই ত ঘোড়ার চোখে দুইটা ঠুলি বাঁধিয়া দেয় ; ঘোড়া কেবল সম্মুখের পথই দেখিতে পায়, সম্মুখে ছুটিয়া চলে।"

এখন হইলে এ যুক্তির মধ্যে ছিদ্র ধরিতে পারিতাম; কিন্তু তখন ইহা শুনিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। মনে হইল, হাঁ—এইবার একটি প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়াছি বটে। তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বলিলেন, "আগে আরব্ধকার্য্য সমাপ্ত কর। পরীক্ষা হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কাছে আসিও।"

আমি বলিলাম, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ততঃ আর একবার মাত্র আপনার শ্রীচরণদর্শন করিতে আজ্ঞা করুন।"

"তোমার পরীক্ষা কবে ?"

"এই সোমবার দিন।"

"আচ্ছা, সোমবার প্রভাতে একবার আমার কাছে আসিও। আমার 'শ্রীচরণদর্শন' করিবার জন্য নহে,—তোমার পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমায় কোনও আবশ্যক কথা বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পরে, আমি উঠিবার সঙ্কল্প করিতেছি, সাধুবাবা বলিলেন, "সাধুসেবা করিবার তোমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা,—একটা কায কর দেখি।"

আমি যেন নিজেকে ধন্য মানিয়া বলিলাম, "আজ্ঞা করুন।"

বাবা বলিলেন, "ঐখানে কমণ্ডলুটা আছে, গঙ্গা হইতে জল ভরিয়া লইয়া আইস।"

আমি জল আনিয়া রাখিলাম। সাধুবাবা অন্যদিকে চাহিয়া, অন্যমনে বলিলেন—"Thanks."

সাধু সন্ন্যাসীর মুখে 'Thanks'ও এই প্রথম শুনিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিস্ময় ও আনন্দ-পূর্ণ হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বাসায় আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। এ পাঁচদিন অনবরত অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষার দিন প্রভাতে উঠিয়া সাধুদর্শন করিতে চলিলাম।

আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে কি আবশ্যক কথা সাধুবাবা বলিবেন, এ বিষয়ে আমার মনে একটা কৌতূহল হইয়াছিল। বাসার সকলের কাছে সাধুবাবার গল্প করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল,—'বোধ হয় কোনও প্রশ্ন-ট্রশ্ন বলে দেবেন। ওঁদের ভূত ভবিষ্যৎ সবই জানা আছে কিনা।"—আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। গুজব শুনা গিয়াছে, ঐ সাধুবাবা ইংরাজিতে একজন ব্যুৎপন্ন লোক,—তিনি নাকি এম-এ পাস! সুধাশুবাবু নামক আমার একজন সহপাঠী—তিনি এম-এ পাস শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—'এম-এ পাস না হাতী পাস।'—তাহার, পর হইতে রাগে সুধাংশুবাবুর সহিত আমি ভাল করিয়া কথা কহিতাম না।

গঙ্গাতীরে গিয়া প্রথমে স্নান করিলাম। স্নানান্তে, সিক্ত বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া, সাধুবাবার কুটীরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তখন সেই মাত্র স্ূর্য্যোদয় হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, কুটীরের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে বসিয়া সাধুবাবা ধ্যানস্থ।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকার পর সাধুবাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আজ তোমার পরীক্ষা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমায় আজ কিছু বলিব বলিয়াছিলাম। তাহা অতি সামান্য কথা, অথচ প্রয়োজনীয় কথাও বটে। দেখ, আর্য্যধর্ম্মে পুরাকাল হইতে ফুল দিয়া দেবতার পূজা করিবার কেন ব্যবস্থা আছে বলিতে পার?"

আমি বলিলাম, "ফুল সুগন্ধপূর্ণ জিনিষ, দেবতার প্রীতির জন্য ফুল দিয়া পূজা করা হয়।"

সাধুবাবা বলিলেন, "ভুল। দেবতা নির্ব্বিকার। ফুলের গন্ধে তাঁহার প্রীতি হইবে কি করিয়া? না, ফুল দেবতার প্রীতির জন্য নহে,—পূজকের প্রীতির জন্যই। ফুলের গন্ধে পূজকের মনে আনন্দের ভাব হইবে বলিয়া। আনন্দপূর্ণ মনে কোনও কার্য্য করিলে তাহা যেমন সফল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। তুমি বাসায় ফিরিবার সময় একশিশি সুগন্ধি দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইও। যদি দেশী পাও ত বিলাতী কিনিও না, কারণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহবর্দ্ধন করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। সেই সুগন্ধি রুমালে, চাদরে একটু মাখিয়া পরীক্ষালয়ে যাইবে। মন ভাল থাকিলে ভাল লিখিতে পারিবে।"

আরও দুই চারি কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের শেক্সপিয়রের কি কি নাটক পাঠ্য আছে?"

আমি বলিলাম, "Hamlet, Julius Cæsar ও Tempest."

সাধুবাবা বলিলেন, "আহা, Hamlet! উহার তুল্য পুস্তক আর কোনও ভাষায় পাঠ করি নাই।" বলিয়া—'To be, or, not to be, that is the question,' হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিলেন।

সাধুবাবা যে এম-এ পাস এ সম্বন্ধে তখন আর আমার অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

বাসায় ফিরিলে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, বাবাজী কি বললেন?"

আমি সকল কথাই বলিলাম। শুনিয়া দুই একজন বলিল, "দেখ লোকটা এম-এ পাস হোক না হোক,—বুজরুক নয়।" কেহ কেহ বলিল, "লোকটার উপর ভক্তি হচ্ছে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক, একদিন দেখতে যেতে হবে।"

আমি মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিয়া রাখিলাম পরীক্ষাটা হইয়া যাউক—ইহাদিগকে একবার লইয়া দেখাইয়া আনিব,—সাধুবাবা কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি। ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, সকলকে, বিশেষতঃ সুধাংশুকে দেখাইব, সাধুবাবা কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই বাসার কয়কজনকে লইয়া সাধুদর্শনে চলিলাম। গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল। এই সাধুবাবা যেন বিশেষ করিয়া আমারই সম্পত্তি—দেখুক সকলে, দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হউক। যাহারা গৈরিক বসনে, জটা ধারণ করিয়া, ভস্ম মাখিয়া বেড়ায়, তাহারা যে সকলেই 'হাম্বাগ' নহে,—তাহা দেখুক উহারা।

মাঠের ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে হয়। বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, কুটীর শূন্য, কিন্তু তাহার চারিপাশে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। সাধুবাবা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কতিপয় লোক বলিল—"সাধুবাবা! এই কতক্ষণ হইল সাধুবাবাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেল। কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জাল চেক ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজার টাকা লইয়া সট্‌কাইয়াছিলেন। ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল। এই কতক্ষণ হইল ডিটেকটিভ পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সুধাংশু আমার পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাতে বন্দুক থাকিলে আমি তাহাকে গুলি করিয়া ফেলিতে পারিতাম।

একদাগ ঔষধ

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

সুকুমারী আজ দুইদিন তাহার স্বামীর পত্র না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সে এ বাটীর ছোট বউ। তাহার শ্বশুর বড়লোক। তাহাকে কোনও সাংসারিক কায করিতে হয় না—খালি অনেক উপন্যাস পড়িতে হয়; বড় যায়ের সঙ্গে, ননদ দুটীর সঙ্গে, গল্প করিতে হয়, তাস খেলিতে হয়। মধ্যে মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও করিতে হয়। সুতরাং স্বামীকে পত্র লেখা ও পত্র পাওয়া সুকুমারীর দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান কায! আর একটা কায তাহার আছে, সেটা বড় প্রীতিকর নহে। তাহাকে অনেক ঔষধ খাইতে হয়। কারণ, মাঝে মাঝে কম্প দিয়া তাহার জ্বর আসে।

সুকুমারী যে স্বামীর পত্র না পাইয়া ভাবিতেছে, তাহা বাড়ীর বিড়ালটা পর্য্যন্ত অবগত ছিল। আজ বেলা দশটার সময় সুকুমারী কাপড় ছোপাইবে বলিয়া শিউলী ফুলের বোঁটা কাটিতে বসিয়াছিল, এমন সময় তাহার ছোট ননদ মন্না আসিয়া বলিল, "ওলো ভেবে মরছিলি, এই নে তোর বরের চিঠি এসেছে।"

সুকুমারী আগ্রহের সহিত চিঠি লইয়া নিজের শয়ন ঘরে পলায়ন করিল। চিঠি খুলিয়া যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চিঠি এইরূপ:—

সুকুমারী

আমি নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। আমি আর তোমার ভক্তিযোগ্য স্বামী নহি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল—কুসঙ্গের দোষে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি—সব কথা পত্রে লিখিবার নহে, সাক্ষাতে বলিব। আজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী আসিব। অকপটে তোমার কাছে সব বলিব। তোমার ভালবাসা যদি আমায় ক্ষমা করিতে পারে, তবেই আমি আবার আমি হইব—নচেৎ সব ফুরাইয়াছে।

তোমার হতভাগ্য

অবিনাশ

পত্রখানি প্রথমবার পাঠ করিয়া স্থকুমারী বুঝিল, একটা কোনও ভয়ানক জিনিষ ঘটিয়াছে ; কিন্তু কি ঘটিল ভাল উপলব্ধি করিতে পারিল না। বারম্বার পড়িতে পড়িতে একটা অর্থ তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার শরীর শিথিল হইয়া আসিল, আর দাঁড়াইতে পারিল না। খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া, আর একবার পত্রখানি পাঠ করিল। করিয়া, সেখানিকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। মুষ্টি ভরিয়া ছিন্নপত্র জানালা গলাইয়া বাহিরে বাগানে ফেলিয়া দিল।

পরমুহূর্ত্তে মনে হইল, যদি কেহ ছেঁড়া কাগজগুলি কুড়াইয়া লয়, যোড়া দিয়া পড়ে! তৎক্ষণাৎ সে বাগানে গিয়া ছেঁড়া কাগজগুলি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া লইল। তাহার আঙুলের কচি ডগাগুলিতে শিশির ও কাদা লাগিয়া গেল। কিছুদূরে অন্যবাটীর সদর দরজায় বৈষ্ণব ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল, দাঁড়াইয়া আনমনে একটু তাহাই শুনিল। ছেঁড়া চিঠির টুকরাগুলি আঁচলের খুটে বাঁধিয়া শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল।

ভারী শীত করিতে লাগিল। জর আসিবার পূর্ব্বে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। বিছানায় উঠিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া স্থকুমারী শয়ন করিল। লেপের মধ্যে, প্রথম তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিল। একা ঘরে, পরিজনের অলক্ষিতে, স্থকুমারী অনেক কাঁদিল।

এই সময় তাহার বড় ননদ বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "স্থকি, শুলি যে, অস্থখ করেছে নাকি ?" বলিয়া সে স্থকুমারীর মুখ হইতে হঠাৎ লেপ খুলিয়া দিল। মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "একি, কাঁদছিস ! কি হয়েছে লা? দাদা ভাল আছে ত ?"

স্থকুমারী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, কাঁদিনি ত।"

"না কাঁদিসনি বইকি ! দাদা ভাল আছে ত ?"

"হ্যাঁ ভাল আছে।"

শুনিয়া বিনোদিনী আশ্বস্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তবে কাঁদছিস কেন ?"

গালে চোখের জলের দাগ, তথাপি স্থকুমারী বলিল, "কই, কাঁদিনি ত !"

"দাদা বকেছে ?"

"দূর।"

"বল্‌না, কি হয়েছে বল্‌না ভাই ?"

সুকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিল, "কিছু হয়নি, হবে আবার কি ?"

"না হয়নি ! বল্‌বিনে তাই বল্। না বললি ত ভারি বয়ে গেল।"—বলিয়া বিনোদিনী রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমারী একা হইয়া আবার লেপে মুখ ঢাকিল। ভাবিতে লাগিল, সত্যই যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে ত সবই শেষ হইয়াছে। সবই গিয়াছে! সে স্বামীকে আর কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে, যত্ন করিবে, সেবা করিবে ?

সে কি করিবে ? তাহার এ কি হইল ? এ সর্ব্বনাশ তাহার কে করিল ?

এই সময় তাহার শাশুড়ী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "আবার জ্বর করে বসেছ ? বেশ করেছ! কি কুপথ্যি করেছিলে ? আবার তেঁতুল-আচার খেয়েছিলে ?"

সুকুমারী লেপের মধ্য হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তেঁতুল-আচার ত খাইনি মা।"

"খাওনি ত কি করেছিলে ? এত করে বারণ করি ভিজে মাথায় শুয়ো না। তা ত শুনবে না ; ভাতটি খেয়েই চুপ করে শুয়ে পড়। যা খুসি কর বাছা। গা কি খুব গরম হয়েছে ? ভারী শীত করছে ? এখনও আমার মালাজপ শেষ হয়নি, বিছানা ছুঁতে পারব না, যাই মন্না কি বিনিকে পাঠিয়ে দিই গে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সুকুমারী আবার ভাবিতে লাগিল। কে সে ? কোন্ রাক্ষসী তাহার সর্ব্বনাশ করিল—তাহার সুখের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল ? তাহাকে যদি পায় একবার, তবে নখে করিয়া তাহার চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলে।

ভাবিল, না জানি সে কেমন সুন্দরী। আমার স্বামী ভুলিল—অবশ্যই সে আমার অপেক্ষা সুন্দরী। আর কেহ নয়, আমার স্বামী। আমার স্বামীকে যে আমি দেবতার তুল্য জ্ঞান করিতাম! কত লোক বলিয়াছে কলিকাতা অতি প্রলোভনপূর্ণ স্থান—যুবকগণের পক্ষে অতি বিষম স্থান,—কিন্তু আমার স্বামীর উপর আমার যে অগাধ বিশ্বাস ছিল!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারীর জ্বর দ্বিগুণ প্রবলতা ধারণ করিল। জ্বরের ঘোরে সে অচেতন হইয়া পড়িল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সুকুমারী যখন চক্ষু খুলিল, তখন দেখিল ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিকটে বসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। তাহার শ্বশুর কিছুদূরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মন্না মেঝের উপর বসিয়া খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, "এই ঔষধটুকু খেয়ে ফেল দেখি মা!"—বলিয়া মুখের কাছে ঔষধ ধরিলেন। সুকুমারী পান করিল।

ডাক্তার বলিলেন, "অনেকটা নরম পড়েছে এখন। কোনও ভাবনা নেই। যতক্ষণ একবারে জ্বরটা না ছাড়ে, ঐ ফিবার মিক্‌শ্চারটা দু'ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দেবেন।"—বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

ডাক্তার গেলে সুকুমারীর শাশুড়ী আসিলেন। কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "অনেকটা কম বইকি। গায়ে একবারে হাত রাখা যাচ্ছিল না। এখন কেমন আছ মা?"

সুকুমারী চুপি চুপি বলিল, "ভাল আছি।"

তিনি বলিলেন, "বিকেলের গাড়ীতে অবিনাশ এসেছে। মন্না, যা দিকিন, তোর দাদাকে ডেকে দে।"—তারপর স্বামীকে বলিলেন, "তোমার জলখাবার সাজিয়ে রেখেছে—যাও, দেরী কোরো না।"

ঘরে শুধু সুকুমারীর শাশুড়ী রহিলেন। আর সকলে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অবিনাশ আসিল। তাহার মা তখন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গেলেন।

অবিনাশ বিছানার উপর বসিয়া, সুকুমারীর কপালের উপর হাত রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ সুকু?"

সুকুমারী বলিল, "ভাল আছি।"

"আজ সকালে আমার চিঠি পেয়েছ?"

"পেয়েছি।—সত্যি?"

অবিনাশ বলিল, "সত্যি বইকি।"

"আমায় মনে পড়লো না?"

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল, "সে কি বড় সুন্দরী?"

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে?"

"সে।"

"কে সে? কার কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

অবিনাশ মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারিল সুকুমারী কি ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ! বলিল, "না—না—সুকু। তুমি কি ভেবেছ? তা নয়।"

"কি তবে?"

"যা জীবনে কখন স্পর্শ করতে বারণ করেছিলে, তোমার ভারি ঘৃণা জানিয়েছিলে, তাই খেয়েছি। মদ খেয়েছি। বেশী নয়, উপরোধে পড়ে এক চুমুক মাত্র খেয়েছি।"

দুই ঘণ্টা পরে সুকুমারীর আবার ঔষধ খাইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রয়োজন হইল না। একদাগ ঔষধেই তাহার জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। বাস্তবিক, ডাক্তারবাবুর ঔষধগুলি বড়ই তেজস্কর বলিতে হইবে।

স্বর্ণ-সিংহ

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

সে আজ অনেক বৎসরের কথা। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে 'প্র্যাকটিস' আরম্ভ করিলাম, কিন্তু মক্কেল জুটিল না। মাস-ছয় কাল বার লাইব্রেরীতে বসিয়া অন্যান্য নব্য উকীলগণের সহিত নানাবিধ খোস গল্প করিয়া ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পশ্চিমে যাই। কিন্তু পশ্চিমেই বা যাই কোথায়? ডিরেক্টারি বাহির করিয়া পশ্চিমের নানা স্থানের উকীলের তালিকা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, বিহারে সাসেরাম নামক একটা মহকুমা আছে, সেখানে বাঙ্গালী উকীল একটিও নাই—আর কোনও বাঙ্গালীই নাই। যাইবার পক্ষে বাধাও বিস্তর,—রেল নাই। আরা ষ্টেশনে নামিয়া এক্কা করিয়া তিন চারি দিন যাইতে হয়। ভাবিলাম, এই ঠিক হইয়াছে। এই পৃথিবীর বাহির কাশী—সাক্ষাৎ কৈলাস, এইখানে গেলেই আমার পসার হইবে। পশ্চিমের লোকের বিশ্বাস বাঙ্গালীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি। ওদিকটায় বাঙ্গালীর এখনও বেশ খাতির আছে। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই সাসেরাম পৌঁছিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিলাম।

সাসেরামে একজন উর্দ্দুওয়ালা উকীল ছিলেন,—তাঁহার নাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদ। তিনিই সেখানকার প্রধান উকীল। আমাকে দেখিয়া কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—'আরে উও তো বচ্চা হায়, কানুনকা হাল ক্যা জানতা হায়?'—প্রথম প্রথম একটা মোকর্দ্দমায় আমি তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলাম। মোকর্দ্দমা শেষে বক্তৃতার দিন আইনের তর্ক করিবার জন্য অপরাধের মধ্যে আমি খানকতক মোটা মোটা পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। জোয়ালাপ্রসাদ কোনও আইনের পুস্তকের ধার ধারিতেন না। প্রকাশ্য আদালতে হাকিমকে বলিলেন—"হুজুর,—দেখিয়ে তো তমাশা! কল্‌কত্তা সে এক উকীল আয়েহেঁ,—ন মোচ ন দাঢ়ী—ঔর বহস্ কে লিয়ে টোকড়ি ভরকে কিতাব লে আয়েহেঁ। হুজুরকো কানুন শিখলানে মাঙ্গতেহেঁ—যেয়সে কি হুজুরকো কানুন মালুম নেহি হায়!"

হাকিম একটু হাস্য করিয়া উকীল সাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমার প্রতি জোয়ালাপ্রসাদের এই বিদ্বেষের কারণ ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি পাটনা কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। সেই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে সাসেরামের একমাত্র ইংরাজি জানা উকীল হয়, ইহাই মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাসনা ছিল। তাই আমাকে দেখিয়া তাঁহার এত আক্রোশ।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

অল্পদিনের মধ্যেই আমার পসার হইতে আরম্ভ হইল। একটা বন্ধে কলিকাতায় গিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিলাম। সদর রাস্তার উপর আমার দ্বিতল গৃহখানি। উপরের কক্ষে চিকে ঢাকা জানালাটির কাছে বসিয়া কৌতুকপূর্ণ নেত্রে এই নূতন প্রদেশের নূতনতর জীবন প্রবাহ দেখিতে আমার স্ত্রী ভালবাসিতেন। একদিন রাজপথে কতকগুলি বালক বালিকা সমবেত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এই গীতটি বারম্বার গাহিতে লাগিল :—

বাঙ্গালী বিটিয়া,
কল্‌কত্তা মে বেচে তামাকুল টিকিয়া।

আমার স্ত্রী তখনও হিন্দী শিখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি বলছে গো ?"

আমি বলিলাম, "ওরা যা বলছে তার ভাবার্থ এই—হে বাঙ্গালীর মেয়ে,—আমাদের দেশে এসে তোমরা ভারি নবাব হয়েছ, চিকের আড়ালে দোতালায় বসে আছ,—কিন্তু কলকাতায় তো তোমরা তামাক টিকেও বিক্রি কর শুনেছি।"

আমার স্ত্রী শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে !"

গ্রীষ্মকাল আসিল। আমার বাড়ীর চারিদিকের তালগাছগুলিতে পাসীরা তাড়ির জন্য 'লাবনি' বাঁধিয়াছে। প্রত্যহ প্রভাতে চারিদিক হইতে পাসীদের চীৎকার শুনা যায়—'তার চিঢ়ো'—অর্থাৎ—'আমি তালগাছে চড়িতেছি—কুলবধূগণ, তোমরা উঠান হইতে পলায়ন করিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাক।'

গ্রীষ্মের ছুটিতে মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের পুত্রটি পাটনা হইতে আসিল। সহরে ইংরাজি-জানা লোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া আমার সহিত তাহার বন্ধুভাব জন্মিল। তাহার নাম সুন্দরলাল। আমি তাহার পিতৃবৈরি হইলেও

আমার কাছে সে সর্ব্বদা আসিত। মাঝে মাঝে আমরা একত্র বেড়াইতে যাইতাম। এখনকার বাঙ্গালীদের যেমন 'সাহেব' হইবার উচ্চাভিলাষ,—সুন্দরলালের দেখিলাম সেইরূপ বাঙ্গালী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী! পিতার অগোচরে সে মাঝে মাঝে আমার গৃহে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণও রক্ষা করিতে লাগিল।

লোকটিকে আমার বড় ভাল লাগিত। ক্রমে দেখিলাম, সে যে শুধু ইংরাজি-শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা নহে, একটি আনুষঙ্গিক ব্যাধিও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। সে ব্যাধিটি দাম্পত্য-বিষয়ক। সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃনির্ব্বাচিত কন্যাকে সে আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বলিল, এই কারণে পিতা তাহার উপর বিরক্ত।

আরও কয়েকদিনে বন্ধুত্ব একটু ঘনিষ্ঠভাব ধারণ করিল। একদিন চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় নদীতীরে আমরা দুইজনে বেড়াইতেছিলাম। সুন্দরলাল সেদিন আমাকে বলিল—সে একটি মেয়েকে ভালবাসে।

শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মনে করিতাম, এই ব্যাধি উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশের বাহিরে এখনও বুঝি প্রবেশ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার নাম কি ?"

"পান্না।"

"কত বড় ?"

"তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর।"

দেখিলাম—তবে ত ইহা একটি রীতিমত রোমান্সের কাণ্ড! বন্ধুকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কোথায় ?"

"আমাদের গ্রামে।"

আমি জানিতাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাড়ী সদর হইতে ছয় মাইল দূরে পাটোলি গ্রামে। রহস্য করিয়া বলিলাম, "তাই এত ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া হয় বুঝি ?"

সুন্দরলাল বলিল, "কোথা ঘন ঘন যাই ? আসিয়াই একবার গিয়াছিলাম, আর সেদিন আর একবার গিয়াছিলাম মাত্র। প্রথমবার শুধু দেখা পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাই নাই। তাই দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম।"

হাসিয়া বলিলাম, "এখানে তবে মরিতেছ কেন? আমি হইলে ত ছুটির কয়টা মাস সেইখানেই থাকিয়া যাইতাম।"

সুন্দরলাল বলিল, "আকাঙ্ক্ষার যদি অনুসরণ করিতাম, তবে আমিও তাহাই করিতাম। আমি জানি, আমি যদি তাহার কাছাকাছি থাকি, তবে সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিব না। এইরূপ কিছুদিন চলিলে, গ্রামের লোকের মধ্যে কি প্রকার আলোচনা উত্থিত হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি কি তার—"

সুন্দরলাল আর বলিতে পারিল না,—কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম। আমি এতক্ষণ ব্যাপারটিকে পরিহাসের বিষয়স্বরূপই মনে স্থান দিয়াছিলাম। সুন্দরলালের এই কথায় সে ভাব আমার মন হইতে তিরোহিত হইল।

পরিহাসের স্বর পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কে?"

"আমাদের গ্রামে একটি পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ আছেন। তাঁহার নাম সুবেদার অযোধ্যানাথ। পান্না তাঁহার পৌত্রী।"

"তাহারা কি তোমাদের স্বজাতি?"

"স্বজাতি বইকি।"

"তবে বাধা কি? তোমার পিতার নিকট তোমার বাসনা কখনও ব্যক্ত করিয়াছিলে?"

"করিয়াছিলাম। নিজে করি নাই—অন্য লোক দিয়া বলাইয়াছিলাম। অযোধ্যানাথ আমাকে তাঁহার নাতজামাই করিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কুলগত কোনও দোষ আছে বলিয়া, জাতিভয়ে পিতা কিছুতেই সম্মত হন নাই। সে মেয়ের আরও অনেক স্থলে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সম্মত হয় না। নহিলে আমাদের ঘরে অত বড় মেয়ে কখনও অবিবাহিত থাকে?"

শুনিয়া আমার মন কিছু বিষণ্ণ হইল। এ যে উপন্যাসের মতই কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছি! কিন্তু উপন্যাসে সুখ-সম্মিলনটা প্রায়ই কোন না কোনও উপায়ে সংঘটিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কি তাহা হইবে না?

তাহার পর সুন্দরলাল অনেক কথা বলিল। সকল কথাই তাহার

প্রণয়িনীর সম্বন্ধে। সুন্দরলাল স্পষ্ট বলিল—প্রণয়ের আবেগটা সমস্ত তাহার তরফ হইতে। বালিকা সম্ভবতঃ ভালমন্দ কিছুই জানে না। তাহার জানিবার বয়সও নহে, সুযোগ ঘটে নাই।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রে আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলিলাম।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ইহার পর আর দুই মাস কাটিল। আমার বেশ পসার হইয়া আসিতেছে। এখন প্রত্যেক বড় মোকর্দ্দমায় কোন না কোন পক্ষে আমি নিযুক্ত থাকি। সুন্দরলাল পাটনায় ফিরিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে কয়েকবার সুন্দরলালের সহিত তাহাদের গ্রামে গিয়াছিলাম। সুবেদার অযোধ্যানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। দূর হইতে অতর্কিতে আমার বন্ধুর মনোহারিণীকেও দেখিয়া আসিয়াছি। মেয়েটি বেশ সুন্দরী বটে। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া সুন্দরলালকে দোষ দিতে পারা যায় না।

প্রথম যেদিন পাটোলি হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, আমায় স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পান্নাকে দেখলে ?"

"দেখলাম বইকি।"

"কেমন দেখতে গো ?"

জ্ঞানীজনেরা বলিয়া থাকেন, নিজের স্ত্রীর সমক্ষে কখনও অন্য কোন স্ত্রীলোকের রূপের প্রশংসা করিও না ; করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "দেখতে মন্দ কি ?"

স্ত্রী বলিলেন, "তবু কি রকম দেখতে, কি রকম রঙ, মুখ চোখ কি রকম ?"

বলিলাম, "তা—ভালই।"

আমার উত্তরে আমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব সুন্দরী ?"

পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "কি জানি অত বুঝি-সুঝিনে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আহা কথার শ্রী দেখ ! কচি খোকা কিনা—কিছু বোঝেন না ! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি সুন্দরলাল হতে, তা হলে তুমি ভালবাসতে কি না ?

আমি দুষ্টামি করিয়া বলিলাম, "কাকে ? তোমাকে ?"

শ্রীমতী রাগিয়া বলিলেন, "গা জ্বালা করে কথা শুনে। পান্নাকে—পান্নাকে।"

"আমি যদি সুন্দরলাল হতাম ?"

"হাঁ গো হাঁ। একটা কথা বুঝতে পার না ? এত পাস করলে কি করে ?"

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে হইবে জ্ঞানীজনেরা তাহার কোনও নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং কপাল ঠুকিয়া বলিলাম, "তা, বাসতাম বোধ হয়।"

কপাল ঠুকিয়া বারুদের বাক্সতে দিয়াশলাই ধরাইয়া দিলাম না কেন ? ফল ইহা অপেক্ষা গুরুতর হইত না।

অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গাইলাম। মানান্তে তিনি পান্নার পরিজনাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রায় সকলগুলিরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম।

সুবেদারজী লোকটি বড় ভাল। ঐ কন্যাটি তাঁহার সর্ব্বস্ব। বলেন, ইচ্ছা করিলেই এখনি তাহার বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু মেয়েটিকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া কি লইয়া থাকিবেন ? আজীবন তিনি যুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহার অনেক গল্প করিলেন।

আষাঢ় মাস। রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। সহসা কি একটা শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কাণ পাতিয়া রহিলাম। দরজার বাহির হইতে শব্দ আসিল— "বাংগালী বাবু—এ বাংগালী বাবু।"

আমার নাম এখানে অল্প লোকেই জানে। সাধারণে আমি 'বাংগালী উকীল' অথবা 'বাংগালী বাবু' বলিয়াই পরিচিত।

পুনশ্চ শব্দ হইল—"বাংগালী বাবু—এ বাবুজী।"

আমি "কোন্ হায় ?"—বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

"জারা বাহার তো আইয়ে।"

আমার স্ত্রীও জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কোনও অমঙ্গলের টেলিগ্রাম এসেছে বুঝি!"

বাতি জ্বালাইয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া বাহির হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি— কিন্তু আকাশে অল্প মেঘ ছিল, তাই জ্যোৎস্না ম্লান দেখাইতেছিল। তালগাছগুলি কাঁপাইয়া সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। উঠানের পার্শ্বে টগরগাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

সদর দরজা খুলিয়া দেখি, একটি অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে।

"কে তুমি ?"

লোকটি বলিল, "মোহাক্কেল।"

"এত রাত্রে কেন ?"

"একটি বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। উইল করিতে হইবে। এখনি না গেলে নয়। ভোর অবধি তাঁহার নিশ্বাস থাকিবে কিনা সন্দেহ।"

"কত দূর যাইতে হইবে ?"

"বেশী নয়। এখান হইতে দুই তিন ক্রোশ মাত্র।"

"যাইব কি করিয়া ?"

"ঘোড়া আনিয়াছি।"

"ফীজ্ আনিয়াছ ?"

"আনিয়াছি। কত লাগিবে ?"

"এই রাত্রে আমি একশত টাকার কমে যাইব না।"

"এই লউন।"—বলিয়া লোকটি তাহার চাদরের প্রান্ত হইতে টাকায় নোটে একশত টাকা গণিয়া দিল।

আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বাটির ভিতরে প্রস্তুত হইতে গেলাম। টাকাগুলি বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে, আলিপুর বারের সেই নিরন্ন দিনগুলির কথা মনে পড়িল। সেই একদিন আর এই একদিন! তখন সারাটা দিন কাছারিতে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়াও মক্কেল-দেবতার দর্শন পাওয়া যাইত না;—আর এখন সেই দেবতা দুই প্রহর রাত্রে আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া ঘুমটুকু নষ্ট করিয়া দিল।

গৃহিণীকে অভয় দিয়া, ভৃত্যগণকে জাগাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। অশ্বারোহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধটি কে ?

আমার সঙ্গী বলিল, "সুবেদার অযোধ্যানাথ।"

"সুবেদারজী ? তাঁহারই আসন্নকাল উপস্থিত ?"—বলিয়া আমি দুঃখে মৌন হইয়া রহিলাম। এই যে পনেরো দিন হইল তাঁহার কাছে বসিয়া কত যুদ্ধকাহিনী শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি।

ঘণ্টাখানেক অশ্বারোহণের পর আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত গ্রামটিতে গিয়া উপনীত হইলাম।

সুবেদারজী আমাকে বলিলেন, "বাবু আসিয়াছেন? আসুন—বসুন। আমি ত চলিলাম!"

আমি বলিলাম, "না সুবেদারজী। ও কথা কেন বলেন? আপনি ভাল হইবেন। আবার আপনার কাছে কত যুদ্ধের গল্প শুনিব।"

শুনিয়া সুবেদারজীর মুখে একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিলেন—"রামজীর ইচ্ছা। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই হইবে। এখন আমার একটি কায করুন। অনেক রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা করুন।"

সুবেদারজী বলিলেন, "আপনি জানেন বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল, সে বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে—স্বর্গে গিয়াছে। হতভাগ্য আমাকে রোগশয্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইল। রামজীর ইচ্ছা। আমার সেই পুত্রের একটি কন্যা আছে। তাহাকে বুকে করিয়া আমি জীবনের শেষভাগ কাটাইলাম। আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, সে পঞ্জাবে চাকরী করে। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাকে এবং আমার পৌত্রীকে বণ্টন করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনি এই মর্ম্মে একটি উইল প্রস্তুত করুন। আমার একটি স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহ আছে। আমি যখন বর্ম্মাযুদ্ধে গিয়াছিলাম, সেই সময় রাজবাটী লুট করিতে গিয়া সেটি পাই। সিংহটি ওজনে ত্রিশ সেরের উপর। সোণাটার দাম প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। আমার পৌত্রীকে যে বিবাহ করিবে, সে ওই সিংহটি যৌতুক পাইবে। আমার লোহার সিন্ধুকটিতে ঐ সিংহ রক্ষিত আছে। এ কথা এতদিন কেহ জানিত না। জানিলে ডাকাতেরা আসিয়া সিংহটি লইয়া যাইত। লোহার সিন্ধুকে আমার এক হাজার টাকা আছে। ঐ টাকা আমার পৌত্রী পান্নার নামে লিখিয়া দিন। আর আমার এই বাড়ী, সামান্য জমিজমা যাহা আছে, বাসনপত্র, আর মেডেলগুলি, সমস্ত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে লিখিয়া দিন।"

উপরিউক্ত কথাগুলি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া যাইতে লাগিলাম। লিখিবার জন্য কাগজ ভাঁজ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এ উইলের অছি কাহাকে নিযুক্ত করিবেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এই দেখুন। আসল কথাই ভুলিয়া যাইতেছিলাম। অছি

আপনি হইবেন। ইহাও লিখিয়া দিন, আপনার মনোনীত পাত্র পান্নাকে বিবাহ করিলে তবেই সে ঐ সিংহ পাইবে। আপনি সুন্দরলালের বন্ধু। আপত্তি আছে কি ?"

আমি বলিলাম, "আমি আহ্লাদের সহিত আপনার উইলের অছি হইতে প্রস্তুত আছি।"

আমি সুন্দরলালের বন্ধু—তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।

উইল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ সহি করিলেন। সাক্ষীদেরও সহি লইলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন, "উইলখানি আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। আর এই লউন আমার লোহার সিন্ধুকের চাবি। আপনার পরিবার এখানে আছেন ?"

"আছেন।"

"আমার অবর্ত্তমানে তবে আপনি দয়া করিয়া পান্নাকে লইয়া গিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত আপনার বাটীতে রাখিবেন। পান্না নিজে রাঁধিয়া খাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে এই দেশের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আছে। পান্নাকে নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে কেন ?"

উঠিয়া বৃদ্ধকে বলিলাম, "এখন আমি চলিলাম। কিন্তু আপনাকে ভাল হইতে হইবে। আরও অনেক দিন আপনাকে বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গল্প বলিতে হইবে।"

বৃদ্ধ অশ্রুগদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। আপনার হাতে আমার পান্নাকে, আর টাকাকড়ি, সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে পান্নার মঙ্গল হয় তাহাই আপনি করিবেন।"

আমি সুবেদারজীকে আমার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইহার পর একটি দিন মাত্র বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

একমাস কাটিয়াছে। সুবেদারজীর শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গিয়াছে।

পান্নাকে আনিয়া আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া দিয়াছি। তাঁহার টাকা ও সিংহসুদ্ধ লোহার সিন্ধুকটি আনিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

প্রথম কয়েকদিন পান্না পিতামহের শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল। আমার স্ত্রীর শুশ্রূষার গুণে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন রবিবার, প্রভাতে উঠিয়া চা খাইতেছি, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল বাবু জোয়ালাপ্রসাদ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমাকে এ অনুগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি করেন নাই।

আমি মাঝে মাঝে সুবেদারজীর সিন্ধুকটি খুলিয়া সেই স্বর্ণ-কেশরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম, আর ভাবিতাম, এখনও বাবু জোয়ালাপ্রসাদ এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিতেছেন না কেন?

বাহিরে গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উকীল সাহেবকে বসাইলাম। দুই এক কথার পর তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপনার জন্য আমাদের ত বড় নিন্দা হইয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"আমাদের জাতি-ভাই সকলেই বলিতেছে যে বুড়া মরিয়া গেল, তাহার পৌত্রীটা খাইতে না পাইয়া শেষে বাঙ্গালীর অন্ন খাইতেছে—জাতি-ভাই কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "খাইতে না পাইয়া? কেন, পান্না ত একেবারে নিঃস্ব নহে, সুবেদারজী উইল করিয়া তাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি শুনেন নাই?"

জোয়ালাপ্রসাদ বিস্মিতের মত বলিলেন, "উইল করিয়াছেন? তাঁহার ছিল কি যে তিনি উইল করিবেন? আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

উকীল সাহেবের এই অভিনয়টুকু দেখিয়া, মনে মনে আমোদ অনুভব করিলাম। অমায়িকভাবে বলিলাম, "না, উইল করিয়া গিয়াছেন। আমিই সে উইল লিখিয়াছি।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তা ভাল। বাড়ীটি আর দুই-দশ টাকা যাহা

বুড়ার ছিল, তাহা উইল করিয়াছেন বোধ হয়। তাহা বুদ্ধির কার্য্যই হইয়াছে। ঐ যে পান্নার পিতা, সে বুড়ার বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান ছিল না বলিয়া একটা গুজব আছে কিনা। উইল না করিলে সম্ভবতঃ ও বাড়ীটি বুড়ার ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া দখল করিত। ওকালতী করিতে করিতে বুড়া হইয়া হইয়া গেলাম, সবই বুঝিতে পারি।"—বলিয়া তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন।

লোকটার মুখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আসল কথাটাই তাঁহার মনে তোলাপাড়া করিতেছে, অথচ প্রকাশ করিবার সাহস হইতেছে না।

নানা অসম্বন্ধ কথা পাড়িয়া, নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, অবশেষে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। পান্নার সহিত সুন্দরলালের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

আমি মনে মনে বলিলাম, "হে স্বর্ণ-কেশরী—ধন্য তোমার মহিমা!"

জোয়ালাপ্রসাদকে বলিলাম, "মেয়েটির ঐ যে কুলগত দোষ আছে—তাহাতে আপনার জাতি-ভাই কোনও আপত্তি করিবে না ত?"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "করিবে। আমি বিলক্ষণ জানি—তাহারা আমাকে একঘরে করিবে। কিন্তু আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি নির্ব্বোধ সমাজ-শাসনের এত ভয় করিয়া চলি, তাহা হইলে দেশের কুসংস্কারাপন্ন রীতিনীতিগুলি কি কখনও সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে করেন নবীনবাবু?"

অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীরভাবে আমি মাথাটি নাড়িতে লাগিলাম। বলিলাম—"ঠিক ঠিক—উকীল সাহেব। আপনি আপনার বিদ্যাবত্তার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "ইংরাজী পড়ি নাই বটে,—কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতাদি ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মতই।"

আমি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তা বটেই ত! তা বটেই ত!"

জোয়ালাপ্রসাদ বোধ হয় মনে করিলেন, তাঁহার এ ভণ্ডামিটুকু আমি ধরিতে পারি নাই। তাই উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা নবীনবাবু, আপনি ত সুন্দরলালের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বস্থাপন করিয়াছেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি সম্প্রতি শুনিলাম—সুন্দরলাল পান্নাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল। তাহা সত্য কি?"

আমি বলিলাম, "সত্য।"

জোয়ালাপ্রসাদ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তবে আমার মনের সকল

দ্বিধাই এখন কাটিয়া গেল। হউক পান্না কু-জাতি—হউক সে অর্থহীনা—আমার পুত্র যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে—আমি তাহাকে পুত্রবধূ করিব। আমার পুত্রের সুখ বড়, না আমার জাতি বড়, নবীনবাবু ?"

হাস্যের এত প্রচণ্ড শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা আমার আছে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে বলিলাম, "অবশ্য আপনার পুত্রের সুখই বড়, উকীল সাহেব।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তবে আপনার মত আছে ?"

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিলাম। জোয়ালাপ্রসাদের মুখ কালিমাময় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তবে বুঝি বা আমি অমত করি।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "সুন্দরলাল যখন আপনার প্রিয় বন্ধু, তখন অবশ্যই তাহার শুভ ইচ্ছা আপনি করিবেন।"

শেষে আমি বলিলাম—"আমার মত আছে।"

শুনিয়া স্বর্ণলোভী বৃদ্ধ আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রথমে স্বর্ণ-সিংহের অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞতার ভাণটুকু দেখাইতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়া-ছিলেন, এখন এই অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু গোপন করিতে সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অন্য সকল চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা, প্রবল আনন্দ গোপন করাই বোধ হয় মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

পান্না সুন্দরলালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উইলের প্রোবেট লইয়াছি। পান্নার হাজার টাকা, তাহার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। সিংহটি জোয়ালা-প্রসাদ লইয়া গিয়াছেন।

বিবাহের সপ্তাহখানেক পরে, আবার নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া আমার সদর দরজায় শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—এ লোবিনবাবু !"

জাগিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, 'আবার কাহারও উইল করিতে হইবে নাকি ?'

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, লণ্ঠনহস্তে ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে পান্না ও সুন্দরলাল।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে? ব্যাপার কি?"

"ভিতরে চল—বলিতেছি।"

ভৃত্যকে বিদায় দিয়া সুন্দরলাল পান্নাকে লইয়া আমার অঙ্গনে প্রবেশ করিল। বলিল—"বাবা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"কেন?"

"সে সোণার সিংহটা, সমস্ত সোণার নহে। খুব পাতলা সোণার পাতে উপরটা মোড়া ছিল। ভিতরটা সমস্ত তামা। বাবা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া বিক্রয় করিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখিবেন; নহিলে ডাকাইতে কোন্‌দিন সিংহটা লইয়া যাইবে। আজ সন্ধ্যা হইতে গলানো হইতেছিল। দুইশত টাকার আন্দাজ সোণা বাহির হইয়াছে—বাকী সমস্ত তামা। বাবা ক্রোধে ক্ষিপ্তের মত হইয়াছেন। দূর দূর করিয়া আমাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"

আমার স্ত্রী অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া পান্নার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজকক্ষে লইয়া গেলেন। আমি সুন্দরলালকে লইয়া একটি কক্ষে বসিলাম।

প্রতিজ্ঞা-পূরণ

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ভবতোষ কলেজে ইংরাজি পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। ইংরাজি বিদ্যার প্রতি তাহার তিলমাত্র শ্রদ্ধা নাই। ইংরাজি পড়িয়া পড়িয়াই দেশটা উৎসন্ন গেল ইহাই তাহার মত। দেশে 'আর্য্যভাব' ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, সে কালের সে শুভদিন ভারতে ফিরিবার আর উপায় থাকিতেছে না, এই বলিয়া ভবতোষ প্রায়ই আক্ষেপ করিত। আত্মীয় স্বজনের তাড়নায় তাহাকে বাধ্য হইয়া ইংরাজি পড়িতে হয়, নহিলে তাহার ইচ্ছা নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লীতে গিয়া কোনও টোলে প্রবেশ করে। যাহা হউক, ইংরাজী পড়া সত্ত্বেও ভবতোষ যেরূপ নিজের আচার ব্যবহার ও চিন্তাপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আজিকালিকার দিনে সেরূপ দেখা যায় না।

ভবতোষ কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল, হঠাৎ একদিন পূজার ছুটি হইল। ভবতোষ বাড়ীর জন্য নূতন বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া, বাক্স পুঁটুলী বাঁধিয়া, গৃহযাত্রা করিল। তাহাদের গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূর নহে।

পূজা হইয়া গেল, পূর্ণিমা আসিল। সেদিন ভোরে ভবতোষের বিধবা মাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাট গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। ঘাটে বহুসংখ্যক পুরস্ত্রীর সমাগম হইয়াছে। স্নানান্তে ঘাটে উঠিয়াছেন, এমন সময় ভবতোষের মাতা দেখিলেন, তাঁহার একটি বাল্যসখী,—উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

"কি দিদি, ভাল আছ ত ?"—বলিয়া উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ভবতোষের মাতার কাছে আসিলেন। দুই সখীতে কুশল প্রশ্নাদির পর, উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ভবতোষ বাড়ী এসেছে ?"

"এসেছে। তার ছুটিও ফুরিয়ে এল—আবার কলকাতায় আসবে গিয়ে।"

উপেন্দ্রবাবুর একটি সুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা আছে, তাহার নাম পুলিনা। মেয়েটি অবিবাহিতা।

উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "দেখ দিদি, আমার পুলিনার সঙ্গে তোমার ভবতোষের যদি বিয়ে দাও, তা হলে বেশ হয়!"

ভবতোষের মা বলিলেন, "আমারও তাই ত অনেক দিন থেকে ইচ্ছে বোন—ছেলে যে বিয়ে করতে চায় না, কি করি। কত সম্বন্ধ এসে ফিরে ফিরে গেল।"

"আচ্ছা, একবার বলে দেখ না। তোমার বড় ছেলেটি, একটি বউ আসবে, তোমার কত আহ্লাদ হবে, কেন বিয়ে করে না?"

ভবতোষের মা বলিলেন, আচ্ছা বলিয়া দেখিবেন। ছেলে যদি রাজি হয়, তাহা হইলে এমন কি এই অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইতে পারে।

মা যখন গৃহে ফিরিলেন, ভবতোষ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া, 'বঙ্গবাসী'র উপহার পরাশর-সংহিতার একখানি তর্জ্জমা মন দিয়া পাঠ করিতেছিল।

মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা, বাড়ীর ভিতর এস, একটা কথা আছে।"

ভবতোষ বহি রাখিয়া ধীরে ধীরে মাতার অনুগমন করিল।

নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া মা পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এইবার একটা বিয়ে থাওয়া করে ফেল। তুমি আমার বড়ছেলে, বউয়ের মুখ দেখব আমার কতদিনের সাধ, সে সাধ পূর্ণ কর।"

বলিয়াছি, পূর্ব্বে ভবতোষ বিবাহ করিতে অত্যন্ত অসম্মত ছিল। পঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয়,—কিম্বা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়,—এরূপ কোনও 'বিলাতী আপত্তি' ভবতোষের ছিল না। তাহার আপত্তিটা অন্যরূপ এবং শাস্ত্রসঙ্গতও বটে। সে শুনিয়াছে (এবং সংবাদপত্রেও পাঠ করিয়াছে) যে আজিকালিকার নব্যস্ত্রীরা আর যথার্থ হিন্দু গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপ আবির্ভূতা হন না। তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসিনী ও 'বাবু' হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে স্বামীদিগকে ভক্তিটক্তি আর করেন না, পরন্ত স্বামীর সহিত সখ্য ব্যবহার করিতে উদ্যত। আরও নানা প্রকার অভিযোগ সে শুনিয়াছে।

কিন্তু বিধবা মাতার একান্ত অনুরোধ—বেচারি কি করে? মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিবার পাপও সে সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং অল্পদিন হইতে স্থির করিয়াছে, মা এবার অনুরোধ করিলেই বিবাহ করিবে, কিন্তু সে নিজের আদর্শানুযায়ী একটি মেয়ে বিবাহ করিবে।

এখন, এ সম্বন্ধে ভবতোষের স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত অনেকগুলি মতাদি ছিল, তাহা তাহার বাসার সহপাঠীরা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছে। রাত্রে আহারের পর ছাদের উপর যখন বাসার ছেলেদের একটি দণ্ডায়মান-সভা সমবেত হইত, যখন অনেকগুলি সিগারেটাগ্র যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তখন অনেক সময় এই বিষয়ের আলোচনা হইত। তর্কস্থলে ভবতোষ কতবার বলিয়াছে—"যদি আমি কখনও বিয়ে করি, যদি করি, তবে একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব। কারণ সুন্দর মেয়ে প্রায়ই দেমাকে হয়। শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, স্বামীকে গুরুজ্ঞান করে না, সহধর্ম্মিণী না হয়ে সহবিলাসিনী হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, তারা অত্যন্ত বাবু হয়। একটু রূপ আছে বলে' সে রূপকে ভাল করে সাজিয়ে প্রকাশ করবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। সাবান চাই, সুগন্ধি চাই, পাউডার চাই, ভাল ভাল শাড়ী চাই, সেমিজ চাই—স্বামী বেচারীর প্রাণও ওষ্ঠাগত।—দ্বিতীয়তঃ, লেখাপড়া জানা মেয়েও বিয়ে করব না। তারা খালি নভেল পড়ে (কেউ কেউ নভেল লেখেও) আর তাস খেলে, স্বামীকে কবিতা করে' চিঠি লিখতেই দিন যায়, গৃহকার্য্য হয় না, ব্রত-নিয়মাদির ত সময়ই নেই—ছেলে মাটীতে পড়ে কাঁদে।"—ইত্যাদি।

এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া ছেলেরা কেহ কেহ বলিত, "আচ্ছা ভবতোষবাবু, কার্য্যকালে কি করেন দেখা যাবে। ও রকম বলে অনেকে। বলায় করায় ঢের তফাৎ।"

এই সন্দেহবাদে ভবতোষ আগুন হইয়া বলিত, "আচ্ছা দেখবেন মশায়, দেখে নেবেন। আমার যে কথা সেই কায।"

মা যখন বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন ভবতোষ সম্মত হইল। বলিল—"আচ্ছা মা, আমি বিয়ে করব, কিন্তু নিজে দেখেশুনে বিয়ে করতে চাই।"

শুনিয়া মা অত্যন্ত খুশী হইলেন। বলিলেন—"দেখেশুনে বিয়ে করতে চাও? তা বেশ ত। একটি খাসা সুন্দর মেয়ে আছে, তেরো বছরের।"

ভবতোষ শুনিয়া চমকিয়া বলিল, "খুব সুন্দর নাকি?"

মা সোৎসাহে বলিলেন, "খুব সুন্দর। মুখখানি যেন একেবারে প্রতিমের মত। যেমন নাক, তেমনি চোখ, তেমনি কপালের ভুরু। রঙটি যেন একবারে গোলাপ ফুলের মত।"

ভবতোষ ধীরে ধীরে গম্ভীরস্বরে বলিল, "সে ত আমি বিয়ে করব না মা।"

মা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"কেন, কি হয়েছে?"

"সুন্দর মেয়ে আমি বিয়ে করব না।"

"তবে কি রকম মেয়ে বিয়ে করবি?"

"আমি একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব।"—ভবতোষের স্বর বজ্রের মত দৃঢ়।

মা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন—"পাগল ছেলে! সকলেই ত সুন্দর মেয়ে বিয়ে করতে চায়। লোকে পায় না।"

"সকলে করুক। আমি একটু অন্য রকম করব।"—বলিতে বলিতে ভবতোষের মুখমণ্ডল আত্মগৌরবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি সকলের মধ্যে একজন? সে কি সকলের মত বিলাসের জন্য বিবাহ করিতেছে?

মাকে একটু দুঃখিত দেখিয়া ভবতোষ সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। সুন্দরী মেয়ে যে আদর্শ হিন্দু-গৃহলক্ষ্মী কেন হইতে পারে না, তাহা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। শেষে বলিল—তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির—অটল—অচল।

সেদিন আর জননী অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না। ভবতোষেরও ছুটি ফুরাইল, সে কলিকাতা যাত্রা করিল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে, একদিন পাল্কী করিয়া উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ভবতোষের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

প্রথম অভ্যর্থনার কুশলপ্রশ্নাদির পর উপেনবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, ভবতোষ রাজি হল?"

ভবতোষের মাতা বলিলেন, "বিয়ে করতে ত রাজি হয়েছে—কিন্তু তার আবার এক আজগুবি মত।"

"কি রকম?"

"প্রথমে বললে আমি দেখেশুনে বিয়ে করব। আমি বললাম, তা বেশ ত একটি খাসা সুন্দরী মেয়ে আছে, দেখে এস। সে বলে, আমি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করব না, একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করতে চাই।"

উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"এমন অনাসৃষ্টি আবদারও ত কখন শুনিনি। এ রকম আবদার কেন তা কিছু বললে ?"

ভবতোষের মাতা তখন, পুত্রের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ বলিলেন। উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"দেখ, তুমি এক কায কর দিকিন দিদি। ভবতোষকে এই শনিবারে আসতে লেখ। লেখ যে, তোমার যে রকম মেয়ে বিয়ে করা মত, সেইরকম মেয়ে একটি স্থির করেছি, তাকে দেখবে এস। তার পর, এলে রবিবার দিন বিকেলে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও। আমি সব ঠিক করে নেব।"

ভবতোষের মাতা সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, হয়ত উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মনে করিয়াছেন, ভবতোষ পুলিনাকে দেখিলে আর বিবাহে অসম্মত হইতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহা আশ্চর্য্য নয়, কারণ মেয়েটি খুবই সুন্দরী বটে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ভবতোষ শনিবারে বাটী আসিল। পরদিন বৈকালে একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া, চুল উস্কোখুস্কো করিয়া (কারণ সেকালে মুনি ঋষিরা চুল আঁচড়াইতেন না) গ্রামান্তরে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

গিয়া শুনিল সেদিন উপেন্দ্রবাবু বাড়ী নাই, কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন। একটি যুবক মহা সমাদরে তাহাকে নামাইয়া লইল এবং বৈঠকখানায় বসাইল। যুবকটি উপেন্দ্রবাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, অন্দরে যাইতে হইবে। ঝি ভবতোষের মুখের পানে চাহিয়া একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া গেল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল, চাকর-বাকর সকলেই যেন হাসি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভবতোষ একটি কক্ষে নীত হইল। কক্ষটি উত্তমরূপে সাজানো। মধ্যস্থলে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের সম্মুখে রেকাবীতে ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত। অল্প দূরে আর একখানি আসন পাতা রহিয়াছে।

অনুরোধক্রমে ভবতোষ মিষ্টান্নের থালার সম্মুখে বসিল। এমন সময়ে

বাহিরে মলের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ উঠিল। ঝি মেয়েটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। মেয়েটি অপর আসনখানিতে বসিয়া, ঘরের চতুর্দ্দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

লজ্জায় ভবতোষের মস্তক অবনত। একটু একটু করিয়া ফল খাইতেছে এবং আড়চোখে আড়চোখে মেয়েটির পানে চাহিতেছে। মেয়েটির পরিধানে একখানি বেগুনে রঙের বোম্বাই শাড়ী। মাথাটি খোলা। চুলগুলি তেলে যেন চব্ চব্ করিতেছে।

মেয়েটির রঙটি মসীনিন্দিত। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, কোটরান্তর্গত। সে দুটি আবার অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। কপালটি উচ্চ। নাকটি চেপ্টা। চিবুক নাই বলিলেই হয়। সম্মুখের দাঁতগুলি কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে।

ভবতোষের মনে হইল, রূপ সম্বন্ধে মেয়েটি তাহার আদর্শের অনুযায়ী বটে। একটু গলা ঝাড়িয়া, সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?"

মেয়েটি হঠাৎ ভবতোষের পানে চাহিয়া, কিঞ্চিৎ জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল—"অ্যাঁ ?"

"তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম জগদম্বা।"

এমন সময় যুবকটি ও সেই ঝি তাহার পানে সরোষ কটাক্ষপাত করিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল, "জগদম্বা নয়,—আমার নাম পুলিনা।"

যুবকটি বলিল, "আগে ওর নাম ছিল জগদম্বা, এখন বদ্‌লে পুলিনা রাখা হয়েছে।"

ভবতোষ ভাবিল, পরিবর্ত্তনটা ভাল হয় নাই। পুলিনা!—গা জ্বলিয়া যায়। তাহার অপেক্ষা জগদম্বা ঢের ভাল। পৌরাণিক নাম, ঠাকুর দেবতার নাম। বিবাহ করিয়া সে জগদম্বা নামই বাহাল রাখিবে।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পড় ?"

বালিকা পূর্ব্ববৎ জিহ্বা দেখাইয়া বলিল, "অ্যাঁ ?"

"তুমি কি পড় ?"

"কিছু পড়িনে। আমার দাদা পাঠশালে—"

ঝি ও সেই যুবক তাহার প্রতি পুনরায় সরোষ কঠাক্ষপাত করায় বালিকা থামিয়া গেল।

শুনিয়া ভবতোষ আরও আশ্বস্ত হইল। এই ঠিক হইয়াছে। ইহাকেই যথার্থ হিন্দু-গৃহিণী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। দেখিতে একটু—তাহা হউক। সেই ত তাহার প্রতিজ্ঞা। বিবাহের সময় বাসার ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে।

ভবতোষ বলিল, "আচ্ছা তুমি যেতে পার।"

মেয়েটি জিহ্বাগ্রভাগ বিকশিত করিয়া পূর্ব্ববৎ বলিল—"অ্যাঁ ?"

"যেতে পার।"

ঝি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ভবতোষের জলযোগ ক্রমে শেষ হইল। এই সময় একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, রূপার ডিবায় ভরিয়া পাণ লইয়া আসিল। মেয়েটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী, একখানা দেশী কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। পায়ে চারিগাছি মল। হাতে গিনি সোণার টুকটুকে দুইগাছি বালা। ভ্রূযুগলের মাঝখানে খয়েরের টিপ।

পাণ রাখিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্যদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

ভবতোষ মনে মনে ভাবিল, দেখ, এই একটি সুন্দরী মেয়ে। ধর, যদি ইহার সঙ্গেই আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল ? আমার সকল আদর্শ, সকল সঙ্কল্প, অতল জলে ডুবিয়া যাইত। বিলাস-বিভ্রমে মজিয়া হয়ত, আমি যে আমি, আমারও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত। না না, আমি সুখের জন্য, আমোদের জন্য, প্রণয়ের জন্য বিবাহ করিতেছি না,—আমি ধর্ম্মের জন্য, সংযমের জন্য, আদর্শ হিন্দুগার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি। প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত আত্মগৌরব ভবতোষের মনে উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ বাহিরে আসিল।

ঝি আসিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বাড়ীর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ?"

ভবতোষ সগর্ব্বে বলিল—"হয়েছে।"

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভবতোষ মনে মনে অপরাহ্ণের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। গ্রামের পথ দিয়া আসিতেছে। কত যুবতী মেয়ে কলসীতে জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সে সকল মেয়ের মুখগুলি ভবতোষ একটু মনোযোগের সহিতই দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সুন্দর মেয়ে আছে, কালো মেয়েও অনেক আছে—কিন্তু জগদম্বার মত অত কুৎসিত একটি মুখও দেখিত পাইল না।

গাড়ী ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মন আত্মজয়ের উৎসাহে ভরপুর। তথাপি মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে এত কুৎসিত না হইলেও ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক, পছন্দ হইয়াছে যখন বলিয়া আসিয়াছে, তখন সে আলোচনায় ফল কি ?

এই অবস্থায় ভবতোষ বাড়ী পৌঁছিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, মেয়ে পছন্দ হল ?"

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।"

"তবে সব ঠিক করি ?"

"কর।"

"এই অগ্রহায়ণ মাসেই হোক তাহলে ?"

"আচ্ছা।"—বলিয়া ভবতোষ অন্যত্র চলিয়া গেল।

মা দেখিলেন, ছেলের মন যেন ভার ভার। ভাবিলেন, সুন্দর মেয়ে বিবাহ করিব না বলিয়া অনেক লম্ফ ঝম্ফ করিয়াছিল, এখন রাজি হইয়াছে, তাই বোধ হয় ছেলের লজ্জা হইয়াছে।

ভবতোষ রাত্রে কিছু আহার করিল না। বলিল, উহাদের বাড়ী অনেক খাইয়া আসিয়াছে, ক্ষুধা নাই। তখন তাহার মন হইতে আত্মজয় ও প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে শয়ন করিয়া জগদম্বার মুখখানি যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতরটা যেন হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যদি অত কুৎসিত না হইয়া, শ্যামবর্ণের উপর মুখচোখগুলা একটু মানান-সই হইত তাহা হইলে মন্দ হইত না।

সোমবারে উঠিয়া ভোরের ট্রেণে ভবতোষ কলিকাতা যাত্রা করিল। মা বলিয়া দিলেন, বিবাহের আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে; দুই দিন পূর্ব্বে ভবতোষ যেন বাড়ী আসে।

বাসায় পৌঁছিলে সহপাঠীরা দেখিল, ভবতোষের মুখখানি যেন মেঘের মত অন্ধকার। ভবতোষ গিয়া নিজ কক্ষ মধ্যে উপবেশন করিল।

"কি ভবতোষবাবু, খবর কি?"—বলিতে বলিতে রজনীবাবু, শরৎবাবু, রাখালবাবু, সতীশবাবু, কুমুদবাবু, নৃপেনবাবু, প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবতোষ বাড়ী যাইবার সময় ইঁহাদের সকল কথাই বলিয়া গিয়াছিল।

"খবর কি ভবতোষবাবু?"

ভবতোষ একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "খবর ভাল।"

তাহার পর সকলে প্রশ্ন করিয়া মেয়েটির রূপ, গুণ, বয়স প্রভৃতির সমস্ত খবর জানিয়া লইল।

শরৎবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটির নাম কি?"

ভবতোষ নাম বলিল।

তাহা শুনিয়া সকলেরই মুখে একটু একটু হাসি দেখা দিল। কেবল নৃপেন্দ্রবাবু আত্মসংযম হারাইয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া ফেলিলেন—"হা—হা—হা—জগদম্বা—হি—হি—হি—বেশ নামটি ত!

শরৎবাবু বলিলেন, "নৃপেন্দ্রবাবু, এটা এমনই কি হাসির কথা? হাসছেন কেন?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "না, হাসিনি। হি—হি—হি—হাসব কেন? হা—হা—!"

রজনীবাবু বলিলেন, "না, নামটি মন্দ কি? পৌরাণিক নাম। তোমাদের আজকালকার জ্যোৎস্নাময়ী, সরসীবালা, তড়িল্লতা, মণিমালিনী—এই সব নাটুকে নামই বুঝি ভাল?"

ভবতোষ ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। এ সকল বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব উত্তেজনা আজি যেন আর নাই।

বিবাহের আর নয়দিন বাকী আছে। এই নয় দিন যে ভবতোষের কি অবস্থায় কাটিল, তাহা সেই জানে। বাসার লোকেও কিছু কিছু জানিতে

পারিয়াছিল। জগদম্বাকে ভবতোষ যতই মনের মধ্যে ভাবে, ততই তাহার বুকের ভিতরটা অন্ধকারে ভরিয়া যায়। ভবতোষ কলেজে যায়, কিন্তু লেকচার কিছুই শুনিতে পায় না। ক্ষুধার জন্য বাসায় সে বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার পাতের অন্নব্যঞ্জন অর্দ্ধেকের বেশী পড়িয়া থাকে। ভবতোষ কাহারও সঙ্গে হাস্যালাপ করে না, সদাই অন্যমনস্ক থাকে। বাসার লোক তাহাকে বলিতে লাগিল, "ভবতোষবাবু, প্রেম-ব্যাধির সমস্ত লক্ষণগুলিই ক্রমে আপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভবতোষ আর সহজে নিদ্রা যায় না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করে। অতিকষ্টে যখন নিদ্রা আসে, তখন কেবল বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। একদিন স্বপ্ন দেখিল, জগদম্বা যেন কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার অল্প পরিমাণ রসনা ভবতোষ যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যেন অর্দ্ধেক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যেন দুইটা নূতন হস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার এক হাতে যেন রক্তমাখা খড়্গ, অপরটাতে যেন ছিন্ন মুণ্ড দুলিতেছে। মুণ্ডটা যেন ভবতোষের মত দেখিতে। আর একদিন স্বপ্ন দেখিল, ভবতোষ যেন একটা কণ্টকময় জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আকুল হইয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একটা মহিষ যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। মহিষের পরিধানে যেন একখানি বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ী; তাহার মুণ্ডের স্থানে যেন জগদম্বার মুখ, কেবল তাহাতে দুইটা শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

যখন বিবাহের আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে, তখন ভবতোষ ভাবিল, মাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিয়া ফেলিবে। সেদিন অসুস্থতার ভাণ করিয়া সে কলেজে গেল না। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া মাকে একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাসার লোকেরা যখন শুনিবে যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা কি বলিবে? তাহাদের উপহাস, বিদ্রূপ সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

সেদিন রাত্রে শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পশ্চিম পলাইয়া যাইবে। উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া টাইমটেবল উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতে আবার তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ছি ছি, শেষে কি এত কাণ্ড কারখানার পর সে ভীরু নাম গ্রহণ করিবে? তাহা হইবে না, প্রতিজ্ঞা সে পূরণ করিবেই, তাহার পর তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক।

যথাদিনে সে বাড়ী গেল। যথাসময়ে সে বিবাহমণ্ডপেও উপস্থিত হইল। সেখানকার লোকসমাগম, আলোক ও কোলাহলে, আজ দশদিন পরে তাহার চিত্ত অনেকটা স্থির হইল। যুদ্ধকাল সমাগত হইলে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়।

বিবাহ আরম্ভ হইল। তখন ভবতোষের চিত্ত নির্ব্বিকার। তখন তাহার মনে ভয় বা হর্ষ বা নৈরাশ্য কিছুই নাই।

ক্রমে স্ত্রী-আচারের সময় আসিল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। কন্যার পানে চাহিয়া দেখিয়া ভবতোষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহা, তাহার দশদিনকার বিভীষিকা, নিদ্রার দুঃস্বপ্ন—জগদম্বা নহে। এ সেই চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি, যে রূপার ডিবায় পাণ রাখিয়া গিয়াছিল।

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ভবতোষ তাহার নববধূকে কথা কহাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল, তখন একটা বুদ্ধি করিল। সে শুনিয়াছিল, যে নববধূ কিছুতেই কথা কহে না, সেও আপনার আত্মীয় স্বজনের অপবাদ শুনিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। তাই ভবতোষ বলিল—"তোমার মা আমার সঙ্গে এ চাতুরী করলেন কেন?"

পুলিনা তখন বলিল, "আমি সুন্দর বলে' তুমি নাকি আমায় বিয়ে ক'রতে চাওনি? কেমন জব্দ!"

ভবতোষ এ পর্য্যন্ত এ প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারে নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিল, "যাকে দেখেছিলাম, সে মেয়েটি কে?"

"সে, পাড়ার কলুদের মেয়ে। কেমন জব্দ!"

ক্রমে এমন দিনও আসিল, যখন ভবতোষ ডাক আসিবার পূর্ব্বে বাসার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল।

উকীলের বুদ্ধি

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

সুবোধচন্দ্র হালদার আজ চারি বৎসর যাবৎ ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাদৃশ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—লোকটা ভারি চালাক চতুর,—উহার পসার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু হায়, তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়াছে। বাস্তবিক বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে যে সুবোধ বাবুর পসার হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক,—বিদ্যার ছাপ ত তাঁহার নামের পশ্চাতেই মুদ্রাঙ্কিত। বুদ্ধিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। পাশ করিয়া তিনি দিনাজসাহী জেলায় গিয়া বসিবেন স্থির করিলেন। শুনিয়াছিলেন, সেখানে কাযকর্ম্মও যথেষ্ট—এবং 'বার'ও তেমন 'ষ্ট্রং' নহে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, ভবানীপুরে তাঁহার এক স্বগ্রামের উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার হাতে একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ ছিল। উকীল বাবুর সঙ্গে প্রথম শিষ্টাচারের পর বলিলেন, "আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

উকীলবাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

"আজ্ঞে, আপনার জন্যে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছি, আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।"

উকীলবাবু কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপহার এনেছ হে ?"

সুবোধ তখন ধীরে ধীরে ব্যাগটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল—একটি চকচকে নূতন আলপাকার চাপকান এবং একটি ঝকঝকে নূতন শামলা। জিনিষ দুইটি বাহির করিয়া সুবোধ বলিলেন, "এইগুলি অনুগ্রহ করে আপনাকে নিতে হবে।"

উকীলবাবু সুবোধের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তা এ মন্দ নয়, কিন্তু মানেটা কি ?"

সুবোধ অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মানে আছে।"

"কি বল দিকিন ?"

"এ দুটি আপনি নিয়ে—আপনার পুরানো চাপকান আর শামলাটি আমায় অনুগ্রহ করে দিন।"

এতক্ষণে উকীলবাবু অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাঠলেন। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ—বুদ্ধি করেছ ভাল।"

সুবোধ বলিলেন, "আজ্ঞে, যাচ্চি নতুন যায়গায় ওকালতী করতে। একে আনকোরা নতুন উকীল,—তার উপর যদি নতুন শামলা আর চাপকান দেখে, তা হলে মক্কেল কি আর কাছে ঘেঁসবে ?"

উকীলবাবু বলিলেন, "দেখ হে—আমি বলে দিচ্চি—তুমি শীগগিরই পসার করে তুলতে পারবে। তুমিই বারের উপযুক্ত লোক।"

এইরূপে পুরাতন চাপকান ও শামলা সংগৃহীত হইল। নিজ নবীনত্ব ভাল করিয়া ঢাকিবার প্রয়াসে, সুবোধচন্দ্র কবিরাজী দোকান হইতে এক শিশি পাকতৈল কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল মাথায় মাখিয়া সম্মুখের চুলের কিয়দংশ শুভ্র করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু একটা দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে স্ত্রীর নিকট কথাটা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরদিন শুনিলেন, বিড়ালে শিশিটা টেবিলের উপর হইতে কেমন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, শিশি ভাঙ্গিয়া তেলটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দিনকাল কি ভয়ানকই পড়িল ! যে এত বুদ্ধি ধরে, সেও চারি বৎসর ধরিয়া দিনাজসাহীর বার লাইব্রেরিতে যাতায়াত করিয়া মক্কেল জুটাইতে পারিল না।

সুবোধচন্দ্রের বাসাটি সদর রাস্তার ধারেই। ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহখানি—রাস্তার উপর একটি ফটক আছে—তাহার পর সামান্য একটু কম্পাউণ্ড—তাহার পর গৃহের বারান্দা। বাড়ীটির ভাড়া মাসে কুড়ি টাকা করিয়া, কিন্তু তিন চারি মাস ভাড়া বাকী পড়িয়া গিয়াছে। যে মুদীর দোকান হইতে চাউল প্রভৃতি আসে—তাহারও শ'খানেক টাকা প্রাপ্য। বাড়ীওয়ালা ও মুদী, সুবোধবাবুকে বিষম বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিনাজসাহীতে আসিয়া তাঁহার ধনরত্ন উপার্জ্জন না হউক, তিনি দুইটি কন্যারত্ন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর উপার্জ্জন করিয়াছেন একটি বন্ধুরত্ন—জগৎপ্রসন্নবাবু। জগৎবাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা। জগৎবাবুও একজন নব্য উকীল, তবে তাঁহার অবস্থা

সুবোধচন্দ্রের মত শোচনীয় নহে। তাঁহার পিতা স্থানীয় উকীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, পুরাতন মক্কেলগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পুত্রকে পরিত্যাগ করে নাই।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

শীতের প্রভাত। আফিসে বসিয়া, চিনি অভাবে গুড় দিয়া সুবোধবাবু চা পান করিতেছিলেন। স্বদেশীর কল্যাণে এখন আর তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই। গর্ব্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন—"দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশায়। দেশী চিনি বলে যা দেয় তা যাভার চিনি। লোকে মনে করে হলদে চিনি হলে দেশী হয়, শাদা দানাদার চিনিই কেবল বিদেশী, কিন্তু তা মহা ভুল। যাভা, মরিশস প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি রাশি হলদে চিনি আমদানি হচ্ছে। তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিরাপদ মনে করি।"

সুবোধবাবুর চা পান শেষ হইয়া গেল। পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্য ঝিকে ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। তখন অগত্যা নিজেই পেয়ালা বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। স্ত্রীর নিকট শুনিলেন, আজ ঝি বাকী বেতনের জন্য মহা গণ্ডগোল করিয়া, রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে—নালিস করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নিজ হস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া সুবোধচন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন। কলেজে পাঠকালে, অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ন্যায়, তিনিও ধূমপান করিতেন না। বারে আসিয়া দেখিলেন, বিজ্ঞ উকীলগণ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকেন; অল্প বিস্তর 'ইত্যাদি'ও পান করেন। কেবল নব্য উকীলগণই সর্ব্বপ্রকার পানবিমুখ। দেখিয়া অবিলম্বে সুবোধবাবু দুই টাকা মূল্যের এক গড়গড়া কিনিয়া ফেলিলেন। আট আনার একসের তামাকে তাঁহার পনেরো দিন চলিতে লাগিল। খবর লইয়া জানিলেন, 'ইত্যাদি'র দাম অনেক—তিন টাকার কম এক বোতল পাওয়া যায় না। সুতরাং 'ইত্যাদি' করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। মাসে এক টাকার তামাক পোড়াইয়াও যখন পশার হইল না, তখন সুবোধবাবু একদিন রাগ করিয়া তামাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই আবার ধরিতে হইল—'কম্‌লি' তাঁহাকে ছাড়িল না। তবে এখন তিনি

যে তামাক ব্যবহার করেন, তাহা আট আনা সের নহে—চারি আনা সের মাত্র।

শীতের প্রভাত উত্তীর্ণপ্রায়। আজ রবিবার—কাছারি যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্তমনে স্থবোধচন্দ্র ধূমপান করিতে লাগিলেন—আর আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সামান্য যাহা পৈতৃক পুঁজি ছিল তাহা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর স্ত্রীর অলঙ্কারগুলিও একে একে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন আর চলিবে? কি উপায় হইবে? ইদানীং বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক স্থানে কর্ম্মের জন্য আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। দিন দিন খরচ বৃদ্ধিই হইতেছে—আয়ের অঙ্ক শূন্য বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে কমিশন করিয়া কিছু পান, কিন্তু তাহাতে কোনমতেই সঙ্কুলান হয় না। ভাবিতে লাগিলেন—আর ধূমপান করিতে লাগিলেন। বাহিরে মোহনভোগওয়ালা, 'ঘী—গাওয়া—ঘী'ওয়ালা রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। মক্কেলহীন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, চারি আনা সেরের এক ছিলিম তামাক স্থবোধবাবু নিঃশেষে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় বাহিরে হাতায় পদশব্দ শ্রুত হইল। কে আসে? মক্কেল নহে ত? নিকটস্থ আলমারীর মস্তক হইতে স্থবোধবাবু একখানি পুরাতন ব্রীফ্ চট্ করিয়া পাড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

পদশব্দ কম্পাউণ্ড হইতে বারান্দায় উঠিল। পরমুহূর্ত্তে জগৎপ্রসন্নবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র।

ব্রীফ্ সরাইয়া রাখিয়া, স্থবোধবাবু বন্ধুকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন—"আরে এস এস—এত সকালে কি মনে করে?"

"আর ভাই বসে বসে কি করি—আসা গেল একটু গল্প গুজব করতে।"

"বেশ করেছ। আমিও একলাটি ছট্‌ফট্ করে মরছিলাম। আজকের 'বেঙ্গলী' নাকি? দেখি।"

কাগজ লইয়া স্থবোধবাবু চাকরী খালির বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

জগৎবাবু বলিলেন, "শুনেছ? পরশু বেলা ৭টার সময় ফুলার সাহেব এসে পৌঁছবেন।"

নয়। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও। আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে।"

"কি মৎলবটা শুনি ?"

"বড় দাঁও পেয়েছি। বড় আইডিয়াটাই আমার মাথায় তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ। গভর্ণমেণ্টকে ঠকিয়ে আমি একটা সুবিধে করে নেবই নেব। দেখি এস্‌পার কি ওস্‌পার।"

জগৎ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি করতে চাও ?"

"ফুলার সাহেবকে অভর্থনা করব।"

"কি পাগল ! কে তুমি ? রাজা নও, জমিদার নও, বড় চাকরিও কর না,—তোমার অভ্যর্থনা ফুলার সাহেব নেবেনই বা কেন ? তোমায় কি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ষ্টেশনে যেতে নেমন্তন্ন করবেন ? দরবারের কার্ড পাবে ? প্রাইভেট ইণ্টারভিউ করবার সুযোগ পাবে ?"

"নাই পেলাম। কিন্তু আমি এমন পন্থা অবলম্বন করব, যাতে ফুলার সাহেবের নজরে পড়ে যাবই যাব। তা হলেই কার্য্যোদ্ধার।"

জগৎবাবুর মুখ হইতে হাস্যপরিহাসের ভাব এখন তিরোহিত। বলিলেন—"কি পাগলামি করছ ? দেশসুদ্ধ লোক কেউ ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করবে না—তুমি একা করবে ? তুমি দেশদ্রোহীর মত নিজের স্বার্থের জন্যে দেশ-নায়কদের মতের বিরুদ্ধে কায করবে ?"

সুবোধ বলিলে, "জগৎ, তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ। আমি যে চার বছর ধরে এখানে পড়ে পচে মরছি, স্ত্রীর গহনা বিক্রী করে বাসাখরচ চালাচ্ছি, দেশ-নায়কেরা কোনও দিন কি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন—'ওহে, তোমার ঘরে আজ চাল আছে ত ?'—ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি দুধ কিনতে পারিনে ; শুধু কোলের মেয়েটির জন্যে একসের করে দুধ নিই ; অন্য ছেলেমেয়েদের আমার স্ত্রী সুজী সিদ্ধ করে চিনি দিয়ে খাওয়ায়—তা তুমি খবর রাখ ? নিয়মিত মাইনে পায় না বলে কোন ঝি-ই বেশীদিন টেকে না,—কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে মেজে আমার স্ত্রীর হাত দুটি শক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি একটা সুযোগ পেয়ে নিজের উন্নতি করে নিতে পারি, ত কেন নেব না ? সত্যি সত্যি যে এই নতুন আসাম গভর্ণমেণ্টের উপর আমার ভক্তি উছলে উঠছে তা ত নয়। গভর্ণমেণ্ট আমাদের সর্ব্বস্বটা নিয়ে যাচ্ছে—

আমি গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা সরকারী উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত ক্ষতিটা কি ? কতকাল আর এ রকম করে পাওনাদারের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হব,—ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াব ?"

জগৎপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"কি করবে স্থির করেছ ?"

"বাড়ীটে বেশ করে সাজাব।"

"তাতেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে ?"

"না,তা হবে না। সেটা উপক্রমণিকা মাত্র, বীজবপন মাত্র। তারপর আপনিই সমস্ত যোগাড় হয়ে উঠবে। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে যে ফুলার সাহেবের সু-নজরে পড়ে যাব—কায বাগিয়ে নেব।"

"যোগাড়টি হবে ত ? না, শুধু লোকগঞ্জনাই সার হবে ?"

"ঠিক যোগাড় হবে। কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে হবে না।"

"আমায় কি করতে হবে ?"

"যখন যেমন বলব, তখন তেমন করবে। আপাততঃ আমি বাড়ী সাজালে পর, তুমি পথে ঘাটে আমার খুব নিন্দে করে বেড়াও।"

"সে কায শক্ত নয়,—তা পারব।"

"আর খুব সাবধান, তোমার আমার মধ্যে যে এই ষড়যন্ত্রটি চলছে—বাইরের লোক কেউ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে !"

"তার জন্যে ভয় নেই।"

"তাই হলেই হল। টাকাটা আজই কিন্তু চাই।"

"আচ্ছা—আমি বাড়ী গিয়ে মুহুরীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্চি।"—বলিয়া জগৎপ্রসন্ন গাত্রোত্থান করিলেন।

সুবোধও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন।

যাইবার সময় জগৎ বলিলেন, "দেখ ষড়যন্ত্র জিনিষটের ভিতর একটু মাদকতা আছে। এখনি যেন নেশাটা আমায় চেপে ধরছে। এ খেলা মন্দ নয়। তবে হার হবে কি জিৎ হবে—সেইটিই সংশয়।"

সুবোধ বলিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় আসাম গভর্ণমেণ্টের এই উন্মাদ ব্যাধি-টুকু কিছুদিন টিকে যাক—আমাদের ষড়যন্ত্রটি সফল হবে। এখন আমার অদৃষ্ট।"

"আর আমার হাতযশ।"—বলিয়া জগৎ সহাস্যে সুবোধের করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

অদ্য সোমবার। কল্য প্রভাতে লাটসাহেব আসিবেন। অথচ নগরবাসী কেহ কোন উৎসবের আয়োজন করিতেছে না। বঙ্গভঙ্গজনিত শোক ও অপমান সকলেরই মনে জাগরূক রহিয়াছে। নূতন লাটসাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির বে-সরকারী সভ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজোলিউসন করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেখানেও অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় যে সকল বড় জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নানাস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল সম্প্রতি জনৈক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবরেজিষ্ট্রার সাহেব বিশেষ চেষ্টায়, জন কুড়ি মুসলমান লইয়া একটি "আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া" সভা গঠিত হইয়াছে—সেই সভার পক্ষ হইতে দরবারে লাটসাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয়, আঞ্জুমানের বে-সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই ইংরাজীভাষা ভালরূপ অবগত ছিলেন না। দরবারে অভিনন্দনপত্র পাঠ করে কে? এই বিষম সমস্যার বিষয় তার যোগে অবগত হইয়া, ঢাকার নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজি-জানা পারিষদকে দিনাজসাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সোমবার প্রভাতে উঠিয়া, নগরবাসিগণ এক আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিল। সুবোধবাবু উকীলের বাটী সজ্জিত করিবার জন্য দশ বারো জন লোক লাগিয়া গিয়াছে। রাশি রাশি ঝাউ ও দেবদারুপত্র আসিয়াছে। কয়েকটা সদ্যশ্ছিন্ন কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে সুবোধবাবুর ফটকের উপর বাখারীর 'আর্চ্চ' তৈয়ারী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সে 'আর্চ' দেবদারুপত্রে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে দুইটি কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল। প্রত্যেক বৃক্ষের নিম্নে একটি করিয়া হরিতালচিত্রিত পূর্ণঘট। গৃহের জানালাগুলির চারিপার্শ্বে গেঁদাফুলের মালা সাজাইয়া দেওয়া হইল। বাহিরের

দেওয়ালের স্থানে স্থানে ঝাউপাতার বৃত্ত রচনা করিয়া, তাহার কেন্দ্রদেশে বিবিধবর্ণের ফুলের গুচ্ছ সংস্থাপিত হইল। পত্র ও পুষ্পকে সজীব রাখিবার জন্য এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে পিচকারি দিয়া সেগুলিতে জলসেচন করিতে লাগিল।

এই সমস্ত করিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, একখানি দরখাস্ত লিখিয়া সুবোধবাবু পুলিশ আফিসে ছুটিলেন। দরখাস্তে প্রার্থনা ছিল, যেন তাঁহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে, আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহের কম্পাউণ্ডে কিছু বাজী পোড়াইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত পেশ হইবামাত্র পুলিশ সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

সুবোধচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার গৃহদ্বার সজ্জিত করিতে মন দিলেন। একখানি লম্বা তক্তা আনাইয়া তাহা শাদা কাগজে মুড়িয়া তাহার উপর লাল কাগজের কাটা অক্ষরে ফুলার সাহেবের প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণসূচক শব্দ-সমষ্টি বসাইতেছিলেন, এমন সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় বালক ও যুবক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। একজন যুবক তাঁহাকে বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এ কি করছেন ?"

সুবোধচন্দ্র অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিলেন, "কাল লাটসাহেব আসছেন কিনা, তাই বাড়ীটা একটু সাজাচ্ছি।"

"কেউ বাড়ী সাজাচ্ছে না, আপনি সাজাচ্ছেন কেন ?"

"কেন, তাতে দোষটা কি ?"

"বঙ্গচ্ছেদের জন্য সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে ; এই কি উৎসবের সময় ?"

"শোকে মগ্ন রয়েছে নাকি ? কেন শোক কিসের ? সবাই ত বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখছি।"

"আপনি কি তবে বঙ্গচ্ছেদ আনন্দের বিষয় বলে মনে করেন ?"

সুবোধচন্দ্র একটু বিপদে পড়িলেন। বিগত ৩০শে আশ্বিন যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ভাই বাঙালী—মায়ের অঙ্গে এ খড়্গাঘাত—এ রুধিরপাত—যতদিন এর প্রতিবিধান না হবে, ততদিন যেন কোন বিলাস বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই"—ইত্যাদি।

সুবোধচন্দ্র নীরব রহিলেন। বালকেরা অনেক কাকুতি মিনতি করিল। একজন বলিল, "আপনার পায়ে ধরি—এ সব ভেঙ্গে ফেলুন।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "এত খরচ করে করলাম, সব নষ্ট হবে ?"

বালকেরা বলিল, "আপনার যা খরচ হয়েছে বলুন,—আমরা স্কুল থেকে চাঁদা তুলে, নিজেদের জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে আপনার ক্ষতিপূরণ করে দেব। অনুমতি করুন, আমরা নিজে এ সব ভেঙ্গে ফেলি।"

সুবোধচন্দ্রের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যথা বাজিয়া উটিল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। একটু ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন, "যাও যাও, বিরক্ত কোরো না। সকল কাযেই তোমরা খোঁচা দিতে শিখেছ। যাও লেখাপড়া করগে।"

বালকেরা তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সুবোধ ভাবিলেন—এ সকল বালক যেরূপ দুর্দ্দান্ত, কি জানি রাত্রে আসিয়া যদি সব ভাঙ্গিয়া দেয় ? তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিয়া পুলিশ সাহেবের কুঠীর অভিমুখে ছুটিলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন, সাহেব বাড়ী নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়াছেন। সুবোধবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়া পুলিশ সাহেবের নিকট নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন।

অবিলম্বে তাঁহার আহ্বান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব একত্র বসিয়া ছিলেন। সুবোধবাবু গিয়া উভয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিশ সাহেব বলিলেন, "কি বাবু ? কি চাই ?"

"হুজুর, কাল লাটসাহেব আসিবেন বলিয়া আমি আমার বাড়ী কিঞ্চিৎ সাজাইয়াছি। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, স্কুলের ছেলেরা রাত্রে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে।"

পুলিশ সাহেব বলিলেন, "আপনিই কি আজ বাজি পোড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন ?"

"হাঁ হুজুর, আমিই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুলিশ সাহেব বলিলেন, "ইঁহারই কথা আপনাকে বলিতেছিলাম।" সুবোধকে বলিলেন—"আচ্ছা, সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনার বাড়ীর সম্মুখে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্য আমি এখনই চারিজন কনেষ্টবল হুকুম করিতেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উকীল ?"

"হাঁ হুজুর।"

"বেশ। আপনার রাজভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি কল্য দরবারে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন ?"

সুবোধ সবিনয়ে বলিলেন, "হুজুর, সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা।"

"অল্‌রাইট। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দিতেছি। আপনার নাম কি ?"

সুবোধ নাম বলিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একখানি কার্ড লইয়া, স্বহস্তে নাম পূরণ করিয়া, তাঁহাকে দিলেন।

সুবোধবাবু ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, কার্ড লইয়া, মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন যথাসময়ে লাটসাহেবের আগমন হইল। কাছারির পোষাক পরিয়া, সুবোধ নিজ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। লাট সাহেবের ফেটন্ গাড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। কমিশনর সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই গাড়ীতে ছিলেন। ফুলার সাহেবকে দেখিবামাত্র সুবোধ নতমস্তকে সেলাম করিলেন। লাটসাহেব স্মিতমুখে হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহার সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। কদলীবৃক্ষ ও পত্রপুষ্পের সজ্জা নিরীক্ষণ করিলেন। গেটের শীর্ষদেশে শাদা জমির উপর লাল অক্ষরে লেখা ছিল—

Long Live Fuller.
Welcome to Dinajshahi

দেখিয়া একটু মৃদুহাস্য করিলেন। ক্রমে ফেটন্ অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘোড়দৌড়ের ময়দানে শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া দরবার সজ্জিত হইয়াছে। বেলা দশটার সময় দরবার। নয়টা বাজিলে পর, একখানি ঠিকা গাড়ী আনাইয়া সুবোধবাবু দরবারে উপস্থিত হইলেন। পয়সা বাঁচাইবার জন্য গাড়ীখানি বিদায় করিয়া দিলেন ; পদব্রজেই গৃহে ফিরিবেন।

দরবারে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। রাজা ও জমিদারের মধ্যে দুই

তিন জন মাত্র উপস্থিত আছেন। বাকী সমস্তই গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী—ডেপুটি, মুনসেফ প্রভৃতি। স্থান পূরণ করিবার জন্য কাছারির আমলাগণকেও নিমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গরীব আমলারা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অল্প বেতন, কোন ক্রমে দিনের দিন কাটাইয়া দেয়। কাছারি যাইবার জন্য একস্যুট মাত্র পোষাক আছে, তাহা দরবারের উপযুক্তই নহে। অনেকে চোগা ও চাপকান চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা পারে নাই, তাহারা কাছারিরই সেই ছিন্ন চাপকান, মলিন শামলা এবং তালি দেওয়া জুতা পরিয়া আসিয়াছে—না আসিলে চাকরি যায়। ডেপুটি, মুনসেফ, আমলা প্রভৃতি সরকারী চাকর ছাড়া, হিন্দুই বল আর মুসলমানই বল, বে-সরকারী লোক অত্যন্তই অল্প সংখ্যক। আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়ার জন পনরো মুসলমান সভ্য উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রমে শুভ্রকেশ প্রসন্নবদন ফুলার সাহের দরবারে প্রবেশ করিলেন। সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইল। আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়ার অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল। ফুলার সাহেব প্রথমে ইংরাজিতে ও পরে উর্দ্দূ ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর 'ইণ্ট্রোডক্সনের' পালা।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একে একে বড় বড় লোকগণকে লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। স্থবোধবাবুও সাহসপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকেও লাটসাহেবের নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। ফুলার সাহেব সুবোধের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "তুমিই কি আসিবার সময় পথে আমাকে সেলাম করিয়াছিলে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমার গৃহ বেশ সাজানো হইয়াছিল। আমি তোমার স্থরুচির প্রশংসা করি। তুমি উকীল ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উকীলেরা ভারী রাজদ্রোহী—আমি তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছি। তুমি দেখিতেছি স্থরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর ইঙ্গিতে বাঁদরনাচ নাচিতে সম্মত হও নাই।"

"আমি লোকের কথায় নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না হুজুর।"

"বেশ। তুমি বৈকালে সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে প্রাইভেট ইণ্টারভিউ

করিতে আসিও।"—বলিয়া ফুলার সাহেব সুবোধকে বিদায় দিলেন। পরে অন্যলোক 'ইন্ট্রোডিউস' হইল।

ক্রমে দরবার ভঙ্গ হইল। সুবোধ বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আসিয়া, পকেট হইতে একখানি প্রাইভেট ইণ্টারভিউর নামহীন কার্ড বাহির করিয়া, সুবোধকে দিলেন। বলিলেন—"তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; His Honour স্বয়ং তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। যথা সময়ে উপস্থিত হইও।"

সুবোধ "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

হঠাৎ এ কি হইল? গত পরশ্বদিন জগৎপ্রসন্ন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—'দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইভেট ইণ্টারভিউ করতে নিমন্ত্রণ হবে?'—সবই ত হইল! এখন গভর্ণমেণ্ট প্লীডারিটাই কি ফস্কাইয়া যাইবে? আশ্চর্য্য! যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, সে সমস্তই ঘটিয়া যাইতেছে। তবে কি সুদিন উপস্থিত হইল? এতদিনের পর কি গ্রহদশা খণ্ডিত হইল?—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সুবোধচন্দ্র গৃহাভিমুখে পদচালনা করিলেন।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া স্বকৃত পত্রপুষ্পসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লাটসাহেব সজ্জিতকরণের সুরুচির প্রশংসা করিয়াছেন। অনিমেষ নেত্রে সুবোধবাবু নিজ কীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল।

তিনি যে বাড়ীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ-নেত্রে নিজ গৃহশোভা দেখিতে-ছিলেন, তাহা একজন উকীলের বাড়ী। সেই বাড়ীর কয়জন দুষ্ট বালক, ছাদের উপর হইতে, এক গামলা গোবর ও কাদা-গোলা জল সুবোধবাবুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঢালিয়া দিল।

সুবোধচন্দ্র চকিতনেত্রে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কে বিদ্রূপের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"Long live Subodh Babu—Welcome to Pandemonium."

গোবর ও কাদা-গোলা জল তাঁহার শামলা বহিয়া চাপকানে পতিত হইল। চাপকানকে রঞ্জিত করিয়া প্যাণ্টালুনের পদদ্বয় বহিয়া, জুতার মধ্যে প্রবেশ করিল। সুবোধবাবু জুতা চব্‌ চব্‌ করিতে করিতে যথাসাধ্য ত্বরিত-পদে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

সেই একটিমাত্র পোষাক—তাহা গেল নষ্ট হইয়া! এখন কি পরিয়া সুবোধবাবু প্রাইভেট ইণ্টারভিউ করিতে যান?

স্নান আহার করিয়া তিনি অনাথবাবু ডেপুটির বাসায় ছুটিলেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা জানাইয়া, একসুট পোষাক ধার চাহিলেন।

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "মশায়, আচ্ছা, তা পোষাক না হয় দিচ্চি। কিন্তু আপনার এ কর্ম্মভোগ কেন? আমরা গোলামী করছি—আমাদের সবই করতে হয়। কিন্তু আপনার বাড়ী সাজানই বা কেন? দরবারে যাওয়াই বা কেন? প্রাইভেট ইণ্টারভিউ করবার এত আগ্রহই বা কেন?"

সুবোধবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। বলিলেন—"সাহেব নিজে বলেছেন; না গেলে সেটা কি ঠিক হয়?"

ডেপুটিবাবুর হঠাৎ মনে হইল—এ সব কথা এ লোকটাকে বলাই ভাল হয় নাই। এ যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়া বলিয়া দেয়—তাহা হইলে আমার চাকরি লইয়া টানাটানি হইবে। সুতরাং আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"না—তা যাবেন বইকি! সাহেব নিজে বলেছেন—অবশ্য আপনার যাওয়া উচিত। বসুন, পোষাকটা নিয়ে আসি।"

প্রাইভেট ইণ্টারভিউ হইয়া গেল—বাজিও পুড়িল। রাত্রি ৯টার সময় শাল মুড়ি দিয়া, সুবোধচন্দ্র জগৎবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

জগৎবাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সাবাস্—সাবাস্। তুমি যা বললে তাই হল যে। তারপর, লাটসাহেবের কাছে গভর্ণমেণ্ট প্লীডারির কথা তুলেছিলে?"

সুবোধ বলিলেন, "পাগল! তা হলে যে সন্দেহ করবে। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ! সে সব এখনও দেরী আছে। এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।"

"এবার কি করবে?"

"টেলিগ্রামের ফরম আছে?"

"আছে।"

"বের কর দিকিন খানকতক।"

জগৎবাবু টেলিগ্রামের ফরম বাহির করিলেন। সুবোধ বলিলেন—“বেঙ্গলী, অমৃতবাজার আর বন্দেমাতরম্ কাগজে তার পাঠাতে হবে।”

“কিসের তার ?”

“আমার কীর্ত্তির।”

“সে হয়ে গেছে। বেঙ্গলীর সংবাদ-দাতা সুকুমারবাবু তোমার নামও লিখে দিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন যে, বারের লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাড়ী সাজিয়েছিলে আর দরবারে উপস্থিত ছিলে।”

“আর, সে গোবরজলের কথাটা ?”

“সেটা বোধ হয় লেখেন নি।”

“আরে সেইটেই হল আসল। এই দেখ, আমি টেলিগ্রাম মুসাবিদা করে এনেছি। সুকুমারবাবুর টেলিগ্রামে আমার প্রতি যথেষ্ট গালাগালি নেই। সেইটে বড্ড দরকার। আর গোবরজলের কথাটা আর Welcome to Pandemonium-টা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। ওটা বড় dramatic হয়েছে। সাধারণের কল্পনাকে ভারি উত্তেজিত করবে।”

জগৎবাবু টেলিগ্রাম নকল করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবোধবাবু সেই মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, দেখিলেন কোতোয়ালি হইতে দুইজন দারোগা আসিয়া উপস্থিত। একজন দারোগা বলিলেন, “মশায়, শুনলাম নাকি কাল আপনি যখন দরবার থেকে ফিরছিলেন, তখন ছাদ থেকে আপনার গায়ে গোবরগোলা জল ফেলেছে ?”

“ফেলেছিল বটে।”

“এ কথা সাহেবদের কাণে গেছে। পুলিশ সাহেব আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আপনি যদি মোকর্দ্দমা চালাতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা সাক্ষী প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আপনাকে সাহায্য করব। দুঃখের বিষয় এটা পুলিশগ্রহণীয় মোকর্দ্দমা নয়। হলে, আমরা কালই সে বাড়ীর ধাড়িবাচ্ছা সবাইকে ধরে নিয়ে হাজতে পুরতাম। আপনি আজ একটা নালিস করে দিন।”

সুবোধবাবু বলিলেন, “কাউকে ত দেখতে পাইনি, কার নামে নালিস করব ?”

“ও বাড়ীতে ছেলেপিলে যারা আছে, তাদের নাম আমরা এখনি সংগ্রহ

করে দিচ্ছি। আর তাদের বাপ—উকীলবাবুটি—তিনি নিশ্চয় ওদের abet করেছেন। তাঁরও নাম লাগিয়ে দিন।”

সুবোধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—“পুলিশ সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন, আমি ত কাউকে দেখতে পাইনি, কাউকে সনাক্ত করতে পারব না। এ অবস্থায় নালিস করলে কোনও ফল হবে না।”

দারোগাবাবুরা তখন দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন।

সুবোধবাবু ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিলেন—যে ছেলেরা আমার মাথায় গোবরজল ঢেলেছিল, তারা আমার আশাতীত উপকার করেছে। খবরটা এতক্ষণ বোধ হয় কলকাতায় বেরিয়ে গেল। সমস্তটা জড়িয়ে এমন একটা হৈ চৈ উপস্থিত হবে যে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হতে বেশী বিলম্ব হবে না।

বাস্তবিক তাহাই হইল। তিন দিনের মধ্যে দেশময় ঢী-ঢী পড়িয়া গেল। ইংরাজি কাগজ হইতে এই সংবাদ নকল করিয়া বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকেরা দীর্ঘ দীর্ঘ গালিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ কেহ লিখিলেন, ‘এমন স্বদেশ-দ্রোহীকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত করা উচিত।’ একজন রসিক লেখক ‘সুবোধবাবুর পাপমুক্তি’ নামক একটি কবিতায় লিখিলেন গোবরজল অতি পবিত্র জিনিষ, লাট দরবারে ফুলার সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সুবোধ বাবুর যে পাপ সঞ্চয় হইয়াছিল, গোবরজলে তাহা ধৌত হইয়া গিয়াছে।—এই উপলক্ষে ইংলিসম্যান প্রভৃতি কাগজেও সুবোধবাবুর নাম উঠিয়া গেল। ইংরাজ সম্পাদকগণ লিখিলেন, পূর্ব্ববঙ্গে বাস্তবিক এখনও বহু বহু রাজভক্ত শিক্ষিত লোক বিদ্যমান আছেন, কেবল বদমায়েস লোকের হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে তাঁহারা নিজ রাজভক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। সুবোধবাবুর সৎ-সাহসের প্রশংসাও বাহির হইল।

এদিকে দিনাজসাহীতে সুবোধবাবুর গঞ্জনার সীমা রহিল না। বার-লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেই অন্যান্য উকীলগণ তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন। সুবোধবাবুর অনুপস্থিতিকালে একজন উকীল একদিন জগৎবাবুকে বলিলেন, “কি হে, তোমার বন্ধুর মৎলবটা কি? দারোগা হতে চায়, না ডেপুটি হতে চায়, না কি হতে চায়?”

জগৎবাবু রাগিয়া বলিলেন, "আর মশায়, জিজ্ঞাসা করবেন না। ও লোকটার উপর মর্ম্মান্তিক চটে গেছি।"

"তোমার সঙ্গে ওর এত বন্ধুতা—"

"বন্ধুতা! অমন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করতে অপমান বোধ হয়।"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে? এমনটাই করলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

জগৎবাবু মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিলেন, "আমি ওর সঙ্গে সেইদিন থেকে কথাবার্ত্তা বন্ধ করেছি।"

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

লাটসাহেবের প্রস্থানের এক সপ্তাহ পরে, বারের প্রধান উকীল কিশোরী-মোহনবাবুর পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। কিশোরীবাবু বৃদ্ধ, অতি ক্ষমাশীল অমায়িক প্রকৃতির লোক। সুবোধকে সকলেই অপদস্থ করিতে আরম্ভ করায়, তিনিই কেবল সুবোধের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, "সুবোধ কাযটা যা করেছে তা অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই। ছেলেমানুষ, না বুঝে করে ফেলেছে। তাই বলে কি ওর ওপর অমন করে জুলুম করতে আছে! আহা বেচারি কাগজে যা গালটা খেয়েছে, অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত। যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর তোমরা ও কথা উত্থাপন কোরো না।"—ফলতঃ দুই চারিজনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সুবোধবাবুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ধ্যাকাল। আফিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতেছিলেন। শালমুড়ি দিয়া জগৎবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

"এস এস—আর যে দেখাই পাওয়া যায় না। দুটো মনের কথা বলবার ফুরসৎ পাইনে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "আর ভাই, ব্যাপারটি যে রকম জমিয়ে তুলেছ, আসতে ভয় করে পাছে ধরা পড়ে যাই। কিন্তু আসল কাযের ত কোনও চিহ্ন দেখছি নে—কেবল কি গাল খেয়েই মরলে?"

"আসল কাযই হবে। ভাল করে গোড়া বাঁধি আগে। সবুরে মেওয়া ফলবে হে—মেওয়া ফলবে।"

"কাগজে দেখলাম ফরিদসিংহের সরকারী উকীলের চাকরি যাবে স্থির হয়েছে। একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দাও না!"

"না ভাই—এ খণ্ডপ্রলয়ের পর 'বারে' আর সুবিধে হবে না। হলাম যেন সরকারী উকীল কিন্তু বার লাইব্রেরিতে কেউ আর আমার সঙ্গে কথা কবে না। তাতে কি সুখ হবে?"

"তবে কি করবে?"

"একটা ডেপুটিগিরি পেলেই ভাল হয়। বাঁধা মাইনে মাস গেলেই। হাকিমী পদটাও লোভনীয়।"

"তবে তাই দরখাস্ত কর না।"

"না, এখন নয়। আর একটু গোড়া বাঁধি দাঁড়াও।"

"আর কি গোড়া বাঁধবে?"

"একঘরে হতে হবে। তোমরা আমায় একঘরে করে দাও, বাস আর কিছু চাইনে। তাহলেই ডেপুটিগিরি আমার বাঁধা।"

"আমি একলা একঘরে করলে ত হবে না।"

"কিশোরীবাবু ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন।"

"যাচ্চ নাকি?"

"অবশ্য।"

"তোমায় নেমন্তন্ন করা নিয়ে প্রথমে লোকে একটু গোলযোগ করেছিল। তারপর কিশোরীবাবু বলে কয়ে তাদের থামিয়ে থুমিয়ে দিয়েছেন।"

"ঐ ত মুস্কিল হয়েছে। তুমি এক কায কর। যখন খেতে বসা যাবে, তখন তুমি একটা গোলমাল বাধাও।"

"তারপর?"

"তারপর আমি উঠে আসব। তারপর লম্বা টেলিগ্রাম কাগজে কাগজে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "না হে—অত বাড়াবাড়িতে কায নেই। কাযটিও শক্ত। পারব না।"

"পারতেই হবে। এইটিই আসল—এরি ওপর সব নির্ভর করছে। এইটে হলেই তখন গভর্ণমেণ্টের কাছে আমার দাবীর জোর হবে।"

অনেক বলা কহার পর জগৎবাবু রাজী হইলেন। এক পেয়ালা চা পান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন নিমন্ত্রণ সভায় যথাপরামর্শ কার্য্য হইল। জগৎবাবু উচিত মুহূর্ত্তে বলিলেন, "মহাশয়গণ আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি এ নিমন্ত্রণ সভায় ভোজন করতে অক্ষম। সুবোধবাবুর মত দেশদ্রোহী ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার করলে আমার জাতিপাত হবে।"

এই কথা শুনিয়া আরও কয়েকজন বলিল, "আমরাও খাব না।"—বলিয়া তাহারাও উঠিয়া পড়িল।

সুবোধবাবু উঠিয়া বলিলেন, "মশায়—একজনের জন্যে আপনারা এত জন কেন অভুক্ত ফিরে যাবেন? তার চেয়ে আমিই উঠে যাচ্ছি।"—বলিয়া তিনি বায়ুবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই গোলমালে বৃদ্ধ কিশোরীবাবু বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, সুবোধের হাত দু'খানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "ভাই, চলে যেও না। এস তোমায় আলাদা বসিয়ে খাইয়ে দিই।"

সুবোধবাবু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন, "এত অপমান সহ্য হয় না।" —বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী আসিয়া, অন্যের বেনামীতে কাগজে কাগজে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ মহলে আবার হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকগণ লিখিলেন, এইরূপ সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া দিনাজসাহী যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা সমস্ত জেলার অনুকরণযোগ্য।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। আফিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র জগৎবাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্যকার ইংলিশম্যান কাগজ খোলা রহিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে—আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, দিনাজসাহীর উকীলবাবু সুবোধচন্দ্র হালদারকে আসাম গভর্ণমেণ্ট ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশের কর্ম্ম দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পুলিশ বিভাগে এইরূপ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রবেশই বাঞ্ছনীয়।

সুবোধ বলিলেন, "তাই ত হে! এ যে ভাবিয়ে তুললে। এত কাণ্ড করে—এত গাল খেয়ে—শেষে পুলিশের চাকরি!"

জগৎবাবু বলিলেন, "গভর্ণমেণ্ট ভাল ভেবেই দিয়েছে। এ আড়াইশো টাকায় আরম্ভ হবে—ডেপুটিগিরি দুশো টাকা বই ত নয়।"

"মাইনেটা মোটা বটে। কিন্তু যে দিন-কাল পড়েছে—আমার ত মোটেই কাযটা লোভনীয় মনে হচ্ছে না। দেখ, এই এক মাস জাল-স্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। পুলিশে চাকরি নিলে ত আসল দেশদ্রোহী হতে হবে। কোথায় কে বিলিতী নুন ফেলে দিয়েছে—যাও তাকে ধর। কোথায় কোন্ ছেলে বন্দেমাতরম্ বলছে—মার তার মাথায় রেগুলেশন লাঠি। সে ত ভাই আমি পারব না। তার চেয়ে 'বারে' আমার এ উপবাসই ভাল।"

জগৎবাবু বলিলেন, "দেখ, আমার বোধ হয়, ডেপুটিগিরি পেলেই তুমি সন্তুষ্ট জানতে পারলে গভর্ণমেণ্ট তোমাকে তাই দিতে চাইত। সেটা গভর্ণমেণ্টকে জানান ভাল। যাও, শিলঙে গিয়ে না হয় একবার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কর।"

"এখনও সরকারী চিঠিপত্র কিছু পেলাম না, শুধু ইংলিশম্যানের এই প্যারা দেখেই ছুটব?"

"ইংলিশম্যানের ও প্যারা গভর্ণমেণ্টের চিঠিরই সমান।"

তাহাই স্থির হইল। সেইদিন রাত্রেই সুবোধচন্দ্র শিলঙ যাত্রা করিলেন।

পর সপ্তাহের আসাম গেজেটেই দেখা গেল, সুবোধবাবু অষ্টম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুবোধবাবু এখন ঢাকায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সৌভাগ্যবশতঃ এখনও তাঁহাকে কোনও স্বদেশী মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হয় নাই। এখন আর তিনি গুড় দিয়া চা পান করেন না, কাশীপুর কলের উৎকৃষ্ট দেশীয় চিনিই ব্যবহার করেন। আবার আট আনা সেরের তামাকই চলিতেছে।

হাতে হাতে ফল

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

সন্ধ্যা হইয়াছে। সিরাজপুর ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ আফিসে বসিয়া, ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিগনালারবাবুকে বলিতেছিলেন, "তা, কিছু ভয় নেই। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, একটা পাউডার আর একটা মিকশ্চার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দুঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

সিগনালারবাবু বলিতেছিলেন, "আপনার কথা শুনে বড় আশ্বস্ত হলাম। এই একটি মাত্র ছেলে কিনা, আমার স্ত্রী ত কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছিলেন। আমাদের বড়ই ভয় হয়েছিল।"

এই বলিয়া সিগনালারবাবু দুইটি টাকা ভিজিট এবং একটি আধুলি গাড়ী-ভাড়া ডাক্তারবাবুর হাতে দিতে চহিলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ও কি? না—না, রাখুন।"

সিগনালারবাবু বলিলেন, "তা হলে যে বড়ই অন্যায় হয়।"

"না—না। কিছু অন্যায় হয় না। আপনার ছেলেটিকে আমি আরাম করে দিই; তারপর না হয় একদিন—অমাবস্যে কি পূর্ণিমে দেখে, আমায় নেমন্তন্ন করে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দেবেন—তার আর কি?"—বলিয়া ডাক্তারবাবু উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। গরীব লোকের কাছে ইনি কখনও ভিজিট গ্রহণ করেন না।

এই সময়, বাহিরে প্ল্যাটফর্ম্মে, অনেক লোকের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শোনা গেল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ও কি?"

"কলকাতা থেকে একজন স্বদেশী প্রচারক এসেছিলেন, তাঁকেই বোধ হয় লোকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে।"

উভয়েই বাহিরে গেলেন। প্রচারক মহাশয় বিখ্যাত 'বীর ভারত' সংবাদ-পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন।

ডাক্তারবাবু সরকারী চাকর হইলেও, অন্যান্য সরকারী চাকরের ন্যায় মনে মনে পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী। রাত্রিযোগে দেশী দোকানে গিয়া বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া আনেন, লোকে এ প্রকার কাণাঘুসা করিয়া থাকে। বিনয়বাবুর সঙ্গে আলাপ

করিবার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চারি মিনিট কথাবার্তা কহিতে কহিতে, ভীমরবে ট্রেণও আসিয়া পড়িল।

উকীল মোক্তার এবং ছাত্রগণে পরিবৃত হইয়া প্রচারক মহাশয় গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকট একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল। একটি কামরা খুলিয়া যাই প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি তন্মধ্যস্থিত এক সাহেব বলিল—"এইও—কালা আদমিকা গাড়ী নেহি হায়।"

প্রচারক মহাশয় বলিলেন, "কেন সাহেব, আমার টাকাগুলোও কি কালা? আমারও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট আছে।"—বলিয়া তিনি দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একে হুকুম অমান্য করা, তাহাতে মুখের উপর জবাব, 'বাদশাহ-কা-দোস্ত' আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া সেই ধুতি-কামিজ রেশমী চাদরধারী মূর্ত্তিমান রাজদ্রোহকে এক ধাক্কা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিল। বিনয়বাবু 'বীর-ভারত' পত্রের সম্পাদক হইলেও, অত্যন্ত কৃশকায় ব্যক্তি। নিজ স্বাস্থ্যবল সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূজা দিয়া, প্রসাদ স্বরূপ কয়েকখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। আর স্থানান্তরে পাইয়াছিলেন একযোড়া সোণার চশমা—তাহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া তিনি বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্তু তাঁহার চশমাখানি চুরমার হইয়া গেল।

ইহা দেখিবামাত্র তাঁহার সহচরগণ বন্দেমাতরম্ বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দুই তিন জনে সাহেবটাকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। কিল, চড়, ঘুঁসি ও লাথি। গোলমাল শুনিয়া গার্ডসাহেব সেই দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ধাবন করিয়া, (পলায়ন করিয়া নহে)—ব্রেকভ্যানে আরোহণ করিলেন। অনেক কষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকগণ পড়িয়া সাহেবকে উদ্ধার করিলেন;—তাহার মাথা ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুও গোলমাল শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে তিনি চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সাহেব সম্মত হইল। ইতিমধ্যে কখন বিনয়বাবু গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া মধ্যমশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন;—পরদিন নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়া 'বীর-ভারতে' এক ভীষণ প্রবন্ধ বাহির করিয়া ফেলিলেন।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

হরগোবিন্দবাবু স্থানীয় হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তার। লোকটি বৃদ্ধ হইয়াছেন ;—নেটিভ ডাক্তার হইলেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সহরে দুইজন এম-বি, কয়েকজন এল-এম-এস থাকা সত্ত্বেও হরগোবিন্দবাবুর বিপুল পসার। তাঁহার উপর লোকের যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমন আর কাহারও উপর নহে। প্রাইভেট কল তাঁহার যথেষ্ট, এমন কি সময়ে সময়ে ভদ্রলোক স্নানাহার করিবার পর্য্যন্ত সময় পান না।

হরগোবিন্দবাবুর দুই পুত্র ;—একটির নাম অজয়চন্দ্র, কলিকাতা রিপন কলেজে বি-এ পড়ে, সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। ছোটটির নাম সুশীল, স্থানীয় জেলা স্কুলের ছাত্র। অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল—গত বৈশাখ মাসে বধূমাতাকেও আনা হইয়াছে।

রাত্রি দশটার পর হরগোবিন্দবাবু হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

অজয় বলিল, "বাবা, সাহেবটা কেমন আছে ?"

"ভাল আছে। মাথায় কিছু বেশী আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু ভয় নেই। আহা বেচারীকে বড্ড মেরেছে !"

অজয় বলিল, "তার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে। শাদা রঙ বলে মনে করে যেন লাট ! বেশ হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দেখ, সে অন্যায় করেছিল তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন লোককে পাঁচজন পড়ে মারাটা কি রকম বীরত্ব ? একে ত ন্যায়যুদ্ধ বলে না !"

অজয় বলিল, "ইংরেজের সঙ্গে বাঙ্গালীর কখনও ন্যায়যুদ্ধ হতে পারে ?"

"কেন ?"

"সবই যে অন্যায়। দেখুন, এ নিয়ে যদি মোকর্দ্দমা হয়, তবে হাকিম কি ন্যায় বিচার করবে ?"

ডাক্তারবাবু হাসিলেন। বলিলেন—"তোমার যুক্তিটে ত বেশ দেখছি ! অন্যে অন্যায় করে, সেই নজিরে আমিও অন্যায় করব ?"

অজয় সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "দেখুন, এ রকম স্থলে সংখ্যা দ্বারায় ন্যায় অন্যায় স্থির হতে পারে না। একজন বাঙ্গালী, সে একজন মানুষ মাত্র। একজন ইংরেজ, সে একাধারে একজন

মানুষ, একজন রাজজাতীয় এবং সম্ভবতঃ একজন রাজপুরুষ। সুতরাং একটা ইংরেজ তিনজন বাঙ্গালীর সমান বা তার চেয়েও বেশী। একজন আততায়ী ইংরেজকে তিনজন বাঙ্গালীতে মারলে কোনও দোষ হয় না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এ যুক্তির অবতারণা করে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ। একজন ইংরেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র। হলই বা সে রাজপুরুষ, হলই বা সে রাজজাতীয়। সে রাজপুরুষ এবং রাজজাতীয় বলে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে?"

অজয় বলিল, "গায়ের জোর না থাক্, মনের জোর পাচ্ছে। মনের জোরই গায়ের জোর।"

পুত্রের এ যুক্তির সারবত্তা ডাক্তারবাবুকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলেন— "তা ঠিক বটে। মনের জোরই গায়ের জোর। বলং বলং ব্রহ্মবলং। মনের জোরকে উপলক্ষ করেই শাস্ত্রকার ব্রহ্মবল বলেছেন বোধ হয়। কিন্তু তথাপি কিছুতেই আমি মনে করতে পারিনে, তিনজন বাঙ্গালী না হলে একজন ইংরেজের সমকক্ষতা করতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর দিকেও কি মনের উপর আধিপত্য করবার মত বিশেষ ভাব কিছু নেই? বাঙ্গালী যখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, অত্যাচার নিবারণের জন্যে, মা বোনের সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনও অত্যাচারী ইংরেজের প্রতি বল প্রয়োগ করবে, তখন কি এই ভাবগুলি থেকে তার বাহুতে বলবৃদ্ধি হবে না?"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, আহারের স্থান হইয়াছে। পিতা পুত্র তখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন প্রাতে, সাহেবমারা ঘটনা লইয়া রাজপুরুষ মহলে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। পুলিশকে হুকুম দিলেন, তিন দিনের মধ্যে আসামী ধরিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। তদন্তভার কোতোয়ালীর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষের উপর পড়িল। দারোগাবাবু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সহরময় ছুটাছুটি করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ছোকরা দলের উকীল ও মোক্তারকে

গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। ষণ্ডা ষণ্ডা দেখিয়া কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককেও ধৃত করিলেন। একদিনেই তদন্ত অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িল।

পরদিন ভোর ছয়টার সময়, সেইমাত্র ডাক্তারবাবু শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, ধুতি ও চাদরে সজ্জিত হইয়া, রূপা-বাঁধানো বেতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, হেলিতে দুলিতে দারোগা বদনচন্দ্রবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দুই চারিটা বাজে কথার পর দারোগাবাবু বলিলেন, "আর ত মশায় চাকরি থাকে না।"

ডাক্তারবাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "কি হয়েছে?"

"পরশুকার সেই সাহেবমারা মামলাটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

"কেন? আসামী ত অনেকগুলি ধরেছেন শুনলাম।"—বলিয়া ডাক্তারবাবু একটু ব্যঙ্গসূচক মৃদুহাস্য করিলেন।

দারোগাবাবু তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "আসামী ত গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ ভাল পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সাক্ষী প্রমাণ নেই ত গ্রেপ্তার করলেন কি করে?"—বলিয়া ডাক্তারবাবু আবার ঈষৎ বক্রহাস্য করিলেন।

"গ্রেপ্তার ঠিক লোককেই করেছি। ঐ সব ছোঁড়াগুলো বড়ই দুর্দান্ত। এক একটা গুণ্ডা। স্বচক্ষে এমন কতদিন দেখেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রাস্তা দিয়ে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যাচ্চেন, ওরা উল্টোদিক থেকে আসছে; সেলামটা পর্য্যন্ত করলে না।"

"তাই গ্রেপ্তার করেছেন?"

"না না তা নয়, ওরাই সাহেবকে মেরেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। সাক্ষী আছে, কিন্তু মাতব্বর সাক্ষী তেমন পাওয়া যাচ্চে না।"

"তবে মিছে কেন ভদ্রলোকের ছেলেগুলোকে হাজতে পূরে রেখেছেন, ছেড়ে দিন।"

দারোগাবাবু আড়ষ্ট হইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! তা হলে কি চাকরি থাকবে? মাঝে আর একটি দিন মাত্র আছে, পরশু বিচার। এর মধ্যেই সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে হবে। তাই এখন আপনার কাছে আসা।"

ডাক্তারবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার কাছে? আমি কি করব?"

"আজ্ঞে হেঁহেঁ—আপনি ত সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুনলাম,—সাক্ষীটে দিতে হচ্চে।"—বলিয়া দারোগাবাবু সুপ্রচুর দাড়ি গোঁফের মধ্য হইতে দন্তরাজির শুভ্রশোভা বিকাশ করিয়া ডাক্তারবাবুর মুখপানে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি সেদিন ষ্টেশনে ছিলাম বটে, কিন্তু ঘটনাস্থলে ছিলাম না—অর্থাৎ যে সময় ঘটনা হয়, সে সময় সেখানে ছিলাম না। মারপিট হয়ে গেলে পর আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সাহেবকে কে মেরেছে তা আমি কিছুই দেখতে পাইনি।"

দারোগাবাবু যেন কতই বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তাই ত! বড় মুস্কিল হল যে! আহা, এ কথা যদি আগে জানতাম!"

"কেন, হয়েছে কি?"

ঘাড়টি নাড়িয়া নাড়িয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন, "না জেনে বড়ই অন্যায় করে ফেলেছি। আপনাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত করেছি।"

"কি, খুলে বলুন না?"

"কাল বিকেলবেলা ক্লাবঘরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দারোগা, কি রকম সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ হল?'—আমি বললাম, 'হুজুর, একজন কনেষ্টবল দুজন চৌকিদার এরা ঘটনা দেখেছে, সমস্ত আসামী চিনেছে।'—শুনে সাহেব মহা খাপ্পা হয়ে বললেন—'নন্‌সেন্স!—কনেষ্টবল আর চৌকিদার? কোনও ভাল সাক্ষী নেই?'—সাহেবের চোখ রাঙানি দেখে ভয়ে বললাম, 'হাঁ হুজুর আছে বইকি। সরকারী ডাক্তার হরগোবিন্দবাবু সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সমস্ত আসামী চিনেছেন।'—সাহেব বললেন—'অল্‌রাইট।'—বলে' টেনিস খেলতে গেলেন।"

ইহা শুনিয়া হরগোবিন্দবাবু একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "না জেনেশুনে এমন কথা আপনি সাহেবকে বললেন কেন?"

"বিলক্ষণ! আমি কি করে জানব মশায়? আপনি সেখানে উপস্থিত, নিজে সাহেবকে হাঁসপাতালে এনেছেন,—আপনি কিছুই দেখেননি তা আমি জানব কেমন করে?"

"তবে যান, এখন প্রকৃত কথা সাহেবকে বলে আসুন।"

দারোগাবাবু একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "তাও কি হয়? এক মুখে দুকথা বলব কেমন করে? আমার তেমন স্বভাবই নয়।"

"তবে আমি নিজে গিয়ে সাহেবকে বলি।"

দারোগাবাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন—"আপনি কি ক্ষেপেছেন? ও কথা বললে সাহেব বিশ্বাস করবে? মনে করবে, আপনি স্বদেশীর পক্ষ অবলম্বন করে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করছেন। আপনারও বিপদ আমারও বিপদ। তাতে আবার সাহেবের কাণে গেছে আপনি কর্‌কচ খান, আপনার বাড়ীতে দেশী কাপড় ব্যবহার হয়।"

বিরক্তির সহিত ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কর্‌কচ খাই দেশী কাপড় পরি বলে কি আমি রাজদ্রোহী হয়ে গেলাম নাকি?"

দারোগাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আহা আহা চটেন কেন? আজকাল কি রকম দিনকাল পড়েছে তা ত দেখছেন। ওরা তাই মনে করে।"

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে এখন উপায়? বেশ কাযটি করে বসেছেন যা হোক!"

"উপায় আর কি? সাক্ষী দিতে হবে। বেড়াতে বেড়াতে একবার চলুন না থানার দিকে। আসামীগুলোকে বসিয়ে রেখেছি, দেখবেন। সবগুলোকে কোর্টে সনাক্ত না করতে পারেন, গোটাকতক করলেও হবে। পুলিশ-ডায়েরি থেকে অন্য অন্য সাক্ষীদের জবানবন্দিগুলোও পড়ে আপনাকে শোনাব।"

এই কথা শুনিবামাত্র, ক্রোধে হরগোবিন্দবাবুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "কী। যত বড় মুখ তত বড় কথা! মিথ্যে সাক্ষী দেওয়াবার আর লোক পেলে না? বেরো—দূর হ—এখান থেকে। কোই হায় রে? দে ত বেটাকে কাণ ধরে উঠিয়ে।"

বদনচন্দ্রবাবু উঠিলেন। চাদরখানি গলায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "মশায়, এর ফলভোগ করতে হবে।"

হরগোবিন্দবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যা তোর বাবা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বল্‌গে যা। যা পারিস্ তা কর্।"

দারোগবাবু তখন ত্বরিত পদক্ষেপে সেখান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

রাগে তিনটা হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, দারোগাবাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। হাফেজ আলি হেডকনেষ্টবলকে ডাকিয়া বলিলেন—"জমাদার সাহেব, ডাক্তারের ছেলে দুটোর কি নাম জানেন ?"

"কোন্ ডাক্তার ?"

"হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দ। গভর্ণমেণ্টের নিমক খেয়ে যে নিমকহারামী করে।"

"না—তা ত জানি না।"

"শীঘ্র সন্ধান করে আসুন।"

"কেন ?"

"তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় তারাও ছিল প্রমাণ পেয়েছি।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া জমাদার প্রস্থান করিল।

তখন দারোগাবাবু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত থানার বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এত অপমান! চাকরে কাণ ধরিয়া উঠাইয়া দিবে ? দারোগাকে তুই-তোকারি! কেন, হরগোবিন্দ মনে করিয়াছে কি ?

দারোগাবাবু ভাবিতে লাগিলেন—ছেলে দুটোকে ত এখনি ধরে আনছি। কিন্তু ডাক্তারকে আরও জব্দ করতে হবে। ওর নামে একটা মোকর্দ্দমা খাড়া করতে হচ্চে। চোরাই মাল রাখে—ডাক্তার চোরেদের কাছ থেকে অল্প মূল্যে চোরাই মাল কেনে। খানাতল্লাসী করে বাড়ী থেকে রাশি রাশি চোরাই মাল বের করে ফেলব এখন—তার কৌশল আছে। হাকিমের বিশ্বাস হবে ত ? হবে না আবার ? দারোগারা হল ডেপুটিবাবুদের গুরুপুত্তুর! ছেড়ে দেবেন ? সাধ্য কি! পুলিশসাহেবকে দিয়ে এমন লম্বা রিপোর্ট করাব—অমনি ডেপুটি বাছাধনের তিনটি বছর প্রোমোশন ষ্টপ। দারোগার এত খাতির ডেপুটিরা করে কি জন্যে ? এই জন্যেই ত! কিন্তু জজসাহেব যদি আপীলে খালাস দেয় ? যদি বলে এতবড় একটা ডাক্তার, এত টাকা রোজগার করে, সে চোরাই মাল রাখে এও কি সম্ভব হয় ? তার চেয়ে ইয়ে করা যাক—বরং একটা ঘুষের মামলা দাঁড় করাই। এই যে সেদিন হাঙ্গামার মোকর্দ্দমায় কয়েকটা জখমী পাঠিয়েছিলাম পরীক্ষা করতে, ডাক্তারবাবু 'সামান্য জখম' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তারই

একটাকে দিয়ে নালিশ করাই যে তার জখম গুরুতর ছিল, ডাক্তার আসামীদের কাছে তিনশো টাকা ঘুষ নিয়ে 'সামান্য জখম' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তা হলে আর যাবেন কোথা? আমার হুকুমে বেটা নালিশ করবে না? সাধ্য কি!—ধরে ১১০ ধারায় চালান করে দেব সে ভয় রাখে না?'

এই সময় জমাদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তারের বড়ছেলের নাম অজয়চন্দ্র, ছোটছেলের নাম সুশীলচন্দ্র।"

দারোগাবাবু, তখন কাগজ কলম লইয়া কোর্ট-বাবুর নিকট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে একটি কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা নিম্নে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

শ্রীল শ্রীজুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর

সমীপেস্থ—

বিচারপতী!

হুজুরের হুকুম মোতাবেক শাহেব মারা মোকর্দ্দমার তদন্ত করিতে করিতে আর দুই আসামীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে অজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শুসীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাদের পীতা সরকারী ডাক্তার হরগোবীন্দ চট্টোপাধ্যায় হয় অজয়চন্দ্র অতী দুর্দ্দান্ত বেক্তী কলিকাতায় শুরেন্দ্রবাবুর কলেজে অধ্যায়ন করে প্রকাশ তাহারই হুকুমস্থত্রে অন্য অন্য আসামীগন শাহেবকে মাইরপীট করিয়াছে দুইজনকে ৫৪ ধারা অনুসারে অদ্য ধৃত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছী।

২। বিসেস তদন্তে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয়চন্দ্র কলিকাতা বীডন-স্কোয়ার হাঙ্গামাতে লীপ্ত ছিল সে এখানে আসিয়া একটী লাঠী খেলা সমিতী স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয় ডাক্তারের ছোট পুত্র শুসীলচন্দ্র অল্পবয়স্ক হইলেও অত্যন্ত দুষ্ট সে এখানে অনেক বালক লইয়া একটী ঢীল ছোড়া সমিতী স্থাপন করিয়াছে উদ্দেস্য শাহেব মেম দেখিলেই ঢীল ছুড়িবে।

৩। গোপন অনুসন্ধানে জানিলাম উক্ত ডাক্তারের বাসায় শাহেব মারা রক্তাক্ত লাঠী প্রভৃতি লুক্কাইত আছে লাঠীখেলা সমিতীর চাঁদার খাতায় মেম্বরের তালিকা দৃষ্টে অনেক আসামী আস্কারা হইতে পারে বিধায় প্রার্থনা

ফৌঃ কাঃ বিঃ ৯৬ ধারা অনুসারে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তারের বাটী খানাতল্লাসী করিতে ছার্চ্চওয়ারেণ্ট দিয়া শুবিচার করিতে আগ্যা হয়।

আগ্যাধীন

শ্রীবদনচন্দ্র ঘোষ

এছাই*

১দফা প্রকাস থাকে যে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তার সদেসীর বিসেস শ্বপক্ষ দেশী চিণী ও করকচ নবন সর্ব্বোদা আহার করে স্রির বেনামীতে ভারত কটন মীলে ৫পাঁচশত টাকার শেয়াল খরিদ করিয়াছে তাহাতে পুত্রগন আসামী কদাচ সত্য কথা বলিবে না এমতে তাহাকে সাক্ষী করিয়া পাঠাইতে সাহস করি না।

২দফা আরো প্রকাস থাকে পরম্প্রায় স্থনিলাম উক্ত হরগোবীন্দ বলিয়াছে আমী জজ মাজিষ্টরকে গ্রাজ্য করি না।

ইতিমধ্যে জমাদার অজয় ও সুশীলকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইজন উকীল আসিয়া তাহাদিগকে জামিনে মুক্ত করিয়া লইতে চাহিলেন, কিন্তু দারোগা বলিলেন, "সাহেবের হুকুম নাই।"

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

উল্লিখিত রিপোর্ট পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট সহি করিয়া দিলেন। চাপরাসি আসিয়া থানার দারোগাবাবুকে ইহা দিল। সে সময় একজন গোরুচুরির আসামীর সঙ্গে দারোগাবাবুর দরদস্তর চলিতেছিল। আসামী বলিতেছিল, হাল গোরু বিক্রয় করিয়া দারোগাবাবুর পাণ খাইবার জন্য অনেক কষ্টে একশতটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই গ্রহণে তাহাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হউক। দারোগা বলিতেছেন, দুইশত টাকার এক কাণাকড়ি কমেও কিছুতেই হইবে না। এমন সময় সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট উপস্থিত হইল। দারোগা তখন খুসী হইয়া একশত টাকা লইয়াই খাতেমা রিপোর্ট দিলেন—'তদন্তে জানা গেল আসামী নির্দ্দুসী বাদীর বাড়ী হইতে উক্ত গোরু পলাইয়া আসামীর গোহালে অনধীকার প্রবেস করতঃ জাব খাইতেছিল তদাক্রোসে আসামী উক্ত গোরুকে বাঁধিয়াছিল।'

* S. I.—Sub Inspector.

গোরুচোরকে বিদায় দিয়া বদনবাবু সার্চ্চ-ওয়ারেণ্টখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। মুখে হাসি আর ধরে না।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি উর্দ্দি পরিধান করিয়া, দশ বারোজন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দারোগাবাবু বীরদর্পে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তল্লাসের সাক্ষী-স্বরূপ দুইজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে ডাকিয়া, দারোগা ডাক্তারবাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া হাঁক-ডাক আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। দারোগা তাঁহাকে সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া স্ত্রীলোক-গণকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। কনেষ্টবলগণকে দারোগা বলিলেন, "সমস্ত বাক্স তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয়।"

যেগুলির চাবি ছিল, সেগুলি খুলিয়া, বাকী সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া উঠানের মধ্যে ধূলার উপর সমস্ত জিনিসপত্র ঢালিয়া ফেলা হইল। দারোগাবাবু জুতার ঠোক্কর মারিয়া মারিয়া, সেগুলা বিক্ষিপ্ত করিয়া, 'তল্লাস' করিতে লাগিলেন। শাল, আলোয়ান, ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়ী, কোট, কামিজ, সেমিজ, বডিস্, মোজা, রুমাল প্রভৃতি দারোগাবাবুর জুতার ঠোক্করে চারিদিকে ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর বধূমাতার বাক্স হইতে, অজয়চন্দ্রের হস্তলিখিত এক বাণ্ডিল পত্র বাহির হইল। দারোগা সগর্ব্বে তাহা নিজে পকেটে ভরিলেন। অজয়ের বাক্স হইতে একখানি 'আনন্দ মঠ' পুস্তক বাহির হইল,—তাহা দেখিয়া দারোগাবাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পণে তাহা নিজ জিম্মায় লইলেন। পরে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলমারি সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক 'তল্লাসী' হইল। ডাক্তারবাবুর প্রেস্কৃপসন বহি, তিনটা চিঠির ফাইল, বাজার খরচের হিসাব বহি, সুরেন্দ্রবাবুর বাঁধানো ছবি, বিপিন পাল, লাজপৎরায় প্রভৃতির ছবিযুক্ত একখানি মাসিকপত্র,—সমস্তই দারোগাবাবু ধৃত করিয়া লইলেন। ঔষধের আলমারি খুলিয়া, একস্থান হইতে একটি শাদা বোতল বাহির করিলেন। তাহাতে অর্দ্ধ বোতল পরিমাণ কি একটা পদার্থ ছিল,—লেবেলে একটা হরিণের চিত্র। বোতলটি লইয়া, কর্কটি খুলিয়া দারোগাবাবু একবার ঘ্রাণ লইলেন। পরে সাক্ষীদ্বয়কে বলিলেন—"ডাক্তার তয়ের লোক।—একটু হবে?"

সাক্ষী দুইটি বলিলেন, "না মশায়, আমরা মদ খাইনে।"

দারোগাবাবু তখন একটি মেজর গ্লাসে খানিক ঢালিয়া, এক মুহূর্ত্তে তাহা নির্জ্জলা পান করিয়া ফেলিলেন। পরমুহূর্ত্তে মুখ শিটকাইয়া বলিলেন, "এটা কি? ব্র্যাণ্ডি বটে ত?"

সাক্ষীগণ লেবেল পড়িয়া বলিলেন, "হাঁ ব্র্যাণ্ডিই বটে।"

অতঃপর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন, "গদি বালিসগুলো কাট্ ত। অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায়।"

কনেষ্টবল তখন বাড়ীর সমস্ত বিছানাপত্র লইয়া গিয়া উঠানে গাদা করিল। গদি বালিস একে একে কাটিয়া সমস্ত তুলা বাহির করিয়া ফেলিল। তুলা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া পাড়া ছাইয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

এইরূপে খানাতল্লাসী শেষ হইল। দারোগাবাবু তখন কাগজ কলম হইয়া, দ্রব্যগুলির ফিরিস্তি করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ বদনবাবু বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—লাঠি আছে কিনা দেখ্।"

কনেষ্টবলগণ তখন চতুর্দ্দিকে লাঠি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বাটীর পশ্চিমে ভৃত্য শিউরতনের সম্পত্তি মজঃফরপুর জেলা হইতে আনীত উত্তম পাকা বাঁশের দুইটি লাঠি বাহির হইল। সে দুইটি হাতে লইয়া, চশমা চক্ষে দিয়া দারোগা-বাবু সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও রক্তচিহ্ন দেখা গেল না। ফিরিস্তিতে লিখিলেন—'বৃহৎ বাসের লাঠি দুইটি রক্তের চীর্ণ পূর্ব্বেই ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে দেখা যায়।'

ফিরিস্তিতে সাক্ষীগণের সহি লইয়া, হরগোবিন্দবাবুকে ব্যঙ্গসূচক একটি সেলাম করিয়া, সদলবলে দারোগা প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ পাকশালার বারান্দার একটি কোণে একটি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। পাকশালার মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই ডাক্তারবাবু একমুহূর্ত্তের জন্যও সে-স্থান ত্যাগ করেন নাই।

দারোগা চলিয়া গেলে হরগোবিন্দবাবু বাহিরে আসিলেন। সাক্ষী দুইজন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হরগোবিন্দবাবু গিয়া বলিলেন, "মশায় দেখলেন?"

বাবু দুইটি বলিলেন, "দেখলাম ত!"

"আমার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একবার আসতে পারেন?"

একটি বাবু বলিলেন, "কি হবে?"

"একবার সাহেবকে গিয়ে সকল কথা বলি। দেখি এর কোনও বিচার হয় কিনা।"

বাবু দুইজন চুপ করিয়া রহিলেন।

হরগোবিন্দবাবু অধীর হইয়া বলিলেন, "কি বলেন? আসবেন আপনারা?"

একজন বলিলেন, "তার চাইতে এক কায করুন। আপনি নিজে গিয়েই একবার সাহেবকে বলে দেখুন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যাওয়াটা—।"

অপর বাবুটি স্পষ্টবক্তা। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "ও সব ছেঁদো কথায় দরকার নেই। মশায়, আমি আসল কথা খুলে বলি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে কোনও ফল পাবেন না। আর, আমরাও পুলিসের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী টাক্ষী দিতে পারব না। গরীব মানুষ, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। দেখলাম ত আপনার দুর্গতিটা স্বচক্ষে! আপনি একজন সরকারী চাকর, পদস্থ ব্যক্তি। আপনার উপরেই এমন জুলুমটা করলে—আমাদের ত হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে রুলের গুঁতো মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে ছড় ছড় করে টেনে নিয়ে যাবে।"

হরগোবিন্দবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে থাক।"

"প্রণাম হই মশায়।"—বলিয়া বাবু দুইটি প্রস্থান করিলেন।

হরগোবিন্দবাবু তখন একাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীর দিকে ছুটিলেন। সাহেব তখন টেনিসের পোষাক পরিধান করিয়া, র‍্যাকেটখানি হাতে, বাইসিক্লে ক্লাব অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। বারান্দায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরগোবিন্দবাবু তখন সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবু?"

"মহাশয়, আজ আমার উপর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষ বড় অত্যাচার করিয়াছে। খানাতল্লাসীর ভাণ করিয়া—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার দুই ছেলে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় আসামী না?"

"আজ্ঞা হাঁ, দারোগা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে আসামী করিয়াছে। অদ্য প্রভাতেই—"

শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"How dare you! দুইদিন পরে আমার কাছে আপনার ছেলেদের বিচার, আজ আপনি আমাকে মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে biassed করিয়া দিতে আসিয়াছেন?"

এই কথা বলিয়া, বাইসিক্লে উঠিয়া সাহেব বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হরগোবিন্দবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

সন্ধ্যা হইল। অন্তঃপুরের মধ্যে ডাক্তারবাবু স্ত্রীকন্যাগণের নিকট বসিয়াছিলেন। একে পুত্র দুইটি বিনা কারণে কারাবদ্ধ, তাহার উপর এই অপমান লাঞ্ছনা,—সকলেই আজ বড় বিষণ্ণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। এখনও আজ পাকাদির কোনও বন্দোবস্ত হইতেছে না। কাহারও ক্ষুধা নাই—কেহই কিছু খাইবে না। ডাক্তারবাবুর বড় মাথা ধরিয়াছে। ক্রমে তিনি মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলেন। কন্যাটি পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বধূমাতা পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল, "ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু।"

ভৃত্য শিউরতন বাহিরে গেল। ফিরিয়া বলিল—"একঠো রোগী আছে—বোলাহাট এসেছে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আজ আমার শরীর অসুস্থ। যেতে পারব না বল্। অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক।"

শিউরতন গিয়া তাহাই বলিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল। আবার কে ডাকিল—"ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু।"

শিউরতন আবার আসিয়া বলিল, "ঐ লোকঠো আবার এসেছে, বলে ডাংদার বাবুর সাথ ভেট না করে হামি যাব না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি ত উঠতে পারিনে—আচ্ছা বাবুকে নিয়ে আয়।"

বধূ, কন্যা উঠিয়া গেলেন। লোকটি আসিয়া ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করিল। বলিল—"বড় বিপদ। আপনি না গেলে নয়।"

"কার ব্যারাম ?"

লোকটি চুপ করিয়া রহিল।

"কার ব্যারাম হয়েছে ? কি ব্যারাম ?"

"সে আর কি বলব ! কোন্ মুখেই বা বলি ?"

ডাক্তারবাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপনি কে ?"

"আমি থানার রাইটার কনেষ্টবল। আমার নাম হারাধন সরকার। দারোগাবাবুর বড় ব্যারাম। আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে, তার জন্যে তিনি লজ্জায় মরে আছেন। তার উপর এই বিপদ।"

"কি ব্যারাম ?"

"বুকে মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা। আপনি না গেলেই নয়।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমাকে কেন ? আর কি ডাক্তার নেই ?"

মুন্সীবাবু তখন পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন। বলিলেন—"দয়া করুন।"

টাকা দেখিয়া ডাক্তারবাবু জলিয়া উঠিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "টাকার লোভ দেখাতে এসেছেন ? সকলেই কি পুলিসের মত অর্থপিশাচ ?—লক্ষ টাকা দিলেও আমি যাব না। উঠুন—আপনার পথ দেখুন।"

টাকাগুলি উঠাইয়া লইয়া, অধোবদনে মুন্সীবাবু প্রস্থান করিলেন। বধূ, কন্যা প্রভৃতি আবার আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিল। গৃহিণী বলিলেন, "একটু গরম দুধ এনে দেব ?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দাও।"

গৃহিণী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দুধ গরম করিতে লাগিলেন। এমন সময় খিড়কী দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই ঝির সহিত একটি যুবতী প্রবেশ করিলেন।

যুবতীটি বলিলেন, "গিন্নিমা কোথায় ?"

"কে গা তোমরা ?"

ঝি বলিল, "উনি বদন দারোগার পরিবার।"—সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি গৃহিণীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

গৃহিণী পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কেন—কেন ?"

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, আমার স্বামীর প্রাণ যায়। আমার হাতের নোয়া যাতে বজায় থাকে তা করুন।"

গৃহিণী বলিলেন, "এমন ব্যারাম ?"

"হ্যাঁ মা। ডাক্তারবাবু বলেছেন অন্য ডাক্তার কেন নিয়ে যায় না। তা মা—তাঁর ব্যারাম অন্য ডাক্তারে বুঝবে না, ত বাঁচাবে কেমন করে ? এইখানে কি খেয়ে গেছেন, সেই থেকে এমন হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "এখানে কি খেলেন ? এখানে ত কিছু খান নি।"

যুবতী বলিলেন, "আমায় একবার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে চলুন। তিনি আমার বাপ—এ সময় আমার লজ্জা নেই।"

গৃহিণী ইঁহাকে হরগোবিন্দবাবুর কাছে লইয়া গেলেন।

যুবতী ডাক্তারবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, আমায় রক্ষা করুন।"

গৃহিণী সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

যুবতী তখন বলিলেন, "তিনি বলছিলেন, খানাতল্লাসী করবার সময় ওষুধের আলমারিতে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল ছিল, ব্র্যাণ্ডি মনে করে তিনি এক চুমুক খেয়েছিলেন। এখন তাঁর সন্দেহ হচ্চে সেটা ব্র্যাণ্ডি নয়, কোনও বিষ-টিষ।"

একথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ওষুধের আলমারিতে ব্র্যাণ্ডির বোতল ?"

শুনিবামাত্র ডাক্তারবাবুর মুখ শুষ্ক হইল। তিনি যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি কি গাড়ীতে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমি ঐ গাড়ীতে থানায় চললাম। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। গাড়ী ফিরে এলে আপনি যাবেন।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সজলনেত্রে বলিলেন, "বাবা, আমার কপালের সিঁদুর থাকবে ত ?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "সে ঈশ্বরের হাত মা।"—বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সারারাত্রি জাগিয়া ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করিলেন। সে যাত্রা দারোগা রক্ষা পাইল।

যথাসময়ে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রমাণাভাবে অজয় ও সুশীল খালাস পাইল। অন্য সকলের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

খালাস

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

বড়দিনের ছুটি হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্বস্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটিতে তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধূম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্প প্রদর্শনী ত পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ্। তাঁহার তিনটি শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকীল। একজন গভর্ণমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্রবাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটি হইয়াছেন। ইনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সে জন্য ইঁহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটিরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটির নামই দীনবন্ধু 'ঘটিরাম' রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া কাণাকে কাণা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদ-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্রবাবু ঘটিরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটিবাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল, "ফরিদসিংহে এখন আর কোনও হাঙ্গামা আছে নাকি?"

"হাঙ্গামা হুজ্জৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল, "স্বদেশী কেমন চলছে?"

"মন্দ চলছে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়তাম তেমন ত কই দেখিনে।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "তা ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম—"

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলিতী কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ছোট শ্যালক বলিল, "জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছু বলে না?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর ছেলেরা বলছে—'এ জি, এ জি সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হায়!'—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

সত্যেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা নগেনবাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেবেন?"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ! চাকরি যাবে।"

"চাকরি না গেলে আপনি দিতেন?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে?"

গিরীন্দ্র বলিল, "এমন চাকরি করেন কেন?"

"খাব কি?"

"কেন, আপনার ত ল-লেকচার কমপ্লীট রয়েছে। ওকালতীটে পাস করে দিব্যি বড়দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বয়সে এগজামিন পাস করা পোষায় ভাই!"

ইন্দুমতী বলিল, "ফিরিঙ্গির চাকরি ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা আপনি বলুন ত, আপনি স্বদেশীর স্বপক্ষে না বিপক্ষে?"

"স্বপক্ষে। এই দেখ না, পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড় চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব বলে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি?"

"যায়, কিন্তু দাম বেশী।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারিসনে ইন্দু? সেখানে কিনলে পাছে সাহেবেরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্চেন।"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাতেই বা ক্ষতি কি? লুকিয়ে পুণ্য কর্ম্ম করতে কি কোন হানি আছে?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল।

সকলে বলিল, "ঐ 'মাতৃপূজক সমিতি' কন্‌গ্রেসের জন্যে ভিক্ষা করতে এসেছে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশজন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহ বা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা মন্দিরা বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে 'বন্দেমাতরম্' অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস জনমভূমির
ভকত সন্তান,
মা'র পূজা হবে, আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান।
কার আছে সোণা, কার আছে রূপা
অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই, এমন সুদিন কবে আর পাবি
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।
যার বেশী নাই দিক সে কিঞ্চিৎ
ছেড়ে লাজ অপমান,
যার কিছু নাই, সে দিক কেবল
ব্যথিত হৃদয়খান।

বাটীর সকলেই কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া, খাতা পেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল, "মশায়ের নাম?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "নাম দরকার কি ?"

"পাঁচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

"তবে লিখুন 'জনৈক বন্ধু'।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "ওহে, লেখ 'জনৈক ডেপুটি'। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একটি ডেপুটি।"

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন, "না না। 'জনৈক বন্ধু' বলেই লিখে নাও।"

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া, গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল, "ওহে, কি রকম বিস্কুট কিনলে দেখি ?"

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল, "ছি ছি, এ যে বিলাতী।"

"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায় !"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান ?"

"মুসলমান।"

একজন ছেলে বলিল, "বিলাতী চীজ হারাম হায়।"

লোকটি বলিল, "তোবা তোবা। ঐসা বাত মৎ বোলিয়ে বাবু।"

"কত দাম নিলে ?"

"দেড় রুপিয়া।"

"অ্যাঁ—দেড় টাকা ! এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"

লোকটা সাহেবের চাপরাসি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহা অপেক্ষা

ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আর আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল—"সচ্ বাত বাবু?"

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল, "হাঁ, সত্য বইকি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরে দিবে এস।"

চার পাঁচজন বালক সেই চাপরাসিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরাইয়া লইতে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল—"একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোনক্রমেই ফিরিয়া লইব না।"

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে এক টিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাসিকে বলিল—"দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"

চাপরাসিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাসি বলিল, "বাবু, ইস্কা তো দাম এক রুপিয়া। হামারা বাকী আঠ আনা পয়সা?"

ছাত্রেরা দোকানে বলিল, "আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।"

আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাসিকে দিল।

চাপরাসি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল, "বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো?"

"বহুৎ আচ্ছা। খাকে দেখো। আউর কভি বিলাতী বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।"

"তোবা তোবা"—বলিয়া চাপরাসি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল, "ভাই, এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম্' করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া, বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া

করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেণে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

চাপরাসি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুলোগ পাগল হুয়া না ক্যা ?"

সে বলিল, "বন্দেমাতরম্ হইয়া অবধি লেড়কালোগ কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায় ? বন্দুক মারম্ ?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায় ?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকো দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোগ ঐ বাৎ বোল্‌তা হায়।"

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

নগদ আট আনা পয়সা 'লভ্য' করিয়া চাপরাসি প্রফুল্ল মনে ডাকবাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাসিকে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেঁও এত্তা দেরী কিয়া ?"—বলিয়া বিস্কুটের টিন হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 'হিন্দু বিস্কুট' দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাসির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুড়িয়া মারিলেন। চাপরাসি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব, চাপরাসির পতনে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন, "ড্যাম শূয়ারকা বাচ্চা—ইয়া দেশী বিস্কিট কাহে লায়া ?"

চাপরাসি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। বলিল—"হুজুর—হাম বিলাতী বিস্কুট পহিলে লিয়া থা। লেকেন—"

"ক্যা হুয়া ?"

"লেকিন ইস্কুলকা লেড়কালোগ—"

চাপরাসি আট আনা পয়সার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বলিতে যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, বাধা দিয়া বলিলেন—"ইস্কুলকে লেড়কালোগ? বন্দেমাতরম্? ছিন্ লিয়া?"

"এতক্ষণে চাপরাসিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রের কূল পাইল। বলিল—"হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া।"

"কাহেকো দিয়া?"

"হুজুর, উওলোগ বিশ পঁচিশ আদমি—হাম একেলা কেয়া করে?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন—"ইউ ড্যাম্ কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহে নেই বোলায়া?"

চাপরাসি বলিল, "হাম পুলিস পুলিস বোলকে বহুৎ চিল্লায়া হুজুর। লেকিন কোই কানেটিবিল নেহি আয়া। লেড়কালোগ, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পায়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা করে, হুজুরকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাস আপনা একঠো রুপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস্ লে লিয়া। এক রুপিয়ামে তো বিলাতী টিন দেতা নেই গরীবপরবর!"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকা পাস আভি যাতা। লেড়কালোগকে হাম্ জেহেলমে ভেজেগা।"—বলিয়া টুপী লইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেমসাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। সাহেবেরা হুইস্কিপেগ এবং মেমসাহেবেরা ভার্মুথ্ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "Very sorry to intrude"—তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন—"I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "আমি এখনই যাইতেছি।"—বলিয়া তাসের হাত

ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন, "কোতোয়ালী দারোগাকো আভি ডাকবাঙ্গলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চা-কর বলিলেন, " 'Tis really very good of you to take so much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "দিন দিন 'বন্দেমাতরম্' নিউসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কায!"

চা-কর সাহেব বলিলেন, "While we wait for your Daroga, may I offer you a peg ?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল, গেলাস ও সোডওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরুট বাহির হইল। দুইজনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বে-আদবী, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে "শ্বেত বাবু"গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা, আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জানতা ?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া ?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী হিঁহা হায়, ইতলা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাসিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল, চাপরাসি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল।

লিখিতে লিখিতে দারোগা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও জখম আছে ?"

সাহেবের প্রহারে তাহার কপাল যে জখম হইয়াছিল, চাপরাসি তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন—'ড্যাম্ নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে!'

দারোগা লিখিয়া লইল—'বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।'

এতেলা গ্রহণ শেষ হইলে পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন, 'আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার, আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।'—হুকুম দিয়া, চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল, "হুজুর, আপনার এই চাপরাসিকে আসামীকে সনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটি দিতে হইবে।"

"All right. চাপরাসি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখলাও।"

চাপরাসি বলিল, "হুজুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি ?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন, "শূয়ার, নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপরাসি প্রস্থান করিল।

দারোগা তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র না করিরা, একেবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিনজনকে চাপরাসি অম্লানবদনে সনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল।

বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছু জানিত না। বালকত্রয় বলিল, "দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ ? আমরা কি করিয়াছি ?"

দারোগা বলিল, "কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।"—বলিয়া দারোগ তিনজন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাসিকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল—"থানায় চল।"

"কেন ?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না, ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোনও ডেপুটিবাবু আসিবে ; অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিনজনকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

চাপরাসি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন ; এবং মনে মনে বলিলেন—'ড্যাম্ নেটিভ পুলিস এই রকম dishonestই বটে !"

দারোগা তখন বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন চারিজন লোক এবং সেই সওদাগরকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে, তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা, এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্রবাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটিবাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা।

চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বলিলেন—"আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "না—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে!"

চারুশীলা বলিলেন, "তোমার কাছে হবে? সে ত ভালই হল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা?"

"যে, কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, হয়ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে

অবিচার করে' ছেলে তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটিবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন—"যদি প্রমাণ হয়, তা হলে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে' তাদের খালাস দিতে পারব না!"

চারুশীলা বলিলেন, "ছি, অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়, ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে বলতাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে?"

"এই সেদিন মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকে বললেন যে ছেলেরা চাপরাসিকে রাজি করে', তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েছে; নিয়ে ভেঙ্গেছে। কেড়েও নেয়নি, মারেও নি। তা ছাড়া, যে তিনজন ছেলেকে পুলিস ধরেছে তারা মোটে সেখানে ছিল না, কিছুই জানে না।"

ডেপুটিবাবু একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ সব প্রমাণ হয় তবে না!"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।"

"প্রমাণ হয় ত ভালই।"

"আর যদি প্রমাণ না হয়, কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলে-মানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কায করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে, যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হয়েছে?"

কিন্তু ডেপুটিবাবুর মনের বিষণ্ণতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন, কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটিবাবু যেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব-ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েক ব্যক্তি দর্শনাথী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন।

এক মিনিট পরে চাপরাসি আসিয়া তাঁহাকে আফিস কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল, "সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে বসাইলেন। বলিলেন—"এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই ?"

"কই তেমন ত কিছুই দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot ; নগেন্দ্রবাবু, আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন ?"

"আজ্ঞে—"

"যথার্থ স্বদেশী—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা—সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হল্লা, কাপড় পোড়ান, এসব কি ?"

নগেন্দ্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন, "ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা! গরীব চাপরাসিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলা রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্রবাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন, "নগেন্দ্রবাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে ? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্রবাবু খুসী হইয়া বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গি পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। সেখানে দশ টাকায় বাবুর্চ্চি বেয়ারা প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন ?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন ?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"তি—ন—বৎ—স—র। Shame! 'Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিনশত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন।

ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "Well Nagendra Babu, I wont' detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন—"স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out at any cost."

বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেনবাবু বলিলেন, "হাঁ হুজুর। আমার যথাসাধ্য আমি করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রবাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যেদিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীলবাবু জামিন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাসি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কিনা। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কিল চড় দ্বারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেও, ড্যাম-নেটিভের পদানুসরণ করিয়া বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে করিয়া পুলিস কর্ত্তৃক 'এগ্‌জিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সনাক্ত করিয়া বলিল, ইহারা এবং অপর কয়েক-জন, চাপরাসির সহিত বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট্ করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাঁসপাতালের ডাক্তার বলিলেন—কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে। জেরায় বলিলেন—চড় কিল দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল। আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ডকে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, চাপরাসি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তারবাবু স্বীকার করিলেন যে, স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুইশত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাক্কা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গলার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপ-রাসিকে টিন ছুড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে, উকীলবাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট্ প্রভৃতি ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্যগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটিবাবু তিনদিন ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলেই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালতগৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামী পক্ষের প্রধান উকীল কালীকান্তবাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল 'minor discrepancies'—উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোনও সাক্ষী বলিয়াছে, হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়িজন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ ষাটজন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই, অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে, ছেলেরা চড় চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন, কোন কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে, চড় চাপড়ে হইতে পারে না। ইহার উপর আসামীর উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে, ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে, তাহাতে বালকেরা ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষী-গণের সমস্ত কথাই যে মিথ্যা তাহাতে কোনও সংশয় নাই। সকলেই তথা-কথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়াছেন, ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে, খানসামা উকীলবাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে বারোমাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীলবাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া জজ সাহেবের নিকট আপীল দায়ের করিয়া, জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বালকগণ ভীষণ রবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া, তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন ততই টুট্‌বে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

সেদিন ডেপুটিবাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটিবাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটিবাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, অমন করে বসে কেন ?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে ?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে ? কখন ধরল ? এস দেখি, রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনই সেরে যাবে।"

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "থাক্ দরকার নেই।"

ভাবগতিক দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেন্দ্রবাবু জলখাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া, কেবল চাটুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে উঠিয়া, অপরাধীর মত, আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন, "মাথাটা একটু সারল ?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন সারে নাই।

নগেনবাবু তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন, "এস এস, উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, বলব মনে করে কত আমোদ করে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন।

নগেনবাবু বলিলেন, "আজ সাহেব আমার পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনর সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখেছেন।"

এ কথা শুনিয়া, চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেনবাবু বলিলেন, "ওকি চোখের জল ফেল কেন ?"—বলিয়া এক হাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্য হাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "ওগো আজ আমায় মাফ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোনও কথা বোলো না।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রবাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে, কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম ?—কিসের জন্য ? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি ছি! পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে ?

ডেপুটিবাবু এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগলেন। শেষে অস্থির হইয়া, উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সেই পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পরদিন কাছারি বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"আজ মফস্বল যাইব।"—সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন—"কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন, দেরী হলে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমলহৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ওকি—ওকি? শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে! এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামিবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন, "আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?"

"কি বল।"

"এ চাকরি ছাড়। যে চাকরি বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয়, সে চাকরিতে কায কি? আমি তোমার তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোণা রূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ টাকা এনে দাও আমি তাতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

এ কথা শুনিয়া ডেপুটিবাবু একমুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিয়া বলিলেন, "তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ট্রেণের সময় সন্নিকট। ডেপুটিবাবু

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

ছেলেদের আপীল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু হইল না। জজ সাহেব আপীল ডিস্‌মিস্ করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এ দিকে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণেও এ কথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাস-কামরায় নগেন্দ্র-বাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কায বুঝাইতে হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে, নগেন্দ্রবাবুর দোষ না থাকিলেও, কার্য্যে ভুল ধরিয়া আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্রবাবুকে সাহেব অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া ওকালতী করিবেন। মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপীল ডিস্‌মিসের দুই এক দিন পরে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সেদিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি

ছিল, হাকিম কিম্বা বড় জমিদার আসিলে আফিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন ; চুনাপুঁটি দরের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাসি ফিরিয়া তাঁহাকে আফিস কামরায় না লইয়া গিয়া, সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল।

সেখানে কয়েকজন 'চুনাপুঁটি' পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া, নগেন্দ্রবাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাপরাসি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল, "বাবু জুতাকা আওয়াজ মৎ কীজিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হয়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। 'চুনাপুঁটি-গণ' তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্রবাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুমুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেস। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোটহাজরি সারিয়া আফিস কামরায় আসিলেন। প্রথমে ডাকিয়া পাঠাইলেন—নগেন্দ্রবাবুকে নয়। যাহারা নগেন্দ্রবাবুর পুর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্রবাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কিরূপ ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্রবাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নহে,—অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে মাতালের মত টলিতে টলিতে, সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

অন্য দিনের মত সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন না।

"গুড্‌মর্ণিং সার।"

"গুড্‌মর্ণিং বাবু।"

'বাবু!'—অন্য দিন হইলে সাহেব বলিতেন—নগেন্দ্রবাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু বাবু বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্রবাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে নূতন কোন বেদনা অনুভব করিল না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন, "সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট-মোকর্দ্দমার কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্রবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন—"আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই—অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্রবাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন—"তবে 'ভালই' কেন বলিলেন ? আপনি কি একজন স্বদেশী নাকি ?"

নগেন্দ্রবাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি, এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন যে, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প ত কেহ করে না! তিনি বুঝিলেন যে, এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া নগেন্দ্রবাবু সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন।

সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।"—বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন—"By the way—শুনিলাম নাকি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপীলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য নাকি?"

"সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ স্থৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—"এটা কি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ নয় ?"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেণ্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময়ের ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এতদিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই! সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে, চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনই নতজানু হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাযকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনই সাবধান না হন, তবে আপনার বেতন বৃদ্ধির অনুরোধপত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয় ত আপনাকে ডিগ্রেড করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্রবাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন—ঔষধ ধরিল কিনা। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্রবাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই আফিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া এত বড় চাকরিটা এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্রবাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুডমর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "গুডমর্ণিং।"

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্রবাবুর চাকরির শেষ দিন। বিকালবেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক ইস্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বজা।

তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফেটনগাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্রবাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল, ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতেছিল। ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"একি বাহে? বাবুর সাদি নাকি?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল—"আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল হইছিল, আজ খালাস হইছে। আজকাল দেহি বাবুদের জ্যাল থেহে খালাস হইলে এই রকমডা করে।"

এদিকে, বালকেরা নগেন্দ্রবাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্যদিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দুইমাস-ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন সংঘটিত হইল।

প্রত্যাবর্ত্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ একাদশী-তত্ত্ব

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতার কোনও ছাত্রাবাসে রামনিধি দাস নামক একটি যুবক থাকিয়া কলেজে লেখাপড়া করিতেন। রামনিধিবাবু ছাত্র হইলেও একটু বয়ঃপ্রাপ্ত—অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। লোকটির বাড়ী বীরভূম জেলায়। কথায় বার্ত্তায় একটু 'রেঢ়ো' টান বেশ বোঝা যাইত। এ কারণে পরোক্ষে বাসার ছেলেরা তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া নানাবিধ হাসি তামাসা করিত।

রামনিধিবাবু লোকটি বড় সৌখান। পিতার অনেক ধন সম্পত্তি ছিল—সে সবই তিনি পাইয়াছেন। বাসার একটি কক্ষ তিনি একলা লইয়া থাকেন—তজ্জন্য বেশী ভাড়া দিতে হয়। ঘরের মেঝেটি আগ্রার শতরঞ্চ দিয়া আবৃত। ছত্রীওয়ালা একটি নেওয়ারের খাটে শাদা ধবধবে নেটের মশারি ঝুলিতেছে। একদিকে একটি টেবিল—তাহার চারি পাশে কেদারা। নিকটে পুস্তকাধারে তাঁহার বাঁধানো চকচকে পাঠ্য পুস্তকগুলি। অপরদিকে একটি তেপায়ার উপর বৃহৎ দর্পণ। আশে পাশে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য—পোমাড, পাউডার প্রভৃতি সুশোভিত।

সেদিন রবিবার, বাসা অনেকটা খালি হইয়া গিয়াছে। যে সকল ছাত্রের বাড়ী অথবা শ্বশুরালয় নিকট, তাহারা প্রস্থান করিয়াছে—আবার সোমবারে ফিরিয়া আসিবে। রামনিধি ও অপর দুইজন ছাত্র মাত্র বাসায় আছেন।

এই দুইটি ছাত্র বৈকালে রামনিধিবাবুর কক্ষে বসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিতেছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। বিগত যুগের কলেজী ছাত্রের মত, এখনকার ছাত্রগণ আর স্লেচ্ছাচারী নহেন। মুসলমানের দোকানের চপ, কাটলেট, শিক-কাবাব ত দূরের কথা—পাঁউরুটি, বিস্কুট পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রের মস্তকে টিকি। ব্রাহ্মণ-ছাত্রেরা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। বঙ্কিমবাবুর 'দেবীচৌধুরাণী' সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র হরিনাম ধ্বনিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে

হরিসভা। ষ্টেজের উপরেও শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীলোকেরা শ্রীকৃষ্ণ, গোরাঙ্গদেব সাজিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

দুইজন ছাত্র একদিকে, রামনিধি একদিকে। রামনিধিবাবুর মতটা একটু খৃষ্টানী রকমের ছিল। ম্যানেজারের হুকুমে প্রতি একাদশীতে বাসায় ভাত বন্ধ। সকালে ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল প্রভৃতি আহার করিয়া কলেজে যাইত—রাত্রে লুচী, পায়স, মোহনভোগ প্রভৃতির বন্দোবস্ত। রামনিধিবাবু রাত্রে সকলের সঙ্গে 'একাদশী' করিতেন বটে, কিন্তু দিবসে করিতেন না। দিবসে দোকান হইতে পাঁউরুটি, হাঁসের ডিমের কালিয়া, গলদাচিংড়ী ভাজা প্রভৃতি আনাইয়া ভক্ষণ করিতেন। এই জন্য বাসার সকলে তাঁহার উপর রুষ্ট ছিল। কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত—কেহ বা গম্ভীরভাবে উপদেশ দিত।

শরৎবাবু বলিলেন, "রামনিধিবাবু যাই বলুন যাই কোন্, আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মটা একেবারে হাম্বাগ নয়। এতে আগাগোড়া সায়েন্স—উঠতে সায়েন্স—বসতে সায়েন্স—শুতে সায়েন্স। আপনি আমাদের মত কিছুদিন একাদশী করে দেখুন দেখি স্বাস্থ্যের কত উপকার হয়।"

রামনিধি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একাদশী করার মধ্যে কতটুকু সায়েন্স আছে বুঝিয়ে দিন দেখি।"

বাসার ম্যানেজার কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "কতটুকু সায়েন্স ?—সম্পূর্ণ সায়েন্স—ষোল আনা সায়েন্স। অমাবস্যা পূর্ণিমাতে মানুষের শরীর খারাপ হয়, হাত পা কামড়ায়, বেতো রোগীর বাত বৃদ্ধি হয়, জ্বর হয়—এসব মানেন ত ? না, তাও মানেন না ?"

"মানি।"

"কেন হয় ?"

"জানিনে।"

"শরীর রসস্থ হয় বলে। সেই রসকে শুকিয়ে রাখবার জন্যে একাদশী করার ব্যবস্থা !"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "বেশ ত ! তা হলে অমাবস্যা পূর্ণিমাতে উপবাস করলেই হয়—একাদশীতে কেন ?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "ওর মধ্যে একটু গণিতশাস্ত্রঘটিত গূঢ় কথা আছে। এই দেখুন, চন্দ্র একমাসে পৃথিবী পরিক্রমণ করেন, বটে ত ?"

"বটে।"

"একবার পরিক্রমণে হল তিনশো ষাট ডিগ্রী। ঠিক কিনা?"

"ঠিক।"

"এক পক্ষে হল একশো আশী ডিগ্রী। প্রতিপদ থেকে একাদশী হয় তার দুই-তৃতীয়াংশ। একাদশী থেকে পূর্ণিমে হল এক-তৃতীয়াংশ কেমন?"

"আচ্ছা বেশ?"

"একশো আশী ডিগ্রীর এক-তৃতীয়াংশ হল ষাট ডিগ্রী! একটা সমত্রিভুজের প্রত্যেক কোণ কত ডিগ্রী করে মশায়?"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "ষাট ডিগ্রী।"

কার্ত্তিকবাবু সগর্ব্বে বলিলেন, "এই দেখুন—সেই জন্যেই একাদশীর দিন উপবাসের ব্যবস্থা। ষাট ডিগ্রী—**equilateral triangle**—সমত্রিভুজ—শরীরের সমস্ত রস **equilibrium**—সমতা প্রাপ্ত হবে বলেই একাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা মুনি ঋষিরে করে গেছেন।"

শরৎবাবু বলিলেন, "আর এটাও ত আপনার বোঝা উচিত রামনিধিবাবু, যে যাঁরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা রচনা করে গেছেন—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের যাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা—তাঁরা খামকা আপনাকে ঠকিয়ে জব্দ করবার জন্যে একাদশীতে উপবাস করবার বিধি দিয়ে যাবেন? আপনার সঙ্গে তাঁদের কি এমন শত্রুতা ছিল?"

রামনিধিবাবু কিয়ৎক্ষণ একটু হতভম্ব হইয়া রহিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা কার্ত্তিকবাবু, এই যে একাদশীর আর ষাট ডিগ্রীর কথাটা বললেন, এটা কি কোনও শাস্ত্রে পড়েছেন, না আপনার মনগড়া কথা?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "শাস্ত্রেও পড়িনি, মনগড়া কথাও নয়। অঙ্ক কষে বের করেছি। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি পড়েছি কি শুধু এগজামিন পাস করবার জন্যে মশায়?"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, শরীরের রস শুকিয়ে নেওয়াই যদি দরকার, তবে ফলমূল খেলে রস শুকোয়, আর পাঁউরুটি, গলদাচিংড়ী ভাজায় শুকোয় না এর মানে কি? আমার ত, পাঁউরুটির চেয়ে ফলমূলই বেশী ভিজে মনে হয়।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "ওটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা। মেডিক্যাল কলেজে

ঢুকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যখন চর্চ্চা করব, তখন নিশ্চয়ই এরও একটা কারণ বের করে ফেলব দেখে নেবেন।"

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া কার্ত্তিক ও শরৎবাবু সায়ংসন্ধ্যা করিবার জন্য উঠিলেন, রামনিধিবাবু ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ভট্টাচার্য্য-সংবাদ

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে, একদিন সন্ধ্যাকালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গাত্রে একখানি নামাবলী, চরণে চটিজুতা, এক হস্তে একটি ছিন্ন মলিন ক্যাম্বিশের ব্যাগ, অন্য হস্তে একটি ভাঙ্গা ছাতা। বাসার দরজায় কার্ত্তিকবাবু ও শচীন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, বৃদ্ধ আসিয়া বলিলেন, "বাপ সকল, এ বাড়ী কার?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "এটি একটি মেসের বাসা।"

বৃদ্ধ যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"মেষের বাসা? সে আবার কি?"

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "মেসের বাসা—অর্থাৎ এখানে ছাত্রেরা থেকে লেখাপড়া করে।"

"তোমরা সব কি জাতি?"

"ব্রাহ্মণ আছে, কায়স্থ আছে, একজন বৈদ্যও আছে।"

"কোন্ জেলায় তোমাদের বাড়ী বাপু?"

"অনেক জায়গার ছেলে আছে। হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান—বীরভূম জেলারও একজন আছে।"

বৃদ্ধ যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "বীরভূম জেলার কে আছে বাবা?"

"রামনিধিবাবু বলে একজন আছেন। রামনিধি দাস—কায়স্থ। শিউড়ির কাছে কোন গ্রামে বাড়ী।"

"আমারও বাড়ী শিউড়ি। আমি আজ বিকেলের গাড়ীতে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। আমার একজন শিষ্য এখানে ছিলেন, তাঁরই বাসায় যাব মনে করেছিলাম, সে ঠিকানায় গিয়ে শুনলাম তিনি বাসা বদলেছেন—নূতন বাসার ঠিকানা কেউ বলতে পারলে না। কলকাতায় এই প্রথম আসা—তাতে রাত্রিকাল! কোথায় যাই? কেউ কেউ পরামর্শ দিলে হোটেলে যান।

তা বাবা, আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, হোটেলে ছত্রিশ জেতে বসে খাচ্ছে, সেখানে ত ঢুকতে পারিনে! ওসব খ্রীষ্টানী ম্লেচ্ছাচার আমার দ্বারা ত হবে না। তোমরা দেখছি সব ভদ্রসন্তান, যদি একরাত্রির জন্য আমায় আশ্রয় দাও, তবে বড় উপকার হয়!"

ইহা শুনিয়া ছাত্র দুইজন সাদরে তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেল। উপর তালায় একটি কক্ষ খালি ছিল। সেখানে তাঁহাকে স্থান করিয়া দিল। জল আনাইয়া তাঁহার হস্তপদাদি ধৌত করাইয়া দিল। তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিকের ব্যবস্থা করিল। বাজার হইতে ফলমূল আনাইয়া তাঁহাকে জলযোগ করাইল, অবশেষে একটি নূতন হুঁকা কিনিয়া আনিয়া জল ভরিয়া তামাক সাজিয়া দিল।

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মশায়, আপনি রাত্রে কি খান? ভাত, রুটি না লুচী?"

"চারটি ভাতই খাব এখন। ভাল কথা, এখানে কাছে কোথাও গয়লা-বাড়ী আছে? পয়সা দিচ্ছি, আধসের দুধ আনিয়ে ভাল করে জ্বাল দিইয়ে দাও যদি ত হয়। আমি আফিম খাই কিনা! একটু দুধ না হলে প্রাণ বাঁচে না।"

শরৎবাবু বলিলেন, দুধের বন্দোবস্ত হইবে, পয়সা দিতে হইবে না। দুই তিনজনে পরামর্শ করিয়া, নিজ নিজ দুধ একত্র করিয়া ক্ষীরের মত করিয়া জ্বাল দিবার জন্য ঠাকুরকে বলিয়া আসিল।

সম্পূর্ণ সেকেলে পরম হিন্দু বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন। বাসার ছেলেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া শাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কেহ বলিল, উপনিষদের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন? কেহ বলিল, সাংখ্যকার যে বলিয়াছেন 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ'—ইহা হইতে কি নিরীশ্বরবাদ সমর্থিত হইতেছে? কেহ বা বলিল, ম্যাক্সমুলার যে বলিয়াছেন, দেড় হাজার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্পষ্টই সকলকে বলিলেন, সংস্কৃত তাঁহার বিশেষ জানা নাই। বাল্যকালে টোলে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঘুর দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ করিতেই পিতৃবিয়োগ হয়—সুতরাং টোল ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনে মন দিতে হইল। যজন যাজন দশকর্ম্ম করিবার মত সামান্য বিদ্যা মাত্র তাঁহার আছে—তাহাতেই কোনক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ

করিয়া থাকেন—দর্শনাদি শাস্ত্র জানা না থাকিলেও, গল্প ও উদ্ভটশ্লোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিস্তর জানা ছিল। তাহাতেই আসর মাত করিয়া তুলিলেন। ছাত্রেরাও তাঁহার অহমিকাশূন্য সরল ব্যবহারে বড় প্রীত হইল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিলে, নিম্নে শঙ্খধ্বনি হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ওকি? এখন শাঁক বাজে কোথায়? কারু ছেলে হল নাকি?"

একজন বলিল, "খাবার ঠাঁই হয়েছে, তাই বামুন শাঁক বাজালে। আসুন ভট্চায মশায়—গা তুলুন।"

সকলের সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নে অবতরণ করিলেন। রান্নাঘরের নিকট বিস্তৃত ভোজনকক্ষ। ব্রাহ্মণেরা এক সারি এবং অল্প দূরে কায়স্থগণ এক সারিতে বসিত। দুই সারিতে দশ বারোজন খাইত বসিল। ব্রাহ্মণ ছেলেদের সহিত এক সারিতে না দিয়া, একটু তফাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ভোজন আরম্ভ হইল। বামুন ঠাকুরও ছুটাছুটি করিয়া কাহাকেও ডাল, কাহাকেও তরকারী পরিবেষণ করিতে লাগিল।

খাইতে খাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "শুনেছিলাম যে এ বাসায় শিউড়ী জেলার একটি ছাত্র আছেন—কই তাঁর সঙ্গে ত আলাপ হ'ল না?"

কয়েকজন রামনিধিবাবুকে দেখাইয়া বলিল, "এই যে, এঁরই বাড়ী শিউড়ী জেলায়। কোথায় ছিলেন রামনিধিবাবু? আপনাদের ওদিক থেকেই ভট্চায মশায় এসেছেন।"

রামনিধিবাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পানে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া, মনোযোগের সহিত আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বাবুর বাড়ী কোথা?"

"শিউড়ী জেলায়।"

"নিজ্ শিউড়ী।"

"আজ্ঞে না।"

"কোন্ গ্রাম?"

"কল্যাণপুর।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কল্যাণপুর ?—তবে ত আমাদের ওখান থেকে বেশী দূর নয়। বাবুর নাম ?"

"শ্রীরামনিধি দাস।"

"আপনারা কায়স্থ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পিতার নাম ?"

"ঈশ্বর রাধানাথ দাস।"—বলিতে বলিতে রামনিধিবাবুর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "রাধানাথ দাস ? কত বৎসর হল তিনি গত হয়েছেন ?"

রামনিধিবাবু বলিলেন, তিন বৎসর।"—তাঁহার স্বর বিকৃত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তিন বৎসর ?—কই চিনতে পারলাম না।"—কথা কহিতে কহিতে ডালে ভাতে মাখিতেছিলেন, সে মাখা-ভাত ফেলিয়া রাখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাত গুটাইলেন।

প্রথমে রামনিধি ছাড়া অপর কেহ ইহা লক্ষ্য করে নাই। ক্রমে একজন বলিল, "ভট্‌চায মশায়, আর কি নেবেন ?" বলিতে বলিতে তাঁহার পাতের পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "কই মশায়, খাচ্ছেন না ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "খুব খেয়েছি। আর পারব কেন ?"

দুই তিনজন বলিয়া উঠিল, "কই খেলেন ? সব ভাতই ত পড়ে রয়েছে!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর বাবা, তোমাদের মত কি বয়স আছে ? রাত্রে বেশী খেলে আমার আবার সহ্য হয় না।"

একজন বলিল, "তবে একটু দুধ খান। ঠাকুর, ঠাকুর, ভট্‌চায মশায়ের দুধ এনে দাও।"

ঠাকুর ছুটিয়া একবাটি দুধ আনিয়া দাঁড়াইল।

ভট্টাচার্য্য ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, দুধ চাইনে।"

"সে কি ভট্‌চায মশায়! আপনি বলেছিলেন আফিম খান—একটু দুধ চাই। তাই আমরা তিন চারজনের দুধ একত্র করে ক্ষীরের মত জ্বাল দিইয়ে রেখেছি! খান—খেতেই হবে—দাও ঠাকুর, বাটী নামিয়ে দাও।"

ঠাকুর বাটী নামাইবার জন্য ঝুঁকিল।

ভট্টচার্য্য মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না—দিও না! নষ্ট হবে—আমি খেতে পারব না। বাবুদের দাও—আমি খেতে পারব না। আমার মাথাটা বড় ধরেছে।"

ছাত্রেরা বুঝিল, ভিতরে কোনও কথা আছে। আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিল না। নিঃশব্দে সকলে নিজ নিজ পাত খালি করিয়া উঠিয়া পড়িল।

রামনিধিবাবু উঠিয়া আচমন করিয়া একেবারে নিজ কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ আইন প্রসঙ্গ

ছেলেরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরে তাঁহার শয়নকক্ষে গেল। বলিল—"কেন আপনি ভাত খেলেন না বলুন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, কিছু নয়। পেটে কেমন হঠাৎ একটা ব্যথা বোধ হল।"

কাৰ্ত্তিকবাবু বলিলেন, "এই বললেন মাথা ধরেছে, আবার বলছেন পেটে ব্যথা—আসল কথাটা কি খুলে বলুন। কি হয়েছে? কেন খেলেন না? মাখা ভাত ফেলে রাখলেন, তার কারণ কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকাটি হাতে করিয়া গম্ভীরভাবে কলিকায় ফুৎকার দিতে লাগিলেন।

শরৎবাবু বলিলেন, "ভট্‌চায মশায়?"

"কি?"

"কি হয়েছে বলুন।"

ভট্টাচার্য্য তখন হুঁকাটি নামাইয়া, ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বর অত্যন্ত নামাইয়া বলিলেন—"সে রামনিধি কোথায়?"

"বোধ হয় নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে।"

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধীরে—অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন, "ঐ রামনিধি—পাজি বেটা—নচ্ছার বেটা—তোমাদের কাছে নিজেকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভট্টাচার্য্য ক্রোধে স্বর কাঁপাইয়া বলিলেন, "হুঁঃ!—কায়স্থ! বেটা সাত-জন্মে কায়স্থ নয়—হারামজাদা বেটার চৌদ্দপুরুষ কায়স্থ নয়। ছি ছি ছি—ঘোর কলি!—ঘোর কলি!"

দুই তিনজনে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি তবে?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ধোপা—ধোপা—ওর বাপের নাম রেদো ধোপা। বেটা বলে আমার বাবার নাম রাধানাথ।—রাধানাথ! রেদো ধোপা বলেই ত চিরকাল জানি। এদানী রেদো হঠাৎ বড়মানুষ হয়ে পড়েছিল বটে—আঙুল ফুলে কলাগাছ—কিন্তু আমরাই ছেলেবেলায় তাকে কালীদীঘির ঘাটে হিস্‌সো হিস্‌সো করে' কাপড় কাচতে দেখেছি। ছি ছি ছি ছি! ধোপার সঙ্গে এক ঘরে বসে কি আমি ভাত খেতে পারি? আমি গরীব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ওসব খৃষ্টানী ম্লেচ্ছাচার আমার সইবে কেন? ছি ছি ছি ছি—তোমরা এতগুলো ভদ্রসন্তান—কায়স্থ সেজে এসে তোমাদেরও জাতটে খেয়েছে! মহাভারত! মহাভারত!"

বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। ছেলেরা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল।

শেষে শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "কার্ত্তিকবাবু—এর একটা বিহিত করুন।"

"কি করতে বলেন?"

"পুলিসে দিন। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের এতগুলো লোককে ঠকিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশটা করলে। কনেষ্টবল ডেকে হ্যাণ্ডোভার করে দিন।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "এতে কি পুলিস কেস হতে পারে? তা ত জানিনে। বিনয়বাবু কি বলেন?"

বিনয়বাবু কাছে বসিয়া ছিলেন—তিনি আইন অধ্যয়ন করিতেন। বলিলেন, "পুলিস কেস? কোন্ ধারায় হবে?"

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ধারা ফারা আপনি বুঝুন। এত বড় একটা অন্যায়, আইনে এর সাজার বিধান নেই কখনও হতে পারে?"

বিনয়বাবু চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জানি চীটিং-এর মধ্যে পড়ে কি না।—হুয়েভার—হুয়েভার—দূর হক্‌গে ছাই—চীটিং-এর ডেফিনিশনটাও ভাল মনে পড়ছে না। বইটা দেখি তা হলে।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

ভট্টচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, মহা বিপদ উপস্থিত। রামনিধিকে পুলিসে দিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই প্রধান সাক্ষী হইতে হইবে। একবার তিনি একটা বিবাহের মোকর্দ্দমায় শিউড়ীতে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন—উকীলেরা জেরায় তাঁহাকে অসংস্কৃতজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্য শব্দরূপ ধাতুরূপ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেই অবধি উকীলগণকে তিনি বড় ডরাইতেন। তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না না, পুলিসে দিয়ে কায নেই—পুলিসে দিয়ে কায নেই। কালকে ওকে বোলো এখন যে আপনি অন্য বাসায় যান।"

শচীন্দ্রবাবু গর্জ্জন করিয়া বসিয়া উঠিলেন, "তাড়াও। কাণ ধরে বের করে দাও। কাল কি? আজ—এই দণ্ডে—এখখুনি। এস!"

বাসার অন্য সকলেও যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সমবেত হইয়া ক্রোধে রামনিধির শয়নকক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিলেন; বলিলেন—"শোন শোন। আস্তে আস্তে ভাল কথায় বিদায় করে দাও। খবর্দ্দার যেন গায়ে হাত তুলো না।"—পুলিসকোর্ট এবং উকীলের ভয়াবহ মূর্ত্তি বিভীষিকার ন্যায় ভট্টাচার্য্যের মনে ছায়া বিস্তার করিতেছিল।

শরৎবাবু বলিলেন, "ভট্চায মশায় ঠিক বলেছেন। দৈহিক বলপ্রয়োগ করাটা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ।"

সাত আটজনে চটিজুতার চট্পটাধ্বনি করিতে করিতে রামনিধির দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। কেহ 'রামনিধিবাবু'—কেহ 'রামনিধি'—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ শিকলটা ধরিয়া ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল, কেহ কবাটের উপর দমাদ্দম করিয়া কিল মারিতে লাগিল।

রামনিধিবাবু উঠিয়া দরজা খুলিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? ডাকাতি করবেন নাকি?"

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ডাকাতি আমরা করি, না তুমি কর? ধোপার ছেলে হয়ে নিজেকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়ে, আমাদের সকলের জাতিনাশ করেছ। বেরোও এই দণ্ডে বাসা থেকে।"

রামনিধি রাগিয়া বলিল, "মুখ সামলে কথা কবেন। ভদ্রলোককে অপমান করবেন না।"

শরৎবাবু বলিলেন, "ধোপা ভদ্রলোক হল কবে থেকে?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "ও সব বাগ্‌বিতণ্ডা নিষ্ফল। আপনাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। এরই মধ্যে আমাদের বাসা থেকে বেরিয়ে যান। নইলে বলপ্রয়োগ করতে আমরা বাধ্য হব।"

ইহা শুনিয়া অন্যান্য ছেলেরা আস্তিন গুটাইয়া বুক চিতাইয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল।

রামনিধি বলিল, "আর, আমার জিনিষপত্তর?"

"কাল কোন সময়ে এসে নিয়ে যাবেন। দরজায় ডবল তালা বন্ধ করে যান।"

রামনিধিবাবু দেখিলেন জোর করা নিষ্ফল। ইহারা দলবদ্ধ ও দৃঢ়সঙ্কল্প। বলিলেন—"আচ্ছা—আমার জিনিষপত্রগুলো ঠিক করে নিই।"

বলিয়া তিনি বাক্স পেটরা খুলিয়া নিজের টাকাকড়িগুলি বাহির করিয়া পকেটে লইলেন। একটি হ্যাণ্ডব্যাগে দুইখানি বস্ত্র, চিরুণী, বুরুষ, তোয়ালে প্রভৃতি ভরিয়া লইলেন। কার্ত্তিকবাবু ঘড়ি খুলিয়া দশ মিনিট গণনা করিতেছিলেন।

রামনিধি বাহির হইয়া, দরজায় তালা বন্ধ করিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"শীঘ্রই এর ফলভোগ আপনাদের করতে হবে। আমি চললাম থানায়—আপনাদের নামে নালিশ করতে। আপনারা আমার মানহানি করেছেন, আমায় ভয়প্রদর্শন করেছেন। এখন শুতে যাবেন না—প্রস্তুত হয়ে থাকুন। এখনই গেরেপ্তারি ওয়ারেণ্ট আসবে। এ মোকর্দ্দমায় আপনাদের প্রত্যেককে, আর ঐ বদ্‌মায়েস ভট্‌চায্যিকে জেলে পাঠাব।"—বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে রামনিধিবাবু নামিয়া গেলেন।

কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার কাছে গিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তিনি বলিলেন, "গেল নাকি থানায়?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "যাক না—ভয় কিসের?"—বলিতে বলিতে সকলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কক্ষে আসিয়া বসিল।

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভট্‌চায মশায়, আর এক ছিলিম তামাক সাজব?"

"তা, সাজ না হয়।"

শরৎবাবু বলিলেন, "সত্যি থানায় গেল নাকি? একজন কেউ পিছু পিছু গিয়ে দেখলে হয়।"

তামাক প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কম্পিত হস্তে হুকাটি ধরিয়া টান দিতে লাগিলেন।

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "বিনয়বাবু, আচ্ছা এতে কি মানহানি হয়?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "মানহানি? হয় কিনা জিজ্ঞাসা করছেন?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "আর বলে গেল ভয় প্রদর্শন?"

বিনয়বাবু অত্যন্ত বিজ্ঞতার সহিত বলিলেন, "মানহানি হল ডিফ্যামেশন—আর ভয় প্রদর্শন হল ক্রিমিন্যাল ইন্টিমিডেশন।"

শরৎবাবু বলিলেন, "কোনও ধারার মধ্যে পড়ে নাকি?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "তাই ত ভাবছি। ও সম্বন্ধে কি যেন একটা রুলিং আছে! মান্দ্রাজের কি বোম্বাই হাইকোর্টের নজির সেটা। উঁহু—বোধ হয় এলাহাবাদ। বইটে দেখতে হল।"—বলিয়া বিনয়বাবু উঠিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকাটি রাখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"দেখ, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাদুড়বাগান এখান থেকে কত দূর?"

একজন বলিল, "কাছেই।"

"সেখানে আমার একটি জানিত লোক আছে। তার কাছে একবার যেতে হল।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "এই রাত্তিরে? কাল সকালে যাবেন এখন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "উঁহু—না না। বড়ই জরুরি কায, এখ্খুনি না গেলেই নয়।"

কম্পিতপদে ভট্টাচার্য্য মহাশয় চটিজুতা পরিধান করিলেন। কম্পিত হস্তে ক্যাম্বিশের ব্যাগটি লইয়া, সকলের বিস্তর বাধা সত্ত্বেও, রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। মুখে অনবরত বলিতে লাগিলেন 'রাম রাম' 'দুর্গা দুর্গা', আর ক্রমাগত পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন, গেরেপ্তারি ওয়ারেণ্ট লইয়া পুলিস আসিতেছে কিনা।

তিনি চলিয়া গেলে বাসার ছেলেরা দেখিল, তাড়াতাড়ি ভুলিয়া ব্রাহ্মণ ভাঙ্গা ছাতাটি ফেলিয়া গিয়াছেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ গৃহহীন

রামনিধিবাবু পথে বাহির হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন? কলিকাতায় বিশেষ কোনও পরিচিত লোক নাই। কোথায় আশ্রয় লইবেন?

তখন রাত্রি পৌনে এগারোটা। ধর্ম্মতলা অভিমুখে শেষ ট্র্যাম যাইতেছে। না ভাবিয়া চিন্তিয়া হঠাৎ তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন।

রামনিধিবাবুর মস্তিষ্ক তখন বিকৃত। ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায় তিনি জর্জ্জর। ট্র্যাম একটা থানার পাশ দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া হঠাৎ নামিয়া পড়িলেন। নালিস করিতে হইবে—তাঁহার অপমানকারিগণকে জব্দ করিতে হইবে।

থানার সম্মুখে আসিয়া থামিলেন। ভাবিলেন, আজ থাক। রাগের মাথায় একটা কায করিয়া বসা ভাল নয়। কল্য তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া যাহা হয় করা যাইবে।

ব্যাগটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে রাজপথ অতিক্রম করিয়া, ক্রমে গড়ের মাঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাত্রি অন্ধকার। গ্যাসের অস্পষ্ট আলোকে মনুমেণ্টের দিকে পদচালনা করিলেন।

মনুমেণ্টের চারিপাশে যে উচ্চ চবুতারা আছে, তাহাতে উপবেশন করিয়া, মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার এতই অপরাধ? এই রাত্রে,পথের কক্কুরের মত তাঁহাকে আশ্রয়হীন হইতে হইল! কেন, তাঁহার বাসার লোকেরা—শরৎবাবু, কার্ত্তিকবাবু, শচীন্দ্রবাবু, জ্ঞানবাবু প্রভৃতি তাঁহার অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ? তিনি তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা অল্প ধনী নহেন, অল্প শিক্ষিত নহেন, কাহারও অপেক্ষা তিনি চরিত্রাংশে নিকৃষ্ট নহেন! তবু তাঁহাকে এই সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে?

গ্রীষ্মকাল—ঝুর্ ঝুর্ করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। সমস্ত মাঠের গ্যাস লণ্ঠন যেন নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। নীরব নিস্তব্ধ রজনী। রামনিধিবাবু যোড়হস্ত করিয়া, ভগবানের নিকট সান্ত্বনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—আর তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার হৃদয় অনেকটা সুস্থ হইল। তখন তিনি চাদরখানি বিছাইয়া, ব্যাগটি মাথায় দিয়া, সেই স্থানে শয়ন করিলেন।

মনে হইতে লাগিল, রাত্রি ত এইখানে কাটিল—কল্য কোথায় যাইব? তখনই আবার ধর্ম্মভাব তাঁহার মনে প্রবেশ করিল। কল্যকার উপায় ভগবানের ভার। আমি কেন চিন্তা করিয়া মরি?

ইহার পর, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে রামনিধিবাবু সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর বাসায় কার্ত্তিকবাবু প্রভৃতি নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া, 'কখন পুলিস আসে, কখন পুলিস আসে', এই চিন্তায় চক্ষের পল্লব ফেলিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ আশ্রয়লাভ

ভোর হইল। বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীগণ কলরব আরম্ভ করিল। রামনিধিবাবু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রথমটা একটু বিস্মিত হইলেন—এ কোথায় আসিয়াছি!—পরক্ষণেই সমস্ত স্মরণ হইল।

ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, ব্যাগটি হাতে লইয়া সহর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহার সহাধ্যায়িগণের কয়েকটি মেসের বাসা তাঁহার জানা ছিল, এবং তথায় গতিবিধিও ছিল। কিন্তু তাহার কোনওটিতে স্থানান্বেষণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

তাঁহার নিকট যে টাকা ছিল, তাহাতে অনায়াসে তিনি স্বয়ং একটি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহা অন্বেষণ করিতে সময় লাগিবে।

ধীরে ধীরে রাজপথ বহিয়া, ভবানীপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে একটি মেসের বাসা পাইলেন। সেখানে গিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মশায়, আপনাদের বাসায় সীট খালি আছে?"

ম্যানেজারবাবু হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। বলিলেন—"সীট আছে। মশায়ের নাম কি?"

"শ্রীরামনিধি দাস।"

"কি করেন ?"

"কলেজে পড়ি।"

"বাড়ী কোথায় ?"

"বীরভূম জেলায়।"

"আপনারা ?"

রামনিধি পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবার আর জাতি সম্বন্ধে ছলনা অবলম্বন করিবেন না—তাহাতে কলিকাতার বাসায় স্থান হয় ভাল, না হয় নাই হইবে।

বললেন, "আমরা রজক।"

রজক শুনিয়া ম্যানেজারবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। শুধু বলিলেন—"ওহ্"—বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রামনিধিবাবু বলিলেন, "স্থান হবে কি ?"

ম্যানেজারবাবু বলিলেন, "না। আপনি অন্যত্র দেখুন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রামনিধিবাবু বাহির হইলেন। ক্রমে ক্রমে আরও দুই তিনটি মেসে সন্ধান করিলেন—কোথাও কেহ স্থান দিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে কালীঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাত্রীগণের থাকিবার জন্য অনেক ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তাহাই একটি দৈনিক আট আনায় ভাড়া করিয়া লইলেন। বাড়ীওয়ালা বলিল—"মশায় রোজকার রোজ ভাড়া আগাম চুকিয়ে দিতে হবে।"

রামনিধিবাবু একটা আধুলি ফেলিয়া দিলেন।

দোকানী বলিল, "বাবুর বিছানাপত্তর ত কিছু দেখছিনে ?"

"বিছানা অন্য যায়গায় আছে। আনিয়ে নিতে হবে। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পার ?"

"উনুন কাটিয়ে দিচ্ছি। চাল, ডাল, হাঁড়ি, কাঠ সবই আমার দোকানে আছে। কি কি চাই বলুন।"

"আর বামুন ?"

"বামুন চান তাও আনিয়ে দিতে পারি। ওরে, ভোলা চক্রবর্ত্তীকে খবর দে। বামুন রোজ আট আনা করে নেবে কিন্তু।"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "তাই দেওয়া যাবে।"

বামুন আসিল। উনান তৈয়ার হইল। ক্রমে রান্না চড়িল। রামনিধিবাবু স্নান করিতে যাওয়ার সুযোগ পাইলেন না—ব্যাগটি কাহার কাছে রাখিয়া যান? তাই দোকানীদত্ত মাদুরখানি পাতিয়া তিনি ঘরের বারান্দায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ভাবিলেন, এরূপ করিয়া আর কতক্ষণ কাটিবে? একটা বাড়ীর সন্ধান না করিলেই নয়।

কোথায় বাড়ী—কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন! পথে বাহির হইয়া কালীঘাট অঞ্চলে কোথাও বাড়ী খালি আছে কিনা দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিল না।

তখন হঠাৎ তাঁহার মস্তকে এক মতলবের আবির্ভাব হইল। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চাঁদনীতে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে একটা দোকানে ঢুকিয়া, আগাগোড়া সমস্ত সাহেবী পোষাক খরিদ করিলেন। দোকানেই তাহা পরিধান করিয়া, হ্যাট মাথায় দিয়া, ধর্ম্মতলার একটি সস্তা হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর তিনি ঘৃণিত, দ্বার দ্বার হইতে বিতাড়িত ধোপা নহেন—এখন তিনি সাহেব। হোটেলের দ্বারে গাড়ী থামিতেই দরওয়ান তাঁহাকে লম্বা সেলাম করিল। ভৃত্যগণ আসিয়া তাঁহার জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। ম্যানেজার সাহেব আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট শয়নকক্ষে স্থান দান করিল।

বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, গোসল হোগা?"

ামনিধিবাবু বলিলেন, "নেহি। চা লে আও।"

দশ মিনিটের মধ্যে একটি ট্রে সুসজ্জিত করিয়া খিদমৎগার চা, রুটি-মাখন, ফল প্রভৃতি আনিয়া দিল। রামনিধিবাবু চা পান করিয়া ড্রয়িংরুমে গিয়া বসিলেন। অনেকগুলি সংবাদপত্র পড়িয়া ছিল, একখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

সেখানি খৃষ্টানী সংবাদপত্র। একটি প্রবন্ধ ছিল, তাহার শিরোনামা 'মানবের ভ্রাতৃত্ব।' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বুঝিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম অনুসারে, ঈশ্বর এক এবং তিনি সমস্ত মানবের পিতা—সমস্ত মানব পরস্পর ভ্রাতা। প্রবন্ধটিতে হিন্দুদিগের জাতিভেদ-প্রথার তীব্র নিন্দা ছিল।

অন্য একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দেখিলেন, একস্থানে বাইবেল হইতে উদ্ধৃত রহিয়াছে—

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

Matthew...11,28.

(অনুবাদ—হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।)

এই বচনটি পড়িয়া তাঁহার অমৃতবৎ মধুর বোধ হইল। যে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, যীশু তাহাকে বিশ্রাম দিবেন। তাঁহার মত পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত কে? অপমানভারে তাঁহার মস্তক অবনত। তাঁহার স্বধর্ম্মিগণ তাঁহাকে শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও হেয়জ্ঞান করিয়াছে। তিনি সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সব দুঃখ, সব অপমানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

সে রাত্রে হোটেলে শয়ন করিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সুন্দর কক্ষখানি, সুন্দরভাবে সজ্জিত। আহারাদির বন্দোবস্ত সুন্দর। কেমন দুগ্ধ-শুভ্র টেব্‌লক্লথের উপর, সুচিত্রিত পরিষ্কার প্লেটগুলি সাজাইয়া, রজত-শুভ্র কাঁটা চামচাদির সাহায্যে খাইতে হয়! মেসের বাসার চাকরের অযত্নমার্জ্জিত কাঁসার গেলাস মনে করিয়া রামনিধিবাবু নাসিকা কুঞ্চন করিলেন। টেবিলের স্থানে স্থানে কেমন সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ! কেমন প্রথা! এ সকল রামনিধির কাছে খৃষ্টধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তিনি অবিবাহিত। হয় ত কালক্রমে কোন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, ইহাও সুখ-স্বপ্নবৎ তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

পরদিন তিনি বাজার হইতে একখানি বাইবেল গ্রন্থ ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। একজন পাদ্রীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের সমস্ত অবস্থা জানাইলেন।

পাদ্রীসাহেব তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিলেন। দেশীয় খৃষ্টানগণের একটি আশ্রম ছিল, সেখানে তাঁহাকে স্থান করিয়া দিলেন।

রামনিধি তখন পূর্ব্ব বাসায় গিয়া, হিসাব চুকাইয়া দিয়া জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন।

বাসার লোকেরা তাঁহার হ্যাটকোট দেখিয়া অবাক। জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় বাসা করেছেন ?"

"খৃষ্টীয়-যুবক-সমিতির আশ্রমে।"

"আপনি কি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন নাকি ?"

"না, এখনও করিনি। শীঘ্র করব।"

বাসার লোকেরা বলিল, "তা বেশ। আপনি আমাদের নামে নালিস-টালিস করেছেন নাকি ?"

"না। আমি আপনাদিগকে ক্ষমা করেছি। আশা করি ঈশ্বরও আপনাদিগকে ক্ষমা করবেন।"

রামনিধিবাবু চলিয়া গেলে বাসার লোকেরা ইহা লইয়া বড়ই রঙ্গরস করিতে লাগিল। একজন বলিল—"উনি ঈশ্বরের চেয়েও উদার ক্ষমাশীল হয়ে উঠেছেন! উনি আগেই আমাদিগকে ক্ষমা করে চুকেছেন, এখন আশা আছে ঈশ্বরও ওঁর মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।"

সেই রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভাঙ্গা ছাতাটি লইবার জন্য চুপে চুপে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তিকবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে রামনিধেটার খবর কি ?"

"আজ এসেছিল। জিনিষপত্তর নিয়ে গেল। সে খৃষ্টান হচ্ছে।"

"অ্যাঁ! খৃষ্টান হবে ? বল কি!"

"হ্যাঁ। সাহেবী পোষাক ধরেচে, খৃষ্টানদের হোটেলে আছে। শীঘ্রই খৃষ্টান হবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ভট্টাচার্য্যের দৌত্য

কল্যাণপুর গ্রামখানি ক্ষুদ্র। গ্রামের অধিকাংশই তথাকথিত নীচজাতীয়, দুই চারিঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থও আছে। রামনিধিবাবুর পিতা রাধানাথ দাস, এই গ্রামখানি ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম নীলামে খরিদ করিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যভাগে জমিদারী কাছারী ও রামনিধিবাবুর বাসভবন।

বেলা একপ্রহর অতীত হইয়াছে। কাছারী বাড়ীতে বসিয়া নায়েব গোবিন্দ সরকার একটি ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে-

ছিলেন। তাঁহার আশে পাশে বসিয়া কয়েকজন মুহুরী জমা-ওয়াশীলবাকী, স্থমার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছিল।

অন্তঃপুরের একজন ঝি কাছারীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া গোবিন্দ সরকার তাহাকে ডাকিলেন। বলিলেন—"ঝি, একবার গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করব, কলকাতা থেকে ছোটবাবু বড় জরুরী চিঠি লিখেছেন।"

ঝি অন্তঃপুরে সংবাদ দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ সরকার একখানি খোলা চিঠি হাতে করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

রামনিধি-জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চিঠি এসেছে সরকার মশাই? রামনিধি ভাল আছে ত?"

"শারীরিক কুশলে আছেন। লিখেছেন হঠাৎ তাঁর কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছে, দু'হাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

"দু'হাজার টাকা? সে ক'কুড়ি বাবা?"

সরকার মহাশয় মনে মনে হাস্য করিয়া বলিলেন, "দু'হাজার টাকা—সে অনেক কুড়ি। পাঁচ কুড়িতে হল একশো, পঞ্চাশ কুড়িতে হল হাজার, একশো কুড়িতে হল দু'হাজার।"

রামনিধি-জননী হিসাবটা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না,—তবে বুঝিলেন যে অনেকগুলি টাকা। বলিলেন—"এত টাকা নিয়ে কি করবে?"

"তা ত কিছু লেখেন নি। শুধু বলেছেন টাকাটার বড়ই দরকার, শীঘ্রই পাঠিয়ে দিও। পূর্ব্বে যে বাসায় ছিলেন, সেখান থেকে উঠে গেছেন দেখছি—এ ঠিকানা নতুন।"—বলিয়া সরকার মহাশয় আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামনিধি-জননী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তবে দাও পাঠিয়ে।"

গোবিন্দ সরকার কহিলেন, "লিখব কি, যে মাঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করছেন এত টাকার এখন কি প্রয়োজন?"

জননী বলিলেন, "না না—দেরী করে কায নেই। এত টাকা যখন চেয়ে পাঠিয়েছে, তখন বাছার কোনও দায় বিপদ উপস্থিত হয়ে থাকবে। তারই ত টাকা। বড় ভাল ছেলে, তাই আমাদের মত জিজ্ঞাসা করে। আজই টাকা পাঠিয়ে দাও। আহা, আমার বাছার বিপদ হল? হে মা কালীঘাটের কালী আমার বাছাকে ভাল রেখ, নাইতে যেন মাথার কেশ না ছেঁড়ে, আমি তোমায় যোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব।"

সেইদিনই দুই হাজার টাকার নোট রেজেষ্ট্রি করিয়া রামনিধিবাবুকে পাঠান হইল।

ইহার দুই দিন পরে অপরাহ্নকালে, পূর্ব্বকথিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভাঙ্গা ছাতাটি মাথায় দিয়া হেলিতে দুলিতে কাছারি বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ সরকার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আর কুশল! সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখানে বড়ই একটা দুঃসংবাদ শুনে এলাম।"

গোবিন্দ সরকার চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? কি?"

ভট্টাচার্য্য গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমাদের বড়ই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

"কি হয়েছে, ব্যাপারখানা কি? রামনিধিবাবু ভাল আছেন ত? তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"দেখা হয়েছিল। সে যে বাসায় থাকে, সেই বাসায় আমিও গিয়ে উঠেছিলাম। আহা, রাধানাথের ছেলেটিকে আমরা বরাবরই অতি সৎ ছোকরা বলে জানতাম। যেমন বিনয়, তেমনি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি। তার যে এমন কুবুদ্ধি হবে কে জানত? অদৃষ্টের ফের, অদৃষ্টের ফের!"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দ সরকার বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন— "কি হয়েছে দাদাঠাকুর খুলেই বলুন না।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বলব বলেই ত এসেছি। তোমাদের গিন্নীকে একবার খবর দাও।"

সরকার মহাশয় অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহ্বান হইল।

ভট্টাচার্য্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনে দণ্ডায়মান হইলেন। রামনিধি-জননী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। বারান্দায় তাঁহার জন্য একখানি গালিচা বিছানো ছিল, তাহাতে তিনি বসিলেন না। বলিলেন— "বড় সুখের কথা ত বলতে আসিনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে যাই। সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিলাম, তোমাদের রামনিধিকে দেখে এলাম।"

শঙ্কিত হইয়া রামনিধি-জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি কথা বলতে এসেছ? আমার রামনিধি ভাল আছে ত?"

"শরীর গতিক ভাল আছে বটে। কিন্তু হায় হায়— এমনটাই হল কেন?"

ইহা শুনিয়া রামনিধি-জননী আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কি বাবা, কি হয়েছে ?"

ভট্টাচার্য্য তখন গম্ভীরভাবে আরম্ভ করিলেন—"ধোপাবউ, তোমরা ত কারু পরামর্শ শোন না, নিজের মতেই কায কর। যে সময় রাধানাথ বড়লোক হল, বিষয়টি পেলে, সে সময় আমরা সকলেই বললাম, আহা, রাধানাথ লোকটি বড়ই ভাল ছিল, দেবতা-ব্রাহ্মণে বড়ই ভক্তি রাখত, দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদেই তার ভাল হল। মা লক্ষ্মী কৃপা করলেন, আর তোমরা দেমাকে চোকে কাণে দেখতে পেলে না। হাজারই বড়লোক হও, তোমরা সেই ধোপাই ত বটে! তা তোমাদের ছেলেকে ইংরিজি লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কলকাতা পাঠাবার কি দরকার ছিল ? এঁটো পাত কখনও স্বর্গে যায় ? বেশ ত, যেমন দু পয়সা হল, গ্রামের পাঠশালে যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখে নিজের বিষয় কার্য্যে মন দিতে হয়। তা তোমরা গোঁ ধরলে, ছেলেকে ইংরিজি লেখাপড়া শেখাবে, ছেলে বাবু হবে। এখন তোমাদের রামনিধি কি করছে জান ? খৃষ্টান হচ্চে—খৃষ্টান হচ্চে।"

ইহা শুনিয়া রামনিধি-জননী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"অ্যাঁ বাবা! খৃষ্টান হয়েছে ? ও মা, কি সর্ব্বনাশ হল গো!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এখনও হয়নি। হবে, হবে। আগে যে বাসায় ছিল, সে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। খৃষ্টানদের হোটেলে আছে। কোট প্যাণ্টালুন ধরেছে, মাথায় ধুচুনীর মত একটা টুপী পরেছে—ঠিক সাহেবের মত। মুখে কেবল গ্যাট্ ম্যাট্ ড্যাম্ ফুল্—ইংরিজি ছাড়া আর বাঙ্গালা বলে না। আরও গুজব শুনে এলাম, খৃষ্টান হয়েই একটি মেম বিয়ে করবে।"

রামনিধি-জননী অধীর হইয়া বলিলেন, "তবে আমাদের কি হবে বাবা ?"

"হবে আর কি! সে মেম এসে বলবে, এইও বুড্ঢী হারামজাদি!—নিকাল্ হিঁয়াসে—বলে গলা টিপে তোমাদের সব বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।"

রামনিধি-জননী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বাবা, আমরা ছোট-নোক—আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নেই বাবা—তুমি আমাদের একটা সৎপরামর্শ দাও। কি করলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হই তার তুমি উপায় কর বাবা।"—বলিয়া রামনিধি-জননী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কেঁদ না—কেঁদে আর কি হবে! তোমরা সকলে

আজই রওনা হয়ে কলকাতায় গিয়ে পড়। যেখানে সে আছে, সেখানে গিয়ে কেঁদে আছাড় খেয়ে পড়। এতেও যদি তার মনে দয়া হয়! এমনই কি নরাধম পাষণ্ড হবে যে মায়ের চোখের জল দেখেও ক্ষান্ত হবে না?”

রামনিধি-জননী বলিলেন, “তাই যাব বাবা—আজই আমরা যাব। সরকার মশাইকে নিয়ে আজই আমরা রওনা হয়ে যাই। বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর যাতে আমার বাছার সুমতি হয়।”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “তা যাও। আমিও আশীর্ব্বাদ করছি। আর, তোমার ছেলের কল্যাণে আমি নারায়ণকে তুলসী দেব এখন। নারায়ণের দয়া হলে সবই হতে পারে।”

ভূলুণ্ঠিত জননী উঠিয়া বলিলেন, “যাও বাবা, আমার বাছার কল্যাণে নারায়ণকে তুলসী দিও রোজ! পূজোর খরচ দশটি টাকা নিয়ে যাও।”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “না ধোপাবউ, রাখ রাখ টাকা রাখ। শূদ্রের দক্ষিণা ত আমি গ্রহণ করিনে। আমি তোমার ছেলের কল্যাণে নারায়ণকে রোজ একশো-আট তুলসী এখন কিছুদিন দিতে থাকব।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ‘হরি হে দীনবন্ধু’ বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘মাগী পা জড়িয়ে ছুঁয়ে দিলে, এখন আমি অবেলায় স্নান করে মরি আবার!’

রামনিধির মা, মাসী, পিসী প্রভৃতি গোবিন্দ সরকারকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ ডাকবাঙ্গলায়

অপরাহ্নকাল। বঙ্গোপসাগরবক্ষে ‘হিরণ্ময়ী’ নামক জাহাজখানি ছুটিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ সমুদ্রের সুনীল জলে পতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। জাহাজখানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, শত শত পুরীযাত্রী লইয়া চাঁদবালী যাইতেছে। চাঁদবালী পৌঁছিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ দূরের অস্পষ্ট শ্যামরেখাবৎ তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

জাহাজের প্রথম শ্রেণীর ডেকে, ক্যাম্বিশের আরাম-কেদারায় পড়িয়া রামনিধিবাবু চিন্তামগ্ন। তাঁহার অঙ্গে ইংরাজি বেশ। সেদিন প্রভাতে উঠিয়া খৃষ্টীয়-যুবক-সমিতির আশ্রমে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, এমন সময় ফটকের

বাহিরে গাড়ীতে আবদ্ধ স্ত্রীলোকের সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। উৎসুকচিত্তে উঠিয়া জানালা দিয়া দেখিলেন, গাড়ীর কোচবাক্সে বসিয়া বাড়ীর গোমস্তা গোবিন্দ সরকার। ভিতরে তাঁহার মা, মাসী, পিসীর যুগপৎ আর্ত্তস্বর—'ওরে বাবা রামনিধি—কি কল্লি রে!' রামনিধিবাবু কয়েক মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে দ্বারবানকে হুকুম দিলেন, 'উহাদের চলিয়া যাইতে বল, দেখা হইবে না।'

ইহার পর দিনই, পাদ্রীসাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামনিধি কটক যাত্রা করিলেন। তখনও ওদিকে রেল খোলে নাই। পাদ্রীসাহেব বলিয়া দিয়াছিলেন—কটক নিরাপদ স্থান, সেখানে তোমার মা, মাসী গিয়া হঠাৎ বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না। অনুরোধ করিয়াছিলেন, কটকে পৌঁছিয়া যেন দীক্ষিত হইতে বিলম্ব না করা হয়।

ক্রমে জাহাজ তীরভূমির নিকটবর্ত্তী হইল। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টাধ্বনির সহিত জাহাজ নোঙর ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে তট হইতে কয়েকখানি বোট আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিল। যাত্রিগণ কোলাহল করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া সেই সকল বোটে অবতরণ করিল। এক প্রথম শ্রেণীর পান্সীতে রামনিধিবাবু ও তিনজন ইংরাজ সাহেব নামিয়া, তীরে উপনীত হইলেন।

মহানদী-কেনাল দিয়া পরদিন প্রভাতে ষ্টীমার ছাড়িয়া কটক যাইবে। ঘাটের নিকটেই চাঁদবালীর ডাকবাঙ্গলা। সেইখানেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

রামনিধিবাবু তিনজন সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডাকবাঙ্গলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখা গেল দুইটি মাত্র কামরা আছে, দুইটি মাত্র পালঙ্ক।

দুইজন সাহেব এক ঘরে প্রবেশ করিলেন। অপর সাহেব অন্য কামরাটি দখল করিলেন। রামনিধিবাবুও সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাহেব বাধা দিল। বলিল—"দেখিতেছ না, আমি এ ঘরে উঠিয়াছি, আর স্থান কোথায়?"

রামনিধি বলিল, "কেন, অপর ঘরটিতেও ত দুইজন উঠিয়াছেন।"

"এ ঘরে একটি মাত্র পালঙ্ক।"

"ও ঘরেও তাই। আপনি স্বচ্ছন্দে পালঙ্কে শয়ন করিতে পারেন, আমি মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইব এখন।"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন, "অসম্ভব। একজন নেটিভকে আমার ঘরে শুইতে দিতে পারি না। এ ডাকবাঙ্গলা সাহেবদের জন্য। নেটিভগণের জন্য বাজারে সরাই আছে, আপনি সেইখানে যাইতে পারেন।"

রামনিধিবাবু এতক্ষণ বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সাহেবের এই ঔদ্ধত্য দেখিয়া, তিনিও ঔদ্ধত্য অবলম্বন করিলেন। বলিলেন—"মহাশয়, আপনি কি মনে করেন এই পৃথিবীটা সাহেবেদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? নেটিভগণের কোথাও কি স্থান নাই? এ ডাকবাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট সাধারণের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া সাহেবদের জন্যই নহে। আমি জোর করিয়া থাকিব।"

ইহা শুনিয়া সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বুক চিতাইয়া হট্ মট্ করিয়া বারান্দা প্রান্তে গিয়া, "বোই" "বোই" "খানসামা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

"হুজুর" বলিয়া খানসামা ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব বলিল, "খানসামা, ইয়ে বাবুকো নিকাল দেও। সাহেবলোগকা ডাকবাঙ্গলামে বাবুকো কাহে আনে দিয়া?"

খানসামা বলিল, "হুজুর, বাবুলোগকো ভি আনেকা হুকুম হায়।"

সাহেব সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন, "ইউ ড্যাম্ শূয়ারকা বাচ্ছা! কাঁহা তুম্‌রা রুলস্, লে আও।"

খানসামা বলিল, "সাহেব, আমি মুসলমান। আমাকে শূয়ারকা বাচ্ছা বলিও না। ঘরে ঐ রুল টাঙ্গানো আছে দেখ গিয়া।"

সাহেব গিয়া মুদ্রিত নিয়মাবলী পাঠ করিল। তাহাতে লেখা আছে, পথিক ভদ্রলোকগণ আসিয়া চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আশ্রয় দাবী করিতে পারেন। শাদা কালার কোনও প্রভেদ উল্লিখিত নাই। এক ঘরে একাধিক ব্যক্তি থাকিবে না, এমনও কোন নিয়ম নাই। বরং লেখা আছে, এক ঘরে যতজন থাকিবে, প্রত্যেককেই দৈনিক এক টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হইবে।

সাহেব বারান্দায় আসিয়া বলিলেন, "অল্‌রাইট। হামারা সামান ভি উস্ কামরামে লে চলো।"—বলিয়া তিনি অপর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার ভৃত্য তাঁহার জিনিষপত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া গেল।

রামনিধিবাবু তখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নিজ একাধিপত্য বিস্তার করিলেন।

খানসামা বলিল, "হুজুর, কি বলব ইংরাজের রাজত্ব! যদি আজ দিল্লীর বাদশারা থাকতেন, ত বেটার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতাম। মুসলমানকে শূয়ারকা বাচ্ছা বলেও আজ পার পেয়ে গেল। কি করব হজুর, আমাদের কেসমৎ খারাপ।"

জিনিষপত্র গোছগাছ করিয়া, চা পান করিয়া, বারান্দায় ঈজিচেয়ার টানিয়া রামনিধিবাবু বাইবেলে মনোনিবেশ করিলেন। পড়িতে পড়িতে একস্থানে পাইলেন—

But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without cause shall be in danger of the judgment : * * * but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

Matthew—5, 22.

অনুবাদ—কিন্তু আমি (যীশুখৃষ্ট) তোমাদিগকে বলিতেছি যে-কেহ বিনা কারণে আপন ভ্রাতার উপর রাগ করিবে, তাহাকে (ঈশ্বরের) বিচারাধীন হইতে হইবে * * * যে কেহ বলিবে, ওরে মূঢ়, তাহার নরকাগ্নির আশঙ্কা থাকিবে।

(মথি, ৫—২২)

এদিকে কক্ষান্তরে তিনজন খৃষ্টশিষ্য, ফটাফট্ সোডার বোতল খুলিয়া ব্র্যাণ্ডির গ্ল্যাসে ঢালিতে লাগিলেন। একজন রামনিধিবাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আজকাল ড্যাম্ নিগারগণ চাঁদনীর সস্তা সুট ও দুই টাকা মূল্যের সোলা-হ্যাট পরিয়া, য়ুরোপীয়গণের সমকক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

অন্য সাহেব বলিলেন, "আমাদেরই ত দোষ। আমরা উহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াই ত উহাদের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিয়াছি।"

তৃতীয় সাহেব বলিলেন, "এখন এ রোগের ঔষধ কি ?"

প্রথম বক্তা সাহেব উত্তর করিলেন, "A few kicks judiciously administered." (অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক বারকতক পদাঘাত প্রয়োগ)।

সন্ধ্যার আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। রামনিধিবাবু ঝুঁকিয়া কষ্টে পাঠ করিতে লাগিলেন—

At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven ?

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,

And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven,

Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.

Matthew—18, 1-4.

(অনুবাদ—তখন শিষ্যগণ আসিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কে ?

যীশু একটি ক্ষুদ্র শিশুকে নিজের কাছে ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন,

এবং কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তোমরা পরিবর্ত্তিত হইয়া এই ক্ষুদ্র শিশুর তুল্য হইতে না পারিলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সেই জন্য যে কেহ এই ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় নম্র হইতে পারিবে, সেই স্বর্গ-রাজ্যে মহত্তম। (মথি ১৮, ১-৪)

অন্ধকার হইয়া আসিল। রামনিধিবাবু উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাতির নিকট বসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অপর কক্ষে সাহেবেরা মদ্যপানে মত্ত হইয়া একটা অশ্লীল হাসির গান জুড়িয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ মহান্তি পরিবার

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, ষ্টীমারযোগে রামনিধিবাবু কটক যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তথায় পৌঁছিয়া, ডাকবাঙ্গলায় উঠিলেন।

কটক শহরটি সুন্দর। যে নগরে নদী নাই, সে নগর সমৃদ্ধ হইলেও শ্রীহীন। কটকে দুই দুই নদী। উত্তর সীমা দিয়া মহানদী, দক্ষিণ দিয়া কাটজুড়ী বাহিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার পাদ্রীসাহেবের নিকট হইতে কটকের পাদ্রীসাহেব ও কয়েক-

জন মান্যগণ্য দেশীয় খৃষ্টান ভদ্রলোকের নামে রাধনিধিবাবু পরিচয়পত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমেই পাদ্রীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

সাধারণ শিষ্টাচারের পর পাদ্রীসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কবে দীক্ষিত হইতে বাসনা করেন ?"

রামনিধি বলিলেন, "খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি। আর একটু অগ্রসর হইলেই, খৃষ্টধর্ম্মের সারসত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে।"

পাদ্রীসাহেব বলিলেন, "ইহা উত্তম পরামর্শ। আপনাদের দেশের অনেকেই, খৃষ্টধর্ম্ম কি পদার্থ না বুঝিয়া সুঝিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করেন—তাহা ভাল নয়। বোধ হয় ইহার জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা আমরাই অধিক দোষী। আমরা মনে করি, লোকটাকে একবার দীক্ষিত করিয়া ফেলিতে পারিলে আর পলাইবে কোথা ? কিন্তু ইহা বড় ভুল। ধর্ম্ম, ঔষধ নহে যে ধরিয়া বাঁধিয়া গিলাইয়া দিলেই উপকার। তা ছাড়া, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। নিজের বিচারবুদ্ধির অনুসারে সে যাহা না করিল, সে করার মূল্য কি ? আমরা ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য প্রটেষ্ট্যাণ্টগণের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা শিশু জন্মিবার কয়েক দিবস পরেই, গির্জ্জায় লইয়া গিয়া তাহাকে পবিত্র জলে স্নান করাইয়া দীক্ষিত করিয়া আনেন। আমরা তাহা করি না। আমাদের পুত্র কন্যাদের পনেরো ষোল বছর বয়স হইলে, তাহারা যখন নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে খৃষ্টধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহাদের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করি।"

ধর্ম্মসম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিয়া রামনিধিবাবু বিদায়গ্রহণ করিলেন।

বিকালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মহান্তি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মহান্তি মহাশয় উড়িষ্যাবাসী—কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। বিলাত হইতেই একটি য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইনি কটক কলেজে বহু বৎসর হইতে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার দুই পুত্র, একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বিলাতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। কনিষ্ঠটি কটক কলেজের ছাত্র—বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। কন্যাটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া—নাম থিওডোরা (ঈশ্বরের দান)—কিন্তু সকলে তাঁহাকে ডোরা বলিয়াই ডাকে।

মহান্তি পরিবার অতি সমাদরের সহিত রামনিধিবাবুর অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহারা ইংরাজি ভাষাতেই সর্ব্বদা কথোপকথন করিতেন।

গৃহিণী বলিলেন, "আপনাকে আমরা বড় সুসময়ে পাইলাম। শীঘ্রই আমাদের পরিবারে একটি শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দশদিন পরে আমার কন্যা ডোরার বিবাহ।"

কুমারী ডোরা সেখানে বসিয়াছিলেন। বিবাহের কথায় তাঁহার সুকোমল গণ্ডস্থল রক্তাভ হইয়া উঠিল।

রামনিধি বলিলেন, "বেশ—বেশ! সুসংবাদ। আমার সৌভাগ্য যে আমি এমন আনন্দ-উৎসবের সময় আসিয়া পড়িয়াছি। কুমারী মহান্তিকে অভিনন্দন করিতেছি। সেই সুখী মনুষ্যটি কে?"

মিসেস মহান্তি বলিলেন, "তাঁহাকে শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন। তাঁহার নাম ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী—মান্দ্রাজ প্রদেশের সিভিল সার্জ্জন। তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য ছয় মাস ছুটি লইয়া কটকে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল—তাই তিনি আমার কন্যাটিকে কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।"

রামনিধিবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বড় অন্যায় ত! তাঁহার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কুমারী মহান্তি কি বলেন?"

ডোরা সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "Judge not, that ye be not judged."—(অর্থাৎ কাহারও বিচার করিও না, পাছে তোমায় ঈশ্বরের বিচারাধীন হইতে হয়)।

গৃহিণী বলিলেন, "দেখিলেন, বাইবেলখানি আমার ডোরার একবারে কণ্ঠস্থ।"—তাঁহার মাতৃহৃদয় কন্যা-গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রামনিধি বলিলেন, "উঁহার উপস্থিত বুদ্ধি প্রশংসনীয়। বেশ কৌশলে জাল কাটিয়া বাহির হইলেন।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী রামনিধিবাবুর সহিত ইঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ক্রমে অধ্যাপক মহান্তিও আসিয়া সভায় যোগদান করিলেন।

মহান্তি মহাশয় বলিলেন, "মিষ্টার দাস—আপনি আমাদের গির্জ্জা দেখিয়াছেন?"

"দেখিয়াছি। কলেজের নিকট বড় বাগানওয়ালা গির্জ্জাটি ত?"

"না, সেটা য়ুরোপীয়দের গির্জ্জা। আমাদের গির্জ্জা মিশন প্রেসের নিকট। আমাদের গির্জ্জাটি য়ুরোপীয় গির্জ্জার মত অত সুন্দর না হউক, তথাপি মফস্বল ষ্টেশনের পক্ষে বেশ ভাল গির্জ্জা বলিতে হইবে। রবিবারে আপনাকে লইয়া যাইব।"

কুমারী ডোরা বলিলেন, "বাবা, এবার রবিবারে ত হোলি কমিউনিয়ন সার্ভিস, আমাদের য়ুরোপীয় গির্জ্জায় যাইতে হইবে।"

অধ্যাপক মহান্তি বলিলেন, "হাঁ হাঁ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ রবিবারে য়ুরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টানগণ একত্র হইয়া হোলি কমিউনিয়নে যোগদান করিবেন।"

রামনিধি বলিলেন, "দেশীয় গির্জ্জায় হোলি কমিউনিয়ন হয় না কেন?"

"হইবার অবশ্য কোনও বাধা নাই। তবে মানবের ভ্রাতৃত্ব সূচিত করিবার জন্য, প্রতি বৎসর ঐ দিন য়ুরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টানগণ বড় গির্জ্জায় সমবেত হন।"

রামনিধি বলিলেন, "বৎসরে একদিন মাত্র? অন্য সময় য়ুরোপীয় গির্জ্জায় দেশীয় খৃষ্টানগণের কি প্রবেশ নিষিদ্ধ?"

কথাটা বড় রূঢ় শোনাইল। মহান্তি পরিবারের মুখ যেন অন্ধকার হইল। মিসেস মহান্তি য়ুরোপীয় হইলেও, নেটিভ বিবাহ করার গুরুতর অপরাধে কটকের য়ুরোপীয় সমাজে জাতিচ্যুত ছিলেন।

মহান্তি মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। ইচ্ছা করিলে দেশীয় খৃষ্টানও সাহেবদের গির্জ্জায় গিয়া উপাসনায় যোগদান করিতে পারে। অবশ্য, পোষাক পরিচ্ছদ একটু সভ্য ভব্য হওয়া আবশ্যক।"

কুমারী ডোরা বলিলেন, "বাবা, পোষাক পরিচ্ছদের এরূপ কড়া নিয়মে, যীশু যে দ্বাদশ শিষ্যকে প্রচারার্থ নানা স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা আসিলে কেহই এই সাহেবদের গির্জ্জায় প্রবেশ করিতে পাইতেন না; কারণ যীশু আদেশ দিয়াছিলেন, তোমাদের কাহারও একটির বেশী দুইটি কোট থাকিবে না, পায়ে জুতা থাকিবে না।"

মহান্তি-গৃহিণী দেখিলেন, কথাবার্ত্তার স্রোত ক্রমে অপ্রীতিকর বিষয়ের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। তাই তিনি নিপুণতার সহিত বিষয়ান্তরের

অবতারণা করিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী অন্যের অলক্ষিতে রামনিধিবাবুর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন—তাঁহার ভাবটা যেন, 'ভায়া হে, এখনও চৌকাঠ পার হও নাই। পার হইলে অনেক আশ্চর্য্য সংবাদ জানিতে পারিবে।'

নবম পরিচ্ছেদ ॥ ভ্রাতৃত্বের পরিচয়

মহান্তি পরিবারের অমায়িক সাদর ব্যবহারে রামনিধিবাবু বড় প্রীত হইলেন। ইঁহাদের বিশেষ আগ্রহে, ডাকবাঙ্গলা ছাড়িয়া এখন রামনিধিবাবু মহান্তি গৃহেই অতিথি।

রবিবার আসিল। রামনিধিবাবু সুসজ্জ হইয়া মহান্তি পরিবারের সহিত সাহেবদের গির্জ্জায় হোলি কমিউনিয়ন ধর্ম্মোৎসব দেখিতে গেলেন।

অন্যান্য বৎসর যে যখন আসিত, নিজ নিজ মনোনীত স্থানে উপবেশন করিত। এ বৎসর দেখা গেল সম্মুখের কয়েক সারি আসন, শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত। ইহা দেখিয়া দেশীয় খৃষ্টানগণ মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন।

একে একে সাহেবেরা আসিলেন। তখন উপাসনাদি আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে একটি পাত্র হইতে সকল খৃষ্টানকে এক এক চুমুক মদ্যপান করিতে হয়। পাত্রটি প্রথমে শ্বেতাঙ্গের সারিতে অর্পিত হইল। উপস্থিত সকল শ্বেতাঙ্গ পান সমাধা করিলে পর, সেটি দেশীয়দিগের করায়ত্ত হইল।

দেশীয় খৃষ্টানগণ কেহ কিছু বলিলেন না, কিন্তু স্পষ্টই বুঝা গেল, তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেছেন।

উৎসবান্তে সকলে বাহিরে আসিলেন। তখন এই ব্যাপারের আলোচনা হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে জটলা করিয়া দেশীয় খৃষ্টানগণ এ ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। দুইজন যুবক অগ্রগামী হইয়া, গির্জ্জার পাদ্রীসাহেবের নিকট ইহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন।

পাদ্রীসাহেব বলিলেন, "তাহাতে দোষ কি? জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, কমিশনর সাহেব, ইঁহারা সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি, সকলেই ইঁহাদের সমকক্ষতা করিতে চাহিলে চলিবে কেন?"

যুবকেরা বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, উঁহারাই যেন সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। উঁহারা ছাড়া ত অনেক শ্বেতাঙ্গ সাহেব ছিলেন, যাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ

ব্যক্তিগণ দেশীয় খৃষ্টান সমাজে রহিয়াছেন। তবে কি কারণে তাঁহাদিগকেও পশ্চাতের আসন দেওয়া হইল? পদগৌরবের কথা তুলিবেন না, শাদা কালো বর্ণানুসারে এ প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন স্বীকার করুন।"

পাদ্রীসাহেব এ কথার কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে দেশীয় খৃষ্টানগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'এইরূপ ব্যবহারের জন্যই ত শিক্ষিত ভারতবাসিগণ সহজে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহেন না। খৃষ্টের উপদিষ্ট মানবের ভ্রাতৃভাবের উত্তম পরিচয় আজ পাওয়া গেল।'*

এই ব্যাপারটি আগাগোড়া প্রত্যক্ষ করিয়া, রামনিধিবাবু হৃদয়ে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। যে আশায় তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে আশা মরীচিকার ন্যায় শূন্যগর্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেদিন বাড়ী গিয়া তিনি অনেক চিন্তা করিলেন। কাহারও সহিত মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন না। বাড়ীর লোকেও তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, কারণ বুঝিতেও তাঁহাদের বাকী রহিল না! রামনিধিবাবুর মন হইতে এই বিষাদছায়া মুছিয়া দিবার জন্য তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কুমারী ডোরার বিবাহের আর সপ্তাহমাত্র বাকী আছে। বিবাহের সময় গৃহাদি কিরূপ ভাবে সজ্জিত করিতে হইবে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে কোথায় বসাইতে হইবে, তাঁহাদের আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, মহান্তি গৃহিণী এই সকল পরামর্শ রামনিধিবাবুর সহিত বিশেষ ভাবে করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যাবৎ আনন্দ উৎসবের আয়োজনে তাঁহার মন অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ক্রমে বিবাহের দিন সমাগত হইল। দেশীয় গির্জ্জায় গিয়া শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। সহরের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বহু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান বন্ধুগণ আসিয়া বরকন্যাকে

* ঘটনাটি অবিকল সত্য। কটক হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদিত ২০শে জুলাই ১৯০৭ তারিখের Star of Utkal নামক সংবাদপত্রে A Christian স্বাক্ষরিত একখানি চিঠিতে উপরিউক্ত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

আশীর্ব্বাদ করিয়া, আনন্দ উৎসবে যোগদান করিলেন। হিন্দুগণ ফলমূল মাত্র, মুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টানগণ নানা প্রকার রসনারসাল উপাদেয় ভোজ্য পেয়াদিতে পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। সাহেবদের জন্য একটি নূতন তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। বাক্স বাক্স শেরি-শ্যাম্পেন আমদানি হইয়াছিল। ভাল ভাল হাভানা, ম্যানিলা চুরুট আসিয়াছিল। কিন্তু দুইজন পাদ্রীসাহেব এবং স্থানীয় ইউরেশিয়ান পোষ্টমাষ্টার ছাড়া, আর কোনও সাহেবই আসেন নাই। কমিশনর সাহেব লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী পীড়িতা বলিয়া আসিতে অক্ষম। জজ সাহেব লিখিয়াছিলেন, সেই সময় স্থানান্তরে তিনি অন্য নিমন্ত্রণ পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া দুঃখের সহিত আসিতে অক্ষম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিমন্ত্রণ পত্রের কোনও উত্তর দেওয়াও আবশ্যক মনে করেন নাই। ডাক্তার সাহেব প্রথমে আসিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের দিন একটি রৌপ্য নির্ম্মিত ফোটো-ফ্রেম বরকন্যাকে উপহার পাঠাইয়া লিখিলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে অতিথিসমাগম হওয়াতে আসিতে পারিলেন না। শেরি-শ্যাম্পেনের বাক্সগুলি অর্দ্ধমূল্যে দোকানে ফেরৎ দেওয়া হইল।

নবদম্পতি ভুবনেশ্বর ডাকবাঙ্গলায় 'মধুচন্দ্র' যাপন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কঁফেতি (মাঙ্গল্য) বৃষ্টির মধ্যে শকটারোহণ করিয়া অপরাহ্নকালে তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ প্রত্যাবর্ত্তন

"মিষ্টার দাস—মিষ্টার দাস—বেড়াইতে যাইবেন ?"—মহান্তি মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পল আসিয়া বলিল, "চলুন না, একটু বেড়াইয়া আসি।"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "কোন্ দিকে যাইবে ?"

"মহানদীর তীরে। এমন সুন্দর প্রাতঃকাল, ঘরে বসিয়া নষ্ট করিতে আছে ?"

রামনিধি উঠিয়া বলিলেন, "চল।"

উভয়ে প্রভাতবায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলেন। টেলিগ্রাফ আফিসের সম্মুখ দিয়া, ইংরাজপাড়া ভেদ করিয়া, নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর জল শুকাইয়া মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়াছে। দূরে ধোপারা কাপড় কাচিতেছিল।

উভয়ে বালুচর অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া ধোপাদের কাপড় কাচা দেখিতে লাগিলেন। তীরে বাঁশ পুঁতিয়া, কাপড় দিয়া ঘেরিয়া, ধোপারা বায়ুরোধার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে—তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ চুল্লীর উপরে ক্ষারজলে মলিনবস্ত্র সিদ্ধ হইতেছে।

পল বলিল, "উঃ! এ ধোপাদের রং কি কালো!"

রামনিধি বলিলেন, "তোমার চেয়ে কালো হইতে পারে। আমার চেয়ে আর বিশেষ কি এমন কালো, পল?"

রামনিধির কণ্ঠস্বরে যেন একটু তিক্ততা মিশানো ছিল। তাই পল একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "না-না, আমি সে ভাবে বলি নাই। আপনি রাগ করিতেছেন কেন?"

রামনিধি বলিলেন, "না, রাগ করি নাই। একটা কথা বলি। জান পল, আমিও একজন ধোপা?"

পল বলিল, "না, আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

"না, পরিহাস নয়, সত্য কথা। আমিই নিজে কখনও কাপড় কাচি নাই বটে কিন্তু আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি এইরূপে নদীতীরে কাপড় কাচিয়া দিনপাত করিয়াছেন।"

পল গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি তাহা কিছুই অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি না। দৈহিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া কাহারও লজ্জিত হইবার কারণ নাই।"

রামনিধি বলিলেন, "ইহা নব আবিষ্কৃত নীতিশাস্ত্রের কথা। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে—এবং য়ুরোপেও,—কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করাটা লজ্জার কথা বলিয়া পরিগণিত।"

পল বলিল, "তাহা সত্য বটে। আপনি, আমি, নব্যযুগের অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, এ ভ্রান্ত বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া দিব।"

এইরূপ কথোপকথনে দুইজনে নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একস্থানে চরের উপর বিস্তর জ্বালানি কাঠ জমা করা রহিয়াছে। উড়িষ্যার জঙ্গল হইতে এই কাঠ সংগৃহীত হইয়া নদীপথে ভাসাইয়া আনা হয়।

এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে, নদীর জল বেশ ঘোরালো দেখা গেল। সেখানে গভীরতা সম্ভবতঃ অধিক। প্রভাতের নবীন কিরণে নদীর জল স্বচ্ছ

সবুজবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তটপ্রান্ত পাথর দিয়া বাঁধানো। সেই পাথরের উপর দুইজন কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন।

অল্প দূরেই একটি সুদীর্ঘ উচ্চ সদ্য চূণকাম করা প্রাচীর দেখা যাইতেছিল। ঝাউ, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষের অগ্রভাগও লক্ষিত হইল।

রামনিধিবাবু বলিলেন, "উহা কোনও বড়লোকের বাগানবাড়ী বুঝি?"

পল বলিল, "না, উহা গোরস্থান। দেখিবেন? ঐদিক দিয়া ঘুরিয়া গেলে উহার গেট পাওয়া যাইবে। এটা পশ্চাদ্ভাগের প্রাচীর।"

রামনিধি বলিলেন, "চল না, দেখিয়া আসি।"

উভয়ে প্রাচীরের কোল দিয়া অগ্রসর হইয়া, ঘুরিয়া অপর দিকের ফটকে পৌঁছিলেন। দ্বারে দ্বারবান বসিয়া আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামনিধিবাবু দেখিলেন, স্থানটি ফলে ফুলে লতায় পাতায় অতি মনোরম। ভাল ভাল গোলাপের গাছ—তাহাতে শ্বেত, পীত, রক্ত গোলাপ ফুটিয়াছে। বিচিত্রবর্ণ বিলাতী ফুলের গাছ,—পপি, ব্লু-বেল, মার্গারিটা, প্যান্সি প্রভৃতি। নানা প্রকার পাতাবাহারের গাছ। মালিগণ নানা স্থানে কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ ফুলগাছে জল দিতেছে, কেহ ঘাস নিড়াইতেছে, কেহ শুষ্কপত্র কুড়াইয়া স্থানান্তরিত করিতেছে।

গোরস্থানটির সর্ব্বত্র রক্তকঙ্করময় পথ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ছোট ফুলগাছ ছাড়া বড় ফুলগাছও আছে। কর্ণিকার, করবি, কুর্চ্চি, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি। দেবদারুর নবপত্রগুলি বায়ুভরে তর তর করিয়া কাঁপিতেছে। পাখিগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে। সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও একটি কুটা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবার উপায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে, হেড মালী দুইটি ফুলের তোড়া বাঁধিয়া আনিয়া দুইজনকে উপহার দিল। রামনিধি তাহাকে চারি আনা বখ্‌সিস করিলেন।

গোরস্থানে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইজনে সমাধি-লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখা গেল, শত বৎসরের পুরাতন সমাধি পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ রামনিধিবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এত সমাধি দেখিলাম, দেশীয় খৃষ্টানের ত একটিও দেখিলাম না? এখানে দেশীয় খৃষ্টানেরা অমর নাকি?"

পল বলিল, "দেশীয় খৃষ্টানের গোরস্থান পৃথক। ইহার পাশেই আছে। ঐ

যে দূরে দেওয়াল দেখা যাইতেছে, ঐ দেওয়ালের পর দেশীয় খৃষ্টানের গোরস্থান।"

রামনিধির বক্ষে আবার সেই পুরাতন ব্যথা দ্বিগুণ বলে বাজিয়া উঠিল। বলিলেন—"পৃথক? গোরস্থানও পৃথক?"

"হাঁ।"

"চল দেখি।"

"তেমন দেখিবার কিছুই নাই।"

"আছে বইকি। তোমার, আমার, ভাইয়েরা বোনেরা সেখানে আছে। অপমানিত লাঞ্ছিত আমাদের স্বজাতিরা সেখানে আছে। চল দেখি গিয়া।"

"আচ্ছা, চলুন।"

যাইতে যাইতে রামনিধি বলিলেন, "দেশীয় খৃষ্টান মরিলে কি এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ?"

পল নতশিরে বলিল, "তা ত জানি না।"

রামনিধি বলিলেন, "আচ্ছা পল, যদি কোনও দেশীয় খৃষ্টান, র‍্যাঙ্কেন কিম্বা হ্যারি ক্লার্কের বাড়ীর পোষাক পরিয়া মরে, তাহা হইলেও কি এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ?"—রামনিধির স্বর তিক্ততাপূর্ণ।

পল কিছুই বলিল না, অবনত মস্তকে রামনিধির সঙ্গে চলিল।

য়ুরোপীয় গোরস্থান হইতে বাহির হইয়া দুইজনে দেশীয়দিগের গোরস্থানে প্রবেশ করিলেন। ইহার প্রাচীর জরাজীর্ণ। বর্ষে বর্ষে বর্ষার জলে সিমেণ্ট ধুইয়া ধুইয়া ইষ্টকের মাঝে মাঝে ফাঁক হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন। স্থানে স্থানে প্রাচীরের গাত্র ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ বাহির হইয়াছে। দ্বারে দ্বারবান নাই। ফটক অর্দ্ধ ভগ্ন—গোরু ছাগলের অবাধ গতি। মালী নাই—কোথাও জনপ্রাণী নাই। সর্ব্বত্র আগাছার, কাঁটাগাছের জঙ্গল। পুরাতন আগাছা শুষ্ক হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার পাশে নূতন আগাছা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গো-ছাগলের শুষ্ক বিষ্ঠা, আগাছাগুলির সারের কার্য্য করিতেছে। এক স্থানে একটা মৃত বিড়াল পড়িয়া রহিয়াছে। ফুলগাছের মধ্যে, এখানে ওখানে কেবল কতকগুলি শেয়ালকাঁটার গাছ দেখা গেল।

সমাধিগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। অধিকাংশই কাঁচা—খানিকটা মাটীর ঢিবি।

কাহার সমাধি নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। ইহার অপেক্ষা একটু উচ্চদরেরগুলি ইঁটে গাঁথা। শিরোভাগে প্রোথিত কেরোসিন তৈলের বাক্সভাঙ্গা কাঠে, আলকাৎরার অক্ষরে সমাধিস্থের নাম ধাম লেখা আছে। মাত্র গুটি দশ বারো সমাধি আছে যাহা একটু ভাল করিয়া নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে দুইটি দুইজন ইংরেজ পাদ্রীর। রামনিধিবাবু ভাবিতে লাগিলেন দেশীয়গণের সহিত এত মাখামাখি করার অপরাধে, এই দুই পাদ্রীর প্রেতাত্মারা সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় পরলোকে জাতিচ্যুত হইয়াছে।

দেশীয় খৃষ্টানদের সমাধি-লিপিতে নাম অধিকাংশই বিদেশী—যথা এলিজাবেথ চক্রবর্ত্তী—জন ইজিকিয়েল মহাপাত্র—ইত্যাদি। রামনিধি ঘুরিতে ঘুরিতে দুইটি সমাধি দেখিতে পাইলেন, যাহাতে দেশীয় নামই বজায় রাখা হইয়াছে। একটিতে লেখা আছে—

IN MEMORY
OF
COOMARI SUSHI MUKHI

অপরটিতে রহিয়াছে—

IN
LOVING MEMORY
OF
OUR SWEET LITTLE INDIRA

রামনিধি মনে মনে বলিলেন, "তবু ভাল—তবু ভাল—স্বদেশীয় নামটা যে তোমরা বজায় রাখিয়াছ সেও ভাল।"—ভাবাবেগে রামনিধিবাবুর চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

পল বলিল, "চলুন মিষ্টার দাস, রৌদ্র বাড়িয়া উঠিল।"

রামনিধি বলিলেন, "ভাই, আমি মিষ্টার দাস নহি। আমি রামনিধিবাবু।"

দুইজনে বাহির হইলেন। রামনিধিবাবু অগ্রে অগ্রে, পল পশ্চাতে। ফটক পরে হইবার সময় হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া রামনিধিবাবু বলিলেন, "দেখ পল, মৃত্যুর পরেও ইহারা শাদা কালোর পার্থক্য ভুলিতে পারে নাই। যীশু খৃষ্ট যদি আজ সহসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে নিজ শিষ্যগণের আচরণ দেখিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া যান।"

পল নির্ব্বাক হইয়া রামনিধিবাবুর সঙ্গে চলিল।

বাড়ী ফিরিয়া রামনিধিবাবু দেখিলেন, তাঁহার নামে কয়েকখানি পত্র আসিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি তাঁহার মাতার জবানী লিখিত। সেখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়

কল্যাণপুর

পরম শুভাশীর্ব্বাদ—

বাবা রামনিধি, আমি তোমায় দশ মাস দশ দিন জঠরে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার কি এই প্রতিফল তুমি আমায় দিতেছ? বাবা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তুমি নাকি খৃষ্টান হইতে মনস্থ করিয়াছ। এই সংবাদ শুনিয়া, অন্নজল পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় ছুটিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি এমন পাষাণ যে আমাদের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিলে না। পরদিন আবার আমরা গিয়াছিলাম, গিয়া শুনিলাম তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ। সেই দিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ধরা-শয্যা গ্রহণ করিয়াছি। দ্বারবানগণকে টাকা দিয়া অনেক কষ্টে গোবিন্দ সরকার তোমার কটকের ঠিকানা সম্প্রতি লইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ তোমাকে পত্র লিখিতে সমর্থ হইলাম। আমার এ বৃদ্ধ শরীরে সামর্থ্য নাই, থাকিলে এখনই আবার কটকে ছুটিতাম। আর একবার তোমাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতাম। বাবা, তুমি কি খৃষ্টান হইয়াছ? যদি হইয়াই থাক, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তোমাকে জাতিতে তুলিয়া লইব, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধান দিয়াছেন। যদি এখনও খৃষ্টান না হইয়া থাক, তবে তোমায় মিনতি করিয়া বলিতেছি, হইও না। আমার বুকের ধন বুকে ফিরিয়া এস। তাহা যদি না আস, তবে মাতৃহত্যার পাতক তোমায় লাগিবে। তোমার পাদ্রীসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিও, মাতৃহত্যা করায় কি কোনও পুণ্য আছে? আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়াছি। আমার অন্ধের নয়নমণি, ফিরিয়া এস।

তোমার দুঃখিনী

লেখক—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার। মা

পত্র পাঠ করিয়া রামনিধিবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তখনই কাগজ কলম লইয়া মাকে লিখিলেন—'মা, আমি এখনও খৃষ্টান হই নাই।

খৃষ্টান হইবার বাসনাও আর নাই। তোমার অধম সন্তান শীঘ্রই তোমার শ্রীচরণে ফিরিয়া যাইবে।'

চিঠি ডাকে দিয়া, মহান্তি পরিবারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ইংরাজি পোষাক ফেলিয়া দিয়া ধুতি চাদর পরিয়া, গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া সেইদিনই রামনিধিবাবু পুরী যাত্রা করিলেন। সেখানে মাথা মুড়াইয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, জগন্নাথ দর্শন করিয়া, সপ্তাহ পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মুক্তি

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

লণ্ডনে একটি বিদ্যুৎ-আলোকিত কক্ষে একজন বঙ্গীয় যুবক একাকী বসিয়াছিল।

কক্ষটি অনতিপ্রশস্ত। মধ্যস্থলে একটি টেবিল, তাহা গৈরিক বর্ণের 'বেজ' কাপড়ে আবৃত। চারি পাশে চারিখানি চেয়ার রহিয়াছে। কিছুদূরে জানালার কাছে একটি সোফা। দেওয়ালের কাছে একস্থানে একটি পুস্তকের আলমারি, তাহার মধ্যে ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেকগুলি পুস্তক সারিবদ্ধ রহিয়াছে। আলমারির মাথায় খানকতক 'ডেলি নিউজ' সংবাদপত্র এবং কয়েকখানা সচিত্র মাসিকপত্র গোছান আছে। অপর পার্শ্বে দেওয়ালে অগ্নিকুণ্ডের কয়লাগুলি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কুণ্ডের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ম্যাণ্টেল-প্লেস—তাহার মধ্যভাগে একটি ঘড়ি। দুইপার্শ্বে কয়েকখানি ফোটোগ্রাফ ও টুকিটাকি সৌখীন দ্রব্য সাজান আছে। ফোটোগ্রাফের মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই সেই দেশীয়। বাকীগুলির একখানিতে একটি বঙ্গীয় যুবতীর মুখ রহিয়াছে।

যুবকটির নাম চারুচন্দ্র চৌধুরী। সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডনে আসিয়াছে; আই-এম-এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই বাড়ীটি লণ্ডনের কেন্‌সিংটন নামক অংশে অবস্থিত। চারু পূর্ব্বে অনেকবার এই বাড়ীতে আসিয়া বাস করিয়াছে।

টেবিলের নিকটে একখানি চেয়ারে চারু উপবিষ্ট। তাহার মুখে একটি পাইপ, হস্তে একখানি সবুজরঙের সান্ধ্য-সংবাদপত্র। কিন্তু সংবাদের প্রতি চারুর বিশেষ মনোযোগ দেখা যাইতেছিল না। সে মুহুর্মুহু ঘড়ির পানে চাহিতেছিল।

তাহার কারণও ছিল। আজ শনিবার, শেষ ডিলিভারিতে ভারতবর্ষীয় ডাক আসিবার কথা আছে। ব্রিণ্ডিসি হইতে যে দিন যে সময় ডাকগাড়ী এবার লণ্ডনাভিমুখে রওনা হইয়াছে, তাহাতে ঘণ্টা হিসাব করিয়া, আজ শেষ

ডিলিভারিতে পত্রবণ্টন হয় কি না হয় ইহা সংশয়ের বিষয়। আজ না আসিলে আর সোমবার প্রভাতের পূর্ব্বে পত্র পাওয়া যাইবে না, কারণ সভ্য-জগতের মধ্যে লণ্ডনই একমাত্র স্থান যেখানে রবিবারে চিঠি বিলি হয় না।

পৌনে দশটা হইল। তখন দূরের গৃহদ্বারগুলিতে ডাকওয়ালার 'নক্'—খট্‌খট্ শব্দ—উত্থিত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকট হইতে নিকটে আসিতেছে। ক্রমে সেই বাড়ীর দরজাতেও শব্দ হইল। চারু নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দাসী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দুয়ারে আঘাত করিল। বলিল—"ভিতরে আসিতে পারি মহাশয়?"

"এস।"

দরজা খুলিয়া ঈডিথ প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একটি ট্রে, সেটি পত্র, প্যাকেট ও পার্শেলে পরিপূর্ণ। সেগুলি সে চারুর সম্মুখে সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিতে লাগিল।

চারু তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "Good night, Edith."

"Good night, Sir"—বলিয়া দাসী প্রস্থান করিল।

চারু তখন পত্রগুলি একে একে পাঠ করিল। তাহার মধ্যে একখানিতে এইরূপ লেখা ছিল:

কলিকাতা

প্রিয় চারু,

এ মেলে তোমার পাস হওয়ার সংবাদ পাইয়া যে কি সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তুমি এডিনবরা ছাড়িবার সময় লণ্ডনের ঠিকানা দাও নাই। টমাস কুকের কেয়ারে পাঠাইলে পাছে পত্র পৌঁছিতে দেরী হয়, তাই আমি আন্দাজ করিয়া কেনসিংটনে তোমার পূর্ব্ব ঠিকানাতেই দিলাম। জানি তুমি সেখানে স্থান পাইলে অন্য কোথাও যাইবে না। অহো পোলাওয়ের কি মহিমা! তোমার কারি-পোলাও-রন্ধন-নিপুণা ল্যাণ্ডলেডির জন্য কিছু মশলা আজ পার্শেল করিয়া পাঠাইলাম।

তোমার পত্র যখন আসিল তোমার দাদা তখন কাছারিতে ছিলেন। তাই খোকাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকেই শুভসংবাদটা বলিলাম। শুনিয়া কিন্তু সে মোটেই প্রসন্ন হইল না। কেবল মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল,

'আমি ওষুধ খাব না।' তাহার বিশ্বাস বাড়ীতে ডাক্তার হইলে প্রত্যহই তাহাকে ঔষধ খাইতে হইবে।

তোমার শেষ পরীক্ষাটা হইয়া গেলে বাঁচা যায় বাবু। ঘরের ছেলে শীঘ্র ঘরে ফিরিয়া এস। আমি তোমার জন্য একটি কনে ঠিক করিতেছি।

ভাল কথা—নির্ম্মলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহা তোমায় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাহার বরটি যে বিলাত চলিল। নরেন এই মেলেই যাইতেছে। তাহার শাশুড়ী আমাকে বলিলেন, 'চারুকে লেখ, সে যেন ষ্টেশন থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে যায়। বাসা-টাসা ঠিক করে দেয়। একটু দেখে শোনে।' নরেন মার্সেল্‌স্ হইয়া যাইতেছে সুতরাং পত্র পৌঁছিবার পরদিন সে লণ্ডনে পৌঁছিবে। ডোভারে নামিয়াই তোমায় টেলিগ্রাম করিয়া দিবে। ছেলেটি যদিও বি-এ ক্লাসে পড়িতেছিল, তবু সে অত্যন্ত নিরীহ, কিছু বোকা-সোকা রকমের। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের এ সমাজে কখনও মিশে নাই—একটু থতমত ভাবটা। বেচারি নিতান্তই হিন্দুঘরের মা-মাসী-পিসীর অঞ্চলের নিধি। লণ্ডনে হারাইয়া না যায় দেখিও।

তোমার দাদাকে রোজ বলিতেছি, 'কেবল ব্যারিষ্টারি করিয়া টাকা জমাইয়া কি হইবে, চারু সেখানে থাকিতে থাকিতে আমায় একবার বিলাত দেখাইয়া আনিবে চল।' তা তোমার দাদা রাজি হন না। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাঁহার গুড়গুড়িটাই কাল হইয়াছে। বলিলেই বলেন, 'ও গুড়গুড়িটে নিয়ে বিলেত যাই কি করে? ফেলেও ত যেতে পারিনে।'—তোমার নূতন ডাক্তারি বিদ্যা খাটাইয়া, গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া মহাদোষ এই বলিয়া, খুব ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে পার? তিনি গুড়গুড়ি পরিত্যাগ না করিলে আমার বিলাত দেখার কোনও আশা নাই।

আমরা সকলে ভাল আছি। আজ তবে আসি। তোমার স্নেহের

বউদিদি

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন প্রাতরাশের পর ঈডিথ যখন টেবিল পরিষ্কার করিতেছিল, চারু তাহাকে বলিল, "মিসেস জোন্সকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কয়েক মিনিটের জন্য আসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারেন কি?"

মিসেস জোন্স চারুর ল্যাণ্ডলেডি। কিয়ৎক্ষণ পরে মধ্যবয়স্কা, কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী হাস্যমুখী মিসেস জোন্স আসিয়া চারুকে শুভপ্রভাত ইচ্ছা করিয়া দাঁড়াইল।

চারু বলিল, "মিসেস জোন্স, এ বাড়ীতে আর কোনও ভাড়া দিবার কক্ষ আছে কি? একটি শয়নকক্ষ ও একটি বসিবার কক্ষ দিতে পার?"

"বসিবার কক্ষ ত নাই মিষ্টার চৌধুরী। কেবল একটি শয়নকক্ষ আছে। ঐ যে সে দিন ডাব্লিন হইতে আইরিশ দম্পতি কন্যাসহ আসিলেন কিনা, তাই একটি বসিবার কক্ষকে শয়নকক্ষে পরিণত করিতে হইয়াছে। সুইট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

"আইরিশ দম্পতি? তাঁহারা কতদিন থাকিবেন?"

"এখন অনেক দিন থাকিবেন, কিন্তু মেয়েটি এক সপ্তাহ পরে স্কুলে চলিয়া যাইবে।"

"তবে এক সপ্তাহ পরে একটি বসিবার কক্ষও ত দিতে পার?"

"তা পারি বটে। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর হইতে ও দুইটি কক্ষও বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। যিনি আসিবেন তিনি স্থায়ী লোক, ছুটিতে সমুদ্রতীরে গিয়াছেন।"

"তবে ঐ শয়ন-কক্ষটিই দুই সপ্তাহের জন্য দাও। একটি বন্ধু আজ ভারতবর্ষ হইতে পৌঁছিবেন। আমার বসিবার ঘরই দুইজনে ব্যবহার করিব এখন।"

"ধন্যবাদ মিষ্টার চৌধুরী। আমি যদি স্থায়ীভাবে আপনার বন্ধুকে রাখিতে পারিতাম তবে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্তু উপায় নাই।"

"ঐ শয়নকক্ষ ও বোর্ডিং সপ্তাহে কত লাগিবে মিসেস জোন্স?"

"পঁচিশ শিলিং।"

"বেশ, তবে তুমি সে কক্ষের জানালা খুলিয়া বিছানাপত্র ঠিক করিয়া রাখ। আজ ডিনারের পূর্ব্বে আমার বন্ধু আসিবেন।"

চারুকে ধন্যবাদ দিয়া মিসেস জোন্স চলিয়া যাইতেছিল, চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আর শুন মিসেস জোন্স, ভারতবর্ষ হইতে আমার বউদিদি এই পোলাওয়ের মশলা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লইয়া যাও।"

পার্শেলটি লইয়া—"**Oh how good of her, how kind of her**"—বলিতে বলিতে মিসেস জোন্স হাস্যমুখে প্রস্থান কবিল।

বৈকালে চারু যখন চা পান করিতেছিল, তখন ডোভার হইতে নরেনের

টেলিগ্রাম পৌঁছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে Bus-এ আরোহণ করিয়া, 'চেয়ারিং ক্রশ' ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

ছয়টার সময় ডোভার ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল। নরেনকে খুঁজিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

প্রথমেই নরেন বলিল, "দেখুন, ডোভারে আমার জিনিষপত্র ব্রেকভ্যানে দিলাম, কিন্তু কোনও রসিদ দিলে না। এখন সেগুলো কি দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিই ?"

চারু বলিল, "না, এখানে রসিদ-টসিদ অত প্রচলিত নেই। চলুন ব্রেক-ভ্যানের কাছে, আপনার কোন্‌গুলো জিনিষ দেখিয়ে দিলেই পোর্টার (মুটে) গাড়ীতে তুলে দেবে এখন।"

নরেন বিস্মিত হইরা বলিল, "বটে! ডোভারে আপনাকে টেলিগ্রাম করলাম, তারও রসিদ দিলে না। ভাবলাম আমার ছটা পেনিই আত্মসাৎ করে নিলে বুঝি।"

চারু হাসিয়া বলিল, "না, ও রকম হয় না।"—বলিতে বলিতে ইহারা ব্রেকভ্যানের কাছে উপস্থিত হইল। জিনিষ লইয়া হ্যান্‌সমে উঠিয়া চারু গাড়োয়ানকে বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। গাড়ী লণ্ডনের সেই কাঠের-উপর-রবার-গলাইয়া ঢালা রাস্তা দিয়া, দ্রুতবেগে ছুটিল।

পথে কথাবার্ত্তা কহিয়া, পথপার্শ্বস্থ দৃশ্যাদি দেখাইয়া, চারু নরেনের চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ট্রাফালগার স্কোয়ার, ঐ নেলসন-কলম ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ঐ একটু দূরে ন্যাশন্যাল গ্যালারি দেখা যাইতেছে, এই রাস্তায় His Majesty's Theatre, সেখানে প্রসিদ্ধ অভিনেতা Beerbohm Tree অভিনয় করেন, এইবার পিকাডিলি দিয়া যাইতেছি, ঐ হাইড পার্ক—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

ঈডিথের সাহায্যে, জিনিষপত্রসহ নরেনকে তাহার শয়নকক্ষে তুলিয়া দিয়া চারু বলিল, "এখনও সাতটা বাজেনি। আপনি বেশ পরিবর্ত্তন করুন। সাড়ে সাতটায় ডিনার।"

নরেন বলিল, "দেখুন মিষ্টার চৌধুরী, আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।"

চারু কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলুন দেখি ?"

অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নরেন বলিল, "আমাকে 'আপনি' 'মশাই' বলবেন

না। আমাকে নিজের ছোট ভাইটি বলে মনে করবেন, স্নেহ করবেন— আমিও আপনাকে দাদার মতন ভক্তি সম্মান করব।"

চারুর পাঁচ বৎসরকার বিলাতী শিক্ষায়, নরেনের এই উক্তিটি অসহনীয় 'ন্যাকামি' বলিয়া মনে হইল, এবং তাহার অত্যন্ত হাসি পাইল! কিন্তু সেই বিলাতী শিক্ষার বশেই মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বলিল, "তথাস্তু। তুমি প্রস্তুত হও। দাসী এখনই দরজার বাইরে গরম জল রেখে যাবে।"

সাড়ে সাতটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, নরেন প্রস্তুত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য, চারু তাহার দুয়ারে গিয়া আঘাত করিল। নরেন তাড়াতাড়ি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার মুখে একটি সিগারেট ছিল, চারুকে দেখিয়াই সেটি ফেলিয়া দিল।

নরেন তখন হাত মুখ ধুইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত। চারু ভিতরে গিয়া বসিয়া, কক্ষখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "ঘর পছন্দ হয়েছে?"

নরেন একটু সমস্যায় পড়িয়া গেল। এ ঘর পছন্দ হওয়া উচিত কি উচিত নয়, এই দ্বিধায় পড়িয়া সাবধানে বলিল, "মন্দ কি?"

চারু বলিল, "হ্যাঁ। আমিও দুই একবার এসে এ ঘরে বাস করেছি। আর কিছুতে আমার আপত্তি নেই, কেবল এই wall paper-এর designটা বড় aggressive—ওটা আমি ভারি অপছন্দ করি। আমি মিসেস জোন্সকে বলেওছিলাম, কিন্তু এসব অশিক্ষিত ল্যাণ্ডলেডিকে বোঝান শক্ত। কিম্বা হয় ত বদলাতে খরচ হবে বলে বুঝতে চায় না।"

নরেন দেওয়ালের দিকে চহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ভাবিল— 'কেন বেশ ত লতা পাতা আঁকা রয়েছে; মন্দটা কি?'—ইহাও মনে হইল,— আর একটু হইলেই ত সে বলিতেছিল 'সুন্দর ঘরটি'—তাহা হইলে চারু তাহাকে মনে মনে কি জানোয়ারই ঠাওরাইত! খুব রক্ষা হইয়াছে।

অন্য কথা পড়িল। সে সমুদয়ই বিলাতী আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় কথা। এক সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা, ঐ যে ঝিটা আছে, ওকে ডাকতে হলে কি বলে ডাকব?"

"ওর নাম ঈডিথ।"

"মিস ঈডিথ বলে ডাকব, না শুধু ঈডিথ বলব?"

"শুধু ঈডিথ বলবে।"—বলিয়াই একটু পরে চারু বলিল, "যেন মনে কোরো না ঝিকে তাচ্ছিল্য করা হিসেবে 'মিস'টা বাদ দেওয়া হয়। তা মোটেই নয়। এখনও অনেক সেকালকার chivalrous spirit-এর বৃদ্ধ দেখা যায়, যাঁরা পথে ঘাটে ঝির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে টুপী স্পর্শ করে থাকেন। ওরকম দেখা হলে, কোন একটা pleasant remark করাই নিয়ম। তুমি যে ঝিকে দেখেও, তাকে notice না করে চলে যাবে, তা ভয়ানক অভদ্রতা। 'Fine afternoon, Edith'—'Isn't it, Sir ?' বলে সে চলে যাবে এখন। তোমার যদি একটু বেশী বয়স হয়ে থাকে, তবে পরিহাস করে এমন কথাও বলতে পার—'Going to meet your young man Edith ?'—সে হয়ত বলবে—'Ain't got no young man, Sir.' বলে হেসে চলে যাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ডিনারের সময় হইল। নরেনকে সঙ্গে করিয়া চারু নিজের বসিবার কক্ষে লইয়া চলিল। পথে নরেন বলিল, "দেখুন এই 'থ্যাঙ্কিউ'টা বলতে সব সময় মনে থাকে না। এই ঈডিথ গরম জল দিয়ে গেল, থ্যাঙ্কিউটা বলতে ভুলে গেলাম। চলে গেলে পর মনে হল। হয় ত কি জানোয়ারই মনে করবে।"

চারু বলিল, "কিছু ভয় নেই। এখানে 'poor foreigner'-এর সাত খুন মাফ। এরা বিদেশী মাত্রকেই অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে থাকে—তা শাদা আদমি কালা আদমি নেই।"

ডিনারের পর, চারু নরেনকে হুইস্কি দিতে চাহিল, কিন্তু নরেন লইল না।

চারু বলিল, "খাও না বুঝি, সে ভালই।"

নরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "না, আসবার সময় প্রতিজ্ঞা করে এসেছি ও সব স্পর্শ করব না।"

চারু নিজের গ্লাসে একটু হুইস্কি ও সোডা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছ ?"

নরেন লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার পাইপটি পরিষ্কার করিতে করিতে একটি গানের এক চরণ সুর করিয়া বলিল—"He is married—He is married."

পাইপ ভরিতে ভরিতে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার দেখা, নির্ম্মলার সেই বালিকা মূর্ত্তি, ইস্কুলের গাড়ীতে চড়িয়া সেই লক্ষ্মীটির মত পড়িতে যাওয়া, বাড়ী ফিরিয়া

ছোট ভাইদের সঙ্গে পশ্চাতের বাগানে সেই ফুটবল খেলা করা, চারুর মনে পড়িল। মনে মনে হাসিয়া সে ভাবিল, 'তারই এখন এত প্রতাপ!'

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঈডিথ প্রবেশ করিয়া নরেনকে বলিল, "আপনার বাক্সের চাবিগুলি কি পাইতে পারি মহাশয়?"

শুনিয়া নরেন একটু বিস্মিত হইয়া, বাঙ্গালায় চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাবি চায় কেন?"

চারু বলিল, "তোমার বাক্স থেকে কাপড়-চোপড় বের করে wardrobe-এ সাজিয়ে রাখবে। খালি বাক্স সব box-room-এ নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখবে।"

"কেন, তোরঙ্গেই আমার কাপড় থাকুক না?"

"না না। শয়নঘরে কি তোরঙ্গ পেটরা স্তূপাকার করে রাখা হয়? তাতে সৌন্দর্য্যহানি হবে যে।"

ঈডিথ চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

কোথায় নরেনের থাকা হইবে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। নরেন বলিল, "কলকাতায় যেমন ছাত্রদের মেস থাকে সে রকম এখানে কিছু নেই?"

"না।"

"তবে এখানে থাকবার কি রকম বন্দোবস্ত?"

চারু বলিল, "তিন রকম বন্দোবস্ত হতে পারে। এক তুমি কোনও পরিবারে থাকতে পার; কিন্তু ভদ্রপরিবারের মধ্যে থাকতে পাওয়ার সুযোগ দুর্লভ। তাঁরা নিজেদের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে যথেষ্ট সুপারিশ না পেলে রাখেন না। তুমি তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে ঠিক তাঁদের একজন হয়ে বাস করবে, তুমি যে ভাল লোক, তা তাঁরা না জানলে তোমায় রাখবেন কেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কেউ কেউ পরিবারে ঢুকতে চেষ্টা করেছে। ঢুকে দেখে তারা নিম্নশ্রেণীর লোক, দু'এক সপ্তাহ থেকে পালিয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ, তুমি কোন বোর্ডিং হাউসে থাকতে পার, কিন্তু সেখানে, অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হতে হয়। তৃতীয়তঃ, রুম্‌সে থাকতে পার—এই আমি যেমন আছি। এই একটা ধর মস্ত বাড়ী রয়েছে, এর একজন ল্যাণ্ডলেডি আছে, সেই বাড়ীর কর্ত্রী। এই আমি একটা শয়নঘর, একটা বসবার ঘর নিয়ে আছি—এমন আরও দু'চারজনে আছে—তাদের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নেই, তাদের আমি চিনিও না। আমার বসবার ঘরে ল্যাণ্ডলেডি আমার খাবার

দিয়ে যায়। আমি হপ্তায় হপ্তায় ওকে পঁয়ত্রিশ শিলিং করে ফেলে দিয়ে খালাস।”

“এ তিন রকমে খরচের বিভিন্নতা কি?”

“তা বড় নেই। এই রকমই খরচ। তবে এর চেয়ে ভাল ষ্টাইলে থাকলে আরও পাঁচ সাত শিলিং বেশী লাগতে পারে। একটু কম ষ্টাইলে থাকলে দু’ পাঁচ শিলিং কমেও হতে পারে।”

“আপনি আমায় কোন্ রকম থাকতে উপদেশ দেন?”

“যদি ভদ্রপরিবারে স্থাও পাও, তবে সেই খুব বাঞ্ছনীয়। আমি এই পাঁচ বৎসরের প্রায় তিন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বাস করে কাটিয়েছি। পরিবারে বাস না করলে, ওদের সামাজিক রীতি-নীতি ভাল করে শিক্ষা করা যায় না। আমাদের মত ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে তার একটা মস্ত educative value আছে।”

“তবে দাদা অনুগ্রহ করে আমাকে কোনও ভদ্রপরিবারে স্থান করে দেবেন।”

চারু চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইল। আপাততঃ আগামী কল্য তাহাকে ‘ইন্’-এ গিয়া ভর্ত্তি হইতে হইবে। চারু হিসাব করিয়া দেখিল, ভর্ত্তি হইবার টাকা অপেক্ষা নরেন পঞ্চাশ পাউণ্ড অধিক আনিয়াছে। বলিল—“আচ্ছা, ঐ টাকা থেকে, গোটা দুই তিন সুট তৈরি করিয়ে নাও—বাকী টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিও এখন।”

নরেন্দ্র বলিল, “দাদা, কলকাতার এই সুটে যতদিন চলে চলুক না। মিথ্যে টাকা খরচ করে কি হবে?”

চারু বলিল, “সে ভাল কথা।”

রাত্রি দশটার পর, চারুকে ‘শুভরাত্রি’ ইচ্ছা করিয়া নরেন শয়ন করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার বাক্স তোরঙ্গ সমস্ত অন্তর্হিত। ওয়ার্ড-রোব খুলিয়া দেখিল, তাহার কামিজগুলি একস্থানে, সুটগুলি একস্থানে, রুমালগুলি একটা ছোট দেরাজে, অন্য একটাতে তাহার নেকটাইগুলি, আর একটাতে তাহার কলারগুলি—এইরূপ সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত। আলোকের নিকট, কালো বনাতে সোণালি কাযকরা বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি টেবিল। তাহার উপর নরনের রাইটিং কেশটি, চিঠির কাগজ, খামগুলি রক্ষিত। ম্যাণ্টেল-প্লেসের উপর দেখিল, তাহার স্ত্রীর ও অন্যান্য ফোটোগ্রাফগুলি সাজান, দুই পাশে দুইটি শুভ্র

'ভাজে' দুই গুচ্ছ শুভ্রবর্ণ নর্সিসস্ ফুল। বিছানার কাছে একটি টিপয়—তাহার উপর বাতিদানে একটি নূতন মোমবাতি। তাহার সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিয়া সেখানে রাখা হইয়াছে। দস্তার উপর পিতলের কাযকরা একটি অ্যাশ-ট্রে কোথা হইতে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার চিরুণী, বুরুষ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ড্রেসিং টেবিলের উপর সজ্জিত।

নরেন দেখিয়া শুনিয়া, তখন সেই ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া, স্ত্রীকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে একখানি করিয়া পত্র লিখিবে, মেল্-ডে আসিলে সাতখানি চিঠি লেফাফায় ভরিয়া একত্র রওনা করিয়া দিবে।

চারু শুনিলে ভাবিত—'সেই নির্ম্মলার এত প্রতাপ!'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আবার আজ, কেন্‌সিংটনের সেই কক্ষটিতে বসিয়া চারু ভারতবর্ষীয় ডাক পাইল। এবার শনিবার প্রভাতে ডাক আসিয়াছে। প্রাতরাশের সঙ্গে চারু চিঠি পাইল।

তাহার বউদিদির পত্রখানি এইরূপ ঃ

কলিকাতা

ভাই চারু,

তোমার পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় অত্যন্ত ব্যস্ত আছ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিশ্রম করিও। তুমি নিজে ডাক্তার, তোমায় বলাই বাহুল্য।

একটা বড় মজা হইয়াছে জান? তোমার দাদাকে রাজি করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—'এখন আমরা গেলে চারুর পড়াশুনোর ব্যাঘাত হবে। তার পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তখন যাওয়া যাবে।' দুই মাস পরে তোমার পরীক্ষা শেষ হইবে, আমরা দেড় মাস পরে যাত্রা করিব—তাহা হইলে ঠিক তোমার পরীক্ষার পরে গিয়া পৌঁছিব।

নির্ম্মলা বেচারির বড় অসুখ। মাসখানেক হইতে ভুগিতেছে। আজ শুনিতেছি, অসুখ খুব বাড়িয়াছে। এ মেলে সে সংবাদ পাইয়া নরেন বেচারি

বোধ হয় খুব চিন্তিত হইবে। আহা, তুমি যদি সময় পাও, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিও।

বেশী বড় চিঠি লিখিলাম না। তোমার সময় নাই, পড়িবে কখন? এখন তবে আসি।

তোমার স্নেহের
বউদিদি

পত্রখানি শেষ করিয়া চারু ভাবিতে লাগিল। নরেনের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই। মাসখানেক পূর্ব্বে সে একবার টাকা ধার করিতে আসিয়াছিল—তাহার পর হইতে আর কোনও সংবাদ পায় নাই।

নরেন এখন বেজ্‌ওয়াটারে রুম্‌সে থাকে। সেখানে মাস দুই তিন আছে। মিস ম্যানিংয়ের* সাহায্যে চারু তাহাকে প্রথমে একটি ভদ্রপরিবারে স্থান করিয়া দিয়াছিল। প্রথম সেখানে থাকিয়া নরেন খুব সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমে যখন সে বেজ্‌ওয়াটারের দলে মিশিতে আরম্ভ করিল তখন একটু একটু করিয়া তাহার চক্ষু ফুটিতে লাগিল। সে দেখিল, তাহার যে সকল বন্ধুরা রুম্‌সে থাকে তাহারা বেশ থাকে। তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রভাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া প্রাতরাশে নামিয়া আসিতে হয় না। দশটা, এগারটা, যখন খুসী শয্যাত্যাগ করিয়া ল্যাণ্ডলেডিকে প্রাতরাশ আনিতে হুকুম করিলেই হইল। রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া ব্রেকফাষ্ট খাইয়া বেলা তিনটা চারিটার সময় পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সন্ধ্যাবেলা যত ইচ্ছা বন্ধু লইয়া যেরূপ ইচ্ছা আড্ডা দেওয়া যাইতে পারে—এবং অন্যত্র আড্ডা দিয়া যত রাত্রে খুসী ফিরিয়া আসিতে কোনও বিঘ্ন নাই। তাই নরেন চারি মাস কাল হ্যালাম্ পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া বেজ্‌ওয়াটারে আসিয়া রুম্‌স্ লইয়াছে।

* সকলে অবগত না থাকিতে পারেন, মিস ম্যানিং ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জননীস্বরূপা ছিলেন—তবে অনেক ছাত্র তাঁহার উপদেশ বা ভর্ৎসনার ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয়সী মাননীয়া মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ ছিল। বিপদে আপদে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকে।—লেখক।

অনেক বৎসর হইতে লণ্ডনের বেজ্ ওয়াটার অংশটিই অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের বাসের স্থান। বেজ্ ওয়াটারে 'আর্টেজিয়ান' নামক একটি 'পাবালক-হাউস' বা পানালয় আছে। যদি কখনও ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা বেজ্ ওয়াটার হইতে উঠিয়া অন্যত্র যায়, তবে ঐ 'আর্টেজিয়ানের' স্বত্বাধিকারিগণকে দেউলিয়া হইতে হইবে। তবে সর্ব্বত্র যেমন 'সম্মানিত ব্যতিক্রম' থাকে, বেজ্ ওয়াটারেও সেরূপ আছে। কর্তব্য বোধে ইহা আমি এ স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

চারু সেদিন বৈকালে নরেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। টল্বট্ রোডে যে বাড়ীতে নরেন থাকিত, তাহার সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, নরেনের দ্বিতলের বসিবার কক্ষটির জানালা অল্প খোলা রহিয়াছে—এবং তাহার মধ্য হইতে পিয়ানো ও সঙ্গীতের শব্দ এবং হাসির গররা বাহির হইতেছে। গানের এই পদটি নরেনের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—

There once was a black bird gay,
A splendid fellow was he ;
And though he went out every day,
He always came home to tea,—
To tea—to tea—to tea.

—সঙ্গে সঙ্গে খুব একটা হাসির ফোয়ারাও ছুটিল।

চারু দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিল। পত্নীর পীড়ার জন্য নরেনের মনে যে বিশেষ একটা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা তাহার ঠিক ধারণা হইল না। একবার ভাবিল ফিরিয়া যাই। আবার কি ভাবিয়া দরজায় আঘাত করিল।

সে কক্ষে চারু যখন প্রবেশ করিল, তখন শুধু পিয়ানো চলিতেছে, গান বন্ধ হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই নরেন পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—"Hello—Hello—here's a black-bird come to tea. How d'ye do birdie ?"

পাইপ মুখে, হুইস্কির গ্লাস পার্শ্বে—সেন, বসু, ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি আরও চারি পাঁচজন লোক বসিয়া ছিল, তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিল—"Hello Chow—hellow."

একজন বলিল, "Black-birdকে একটু হুইস্কি দাও—চায়ে উহার গলা শানাইবে না।"

নরেন চারুর পানে চাহিয়া বলিল, "Have a drop, old chap ?"

চারু এই প্রথম দেখিল, নরেন হুইস্কি পান করিতেছে। বলিল—"না—ধন্যবাদ।"

একজন বলিল—"Is he a damned T—T ?"

নরেন বলিল, "Give the devil his due—he isn't *that*.—Do have a 'wee little drappie', as the Scotch say—just to keep us company, Chow."

চারু বলিল, "না—ধন্যবাদ। আমি ডিনারের পূর্ব্বে পান করি না।"

একজন বলিল, "What a good little boy !"

অপর একজন বলিল, "Are you married ?"

নরেন বলিল, "Heaven forbid !"

সেন বলিল, "Then why the devil are you so 'tic'l'r ?"

ব্যানার্জি বলিল, "His mamma will be cross."

একজন গান ধরিল—

"He is his mammie's ae bairn,
With unco folk he's weary, sir."

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

এইরূপ কিছুক্ষণ চলিলে পর একজন উঠিয়া বলিল, "I must be off, boys."

একজন বলিল, "Perhaps he's got an appointment to meet his girl."

পাইপ মুখে, বসু অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "Which of 'em ?"

দস্তানা পরিতে পরিতে গমনোন্মুখ ব্যক্তি বলিল, "Oh shut up. I'm not like you fellows. One at a time is my motto."

সকলে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একে একে সকলেই উঠিয়া গেল। তখন চারু ও নরেন কেবল একাকী রহিল। বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর খবর পেলে ?"

নরেন বলিল, "এখনই ?"

"কেন, এবার Caledonia জাহাজে ডাক এসেছে, জান না ?"

"Caledoniaতে নাকি? তবে এবার শীগগির পাওয়া যাবে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল শনিবার সকালে চিঠি পাওয়া যেতে পারে।"

চারু বলিল, "কাল শনিবার সকালে? কেন, আজ কি তুমি শুক্রবার বলে মনে করছ নাকি?"

নরেন বলিল, "কেন, আজই ত শুক্রবার। আমি ঐ দেশের চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম—ওরা এল—এখনই শেষ করে ছ'টার মধ্যে ডাকে পাঠাব।"

মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া চারু বলিল, "আজ শুক্রবার নয়, আজ শনিবার। আজ সকালে আমি দেশের চিঠি পেয়েছি।"—এই বলিয়া উঠিয়া, কিয়দ্দূরে সোফার উপর হইতে অপঠিত দৈনিক সংবাদপত্রখানি আনিয়া সেদিনকার বার ও তারিখ নরেনকে দেখাইয়া দিল।

নরেন বলিল, "তবে এবার মেল মিস করলাম!"

চারু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

নরেন বলিল, "আমার চিঠিগুলো বোধ হয় হ্যালামদের ওখানে এসে পড়ে আছে। তাঁরা রিডাইরেক্ট করে দেবেন, সন্ধ্যাবেলা পাব বোধ হয়।"

চারুর মনে পড়িল, নরেন প্রথম প্রথম যখন হ্যালামদের বাড়ী গিয়াছিল, কয়েক সপ্তাহ যখন তাহারই কেয়ারে নরেনের চিঠিপত্র আসিত—নরেন সংবাদপত্র দেখিয়া ডাক পৌঁছিবার সময় ঘণ্টা হিসাব করিয়া, চারুর কাছে আসিয়া চিঠির জন্য ধরণা দিয়া বসিয়া থাকিত। তখনকার দিনে, প্রতি মেল-ডে আসিলে, সাতখানি করিয়া চিঠি তাহার স্ত্রীকে পাঠাইবার কথাও মনে পড়িল।

কিন্তু চারু কিছুই বলিল না। কি অধিকারে সে তাহাকে তিরস্কার করিবে? নরেন তাহার আত্মীয় নহে, বিশেষ বন্ধুত্বও তাহার সহিত জন্মে নাই। কি অধিকারে সে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে?

কিয়ৎক্ষণ পরে চারু উঠিল।

নরেন অনেকক্ষণ নির্ব্বাক ছিল। এইবার বলিল—"চৌধুরী—আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

"কি?"

"এসব কথা বাড়ীতে লিখ না কাউকে।"

"কি সব কথা ?"

"এই হুইস্কি-টুইস্কির কথা।"

চারু একটু শ্লেষ করিয়া বলিল, "কেন, তাতে আর দোষ কি ? আমিও হুইস্কি খাই—আমার বাড়ীর সকলেই জানেন।"

নরেন বলিল, "ও সব কথা ছেড়ে দাও। তুমি ভারি রাগ করেছ। **For Heavens sake** চো, আমায় মাফ কর।"

চারু এবার তাহার সুযোগ বুঝিল। বলিল—"বাড়ীতে লিখব না এ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তুমি আমায় একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পার ?"

"কি বল ?"

"বেজ্ওয়াটার ছাড়, দলটি ছাড়, আবার হ্যালামদের ওখানে যাও।"

"আচ্ছা—তা ছাড়ব।"

"এখনই। এই সপ্তাহে ল্যাণ্ডলেডিকে নোটিশ দাও।"

নরেন বলিল, "**Damn it**—ল্যাণ্ডলেডির কাছে যে আট দশ পাউণ্ড বাকী পড়ে গেছে—সে শোধ করে ত নোটিশ দেব !"

"কেন, তোমার সে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ পাউণ্ড কোথা গেল ?"

"**Bless my soul**—সে অনেক দিন গেছে।"

চারু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি নোটিশ দাও। আমি তোমায় দশ পাউণ্ড ধার দেব।"

চারুর সঙ্গে সঙ্গে নরেন নীচে অবধি নামিয়া আসিল। দরজার বাহিরে গিয়া বলিল, "লিখবে না ত চৌ ?"

"না।"

"**Honour bright ?**"

"**Honour bright**"—বলিয়া চারু নরেনের করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিল।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

নরেন হ্যালাম্দের ওখানে গেল বটে, কিন্তু পূর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস করিতে তাহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু চারুর ভয়ে বেজ্ওয়াটারে ফিরিয়া রুম্স্ লইতেও সাহস করিল না।

একদিন মিসেস হ্যালাম্‌কে সে বলিল, "আজ কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটারে যাইবার বন্দোবস্ত আছে, আজ ফিরিতে একটু দেরী হইবে।"

মিসেস হ্যালাম্ বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, আমি দুয়ারে চাবি দিব না। হলে মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিব।"

এখানে বিলাতী দুয়ারের সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। সেখানে সদর দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। দরজায় দুইটি করিয়া চাবিকল থাকে। একটি কল খুলিতে হইলে, ভিতর হইতে হাতে টানিয়া খোলা যায়, কিন্তু বাহির হইতে খুলিতে হইলে চাবি ভিন্ন তাহা খুলে না। বাড়ীর প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের কাছে একটি করিয়া সেই চাবি থাকে। তাহার নাম 'ল্যাচ্-কী'! তুমি বাড়ীর লোক, বেড়াইয়া আসিলে, তোমার পকেটে যদি 'ল্যাচ্-কী' থাকে, তাহার দ্বারা তুমি কল খুলিয়া, দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার। যদি 'ল্যাচ্-কী' না লইয়া গিয়া থাক, তবে তোমায় 'নক্' করিতে হইবে, কিম্বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটি টিপিতে হইবে, দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে। দ্বিতীয় যে আর একটি চাবিকল আছে, তাহা কেবলমাত্র ভিতরদিকের কল, বাহির হইতে খুলিবার উপায় নাই। এ কলটি সমস্ত দিন খোলা থাকে, গৃহস্থ শয়ন করিতে যাইবার সময় ইহা বন্ধ করিয়া দেয়। সেটি বন্ধ থাকিলে, তুমি রাত্রে ফিরিয়া আর 'ল্যাচ্-কী'র সাহায্যে দুয়ার খুলিতে পারিবে না।

নরেন সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া গেল। লণ্ডনের সমস্ত থিয়েটর যদিও রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি নরেনের ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল। হলে প্রবেশ করিয়া, মোমবাতিটির পানে সে একটু বিরক্তির সহিত চাহিয়া রহিল।

বিলাতী গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে এই মোমবাতিটি ভয়ানক জিনিষ। যদি কেহ বাহিরে থাকে, সে কখন ফিরিয়াছে, মোমবাতিটি তাহার মূক সাক্ষী। পরদিন প্রভাতে সেই মোমবাতিটি কতখানি পুড়িয়াছে দেখিয়া গৃহিণী হিসাব করিয়া লইতে পারেন, তুমি কাল কত রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। সেই মোমবাতিটা সরাইয়া, হিসাব করিয়া অপর একটা সেখানে বসাইয়া মিথ্যাসাক্ষীর সৃষ্টি করা যাইতে পারে বটে—কিন্তু ধরা পড়িবার ভয় আছে। দুয়ার খুলিবার শব্দটুকু, সিঁড়ি বহিয়া তোমার শয্যাকক্ষে যাওয়ার শব্দটুকু গৃহিণীকে জাগাইতে পারে। পরদিন তোমার মিথ্যাসাক্ষী ধরা পড়িয়া যাইবে। সে দেশে যে

যতই বদমায়েস হউক, মিথ্যাবাদী বা sneak বলিয়া সহজে ধরা পড়িতে কেহ চাহে না।

অত রাত্রে ফিরিবার সঙ্গত কারণাভাব—নরেন মনে করিল, পরদিন বোধ হয় হ্যালাম্ পরিবারের মুখে অপ্রসন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাইবে। কিন্তু প্রাতরাশের সময় কাহারও, বিশেষতঃ মিসেস হ্যালামের, মুখে সেরূপ কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। মিসেস হ্যালাম্ অন্যান্য দিনেও যেমন তাহার সঙ্গে—এবং সকলেরই সঙ্গে—হাস্যকৌতুকের ভাবে ব্যবহার করেন, আজও তাহাই করিলেন। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের পর সে সকলের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে সারা সন্ধ্যা গীতবাদ্য ও আমোদ আলাপে কাটাইল, তখনও মিসেস হ্যালাম্ পূর্ব্ববৎ। ক্রমে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল। একে একে সকলে শয়ন করিতে গেল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নরেন একাকী হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রতি মিসেস হ্যালামের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

নরেন অগ্রসর হইয়া, নত হইয়া বলিল, “শুভরাত্রি, মিসেস হ্যালাম্।”

মিসেস হ্যালাম্ একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, “শুভরাত্রি। তোমার বোধ হয় খুব ঘুম পাইয়াছে মিষ্টার ঘোষ। গতরাত্রে বেশী ঘুমাইবার অবসর তুমি ত পাও নাই !”

শয়নকক্ষে গিয়া, নরেন এই নীরব ভৎর্সনাটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে তাহার অনুশোচনা উপস্থিত হইল। স্থির করিল, আর না, এবার অবধি জীবনের গতি অন্য পথে ফিরাইবে, পূর্ব্বের মত স্ত্রীকে প্রত্যহ একখানি পত্র লিখিবে, খরচপত্র বুঝিয়া সুঝিয়া করিবে—ভাল হইবে।

সপ্তাহখানেক ভাল হইয়া রহিল। টেম্প্‌লে আইনের লেকচার শুনিতে যাইতে লাগিল, লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িতে লাগিল, ডিনারের পর ড্রয়িংরুমেই থাকিত। কিন্তু এক সপ্তাহেই তাহার ক্লান্তি বোধ হইল। আমোদের নেশা আবার তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। আবার সেই দলের ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়া পড়িল—নিজেকে সামলাইতে পারিল না।

একদিন—সেদিন শুক্রবার—প্রাতরাশের পর টেম্প্‌লে যাইবার সময় মিসেস হ্যালাম্‌কে বলিল, ”আজ আমি টেম্প্‌লেই ডিনার খাইব। পরে আর্লস্-কোর্ট এগজিবিশন দেখিতে যাইবার ইচ্ছা আছে।”

মিসেস হ্যালাম্ বলিলেন, “বেশ। ট্রেণে ফিরিবে কি? না ক্যাব্ লইয়া আসিবে ?”

নরেন বলিল, "না, ট্রেণেই ফিরিব। পাঁচ পেনির স্থানে আড়াই শিলিং খরচ করিব কেন ?"

মিসেস হ্যালাম্ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমায় টাইম টেবেল দেখিয়া বলিয়া দিতেছি শেষ ট্রেণ কখন।"—বলিয়া মিসেস হ্যালাম্ টাইম টেবেল আনিয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন—"এ দিকের শেষ ট্রেণ ১১টা ৩৭ মিনিটে ছাড়িবে, ১২টা ৫ মিনিটে এখানে পৌঁছিবে।"

নরেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, সময়টা টুকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

টেম্প্‌লে যখন ডিনার শেষ হইল, তখন সন্ধ্যা সাতটা। অপর দুইজন যুবকের সহিত সে টেম্প্‌ল ষ্টেশন হইতে আর্লস্‌কোর্ট যাত্রা করিল।

প্রতি বৎসরের মধ্যে ছয় সাত মাস ধরিয়া আর্লস্‌কোর্টে স্থায়ীভাবে এগজিবিশন হইয়া থাকে। ইহা কৃষি বা শিল্প বা পশ্বাদির এগজিবিশন নহে। ইহা প্রধানতঃ আমোদের এগজিবিশন। প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি সাড়ে এগারটা অবধি খোলা থাকে। রাত্রেই জমক বেশী। তখন সহস্র সহস্র বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিয়া উঠে। লণ্ডনের সর্ব্বস্থান হইতে রেলগাড়ী সহস্র সহস্র নর-নারী বোঝাই করিয়া আনিয়া এই আমোদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ধনী আসে, দরিদ্র আসে, পণ্ডিত আসে, মূর্খ আসে, সাধু আসে, অসাধু আসে, পাদ্রী আসে, নাস্তিকও আসে। যাহার যেরূপ রুচি, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ আমোদ বাছিয়া লইতে পারে।

নরেনের সাথী দুইটির নাম রায় এবং চাটার্জ্জি। ইহারা পৌঁছিয়া নানা আমোদে যোগ দিয়া বেড়াইতে লাগিল। পানশালায় প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণানিবারণও চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল।

একস্থানে একটা বৃহৎ কৃত্রিম 'লেক' আছে, তাহার তট বেষ্টন করিয়া শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত অসংখ্য অসংখ্য বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোকচ্ছটা জলে পড়িয়া জল ঝল্‌মলায়মান। লেকের একপ্রান্তে water-chuteএর তীব্র আমোদ চলিতেছে। তীর হইতে অনেকটা উচ্চ করিয়া একটা বেদী নির্ম্মিত আছে। সেই বেদীর উপরিভাগ হইতে জল পর্য্যন্ত ঢালুভাবে গাঁথা। সেই ঢালুস্থানের উপর দুই সেট্ রেল পাতা আছে। চক্রযুক্ত বোটে মানুষ বসাইয়া বেদী হইতে সেই রেলের উপর ছাড়িয়া দিতেছে। বোট নামিতে নামিতে প্রতি মুহূর্ত্তে গতিবল সংগ্রহ করিয়া প্রচণ্ডবেগে জলের উপর আসিয়া

পড়িতেছে। বোট জল স্পর্শ করিয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত জলের উপর দিয়া বায়ুর উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া তীরবৎ বেগে অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছে—তাহার পর আরও অনেকদূর জলের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। গতিবেগ প্রশমিত হইলে বোটকে তীরে লাগাইয়া লোক নামাইয়া দিতেছে। আবার সেই বোট কলের সাহায্যে বেদীর উপর উঠিতেছে—আবার লোক বোঝাই হইয়া নামিতেছে। এইরূপ বহুসংখ্যক বোট। এক মিনিট অন্তর একখানা করিয়া নামিতেছে এবং আরোহী স্ত্রীলোকগণের ভয়োল্লাসমিশ্রিত তীব্র চীৎকারে নৈশবায়ু যেন শাণিত তরবারি দ্বারা মুহুর্মুহু খণ্ডবিখণ্ড হইতেছে।

যুবকত্রয় water-chute অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূরে কয়েকটা যুবতী, লেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল।

রায় বলিল, "Let's pick up some of these girls."

চাটার্জ্জি বলিল, "Let's. একা একা ওয়াটার-শুটে কোনও fun নেই। Let's go and speak to them."

নরেন বলিল, "নন্‌সেন্স। উহারা যদি ভাল মেয়ে হয় ?"

রায় বলিল, "Oh, they are game. ওদের পোষাক দেখছ না ?"

নরেন বলিল, "না-না।"

"Just for a lark"—বলিয়া চাটার্জ্জি তাহাদের নিকট গিয়া হ্যাট উত্তোলন করিয়া বলিল, "Good evening."

"Good evening. How d'ye do ?"—বলিয়া তাহারা হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

রায় বলিল, "Been on the water-chute ?"

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "Not this evening."

"Come along then"—বলিয়া রায় ও চাটার্জ্জি দুইটা যুবতীকে আহ্বান করিল। নরেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চাটার্জ্জি নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া তাহাদিগকে বলিল, "Won't one of you girls come with my shy little friend ?"

একজন অল্পবয়স্কা অগ্রসর হইয়া বলিল, "I'll have him"—বলিয়া সে নরেনের কাছে আসিল। "Trot along, my beauty"—বলিয়া নরেনকে টানিয়া লইল।

রায় ও চাটার্জ্জি নিজ নিজ সঙ্গিনীর বাহুর সহিত বাহু সম্বদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নরেন, তাহার সঙ্গিনীর পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছে মাত্র।

এক এক শিলিং দিয়া টিকিট কিনিয়া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাদের সম্মুখে বিস্তর লোক। পুলিশ দুই দুই করিয়া ভীড়কে সারিবদ্ধ করিয়া দিতেছে। উপর হইতে যেমন একখানি করিয়া বোট নামিতেছে, সম্মুখ খালি হইতেছে, অমনই পশ্চাতের লোক একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। নরেন ও তাহার সঙ্গিনী, দলের অপর যুগলদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। যে বোটে নরেনের উঠিবার পালা আসিল, তাহার সঙ্গীরা তাহার দুই বোট পূর্ব্বে নামিয়া গিয়াছে।

বোট লম্বা ধরণের, তাহাতে অনেক সারি। প্রত্যেক সারিতে দুই-দুই জনের বসিবার স্থান। ইহারা দুইজনে বোটে উঠিল। এখনই বোট নামিবে।

নরেনের সঙ্গিনী বলিল, "আমার বড় ভয় করিতেছে। আমার বাহু তোমার বাহুতে বদ্ধ করিয়া লও।"

নরেন তাহাই করিল।

"Sit tight"—বলিয়া বোট নামাইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরে ইহারা যখন তীরে অবতরণ করিল, তখন দলের বন্ধুরা হারাইয়া গিয়াছে। নরেন একটু খুঁজিল।

তাহার সঙ্গিনী বলিল, "তাহাদের জন্য কি ভারি কাতর হইয়াছ?"

নরেন বলিল, "না।"

"আমিও না।"

তখন দুইজনে বাহুসম্বদ্ধভাবে ভীড় ছাড়িয়া চলিল।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

"ক্লারা ব্রুক্‌স্।"

ক্লারা বলিল, "দেখ, ওয়াটার-শুট আমার মোটেই সহ্য হয় না। আমি ভারি নার্ভস্। আমার বুক দুড় দুড় করিতেছে।"

"তবে আসিলে কেন?"

আরক্তিম ওষ্ঠ দুখানি ফুলাইয়া, কাঁদ কাঁদ স্বরে ক্লারা বলিল, "Oh how cruel of you! তোমারই সঙ্গলাভের জন্য।"

নরেন দেখিল, বাস্তবিকই তাহার গা কাঁপিতেছে। বলিল—"চল গিয়া কিছু পান করা যাউক। তাহা হইলে তুমি সুস্থ হইবে।"

"চল।"

দুইজনে তখন কথা কহিতে কহিতে, একটি উচ্চশ্রেণীর পানশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। এ পানশালাটি একটি খোলা হলের মত, তাহার ভিতর বহুসংখ্যক ছোট ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া অনেক নর-নারী পান করিতেছে। সম্মুখের খানিকটা স্থান খোলা—একটু বাগানের মত। সেখানে আকাশের নিম্নে এখানে ওখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র গোলাকার মার্ব্বলমণ্ডিত টেবিল পাতা। ক্লারা ও নরেন একটু নিভৃতে, অন্ধালোক অন্বেষণ করিয়া বসিল। ওয়েটার আসিয়া হুকুমের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিল, "কি হুকুম করিব?"

"ব্র্যাণ্ডি ও সোডা।"

নরেন দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে আদেশ করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ওয়েটার রৌপ্যনির্ম্মিত ট্রের উপর দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি এবং বিলখানি হাজির করিল। নরেন মূল্য দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

দুইজনে পান করিতে করিতে অনেক গল্প করিতে লাগিল। মেয়েটি কৃশাঙ্গী—দেখিলে বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। তাহার সোনালী রঙের চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া কপালটির কিয়দংশ ঢাকিয়াছে। মদিরার আগ্নেয় মোহ নরেনের মস্তিষ্কে যত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাহার সঙ্গিনীর নীল চক্ষু দুইটি তাহার কাছে সুন্দরতর মনে হইতে লাগিল। তাহার গ্রীবাভঙ্গি, তাহার কণ্ঠস্বর যেন বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

দুইজনেই পানপাত্র নিঃশেষিত। নরেন বলিল, "আর এক গ্লাস করিয়া হুকুম করিব?"

ক্লারা বলিল, "আমি আর চাহি না। আমি এক গ্লাসের বেশী stand করিতে পারি না। আর তুমি?"

নরেন বলিল, "দেখি হিসাব করিয়া। টেম্প্‌লে ডিনারে বোধ হয় তিন গ্লাস শ্যাম্পেন খাইয়াছি। এখানে আসিয়া কয় গ্লাস হুইস্কি খাইয়াছি ঠিক মনে নাই।"—বলিয়া নরেন ওয়েটারকে ডাকিয়া নিজের জন্য আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে হুকুম করিল।

সে গ্লাস যখন অর্দ্ধমাত্র শেষ হইয়াছে—তখন কিয়দ্দূরে একব্যক্তি হাঁকিয়া গেল—"Half past eleven, ladies and gentlemen, closing time."

নরেন ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, তিন মিনিট মাত্র বাকি আছে।

গ্লাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইয়া ভীড় অতিক্রম করিলে ক্লারা তাহাকে বলিল, "What a pity you couldn't finish your drink. My rooms are quite close by—and I've got such a nice bottle of brandy. Won't you look in and have a drop ?"

নরেন বলিল, "না—ধন্যবাদ, আমায় শেষ ট্রেণে ঘরে ফিরিতে হইবে।"

ক্লারা তথাপি বলিল, "What an awful baby you are! Will mamma be cross if you stay out late ? Come along, you silly dear !"

নরেনের মস্তিষ্কে শয়তানের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে—তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল, "এখনই আমায় যাইতে হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর ক্লারা।"—বলিয়া তাহার হস্তে একটি হাফ্‌ক্রাউন গুঁজিয়া দিল।

ক্লারা বলিল, "কাল তবে এগজিবিশনে আসিবে ?"

"আসিব।"

"আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কাল ঠিক সেখানে রাত্রি ৯টার সময় আসিবে ?"

"আসিব।"

নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল, "Good night—Pleasant dreams."

"Then I must dream of you, Clara. Good night."—বলিয়া নরেন ট্রেণ ধরিতে গেল।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নরেন দেখিল তাহার নামীয় কয়েকখানা পত্র রহিয়াছে। তখন তাহার নেশা খুব প্রবল। সেগুলিকে পাঠ করিবার অবস্থা তখন তাহার নহে। চিঠিগুলি পকেটে ফেলিয়া, দরজায় চাবি দিয়া মোমবাতিটি লইয়া সে সাবধানে শয়ন করিতে গেল।

শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, ক্লারার মুখ কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্বর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এক একবার আপশোষও হইতে লাগিল। ভাবিল, কাল আবার নিশ্চয় যাইবে—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

পরদিন প্রভাতে নরেন জাগিয়া দেখিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ, শয্যাত্যাগ করিবার শক্তি নাই। দাসী বাহিরে মুখ ধুইবার গরম জল রাখিয়া 'নক্' করিয়া গেল, তাহা শুনিয়া আবার নরেন ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমে সাড়ে ৮টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়িলে আবার সে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী আসিয়া বাহির হইতে বলিল, "Please Mr. Ghose, মিসেস হ্যালাম জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন, আপনি কি প্রাতরাশে নামিবেন না?"

নরেন ক্ষীণস্বরে বলিল, "নেলি, তাঁহাকে বল গিয়া, আমার দেহ অসুস্থ। যেন দয়া করিয়া এক পেয়ালা চা এবং কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ আমায় পাঠাইয়া দেন।"

কয়েক মিনিট পরে দাসী আবার আসিয়া বাহির হইতে বলিল, "আপনার অসুখ শুনিয়া মিসেস হ্যালাম্ দুঃখিত হইয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ আমি এই বাহিরে রাখিয়া চলিলাম।"

দাসী নামিয়া গেল। কোনও ক্রমে নরেন উঠিয়া, দুয়ার খুলিয়া প্রাতরাশের ট্রে টানিয়া লইল। বিছানার কাছে টিপয়ের উপর তাহা রাখিল। কিছু খাদ্য এবং গরম চা-টার সাহায্যে নরেন কিছু সুস্থবোধ করিতে লাগিল।

সাড়ে নয়টার সময় দুয়ারে আবার টোকা পড়িল—"May I come in Ghose?"—বৃদ্ধ মিষ্টার হ্যালামের কণ্ঠস্বর।

"Come in."

মিষ্টার হ্যালাম্ প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে ? কি অসুখ ?"

"Very kind of you to come and enquire, Mr. Hallam. এমন কিছু অসুখ নাই। একটু run down মত অনুভব করিতেছি।"

অসুখটা যে কি, মিষ্টার হ্যালামের বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "Gay young dog! I can see what you have been up to."—পরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "Bad, very bad."

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"ঘুমাও।"—বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নরেন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা বারটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, তখনও দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু মস্তিষ্ক অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে।

একে একে তাহার গত রাত্রের ঘটনাগুলি মনে পড়িল। মনে পড়িয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল—'কি করিতে বসিয়াছিলাম! আমি ত চূড়ান্ত অধঃপতনের সীমারেখা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি!'—লণ্ডনে যে দিন পৌঁছিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্যাবধি সমস্ত ঘটনা, নিজের সমস্ত কার্য্যকলাপ, একে একে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়, অনুশোচনার বৃশ্চিকদংশনে যেন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। নিজের ভূতজীবনের কথা স্মরণ করিতে করিতে সহসা নির্ম্মলার মুখখানি মনে পড়িল। বিদায়ের দিনের তাহার সেই অশ্রুসিক্ত কোমল মুখখানি। সেই বিদায়ের ক্ষণে যদি কোনও দেবতা তাহাকে তাহার ভবিষ্যজীবনের এই দৃশ্যগুলি দেখাইয়া দিত, তবে সে বিলাতে আসিতই না। নিজের উপর তখন তাহার কি অগাধ বিশ্বাস ছিল! সে বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ এখনও নিজের দুর্ব্বলতা, অপদার্থতা স্মরণ করিয়া তাহার মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। নির্ম্মলাকে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ গত রাত্রের সেই পত্রগুলির কথা স্মরণ হইল। সে ত ভারতবর্ষীয় ডাক। উঠিয়া কোটের পকেট হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া আনিল। কই, এবার ত নির্ম্মলার পত্র নাই! তাহার শ্বশুরবাড়ীর কাহারও পত্র নাই। একি হইল? তবে নির্ম্মলার পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে—তাই নির্ম্মলা পত্র লিখিতে পারে নাই? নির্ম্মলা আজ

দুই মাস পীড়িত, কিন্তু চিঠি ত কোন মেলেই বন্ধ যায় নাই। যেমন করিয়া হউক অন্ততঃ দুই এক লাইনও সে লিখিয়া দিয়াছে। তবে কি নির্ম্মলা বাঁচিয়া নাই? নিজের প্রতি ধিক্কারে মনে হইল—'যদি তাহা হয়, তবেই আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়!' আবার বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অশ্রুপাত করিল। কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা, কিছুতেই নির্ম্মলার মৃত্যু-কল্পনা করিতে চাহিল না। সে আশা করিতে লাগিল, চিঠির গোল হইয়া থাকিবে, আগামী মেলে নির্ম্মলার দুইখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিবে। ক্রমে দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইল। আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিল—দাসী দুয়ারে ধাক্কা দিতেছে।

"মহাশয়, আপনার জন্য একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে।"

নরেন বলিল, "নেলি, দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে ফেলিয়া দাও।"

দাসী তাহাই করিয়া চলিয়া গেল।

নরেন টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিল, চারুর নিকট হইতে আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ সন্ধ্যাবেলা নরেন গিয়া Hotel Cecil-এ তাহার সহিত ডিনার খাইতে পারে কিনা?

টেলিগ্রাম পড়িয়া নরেন ভাবিল, তবে নির্ম্মলা সম্বন্ধে আশঙ্কা নাই। মন্দ সংবাদ কিছু থাকিলে, চারু তাহার বাড়ীর চিঠিতে জানিতে পারিত এবং তাহাকে ভোজের উৎসবে নিমন্ত্রণ করিত না।

নিজের প্রতি বিরাগ আবার তাহার মনে উথলিয়া উঠিল। ভাবিল, 'এখন আমার শরীরের উপর অ্যাল্‌কোহলের শেষ ফল, অবসাদের প্রভাব বর্ত্তমান। এই অবসন্ন অবস্থায় আমার মনে অনুতাপ প্রভৃতি যাহা উদিত হইয়াছে, আমার শোণিত আবার স্বাভাবিক সবলতা প্রাপ্ত হইলে তাহা টিকিবে কি? হয় ত আবার এ সব ভুলিব, প্রলোভনের আকর্ষণে পড়িব, অধঃপতনের সোপানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিব। এখন আমার এরূপ অবস্থা; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবার যে আর্লস্‌কোর্টে ছুটিব না, তাহা কে বলিতে পারে? নিজের প্রতি আমার আর তিলমাত্র বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই। আমার আর মুক্তি নাই।'—আবার সে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিছানায় মুখ লুকাইল।

চিন্তা করিয়া দেখিল, এই যে চারু আমায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এটা বড় পরিত্রাণ। আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রাম করিব। সেখানে গেলে

আজ আর্লস্‌কোর্টে যাইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আজিকার মত অন্ততঃ পরিত্রাণ হইবে। তাহাই লাভ।

এই ভাবিয়া নরেন স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া চারুকে টেলিগ্রাম পাঠাইল।

সন্ধ্যাবেলা হোটেল সেসিলের একটি কক্ষে চারু, তাহার দাদা ও বউদিদি এবং নির্ম্মলা বসিয়াছিলেন। বউদিদি বলিলেন, "চারু, আমার চিঠি তুমি কখন পেলে? মার্সেল্‌স্‌ দিয়ে আসায় চিঠি তুমি একদিন আগে পাবে বলে তাড়াতাড়ি খালি দু ছত্র লিখে দিয়েছিলাম।"

চারু বলিল, "আমি আপনার চিঠি কাল রাত্রে পেলাম।"

"নির্ম্মলা আমাদের সঙ্গে আসছে, তা ঘূণাক্ষরেও নরেনকে জানাওনি ত? আগে ত কিছু ঠিক ছিল না। ছাড়বার দু' একদিন আগে নির্ম্মলার মা এসে বললেন, ডাক্তার বলছে সমুদ্র যাত্রায় নির্ম্মলার শরীরে খুব উপকার হবে, তা তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। নরেনকে একটা খুব pleasant surprise দেবার জন্যে নির্ম্মলাকে বারণ করে দিলাম, 'তুই নরেনকে কিছু লিখিসনে।' তোমাকেও তাই লিখলাম, কিছু নরেনকে যেন বোলো না। কেবল কৌশলে তাকে নিয়ে এস।"

চারু ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "আর ত দেরী নেই। সাতটা বেজেছে। এখনই নরেন এসে হাজির হবে।"

বউদিদি বলিলেন, "এ মেলে নির্ম্মলার চিঠি না পেয়ে, আহা বেচারি হয় ত কত ভেবেছে! তা এখনই তার সকল কষ্টের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।"

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। ফুটম্যান দুয়ার খুলিয়া, নত হইয়া বলিল— "মিষ্টার ঘোষ।"

চারু, নির্ম্মলার হাতখানি ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নরেন প্রবেশ করিবামাত্র অগ্রসর হইয়া, রঙ্গ করিয়া স্মিতমুখে বলিল—

"Allow me to introduce, Mr. Ghose—Mrs Ghose."

ফুলের মূল্য

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

লণ্ডন নগরের স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে। আমি একদিন ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে, সেণ্ট মার্টিন্স লেনে এইরূপ একটি ভোজনশালা আছে,—মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ করিলাম।

তখনও লণ্ডনের ভোজনশালাগুলিতে লাঞ্চের জন্য বহুলোক সমাগম আরম্ভ হয় নাই। হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই চারিটি মাত্র ক্ষুধাতুর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়া আছে। আমি গিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া দৈনিক সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইলাম। নম্রমুখী ওয়েট্রেস আসিয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ, মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস্ নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এই মুহূর্ত্তে, আমার নিকট হইতে অল্প দূরে আর একখানি টেবিলের প্রতি আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, সেখানে একটি ইংরাজ-বালিকা বসিয়া আছে। তাহার পানে চাহিবামাত্র, সে আমার মুখ হইতে নিজ দৃষ্টি অন্যত্র ফিরাইয়া লইল। অবাক হইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল।

ইহাতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই, কারণ শ্বেতদ্বীপে আমাদের চমৎকার দেহবর্ণটির প্রভাবে জনসাধারণ সর্ব্বত্রই মোহিত হইয়া থাকে, এবং মনোযোগের অংশ, প্রাপ্যের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রাতেই আমরা লাভ করি।

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। তাহার পোষাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যঞ্জক। চুলগুলি অজস্রধারায় পিঠের উপর পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু দুইটি বৃহৎ, যেন একটু বিষণ্ণতাযুক্ত।

সে জানিতে না পারে এমন ভাবে আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতে লাগিলাম। আমার খাদ্যদ্রব্যাদি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আহার সমাধা করিয়া উঠিল। ওয়েট্রেস আসিয়া তাহার বিলখানি তাহাকে লিখিয়া দিল। বাহির হইবার দরজার নিকট আফিস আছে, সেখানে বিলখানি ও মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অনুসরণ করিল। স্বস্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহার মূল্য প্রদান করিয়া, কর্ম্মচারিণীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—"Please Miss, ঐ যে ভদ্রলোকটি, উনি কি ভারতবর্ষীয় ?"

"আমার তাহাই অনুমান হয়।"

"উনি কি সর্ব্বদাই এখানে আসেন ?"

"বোধ হয় না। আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ নাই।"

"ধন্যবাদ।"—বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া, আর একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবার কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম। কেন ? ব্যাপার কি ? আমার সম্বন্ধে তাহার এই কৌতূহল দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে ওয়েট্রেসকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ যে মেয়েটি ওখানে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জান ?"

"না মহাশয়, আমি ত বিশেষ জানি না, তবে প্রতি শনিবারে এখানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।"

"শনিবার ছাড়া অন্য কোনও বারে আসে না ?"

"না, আর ত কখনও দেখি না।"

"ও যে কে তাহা তুমি কিছু অনুমান করিতে পার ?"

"বোধ করি কোনও দোকানে কর্ম্ম করে।"

"কেন বল দেখি ?"

"হয় ত সামান্য কিছু উপার্জ্জন করে, অন্য দিন লাঞ্চ খাইবার পয়সা কুলায় না, শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন পায়, তাই একদিন আসে।"

কথাটা আমার মনে লাগিল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বালিকাটির সম্বন্ধে কৌতূহল আমার মন হইতে দূর হইল না। এমন করিয়া আমার সংবাদ লইল কেন? ভিতরে এমন কি রহস্য আছে, যাহার জন্য আমার সম্বন্ধে উহার এত ঔৎসুক্য? তাহার সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, চিন্তাপূর্ণ, বিষাদভরা মূর্ত্তি আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। আহা, কে বালিকা? আমার দ্বারায় তাহার কি কোনও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে? রবিবার দিন লণ্ডনের সমস্ত দোকান পাট বন্ধ। সোমবার দিন প্রাতরাশের পর আমি বালিকার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সেণ্ট মার্টিন্স লেনের কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে, বিশেষতঃ ষ্ট্র্যাণ্ডে অনেক দোকানে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোনও একটা দোকানে প্রবেশ করিলে, অন্ততঃ কিছু না কিছু ক্রয় করিতে হয়।* অনাবশ্যক নেকটাই, রুমাল, কলারের বোতাম, পেনসিল, ছবিপোষ্টকার্ড প্রভৃতি আমার ওভারকোটের পকেটে স্তূপাকার হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথাও বালিকার সন্ধান পাইলাম না।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শনিবার আসিল। আমি আবার সেই নিরামিষ ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই টেবিলে বালিকা

* ইহা কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে নহে, কতকটা দয়াধর্ম্মের অনুরোধেও বটে। লণ্ডনের প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পুরুষ Shop-walkers আছে। তাহাদের কর্ত্তব্য, খরিদ্দারকে যথাবিভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে কাযকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা। যদি কোনও খরিদ্দার কোনও বিভাগ হইতে জিনিষ দেখিয়া কিছু না কিনিয়া ফিরিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সেই Shop-walker দোকানের ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়া থাকে—"Miss অমুকের বিভাগ হইতে একজন ক্রেতা ফিরিয়া গিয়াছে।" এইরূপ রিপোর্ট হইলে সেই কর্ম্মচারিণীর কৈফিয়ৎ তলব হয়। প্রথম প্রথম সাবধান করিয়া দেওয়া হয়, বারম্বার এইরূপ রিপোর্ট হইলে জরিমানা হয়, কর্ম্মচ্যুতিও হইতে পারে। এই সকল Shop-girls অত্যন্ত সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিয়া থাকে। জিনিষ অপচ্ছন্দ হইলেও, তাহাদের চক্ষুর মিনতি উপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসা দুঃসাধ্য।—লেখক।

ভোজনে বসিয়াছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া, তাহার সম্মুখের চেয়ারখানি দখল করিয়া বলিলাম, "Good afternoon."

বালিকা সঙ্কোচের সহিত বলিল, "Good afternoon, Sir."

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া, আমি ক্রমে জমাইয়া তুলিতে লাগিলাম। বালিকা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভারতবর্ষীয় ?"

"হাঁ।"

"আমায় ক্ষমা করিবেন, আপনি কি নিরামিষভোজী ?"

উত্তর না দিয়া বলিলাম, "কেন বল দেখি ?"

"আমি শুনিয়াছি, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই নিরামিষ ভোজন করে।"

"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কথা কেমন করিয়া জানিলে ?"

"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতবর্ষে সৈন্য হইয়া গিয়াছেন।"

আমি তখন উত্তর করিলাম, "আমি প্রকৃত নিরামিষভোজী নহি; তবে মাঝে মাঝে আমি নিরামিষ ভোজন করিতে ভালবাসি বটে।"

শুনিয়া বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল।

জানিলাম, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। ল্যাম্বেথ-এ বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত সে বাস করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দাদার নিকট হইতে পত্রাদি পাও ?"

"না, অনেক দিন কোনও পত্রাদি পাই নাই। সেই জন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা করিতেছেন আমার ভ্রাতার কোনওরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ মহাশয় ?"

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম—"না। তাহা হইলে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত ?"

বালিকা একটি মৃদুরকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল—"মা বলেন, যদি কোনও ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া, অনুনয়পূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিল।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীতে মার কাছে লইয়া

যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না ; অথচ ইচ্ছা আমি একবার যাই।

এই দীন, বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আবার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটীরের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের অবসর আমার কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

বালিকাকে বলিলাম, "চল না—আমাকে তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইবে ? তোমার মার নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিবে ?"

এ প্রস্তাবে বালিকার দুইটি চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। বলিল, "Thank you ever so much,—it would be so kind of you! এখন আসিতে পারিবেন কি ?"

"আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন কার্য্যের ক্ষতি হইবে না ত ?"

"না—না, মোটেই না। আজ অপরাহ্ণে আমার সময় সম্পূর্ণ আমার নিজের।"

শুনিয়া বালিকা পুলকিত হইল।

আহার সমাধা করিয়া আমরা দুইজনে উঠিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নামটি কি জানিতে পারি ?"

"আমার নাম অ্যালিস্ মার্গারেট ক্লিফর্ড।"

রঙ্গ করিয়া বলিলাম, "ওঃ হো—তুমিই Alice in Wonderland-এর অ্যালিস্ বুঝি ?"

বিস্ময়ে বালিকা চক্ষুস্থির করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি ?"

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। মনে করিতাম, এমন কোনও ইংরাজ বালিকা নাই, যে Alice in Wonderland নামক সেই অদ্বিতীয় শিশুরঞ্জন পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে নাই।

বলিলাম, "সে একখানি চমৎকার বহি আছে। পড় নাই ?"

"না, আমি ত পড়ি নাই !"

বলিলাম, "তোমার মাতা যদি আমায় অনুমতি করেন, তবে আমি তোমাকে সে বহি একখানি উপহার দিব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, সেণ্ট মার্টিন্স চার্চ্চের পাশ দিয়া

চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া হুহু করিয়া বৃহদাকার দ্বিতল অম্‌নিবস্‌গুলি উভয় দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ক্যাবেরও সংখ্যা নাই। টেলিগ্রাফ অফিসের সম্মুখে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া বালিকাকে বলিলাম, "এস, আমরা এইখানেই ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার বসের জন্য অপেক্ষা করি।"

বালিকা বলিল, "চলিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না ?"

"না, আমি ত রোজই চলিয়া বাড়ী যাই।"

কোথায় সে কর্ম্ম করে, এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। ইংরাজি হিসাবে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা নিয়ম নহে, কিন্তু সকল নিয়মেরই ফাঁকি আছে কিনা। যেমন রেলগাড়ীতে উঠিয়া সহযাত্রিকে, 'কোথায় যাইতেছেন মহাশয় ?' জিজ্ঞাসা করা ভয়ানক পাপ, তবে, 'অধিকদূর যাইবেন কি ?' ইহা জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। সহযাত্রী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারে 'আমি অমুক স্থান অবধি যাইব।' ইচ্ছা না করিলে বলিতে পারে, 'না এমন বেশী দূর নয়।' আমার প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল, তাহার পর্দ্দাও বজায় রহিল! সেই হিসাবে আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদিকে তুমি প্রায়ই আস বুঝি ?"

বালিকা বলিল, "হাঁ আমি সিভিল সার্ভিস ষ্টোর্সে টাইপ-রাইটারের কায করি। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যাই। আজ শনিবার বলিয়া শীঘ্র ছুটি পাইয়াছি।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "চল ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া না গিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়া যাওয়া যাউক। ভীড় কম।" বলিয়া তাহার বাহুধারণ করিয়া সাবধানতার সহিত রাস্তা পার করিয়া দিলাম।

টেম্‌স্‌ নদীর উত্তর কূল দিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট নামক রাস্তা গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিলাম, "তুমি কি সচরাচর এই রাস্তা দিয়াই যাও ?"

বালিকা বলিল, "না, এ রাস্তায় যদিও ভীড় কম, তথাপি ময়লা কাপড়পরা লোকের সংখ্যা অধিক। আমি তাই ষ্ট্র্যাণ্ড এবং হোয়াইট হল দিয়াই বাড়ী যাই।"

আমি মনে মনে এই অশিক্ষিতা দরিদ্রা বালিকার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। ইংরাজ জাতির সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার নিকট আমার আত্মপরাজয় ইহাই প্রথমবার নহে।

কথোপকথনে আমরা ওয়েষ্টমিন্ষ্টার ব্রিজের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমি বলিলাম, "তোমাকে কি অ্যালিস বলিয়া ডাকিব, না মিস ক্লিফর্ড বলিব ?"

মৃদু হাসিয়া বালিকা বলিল, "আমি ত এখনও যথেষ্ট বড় হই নাই। আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে পারেন। লোকে আমাকে ম্যাগি বলিয়া ডাকে।"

"তুমি কি বড় হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন বল দেখি ?"

"বড় হইলে আমি কর্ম্ম করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার মা বৃদ্ধ হইয়াছেন।"

"তুমি যে কর্ম্ম কর, তাহা তোমার মনঃপূত ?"

"না। আমার কর্ম্ম বড় যন্ত্রের মত। আমি এমন কর্ম্ম করিতে চাহি, যাহাতে আমার মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। যেমন সেক্রেটারির কাষ।"

হাউসেস অব পার্লামেণ্টের নিকট পুলিসপ্রহরী পদচারণা করিতেছে। তাহা দক্ষিণে রাখিয়া, ওয়েষ্টমিন্ষ্টার ব্রিজ পার হইয়া, আমরা ল্যাম্বেথ-এ গিয়া পড়িলাম। ইহা দরিদ্রের পল্লী।

ম্যাগি বলিল, "আমি যদি কখনও সেক্রেটারি হইতে পারি, তবে মাকে এ পাড়া হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব।"

ছোটলোকের ভীড় অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার প্রথম নামটি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় নামটি তোমার ডাকনাম হইল কেন ?"

ম্যাগি বলিল, "আমার মার প্রথম নামও অ্যালিস, তাই আমার পিতা আমার দ্বিতীয় নামটিই সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকিতেন।"

"তোমার পিতা তোমাকে ম্যাগি বলিতেন, না ম্যাগ্সি বলিয়া ডাকিতেন ?"

"যখন আদর করিয়া ডাকিতেন, তখন ম্যাগ্সি বলিয়াই ডাকিতেন। আপনি কি করিয়া জানিলেন ?"

রহস্য করিয়া বলিলাম, "হাঁ হাঁ, আমরা ভারতবর্ষীয় কিনা, আমাদের যাদুবিদ্যা ও ভূত ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় জানা আছে।"

বালিকা বলিল, "তাহা আমি শুনিয়াছি।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বটে! কি শুনিয়াছ ?"

"শুনিয়াছি, ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে যাহারা অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন। তাহাদিগকে ইয়োগী (Yogi) বলে। কিন্তু আপনি ত ইয়োগী নহেন!"

"কেমন করিয়া জানিলে ম্যাগি, আমি ইয়োগী নহি?"

"ইয়োগীগণ মাংস ভক্ষণ করে না।"

"তাই বুঝি তুমি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি নিরামিষ-ভোজী কিনা?"

বালিকা উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা একটি সঙ্কীর্ণ গৃহদ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। পকেট হইতে ল্যাচ-কী বাহির করিয়া ম্যাগি দরজা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল, "আসুন।"

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

আমি প্রবেশ করিতে ম্যাগি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সিঁড়ির নিকট গিয়া একটু উচ্চস্বরে বলিল, "মা, তুমি কোথা?"

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল, "আমি রান্নাঘরে রহিয়াছি বাছা, নামিয়া আইস।"

এখানে বলা আবশ্যক, লণ্ডনের রাজপথগুলি ভূমি হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। রান্নাঘর প্রায়ই রাস্তার সমতলতা হইতে নিম্ন হয়।

মার স্বর শুনিয়া, আমার প্রতি চাহিয়া ম্যাগি বলিল, "Do you mind?"

আমি বলিল্যম, "Not in the least,—চল।"

সিঁড়ি দিয়া বালিকার সঙ্গে আমি তাহাদের রান্নাঘরে নামিয়া গেলাম।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাগি বলিল, "মা, একটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধা আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "কই তিনি?"

আমি ম্যাগির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সস্মিতমুখে প্রবেশ করিলাম। বালিকা পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিল—"ইনি মিষ্টার গুপ্ত। ইনি আমার মা।"

"How do you do?"—বলিয়া আমি করপ্রসারণ করিয়া দিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন। আমার হাত ভাল নয়।"—বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন—"আজ শনিবার, তাই কেক প্রস্তুত করিতেছি। সন্ধ্যাবেলা লোক

আসিয়া ইহা কিনিয়া লইয়া যাইবে, রাত্রে রাজপথে ইহা বিক্রয় হইবে। এইরূপ করিয়া কষ্টে আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি।"

দরিদ্রপল্লীতে শনিবার রাত্রিটা মহোৎসবের ব্যাপার। পথে পথে আলোকময় ঠেলাগাড়ীতে করিয়া অসংখ্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। রাজপথে এই সন্ধ্যায় ভীড় সকল দিন অপেক্ষা অধিক। শনিবারেই দরিদ্রগণের একটু খরচপত্র করিবার দিন, কারণ সেইদিনই তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইয়া থাকে।

ড্রেসার-এর* উপর ময়দা, চর্ব্বি, কিসমিস, ডিম্ব প্রভৃতি কেক প্রস্তুতের উপকরণগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। টিনের আধারে সদ্যপক্ক কয়েকটি কেকও রহিয়াছে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "গরীব মানুষের পাকশালায় বসা কি আপনার প্রীতিকর হইবে? আমার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ম্যাগি, তুই ইঁহাকে বসিবার ঘরে লইয়া যা। আমি এখনই আসিতেছি।"

আমি বলিলাম, "না না। আমি এখানে বেশ বসিতে পারিব। আপনি বেশ কেক তৈয়ারী করিতেছেন ত!"

মিসেস ক্লিফর্ড সস্মিতমুখে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ম্যাগি বলিল, "মা বেশ টফি তৈয়ারি করেন। খাইয়া দেখিবেন?"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। ম্যাগি একটা কবার্ড খুলিয়া একটি টিনের কৌটাপূর্ণ টফি আনিয়া হাজির করিল। আমি কয়েকটি খাইয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলাম।

কেক তৈয়ারি করিতে করিতে মিসেস ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ মহাশয়?"

"সুন্দর দেশ।"

"বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি?"

"নিরাপদ বইকি। তবে এদেশের মত ঠাণ্ডা নহে, কিছু গরম দেশ।"

"সেখানে নাকি সর্প ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত অধিক? তাহারা মানুষকে বিনাশ করে না?"

* রান্নাঘরের টেবিলের নাম ড্রেসার।—লেখক।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাহারা লোকালয়ে আসে না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা বিনষ্ট হয়।"

"আর জ্বর ?"

"জ্বর ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে—সর্ব্বত্র নহে, এবং সব সময়েও নহে।"

"আমার পুত্র পঞ্জাবে আছে। সে সৈনিক-পুরুষ। পঞ্জাব কেমন স্থান মহাশয় ?"

"পঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জ্বর কম। স্বাস্থ্য খুব ভাল।"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম।"

তাঁহার কেক তৈয়ারী শেষ হইল। কন্যাকে বলিলেন—"ম্যাগি, তুই মিষ্টার গুপ্তকে উপরে লইয়া যা। আমি হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি।"

ম্যাগি অগ্রে অগ্রে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাব-পত্র অতি সামান্য এবং অল্পমূল্য। মেঝের উপর কার্পেট-খানি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ছিন্ন, কিন্তু সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ম্যাগি কক্ষে আসিয়া পর্দ্দাগুলি সরাইয়া, জানালাগুলি খুলিয়া দিল। একটি কাচে আবৃত পুস্তকের কেস ছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস ক্লিফর্ড চায়ের ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। চা পান করিতে করিতে আমি ভারতবর্ষের গল্প করিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড তাঁহার পুত্রের একখানি ফোটোগ্রাফ দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষ যাত্রার পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ফ্রান্সিস অথবা ফ্রাঙ্ক। ম্যাগি একখানি ছবির বই বাহির করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে তাহার দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সিমলাশৈলের অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি রহিয়াছে। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে—'To Maggie on her birthday from her loving brother-Frank."

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি, সেই আংটিটা মিষ্টার গুপ্তকে দেখা না।"

আমি বলিলাম, "তোমার দাদা পাঠাইয়াছেন নাকি? কই ম্যাগি কি রকম আংটি দেখি?"

ম্যাগি বলিল, "সে একটি যাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়। একজন ইয়োগী সেটি ফ্রাঙ্ককে দিয়াছিল।"—বলিয়া আংটি বাহির করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইহা হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?"

Crystal gazing নামক একটা ব্যাপারের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম আংটিতে একটি স্ফটিক বসান রহিয়াছে। হাতে করিয়া সেটি দেখিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক ওটি পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিল, সংযত মনে ঐ স্ফটিকের পানে চাহিয়া দূরবর্ত্তী যে কোনও মানুষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইয়োগী ফ্রাঙ্ককে এই কথা বলিয়াছিল। বহুদিন ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ না পাইয়া, আমি ও ম্যাগি অনেকবার উহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার দেখুন না! আপনি হিন্দু, আপনি সফল হইতে পারেন।"

দেখিলাম, কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে। অথচ ইহা যে কিছুই নয়, একটা পিতলের আংটি এবং একটুকরা সাধারণ কাচ মাত্র, তাহাও এই জননী ভগিনীকে বলিতে মন সরিল না। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ফ্রাঙ্ক সেই বহুদূর স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি অভিনব অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে, সে বিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া দিই কি প্রকারে?

মিসেস ক্লিফর্ড ও ম্যাগির আগ্রহ দর্শনে, অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া স্ফটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলাম। অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "কই, আমি ত কিছু দেখিলাম না।"

মাতা, কন্যা উভয়েই একটু দুঃখিত হইল। বিষয়ান্তরের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিলাম, "ঐ যে একটি বেহালা রহিয়াছে দেখিতেছি, ওটি তোমার বুঝি ম্যাগি?"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "হাঁ। ম্যাগি বেশ বাজাইতে পারে। একটা কিছু বাজাইয়া শুনাইয়া দে না ম্যাগি।"

ম্যাগি তাহার মাতার প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল, "Oh, mother!"

আমি বলিলাম, "ম্যাগি, একটা বাজাও না। আমি বেহালা শুনিতে বড় ভালবাসি। দেশে আমার একটি বোন আছে, সেও তোমারই মত এত বড় হইবে, সে আমায় বেহালা বাজাইয়া শুনাইত।"

ম্যাগি বলিল, "আমি যেরূপ বাজাই, তাহা মোটেই শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

আমার পীড়াপীড়িতে শেষে ম্যাগি বাজাইতে স্বীকৃত হইল। বলিল—"আমার ভাণ্ডারে অধিক কিছুই নাই। কি শুনিবেন?"

"আমি ফরমাস করিব? আচ্ছা তাহা হইলে তোমার music-case লইয়া এস—কি কি আছে দেখি।"

ম্যাগি একটি কালো চামড়ায় নির্ম্মিত পুরাতন মিউজিক-কেস বাহির করিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বরলিপিই অকিঞ্চিৎকর, যথা 'Goodbye Dolly Grey', 'Honeysuckle and the Bee' প্রভৃতি। কয়েকটি রহিয়াছে যাহা যথার্থ ই ভাল জিনিষ, যদিও ফ্যাসান হিসাবে বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে—যথা, 'Annie Laurie', 'Robin Adair,' 'The Last Rose of Summer', ইত্যাদি। দেখিলাম, কয়েকটি স্কচ গানও রহিয়াছে। আমি স্কচ গানের বড়ই পক্ষপাতী। তাই 'Blue-bells of Scotland' নামক স্বরলিপিটি বাছিয়া আমি ম্যাগির হস্তে দিলাম।

ম্যাগি বেহালায় বাজাইতে লাগিল, আমি মনে মনে স্থর করিয়া গানটি গাহিতে লাগিলাম—

"Oh where—and oh where—is my
Highland laddie gone!"

বাজান শেষ হইলে, ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি কখনও উপযুক্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় নাই। যাহা শিখিয়াছে, তাহা নিজের যত্নে শিখিয়াছে মাত্র। যদি কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তবে উহাকে lessons লওয়াইবার বন্দোবস্ত করিব।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বলিলাম, "ম্যাগি, আর কিছু বাজাও না।"

এখন ম্যাগির সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে। বলিল—"কি বাজাইব নির্দ্দেশ করুন।"

আমি তাহার স্বরলিপিগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গান সৌখিন সমাজে আদৃত, তাহার কোনটিই দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, সে সকল গানের প্রতিধ্বনি এখনও এ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করে নাই।

খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটি যথার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বরলিপি হাতে পাইলাম। এটি Gounod কর্ত্তৃক বিরচিত Faust-নামক Opera হইতে Flower song গান—হাতে তুলিয়া অনুরোধ করিলাম, "এইটি বাজাও।"

ম্যাগি বাজাইল। শেষ হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিলাম। Culture নামক জিনিষটা ইউরোপীয় সমাজের কত নিম্নস্তর অবধি প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগি এই কঠিন স্বরলিপিটিও সুন্দর বাজাইল—অথচ সে একটি নিম্নশ্রেণীর বালিকামাত্র। ভাবিলাম, কলিকাতার কোনও দিগ্‌গজ ব্যারিষ্টার বা প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ানের এই বয়সের কন্যা, গুনোর ফাউষ্ট হইতে একটি সঙ্গীত যদি এমন সুন্দরভাবে বাজাইতে পারিত, তবে সমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত।

ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটি ওকি তুমি নিজে শিখিয়াছ?"

"না। এটি আমি নিজে শিখিতে পারি নাই। আমাদের গির্জ্জার মিন্‌ষ্টারের কন্যার নিকট আমি এটি শিখিয়াছি। আপনি কখনও এ অপেরা শুনিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "না। আমি অপেরায় কখনও ফাউষ্ট শুনি নাই। তবে গইটের ফাউষ্টের ইংরাজি অনুবাদ, লাইসীয়মে অভিনয় দেখিয়াছি বটে।"

"লাইসীয়মে? যেখানে আর্ভিং অভিনয় করেন?"

"হাঁ। তুমি কখনও আর্ভিং-এর অভিনয় দেখিয়াছ?"

ম্যাগি দুঃখিতভাবে বলিল, "না, আমি কোন ওয়েষ্ট-এণ্ড থিয়েটারে কখনও যাই নাই। আর্ভিংকে কখনও দেখি নাই। ছবির দোকানের জানালায় তাঁহার ফোটোগ্রাফ দেখিয়াছি মাত্র।"

"এখন আর্ভিং লাইসীয়মে Merchant of Venice অভিনয় করিতেছেন। মিসেস ক্লিফর্ড আর তুমি যদি একদিন এস, তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাই।"

মিসেস ক্লিফর্ড ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জানালেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি সান্ধ্য-অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, না অপরাহ্নের অভিনয় ?"

এখানে লণ্ডনের থিয়েটার সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। কলিকাতার থিয়েটারের মত, আজ অমুক নাটকের অভিনয়ে 'হৈ হৈ শব্দ রৈ রৈ কাণ্ড'—কাল নাটকান্তরে 'হাসির হর্‌রা, গানের গর্‌রা, আমোদের ফোয়ারা' উপস্থিত হয় না। প্রথমতঃ, সেখানে থিয়েটারে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে (রবিবার ছাড়া)। ইহা ব্যতীত কোনও থিয়েটারে শনিবারে, কোনটাতে বা বুধবারে, কোনটাতে বা শনি ও বুধ উভয় বারেই 'ম্যাটিনে' অর্থাৎ অপরাহ্ন-অভিনয়ও হইয়া থাকে। একটি নাটক কোনও থিয়েটারে আরম্ভ হইলে, প্রতিদিন তাহারই অভিনয় হয়। যতদিন অবধি দর্শকের অভাব না ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। এইরূপে কোনও নাটক দুই মাস বা ছয় মাস—বা লোকপ্রিয় Musical comedy হইলে এমন কি দুই তিন বৎসর অবধি অবিচ্ছেদে অভিনীত হইতে থাকে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমার শরীর ভাল নহে। অপরাহ্ন-অভিনয়ই সুবিধা। এক শনিবারে, ম্যাগির ছুটির পর একত্র যাওয়া যাইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "উত্তম। সোমবার দিন গিয়া, সামনের যে শনিবারের জন্য পাই, সেই শনিবারের টিকিট কিনিয়া রাখিয়া আপনাকে তারিখ জানাইব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, আপনি যেন অধিক মূল্যের টিকিট কিনিবেন না। তাহা যদি কেনেন, তবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

আমি বলিলাম, "না, অধিক মূল্যের টিকিট কিনিব কেন ? আপার সার্কলের টিকিট কিনিব এখন। আমি ত আর একজন ভারতবর্ষীয় রাজা নহি।—ভাল কথা, Merchant of Venice পড়িয়াছ ?"

"মূল নাটক পড়ি নাই। স্কুলে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে Lamb's Tales হইতে গল্পাংশ কতকটা উদ্ধৃত ছিল। তাহাই পড়িয়াছি।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় মূল নাটক একখানি পাঠাইয়া দিব। বেশ করিয়া পড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে অভিনয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সোমবার দিন বেলা দশটার সময় লাইসীয়মের বক্স-অফিসে গিয়া কর্ম্মচারীকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগামী শনিবার অপরাহ্ণ-অভিনয়ের জন্য আমাকে তিনখানা আপার সার্কলের টিকিট দিতে পারেন?"

কর্ম্মচারী বলিল, "না মহাশয়, এখন সামনের দুই শনিবার দিতে পারি না। সমস্ত আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

"তৃতীয় শনিবার?"

"সেদিন দিতে পারি।"—বলিয়া সে ব্যক্তি, সেই তারিখ অঙ্কিত একটি প্ল্যান বাহির করিল। দেখিলাম সে তারিখেও আপার সার্কলের অনেক আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সেই সেই আসনের নম্বরগুলি নীল পেন্সিল দিয়া কাটা রহিয়াছে।

প্ল্যানখানি হাতে লইয়া, খালি আসনগুলি হইতে বাছিয়া, পরস্পর সংলগ্ন তিনটি আসন পছন্দ করিয়া, তাহার নম্বর কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলাম। সেই নম্বরযুক্ত তিনখানি টিকিট ক্রয় করিয়া, বার শিলিং মূল্য দিয়া চলিয়া আসিলাম।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে ম্যাগিকে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে **Indian Rajah** নামক হস্তীর পৃষ্ঠে অন্যান্য বালকবালিকার সহিত ম্যাগিও আরোহণ করিয়াছিল। হাতী চড়িয়া তাহার খুসীর আর সীমা নাই।

এখনও পর্য্যন্ত কিন্তু তাহার ভ্রাতার কোনও সংবাদ আসে নাই। একদিন মিসেস ক্লিফর্ডের অনুরোধক্রমে ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম, যে রেজিমেণ্টে ফ্রাঙ্ক আছে, তাহা এখন সীমান্ত-সমরে নিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া অবধি মিসেস ক্লিফর্ড অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম, সে লিখিয়াছে—

প্রিয় মিষ্টার গুপ্ত,

আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহ কাল কর্মস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া একবার আসেন তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব।

ম্যাগি

আমি যে পরিবারে বাস করিতাম, তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বেই ম্যাগি ও তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম।

গৃহিণী আমাকে বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ লইয়া যাইও। মেয়েটি এক সপ্তাহ কর্ম্ম করে নাই, বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।"

প্রাতরাশের পর, আমি কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ল্যাম্বেথ যাত্রা করিলাম। তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দরজায় ঘা দিলাম। ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরগত। আমাকে দেখিয়াই বলিল—"Oh, thank you Mr. Gupta. It is so kind—"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন?"

ম্যাগি বলিল, "মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্রাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয় ত তিনি বাঁচিবেন না।"

আমি ম্যাগিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। নিজের রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

আমি বলিলাম, "কি ম্যাগি?"

"বসিবার ঘরে আসুন, বলিব।"

পাছে আমাদের পদশব্দে পীড়িতা বৃদ্ধা জাগরিত হন, তাই আমরা সাবধানে বসিবার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দাঁড়াইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ম্যাগি?"

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি কিছু না বলিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই? —ইহার ভ্রাতা সীমান্ত-সমরে, জীবিত কি মৃত তাহা ভগবানই জানেন।

পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল মাতা। সেই মাতা চলিয়া গেলে, ইহার দশা কি হইবে? এই যৌবনোন্মুখী বালিকা, এই লণ্ডনে দাঁড়াইবে কোথা?

আমি জোর করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হস্তাবরণ খুলিয়া দিলাম। বলিলাম—"ম্যাগি, কি বলিবে বল। আমার দ্বারা যদি তোমার কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।"

ম্যাগি বলিল, "মিঃ গুপ্ত, আমি যাহা প্রস্তাব করিব, তাহা শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন জানি না। তাহা যদি অত্যন্ত গর্হিত হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"কি? কি প্রস্তাব?"

"গতকল্য সারাদিন মা খালি বলিয়াছেন, মিষ্টার গুপ্ত আসিয়া যদি সেই স্ফটিকের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, তবে হয়ত ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ বলিতে পারেন। তিনি ত হিন্দু বটেন।—আমি তাই আপনাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম।"

"তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অঙ্গুরীয় লইয়া এস—আমি অবশ্যই পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল, "কিন্তু এবারও যদি নিষ্ফল হয়?"

আমি ম্যাগির মনের ভাব বুঝিলাম। বুঝিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ম্যাগি বলিল, "মিষ্টার গুপ্ত, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, হিন্দুজাতি অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। আপনি যদি স্ফটিক অবলোকন করিবার পর মাকে কেবলমাত্র বলেন, ফ্রাঙ্ক ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা হইবে? বড় অন্যায় হইবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি পুণ্যাত্মা নহি—এ জীবনে আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আজ এই পাপটিও করিব। এইটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পাপ হইবে।

প্রকাশ্যে বলিলাম, "ম্যাগি তুমি চুপ কর, কাঁদিও না। কই সে অঙ্গুরীয়, দাও একবার ভাল করিয়া দেখি। যদি কিছু দেখিতে না পাই, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। তাহা যদি অন্যায় হয়, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ম্যাগি আমাকে অঙ্গুরীয় আনিয়া দিল। আমি সেটি হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম, "যাও, তুমি দেখ তোমার মা জাগিয়াছেন কিনা।"

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আসিল। বলিল—"মা জাগিয়াছেন। আপনার আগমন সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছি।"

"আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি ?"

"আসুন।"

বৃদ্ধার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া বলিলাম—"মিসেস ক্লিফর্ড, আপনার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা তাঁহার উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন—"আপনি স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি ?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম, "হ্যাঁ মিসেস ক্লিফর্ড, আমি স্ফটিকেই ইহা দেখিলাম।"

বৃদ্ধার মস্তক আবার উপাধানের সহিত মিলিত হইল। তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "God bless you—God bless you."

মিসেস ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

আমার দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। একবার ইচ্ছা হইল, ল্যাম্বেথ-এ গিয়া ম্যাগি ও তাহার জননীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া আসি। কিন্তু সে পরিবার এখন শোকসন্তপ্ত। সীমান্ত-যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নিহত হইয়াছে। মাসখানেক হইল, কালো বর্ডার দেওয়া চিঠিতে ম্যাগিই এ সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, যে সময় আমি মিসেস ক্লিফর্ডকে বলিয়াছিলাম তাঁহার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহার পূর্ব্বেই ফ্রাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল কারণে মিসেস ক্লিফর্ডের নিকট আমার আর মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই আমি একখানি পত্র লিখিয়া, ম্যাগি ও তাহার মাতার নিকট বিদায় বার্ত্তা জানাইলাম।

ক্রমে লণ্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি অদ্য দেশযাত্রা করিব। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে বসিয়াছি, এমন সময় বহির্দ্বারে শব্দ উত্থিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দাসী আসিয়া বলিল, "Please Mr. Gupta, মিস ক্লিফর্ড আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

আমার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নাই। বুঝিলাম ম্যাগি আমার নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। পাছে তাহার কর্ম্মস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, তাই আমি তখনই গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিলাম। হলে গিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া ম্যাগি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নিকটেই পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল, তাহার মধ্যে ম্যাগিকে লইয়া গিয়া বসাইলাম।

ম্যাগি বলিল, "আপনি আজ চলিলেন ?"

"হাঁ ম্যাগি, আজই আমার যাত্রা করিবার দিন।"

"দেশে পৌঁছিতে আপনার কয়দিন লাগিবে ?"

"দুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে।"

"কোন্ স্থানে আপনি থাকিবেন ?"

"আমি পঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি। কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে হইবে, সেখানে না পৌঁছিলে জানা যাইবে না।"

"সেখান হইতে সীমান্ত কি অনেক দূর ?"

"না, অধিক দূর নহে।"

"দেরা-গাজীখাঁর নিকট ফোর্ট মন্‌রোতে ফ্রাঙ্কের সমাধি আছে।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিল।

বলিলাম—"আমি যখন ওদিকে যাইব, তখন অবশ্যই তোমার ভ্রাতার সমাধি দর্শন করিয়া, তোমায় পত্র লিখিব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু আপনার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না ?"

"কি কষ্ট ? কি অসুবিধা ? আমি যেখানে থাকিব, সেখান হইতে দেরা-গাজীখাঁ ত অধিক দূর হইবে না। আমি নিশ্চয়ই একবার সুবিধামত গিয়া, তোমায় পরে সব জানাইব।"

ম্যাগির মুখখানি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ধন্যবাদ দিল—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। নিজের পকেট হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া, আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"আপনি যখন যাইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া এক শিলিং দিয়া কিছু ফুল ক্রয় করিয়া, আমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া আসিবেন।"

ভাবের আবেগে আমি চক্ষু নত করিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম, বালিকার এই বহু কষ্টার্জ্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই। বলি, আমাদের দেশে ফুল যেখানে সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম। এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে বহু শ্রমলব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য—সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া ফল কি?—এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম।

বলিলাম—"ম্যাগি, আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া, তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া দিব।"

ম্যাগি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"আমি আর আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? আমার কর্ম্মস্থানে যাইবার বেলা হইল। Good bye ;—পত্রাদি যেন পাই।"

আমি উঠিয়া ম্যাগির হস্তখানি নিজহস্তে লইলাম। বলিলাম—"Good bye Maggie—God bless you" ;—বলিয়া তাহার হাতখানি স্বীয় ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া তাহাতে একটি চুম্বন করিলাম।

ম্যাগি চলিয়া গেল।

চক্ষের দুই ফোঁটা জল রুমালে মুছিয়া, বাক্স-তোরঙ্গ গোছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম।

পুনর্মূষিক

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

গ্রীষ্মকাল। বারীন্দ্রনাথের সান্ধ্যভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আটটা বাজিয়াছে—কিন্তু এখনও লণ্ডনে সুস্পষ্ট দিবালোক। জুন মাসে রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে অন্ধকার হয় না।

বারীন্দ্রনাথ বেজ্‌ওয়াটারে থাকিত, আইন পড়িত—অন্ততঃ আইন পড়িবার জন্যই তাহার খুড়ামহাশয় তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। সে দুই বৎসর আসিয়াছে—কিন্তু এখনও কোনও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার কিম্বা আইনের বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সম্প্রতি সে একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এবার দেশ হইতে টাকা আসিলেই সে দুই একখানি আইনের বহি ক্রয় করিবে এবং গ্রীষ্মের বন্ধের পর টার্ম আরম্ভ হইলেই রীতিমত লেকচার শুনিতে যাইবে। অধিক কি, সে আজ দুই সপ্তাহ কোনও থিয়েটারে যায় নাই এবং গত রবিবার মিস ম্যানিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া টেবিল পরিষ্কার করিতে লাগিল।

সিগারেট মুখে বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস ব্রাউন।"

"কি মহাশয়?"

"আমাকে দশ শিলিং ধার দিতে পার?"

এপ্রন-বস্ত্রে হাত মুছিতে মুছিতে মিসেস ব্রাউন বলিল, "দশ শিলিং? মিষ্টার চাটার্জ্জি, আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আমার কাছে ত নাই। তিন সপ্তাহ আপনার বিল বাকী পড়িয়া গিয়াছে—সেই জন্য আমাকে অনেক কষ্টে চালাইতে হইতেছে। দুধওয়ালা দাম লইতে আসিয়াছিল, তিনবার ফিরাইয়া দিয়াছি। মাংসবিক্রেতাকে—"

বারীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "মিসেস ব্রাউন!"

"মহাশয়?"

"ও সব আমাকে বলিয়া কোন ফল আছে কি? দেখ, আগামী সপ্তাহে দেশ

হইতে আমার টাকা আসিবে। কুড়ি পাউণ্ড আসিবে, এক আধ টাকা নয়। তোমার বিশ্বাস না হয়, এই দেখ আমার বাড়ীর চিঠি।"

বলিয়া পকেট হইতে একখানা বাঙ্গালা চিঠি বাহির করিয়া বারীন্দ্র সগর্ব্বে মিসেস ব্রাউনের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মিসেস ব্রাউন পত্রখানা লইয়া আলোকের নিকট ধরিয়া, উলটিয়া পালটিয়া দুই মিনিট কাল নিরীক্ষণ করিল। শেষে বলিল—"এ কোন্ ভাষা মহাশয়?"

"কোন্ ভাষা কি? বাঙ্গলা—বাঙ্গলা—পড়িতে পারিতেছ না?"

"বাঙ্গলা? Dear me!—তা, আমি কি বাঙ্গলা জানি মহাশয়?"

"বাঙ্গলা জান না?"

"না মিষ্টার চাটার্জ্জি।"

"I see—আমি মনে করিতাম তুমি বাঙ্গলা জান বুঝি। আচ্ছা, সেই স্থানটা তোমায় অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছি।"

বলিয়া, বারীন্দ্র উঠিয়া ল্যাণ্ডলেডির নিকট গেল। পত্রখানি হাতে লইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এই দেখ—এই লেখা রহিয়াছে—'এখানে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। বরফের সের একটাকা করিয়া।'—দেখিতেছ ত?"

মিসেস ব্রাউন সংশয়ের সহিত বলিল, "দেখিতেছি বটে।"

বারীন্দ্র বলিল, "ইহার অনুবাদ—I am sending you twenty pounds next week—দেখ, এখন বিশ্বাস হইল ত? যাও, তোমার কাছে না থাকে, তোমার স্বামীর নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া দাও। আগামী সপ্তাহে দিব্য একখানি ভারি গোছের চেক পাইবে।"

মিসেস ব্রাউন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিল। শেষে বলিল—"এখনই চাই কি? কাল সকালে দিলে হইবে না?"

বারীন্দ্র প্রবলভাবে মস্তক নাড়িয়া বলিল, "The idea! দেখ, আজ রাত্রি নয়টার সময় মিস ম্যানিংয়ের Soireeতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। আমি কি সান্ধ্যবেশ পরিয়া, সাধারণ লোকের মত অম্‌নিবসে আরোহণ করিয়া যাইব? আমার ক্যাব চাই।"

"কোথায় যাইবেন মহাশয়?"

"মিস ম্যানিংয়ের 'Soiree'তে। 'Soiree' কাহাকে বলে জান?"

"কখনও শুনি নাই ত !"

"ইভনিং পার্টি শুনিয়াছ ? সেই তাই। ফরাসী ভাষায় 'সোয়ারি' বলে।"

সবিস্ময়ে মিসেস ব্রাউন বলিল, "Dear me !"

"যাও যাও যাও। আমি ততক্ষণ সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া আসি।"

"আচ্ছা যাই।"

"আর, আমার এই বসিবার ঘরে খানকতক বিস্কুট আর একটু হুইস্কি রাখিয়া দিও। সেখানে সুন্দরী মহিলাগণের সহিত প্রেমালাপ করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিব। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইবে ; বুঝিলে ?"

"আচ্ছা, রাখিয়া দিব এখন।"

মিসেস ব্রাউন অন্তর্হিত হইয়া গেল। বারীন্দ্রও গুণগুণ স্বরে গান করিতে করিতে, সান্ধ্যবেশ পরিধান করিবার জন্য নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

রাত্রি নয়টার পর, বারীন্দ্রনাথের ক্যাব আসিয়া ইম্পীরিয়ল ইনষ্টিট্যুটের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ইহা একটি প্রকাণ্ড বৃহৎ অট্টালিকা। ইহার বহু বিভাগ আছে, অনেক হল আছে। "জাহাঙ্গীর হলে" মিস ম্যানিংয়ের সান্ধ্যমিলন-সভা সমবেত। মিস ম্যানিং মাঝে মাঝে এইরূপ মিলন-সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। লণ্ডন-প্রবাসী সকল ভারতবর্ষীয়গণেরই নিমন্ত্রণ হয়। বহুসংখ্যক ভারতহিতৈষী তদ্দেশবাসী পুরুষ ও মহিলারও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিছু আমোদ প্রমোদেরও বন্দোবস্ত থাকে। এই সভার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষীয়গণের সহিত তথাকার বিশিষ্ট সমাজের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া।

ক্যাব হইতে অবতরণ করিয়া বারীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ি হইতেই আলোকের উচ্ছ্বাস তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। নর-নারীর মৃদু-আলাপের গুঞ্জনধ্বনিও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া দেখিল, সে সুপ্রশস্ত হল বহুজনাকীর্ণ। মহিলাগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য নয়নলোভনীয়। দেখিল, একস্থানে একজন ভারতবর্ষীয় মহারাজা, প্রাচ্যবেশে সুসজ্জিত হইয়া কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত সদালাপ করিতেছেন। অন্যত্র, ভারতবর্ষের একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর, একটি পার্সী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত

হাস্যালাপে নিযুক্ত। অধিকাংশ লোকই দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়াও বেড়াইতেছেন। এখানে ওখানে কয়েকখানি মখমল-মণ্ডিত দীর্ঘাসনও রহিয়াছে—কেহ কেহ সেখানে গিয়াও বসিতেছেন।

বারীন্দ্র প্রবেশ করিয়া প্রথমে মিস ম্যানিংকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে, হলের এক স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মিস ম্যানিংয়ের পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ মহার্ঘ পরিচ্ছদ। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও হাস্যোদ্ভাসিত। তাঁহার শুক্ল কেশগুচ্ছ বিদ্যুতের আলোকে অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত।

বারীন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।"

আরও দুই চারিটি এইরূপ স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ করিয়া তিনি বারীন্দ্রকে কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

বারীন্দ্র দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ করিল। এমন সময় হলের এক প্রান্তে বেহালার শব্দ উত্থিত হইল। একজন ইংরাজ মহিলা, সার এডুইন আর্ণল্ড রচিত একটি ভারতবর্ষীয় কবিতার অনুবাদ সুরসংযোগে গান করিলেন।

ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বারীন্দ্র দেখিল তাহার একটি বন্ধু, ভুবনচন্দ্র দত্ত, একজন বর্ষীয়সী ইংরাজ মহিলার সহিত আলাপ করিতেছে। বারীন্দ্রকে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মহিলাটির নিকট পরিচিত করিয়া দিল, "মিষ্টার চাটার্জ্জি—মিস টেম্পল।"

মিস টেম্পল একটি দীর্ঘাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি বারীন্দ্রকে বলিলেন, "আসুন,—আমার কাছে উপবেশন করুন।"

বারীন্দ্র উপবেশন করিয়া বলিল, "আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন?"

"আমি আসিয়াছি আধ ঘণ্টা হইবে। আপনার নামটি কি ভাল শুনিতে পাইলাম না।"

বারীন্দ্র বলিল, "আমার নাম চাটার্জ্জি।"

"চাটার্জ্জি? চাটার্জ্জি? চ্যাটোপাডিয়া? আপনি ব্রাহ্মণ?"

"তাহাই বটে। আপনি সব জানেন দেখিতেছি।"—বলিয়া বারীন্দ্রনাথ হাস্য করিল।

মিস টেম্পল তাহার কৌতুকহাস্য মোটেই লক্ষ্য না করিয়া, স্বীয় যুগ্মহস্ত প্রাচ্যভাবে ললাটের নিকট উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "নমস্কার।"

হাসিতে হাসিতে বারীন্দ্রনাথও বলিল, "নমস্কার—নমস্কার। আপনি এ সব শিখিলেন কোথা ?"

ভুবন দত্ত বলিল, "মিস টেম্পল যে সম্প্রতি ভারতভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।"

বারীন্দ্র বলিল, "Oh, how interesting! কতদিন আপনি ভারতবর্ষে ছিলেন ?"

"ছয় মাস।"

"আপনার এই সময় আমোদে কাটিয়াছিল ত ?"

বৃদ্ধা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি আমোদ করিতে যাই নাই। শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।"

মিস টেম্পলের এই ভাব দেখিয়া ও এই কথা শুনিয়া বারীন্দ্র মনে মনে কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু মৌখিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল—"আমি শুনিয়া সুখী হইলাম। এদেশের অধিকাংশ লোকেরাই আমোদের উদ্দেশ্যে ভারতভ্রমণ করিতে যান। ভারতবর্ষের বহুসহস্র বৎসরের জ্ঞান গরিমার সন্ধান তাঁহারা পান না।"

মিস টেম্পল বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ দুই চারিটি মহাৎমার সহিত সেখানে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা তাঁহাদের মুখে শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া আসিয়াছি।"

বারীন্দ্র পরম ধার্ম্মিক সাজিয়া বলিল, "হিন্দুধর্ম্ম জগতের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য—এই দুইটিই আমাদের চিরগৌরবের বিষয়।"

মিস টেম্পল বলিলেন, "আপনি কি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন ?"

"সামান্য।"

"আমি সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াছি। সে ধ্বনি যেমন মধুর তেমনই গম্ভীর। আপনি দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করুন না।"

বারীন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, শ্রবণ করুন—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।

যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥”

বলিয়া বারীন্দ্র নিস্তব্ধ হইল।

মিস টেম্পল বলিলেন, “কি সুন্দর! কি সুন্দর! মিঃ চাটার্জ্জি, শ্লোকটি কি কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিলেন?”

বারীন্দ্র তাহার সঙ্গী ভুবন দত্তের প্রতি চাহিয়া, একটু হাস্য করিয়া বলিল, “ঠিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিতে পারি না। ইহা দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।”

মিস টেম্পল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “বটে। বটে! এ শ্লোকের ভাবার্থটি কি?”

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বারীন্দ্র বলিল, “ইহার ভাবর্থটি অত্যন্ত দুরূহ। এক কথায় বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। তবে আত্মার অবিনশ্বরত্ব-প্রতিপাদক দুই একটি যুক্তি ইহাতে আছে।”

“গ্রন্থখানির নাম কি মিষ্টার চাটার্জ্জি?”

“মেঘদূত।”

মিস টেম্পল তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “মেঘা ডুটা? By কালি ডাসা?”

কথা কয়েকটি শুনিবামাত্র বারীন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল, তবে বোধ হয় মিস টেম্পল সংস্কৃতে অভিজ্ঞা—মেঘদূত কোনও সময়ে পাঠ করিয়া থাকিবেন—তাহার সকল চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া বারীন্দ্রকে একা ফেলিয়া ভুবন দত্ত চট করিয়া সরিয়া পড়িল।

এদিকে তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিলেই নয়। বারীন্দ্র বলিল, “হাঁ, কালিদাস প্রণীত মেঘদূতই বটে।”

মিস টেম্পল বলিলেন, “আহা, আমি যদি সংস্কৃত জানিতাম! ঐ গ্রন্থ যদি পাঠ করিতে পারিতাম!”

শুনিয়া বারীন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বুঝিল, বিপদাশঙ্কা অমূলক।

মিস টেম্পল বলিতে লাগিলেন, “আমি মনে করিতাম মেঘদূত একখানি কাব্যগ্রন্থ।”

বারীন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিল, "হাঁ মিস টেম্পল, উহা কাব্যগ্রন্থও বটে। উচ্চ অঙ্গের কাব্যমাত্রই দর্শন। আর সুন্দর দার্শনিকতত্ত্বমাত্রই কবিতা।"

এই সময় হলের অপর প্রান্তে টুং টাং করিয়া পিয়ানো বাজিয়া উঠিল। একটি ভদ্রলোক গান ধরিলেন।

গান শেষ হইলে বারীন্দ্র মিস টেম্পলকে বলিল, "আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে। আপনাকে কিছু পানীয় আনিয়া দিব কি?"

মিস টেম্পল বলিলেন, "চলুন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।"

বারীন্দ্র স্বীয় বাহুতে তাঁহার বাহু সম্বদ্ধ করিয়া, যে কক্ষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল সেখানে লইয়া গেল।

সেখানে কতিপয় মহিলা চা, কফি প্রভৃতি পান করিতেছেন। তাঁহাদের সহচর পুরুষগণ তাঁহাদের সেবায় ব্যস্ত।

বারীন্দ্র মিস টেম্পলকে একটি আসনে উপবেশন করাইয়া বলিল, "আপনাকে কি আনিয়া দিব? চা না কফি?"

মিস টেম্পল বলিলেন, "বড় গরম। ঠাণ্ডা কিছু আনিয়া দিন।"

"ক্লারেট কপ্?"*

"না না। উহাতে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আর ওসব স্পর্শ করি না!"

মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ্যে বারীন্দ্র বলিল, "তবে একটু হোম্ মেড লেমনেড?"†

"ধন্যবাদ।"

মিস টেম্পলকে শীতল করিয়া, বারীন্দ্র তাঁহাকে পুনশ্চ হলে ফিরাইয়া আনিল।

মিস টেম্পল বলিলেন, "আজ রাত্রি হইয়াছে, আমি গৃহে চলিলাম। আপনার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। আপনি মাঝে মাঝে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই লউন আমার কার্ড।"

বারীন্দ্র তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া, নিজের কার্ড একখানি দিল। বলিল—"আপনি কি একা আসিয়াছেন?"

* ক্লারেটমিশ্রিত এক প্রকার সরবতের নাম Claret cup.

† গ্যাসবিহীন লেমনেডের নাম Home made lemonade.

"হাঁ।"

"আমি নীচে আপনাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিতে পারি কি ?"

"না—ধন্যবাদ। আপনি কষ্ট করিবেন না।"

"কষ্ট কি ? আমার তাহা অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইবে।"

"বহু ধন্যবাদ। আচ্ছা, তবে আসুন।"

বারীন্দ্র ভাবিয়াছিল, একটা ভাড়াটিয়া ক্যাব ডাকিয়া মিস টেম্পলকে উঠাইয়া দিবে। অবতরণ করিয়া রাস্তায় পৌঁছিয়া দেখিল, একটি প্রকাণ্ড নিজস্ব জুড়ীগাড়ী মিস টেম্পলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিয়া বারীন্দ্রের মন বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া উঠিল, কারণ লণ্ডনে যে-সে লোক এরূপ গাড়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না।

গাড়ীতে উঠিবার সময় মিস টেম্পল বলিলেন, "কাল অপরাহ্ণে আপনার কোথাও কোন কায আছে কি ?"

"না।"

"তবে কাল আসিয়া আমার সহিত চা পান করিবেন ?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত।"

বারীন্দ্রকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া মিস টেম্পল গাড়ীতে উঠিলেন। নিমেষের মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন প্রাতরাশের পর বারীন্দ্রের ল্যাণ্ডলেডি তাহাকে বলিল, "গতরাত্রে সেখানে আপনার আনন্দে কাটিয়াছিল ত মহাশয় ?"

একটু মজা করিবার অভিপ্রায়ে, বারীন্দ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হাঁ মিসেস ব্রাউন।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "অমন নিঃশ্বাস ফেলিলেন যে ?"

ভণ্ডামি করিয়া বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস ব্রাউন, আমার অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন।"

"কেন, কি হইয়াছে ?"

"গতরাত্রে আমি প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি।"

ল্যাণ্ডলেডি উচ্চহাস্য করিল। বলিল—"ভাল ভাল, সে ত সুখের কথা। মেয়েটি কি অত্যন্ত সুন্দরী?"

"হাঁ মিসেস ব্রাউন, মারাত্মক রকম সুন্দরী।"

"How interesting! বলুন মহাশয়, সব কথা আমাকে বলুন।"

"কি বলিব? কথা খুঁজিয়া পাই না।"

মিসেস ব্রাউন মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয়ের সময় ঐরূপই হয় বটে।"

বারীন্দ্র চেয়ারে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিল, "মিসেস ব্রাউন, তোমার সঙ্গে কেহ কখনও প্রেমে পড়িয়াছিল?"

মিসেস ব্রাউন রুষ্ট হইয়া বলিল, "কেন মহাশয়? আমি কি কাহারও প্রণয় উদ্রেক করিবার উপযুক্ত নহি?"

"না না, তা বলিতেছি না। শুধু জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ কর কেন?"

"কেহ যদি আমার সঙ্গে প্রণয়ে পড়ে নাই, তবে আমার বিবাহ হইল কেমন করিয়া মহাশয়?"

"তাও ত বটে। তুমি যে বিবাহিতা রমণী, আমি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তোমায় দেখিলে ত গিন্নীবান্নী বলিয়া মনে হয় না।"

মনে মনে খুসী হইয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমাকে কেহ কেহ বলে বটে যে, আমার আসল বয়স অপেক্ষা আমাকে অনেক ছোট দেখায়। আচ্ছা আমার বয়স কত আপনি বলুন ত।"

মিসেস ব্রাউনের বয়স যে পঞ্চাশৎ বর্ষের উপরে উঠিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও দর্শকের ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা নাই। বারীন্দ্র রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিল, "কত? ত্রিশ?"

মিসেস ব্রাউনের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—"না, কিছু বেশী হইয়াছে। আপনার প্রণয়িনীর নাম কি মহাশয়?"

"মিস টেম্পল।"

"আপনার প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব?"

"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না, তবে তিনি আজ আমায় চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

"বেশ বেশ! I wish you a happy afternoon."—বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি প্রস্থান করিল।

পাইপ মুখে করিয়া বারীন্দ্র ভাবিতে লাগিল। গতকল্য তাহার মেঘদূতের শ্লোক লইয়া কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া হাসি পাইল। আর যাহাই হউক, মিস টেম্পল লোকটি যথেষ্ট অদ্ভুত বটে। আজ ঘণ্টা-দুই আগে বাহির হইয়া, ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে গোটাকতক 'আসল' ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া লইয়া যাইবে। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধেও দুই চারিটা বোল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া মিস টেম্পলকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে।

বেলা চারিটা বাজিলে, ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া, ক্যাব লইয়া বারীন্দ্র মিস টেম্পলের গৃহে উপস্থিত হইল। বাড়ীটি পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে অবস্থিত। এখানে অনেক ধনবান ব্যক্তি বাস করেন।

বারীন্দ্র ড্রইং রুমে প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল। ক্রমে মিস টেম্পল প্রবেশ করিয়া প্রাচ্য প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

মিস টেম্পল বসিয়া বলিলেন, "দেওয়ালে ঐ ছবিখানি দেখিতেছেন ? উনি আমার গুরু।"

বারীন্দ্র দেখিল, মুদ্রিতনেত্রে যোগাসনস্থ অর্দ্ধনগ্নকলেবর একটি বাঙ্গালী মূর্ত্তি। নিম্নে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা রহিয়াছে—'স্বামী যোগানন্দ।'

যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া, নিজ সদ্য উপার্জ্জিত বিদ্যা প্রকাশ করিয়া বারীন্দ্র মিস টেম্পলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি স্বামীজির নিকট যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন উপদেশ লইয়াছেন কি ?"

"না, কারণ অভ্যাস করিবার অধিকার আমার এখন নাই। স্বামীজি বলিয়াছেন, তিন বৎসরকাল নিরামিষ ভোজন করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিয়া আবার ভারতবর্ষে গেলে, আমাকে তিনি শিখাইবেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ গঙ্গাজল পান করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু এখানে পাইব কোথায় ? আমি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত জল এখানে পান করিয়া থাকি, তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক অপকার না হইতে পারে।"

বারীন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল, "গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য অতি অসাধারণ। আপনি Mark Twainএর More Tramps Abroad পুস্তক পাঠ করিয়াছেন ?"

"না।"

"সে পুস্তকে Mark Twain ভারতবর্ষে নিজের ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন। বারাণসীতে একটি ইউরোপীয় সিভিল সার্জ্জেনের সহিত তাঁহার দেখা

হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব Mark Twainকে গঙ্গাজল সম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক।"

মিস টেম্পল কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "কি রকম?"

"লেখা আছে, ঐ ডাক্তার এক সময়ে একটা পাত্রে গঙ্গাজল ও অন্য পাত্রে কূপজল লইয়া একটা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পাত্রের মধ্যে কিছু কিছু কলেরার বীজাণু নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত সমস্ত বীজাণু মরিয়া গিয়াছে, কূপজলের বীজাণুগুলি বহুসহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।"

ইহা শুনিয়া মিস টেম্পল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আরও দুই চারিটা সংস্কৃত শ্লোক এবং গল্প বলিয়া বারীন্দ্র তাঁহাকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল।

ছয়টা বাজিল, বারীন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উঠিল।

মিস টেম্পল বলিলেন, "আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনার কোনও কার্য্য আছে কি?"

"না।"

"তবে, সেদিন আসিয়া আমার সঙ্গে ডিনার খাইবেন?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আসিব।"

"আমি কিন্তু নিরামিষভোজী। আপনি মাংসভোজন করেন?"

"করি বটে।"

"তবে ত আপনার কষ্ট হইবে।"

"না মিস টেম্পল, আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ ভোজনেরই পক্ষপাতী। তবে এ দেশে আসিয়া স্বাস্থ্যের অনুরোধে মাংসভোজন করিতে হয়।"

মিস টেম্পল উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "ভুল। মহা ভুল। মাংসভোজন না করিলে এ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, ইহা একটি কুসংস্কার মাত্র। এই দেখুন, আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আজ ছয় মাসকাল নিরামিষ ভোজন করিতেছি। আমার কি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে?"

বারীন্দ্র বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "বলেন কি! তবে আমিও এবার অবধি নিরামিষ ভোজন করিব। তাহাই আমার তৃপ্তিজনক।"

মিস টেম্পল শুনিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন—"শনিবার ৭টার সময় আসিবেন।"

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

শনিবার আসিল। বারীন্দ্র সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইল। তাহার ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া বলিল, "মিষ্টার চাটার্জ্জি, আজ কি আপনি বাহিরে ডিনার খাইবেন নাকি? আমায় ত পূর্ব্বে বলেন নাই।"

বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস ব্রাউন, আমি বলিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "প্রেমে পড়িলে মানুষের ঐ রকমই হয়। আপনার প্রণয়িণীর গৃহে নিমন্ত্রণ বুঝি?"

"হাঁ মিসেস ব্রাউন। নহিলে দেখিতেছ না, এত সাবধানতার সহিত বেশবিন্যাশ করিব কেন? আমাকে দেখিতে কেমন দেখাইতেছে বল দেখি?"

মিসেস ব্রাউন বলিল, "**Stunning**! আপনি যদি আজ প্রোপোজ করেন, তবে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।"

"মিসেস ব্রাউন, কি বলিয়া প্রোপোজ করিতে হয় আমাকে শিখাইয়া দিতে পার? আচ্ছা, তুমি যখন মিষ্টার ব্রাউনকে প্রোপোজ করিয়াছিলে, কি বলিয়াছিলে?"

এই কথায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "মহাশয়! মহাশয়! প্রোপোজ করিয়াছিলাম কি আমি?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া বারীন্দ্র বলিল, "তবে কে?"

"স্ত্রীলোক কখনও প্রোপোজ করে? মিষ্টার ব্রাউন আমাকে প্রোপোজ করিয়াছিলেন।"

বারীন্দ্র বলিল, "**I see**—আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি বুঝি করিয়াছিলে! আচ্ছা, তিনি কি বলিয়াছিলেন?"

"শুনিবেন? আচ্ছা তবে বলি।"—বলিয়া মিসেস ব্রাউন জানালার নিকট একটি সোফায় উপবেশন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।—

"একদিন আমরা হাউড পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একটি গাছতলায় দুইখানি চেয়ার ছিল, আমরা দুইজনে সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।"—

বাধা দিয়া বারীন্দ্র বলিল, "হাইড পার্কে—একাকী একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে—তুমি বেড়াইতে গিয়াছিলে ? বিনা chaperoneএ ? তোমার পিতামাতা জানিতেন ?"

হাসিয়া ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "না, আমার পিতামাতা জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত কড়া ছিলেন। এমন কি engaged হইবার পরেও, বিনা শ্যাপেরোনে আমাদিগকে বাহির হইতে দিতেন না।"

"তবে তুমি লুকাইয়া গিয়াছিলে ?"

মৃদু হাস্য করিয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "হাঁ মহাশয়।"

দুই হস্ত উপরে উঠাইয়া বারীন্দ্র বলিল, **"Holy Moses ! Oh, naughty Mrs. Brown ! I *am* shocked."**

বারীন্দ্রের ভাব দেখিয়া প্রৌঢ়া ল্যাণ্ডলেডি কিয়ৎক্ষণ হাস্য করিল। পরে বলিল—"আচ্ছা, আপনি যদি অত shocked হইয়া থাকেন, তবে আর বলিব না।"

"না, বল। আমি শিখিয়া যাই।"

মিসেস ব্রাউন বলিতে লাগিল, "গল্প করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। মিষ্টার ব্রাউন বলিলেন, 'বস বস, একটা কথা আছে।' বসিলে বলিলেন, 'মেরি, আমাকে তুমি বিবাহ করিবে ?' আমি ত প্রথমে কিছুতেই রাজি হই না। শেষে তিনি ঘাসের উপর হাঁটু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন, 'মেরি, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি সৈন্য হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইব, এবং যুদ্ধ করিয়া মরিব'।"

বারীন্দ্র বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! তখন তুমি কি করিলে ?"

"কি আর করি মহাশয়, বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলাম।"

বারীন্দ্র বলিল, "আহা ! আমার প্রণয়িণী কি তোমার মত কোমলহৃদয়া হইবেন ? আমি তাঁহাকে বলিব, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা যাইব এবং তথায় বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।"

পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে ডিনারের পর বারীন্দ্রের পক্ষে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

মিস টেম্পলের সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে বারীন্দ্র বসিয়া আছে। আজ এই বৃদ্ধার মুখমণ্ডল কিছু চিন্তাযুক্ত।

দাসী আসিয়া কফি দিয়া গেল। কফি পান করিতে করিতে মিস টেম্পল বলিলেন, "আজ কয়েক দিন হইতে আমার মনে একটা চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। আমি আপনাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি ক্ষমা করিবেন কি?"

বারীন্দ্র একটু সাবধানতার সহিত বলিল, "যদি কোন আপত্তিজনক প্রশ্ন না থাকে, তবে অবশ্যই আমি আহ্লাদের সহিত উত্তর দিব।"

মিস টেম্পল কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার পিতামাতা জীবিত নাই, ইহা পূর্ব্বেই আপনি বলিয়াছেন। আপনি কি বিবাহিত?"

"না।"

"আপনার এখানকার ব্যয় কে বহন করেন?"

"আমার পিতৃব্য আমার খরচ দেন।"

"আইন ব্যবসায়ের প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগ আছে?"

"না।"

"এ কয়দিন আপনার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আপনার প্রবল অনুরাগ।"

বারীন্দ্র মনে মনে হাস্য করিল।

মিস টেম্পল বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"দেখুন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি। এই ধর্ম্ম আমি য়ুরোপে প্রচার করিতে বাসনা করি। আমার বিস্তর অর্থ আছে। আমি সেইজন্য আজ আপনার নিকট একটি প্রস্তাব করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি আপনার সহায়তা চাই। আমি একজন শিক্ষিত হিন্দু-যুবককে পোষ্যপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি হইবেন?"

বারীন্দ্র নিরুত্তর রহিল।

মিস টেম্পল বলিলেন, "এখনই আপনার উত্তর আমি চাহি না। আপনি ভালরূপ চিন্তা করিয়া আমায় উত্তর দিবেন। যদি স্বীকার করেন, তবে আপনাকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া, প্রথমে হিন্দুশাস্ত্র ও ইউরোপীয় ভাষাগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। দুই তিন বৎসর পরে, আপনাকে লইয়া আমি য়ুরোপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইব।"

বারীন্দ্র বলিল, "আমি চিন্তা করিয়া পরে আপনাকে উত্তর দিব।"

মিস টেম্পল বলিলেন, "আমার আর কেহ নাই। আমার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী আপনি হইবেন। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আপনার সমস্ত ব্যয় আমি নির্ব্বাহ করিব, এবং সপ্তাহে দশ গিনি করিয়া আপনাকে পকেট খরচ দিব। আপনাকে কঠোর অধ্যয়নে রত হইতে হইবে, এবং শুদ্ধাচারী হিন্দুর ন্যায় থাকিতে হইবে।"

বারীন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। বলিল—"আচ্ছা, এক সপ্তাহের পরে আপনাকে উত্তর দিব।"—বলিয়া, সে রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিল।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

তিন মাস কাটিয়াছে। বারীন্দ্র মিস টেম্পলের পোষ্যপুত্র হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতেছে। তাহার নাম এখন 'বারীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি-টেম্পল।'

বারীন্দ্র এক হিসাবে বেশ সুখে আছে। পূর্ব্বে তাহার টাকাকড়ির অত্যন্ত টানাটানি ছিল, এখন আর তাহা নাই। বণ্ড ষ্ট্রীট ভিন্ন অন্য কোথাও এখন আর সে সুট তৈয়ারী করায় না। অম্‌নিবসে আরোহণ করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎকৃষ্ট হাভানা ভিন্ন অন্য চুরুট মুখে করে না। বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যখন থিয়েটারে যায়, তখন তিন চারি গিনি মূল্যে প্রায়ই বক্স লইয়া থাকে।

কিন্তু তাহার অসুবিধা, আহারে ও অধ্যয়নে। সে যখন ভণ্ডামি করিয়া বলিয়াছিল, তাহার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ খাদ্যেরই পক্ষপাতী, তখন ভাবে নাই যে, তাহার হিন্দুজিহ্বা একদিন এরূপভাবে দণ্ডিত হইবে। নিরামিষ খাদ্য রসনার তৃপ্তিদায়ক করিতে হইলে বিশেষ নিপুণতার আবশ্যক। সে নিপুণতা ইংরাজ রাঁধুনীর নাই। মিস টেম্পলের টেবিলে দুগ্ধমিশ্রিত 'হোয়াইট সস্‌' আবৃত যে সকল নিরামিষ খাদ্য উপস্থিত হয় তাহা প্রায়ই অখাদ্য।—বারীন্দ্রের দ্বিতীয় অসুবিধা,—তাহার আলস্যচর্চ্চার অবসর একেবারেই নাই। সপ্তাহে তাহাকে দুই দিন ফরাসী ও দুই দিন জর্ম্মন ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়। তাহার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিস টেম্পল স্বয়ংও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সপ্তাহে যে দুইদিন ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া হিন্দুশাস্ত্র চর্চ্চা করিবার

কথা, সেই ছুই দিনই তাহার আরামে কাটে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া মনোরম উপন্যাসাদি সে পাঠ করে। অথবা সেখানে না গিয়া অন্য কোথাও বেড়াইতে যায়।

তিন মাস কাল মিস টেম্পলের সহিত বাস করিয়া, অর্থের স্বচ্ছলতা সত্বেও বারীন্দ্র একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন এই বৃদ্ধার সঙ্গ তাহার কৌতুকজনক মনে হইত। কিন্তু কৌতুক রসটা এমনই জিনিস, একটু পুরাতন হইলেই বিস্বাদ হইয়া পড়ে। ডিনারের পর যে সন্ধ্যাগুলি তাহার মিস টেম্পলের সহিত কাটাইতে হইত, তাহা কষ্টে কাটিতে লাগিল। এই জন্য সে প্রায়ই থিয়েটারে যাইত। মিস টেম্পল তাহাতে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইতেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে বাধা দিতেন না। তবে জাতিচ্যুতির ভয়ে তাহাকে বাহিরে ডিনার খাইতে দিতেন না, বাড়ীতেই বারীন্দ্রকে ডিনার খাইয়া বাহির হইতে হইত।

আজ লণ্ডনে বড় ধুম। ঐতিহাসিক পুরাতন 'গেয়েটি থিয়েটার' ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে। আজ রাত্রে 'নিউ গেয়েটি থিয়েটার' প্রথম খুলিবে। 'অর্কিড' নামক একটি নূতন গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে। বারীন্দ্র বহুপূর্ব্ব হইতে একটি বক্স লইয়া রাখিয়াছিল।

অভিনয় আরম্ভ হইলে দেখা গেল, বারীন্দ্রের বক্সে তাহার তিনজন বন্ধু সমবেত। একটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভুবন দত্ত, অপর ছুইটি, পুরুষ নহে। তাহাদের বেশে জমক আছে, কিন্তু পারিপাট্য (refinement) নাই। তাহাদের ভাষায় মাধুর্য্য আছে কিন্তু শালীনতা নাই। স্ত্রীলোক হইলেও, মহিলা বলিয়া তাহাদিগকে ভ্রম করিবার কাহারও সম্ভাবনা অল্প।

তিন ঘণ্টা অভিনয়ের পর নাটক সমাপ্ত হইল। উহারা তখন বাহির হইয়া রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইল। বারীন্দ্র প্রস্তাব করিল—"Let's go and have some supper at the Troc."

'Troc' অর্থাৎ Trocadero, লণ্ডনের একটি উচ্চশ্রেণীর ভোজনালয়। ট্রকাডেরোতে ভোজন করা সৌখীনতার একটি বিশেষ লক্ষণ। থিয়েটার-ফেরৎ ধনশালী ব্যক্তিরা সেখানে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া গৃহে বা ক্লাবে যান।

এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনিয়া একজন যুবতী বলিল, "You *are* a dear."

অন্য একজন বলিল, "I like their champagnes awf'ly."

গাড়ী লইয়া ইহারা ট্রকাডেরোতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতে একটি

টেবিল বারীন্দ্র রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে গিয়া চারিজনে উপবেশন করিল।

মূল্যবান রৌপ্য পাত্র ভরিয়া বিবিধ খাদ্য আসিল। বরফের বালতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শ্যাম্পেনের বোতল আসিল। সান্ধ্যবেশধারী ওয়েটারগণ নিঃশব্দপদসঞ্চারে ভোক্তাগণের সেবায় তৎপর। মহিলাগণের পরিচ্ছদের শোভায় ভোজনশালা ঝল্‌মলায়মান। উপরে অদৃশ্য স্থানে যন্ত্রিগণ বসিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্রালাপ করিতেছে। পুরুষ ও রমণীগণের অবিশ্রাম গল্পের গুঞ্জনধ্বনি মুহুর্মুহু হাস্য ও শ্যাম্পেনের কর্ক খুলিবার শব্দ বাদ্যযন্ত্রধ্বনির সহিত মিলিয়া স্থানটিকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে ইহাদের পানাহার ও হাস্যামোদ চলিতে লাগিল। হলের অপর প্রান্তে, ইহাদের অদৃশ্যে দুইটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন মিস টেম্পল।

তাঁহারা বসিয়া, দুই পেয়ালা কফি আনিতে হুকুম করিলেন। কফি পান করিতে করিতে গল্প করিতে লাগিলেন।

মিস টেম্পল তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন, "অদ্যকার এ কনসার্টে আপনাদের অনাথাশ্রমের জন্য কত টাকা উঠিল ?"

অন্য মহিলাটি বলিলেন, "অনেকগুলি আসনই পূর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয় দুইশত গিনির উপরে উঠিয়া থাকিবে।"

"সকল যন্ত্রিগণই বেশ সুন্দর বাজাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ যিনি শোপেঁয়া **(Chopin)** হইতে কয়েকটি বাজাইলেন, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

"আপনি ত আসিতেন না, আমিই ত আপনাকে টানিয়া আনিলাম।"

কফি পান করিতে করিতে মিস টেম্পল বলিলেন, "আমি আপনাদের এ কনসার্টের জন্য টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আজ যে ইহা হইবে, তাহা মোটেই আমার স্মরণ ছিল না। আপনি না গেলে আমার আসা হইত না।"

কফি পান শেষ করিয়া ইঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় হলের অপর প্রান্তে মিস টেম্পলের দৃষ্টি পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত্ত বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে তিনি পকেট হইতে নিজ চশমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল, প্রলয়ের আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

সঙ্গিনীকে বলিলেন, "আমায় এক মিনিটের জন্য ক্ষমা করিবেন, আমি আসিতেছি।"

বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু পদক্ষেপে হলের অপর প্রান্তে গিয়া, বারীন্দ্রের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহা নিমেষমাত্র কালের জন্য।

তাহাকে দেখিয়াই বারীন্দ্র ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Good evening"—তাহার সম্মুখে প্লেটে নিষিদ্ধ খাদ্য, পার্শ্বে ফেনমণ্ডিত তরল স্বর্ণের ন্যায় মদিরা এবং আপত্তিজনক নারীমূর্ত্তি।

"Good evening. Don't let me interrupt you"—বলিয়াই মিস টেম্পল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেই রাত্রে বারীন্দ্র যখন গৃহে ফিরিল, তাহার পূর্ব্বেই মিস টেম্পল শয়ন করিতে গিয়াছেন।

সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় কাটাইল।

পরদিন প্রভাতে, প্রাতরাশের সময় শুনিল, মিস টেম্পল তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই—তাঁহার শরীর অসুস্থ।

বেলা দুইটা বাজিলে, লাঞ্চ খাইবার জন্য ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুনিল, মিস টেম্পল তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই।

একাকী নীরবে সে লাঞ্চ খাইল। উঠিবার সময় দাসী একখানি পত্র আনিয়া বারীন্দ্রের হাতে দিল। মিস টেম্পলের হস্তাক্ষর।

তাহাতে লেখা আছে ঃ

"কাল রাত্রে যাহা দেখিলাম তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অদ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। আমি আর তোমার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য তুমি এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তিনমাসে তোমার যে সময়ের ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণস্বরূপ এই পত্রমধ্যে তোমার একশত পাউণ্ডের একখানা চেক দিলাম।

এড্‌না টেম্পল"

জিনিসপত্র গোছাইয়া, ক্যাব ডাকিয়া সন্ধ্যার মধ্যে বারীন্দ্র বেজ্‌ওয়াটারে ফিরিয়া আসিল।

প্রবাসিনী

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

জুন মাস। বালসূর্য্যের কনকরশ্মিতে লণ্ডন নগর উদ্ভাসিত। পথে পথে পুষ্প-বালিকারা রাশি রাশি ফুল বিক্রয় করিতেছে। একখানি ফোর-হুইলারে চড়িয়া, মালপত্র সহ দুইজন বঙ্গীয় যুবক টেম্‌স্ নদীর একটি জেটিতে উপনীত হইল। অদ্য বেলা বারোটার সময় এই ঘাট হইতে এডিনবরা অভিমুখে একখানি জাহাজ ছাড়িবে। যুবক দুইটি গ্রীষ্মাবকাশে তথায় বেড়াইতে যাইতেছে।

একজনের নাম হেমচন্দ্র দত্ত। সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিল। বিলাতে আসিয়া কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত উপাধিলাভ করিয়া, গত বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছে। আগামী নভেম্বর মাসে দেশে ফিরিবে। অপর যুবকটির নাম অতুলচন্দ্র মিত্র। সে ধনীর সন্তান। আজ ছয় বৎসর বিলাতে আছে— এখনও পাস-টাস বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। দেশ হইতে আসিবার সময় ইহার অভিভাবকেরা বলিয়া দিয়াছিলেন, বিলাতে পৌঁছিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্যও চেষ্টা করিবে, বারেও নাম লেখাইবে। সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য্য হও উত্তম, না হও, ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবে। অতুলচন্দ্র বিলাতে আসিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্য "চেষ্টা" করিতে লাগিল, কিন্তু আজি কালি করিয়া বারে ভর্ত্তি হওয়া আর হইল না। বারে ভর্ত্তি হইবার বার্ষিক ফী দেড়সহস্র পরিমাণ রজতমুদ্রারূপ পক্ষিশাবক যাহা আনিয়াছিল, ইতিমধ্যে ক্রমে তাহাদের পক্ষোদ্ভেদ হওয়াতে সেগুলি উড়িয়া গেল। তিন বৎসর অতীত হইল। অতুলচন্দ্র উপর্য্যুপরি দুইবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করিল। তাহার পিতামাতা লিখিলেন, তবে এইবার ব্যারিষ্টারির সনন্দ লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। তখন অতুল বাড়ীতে লিখিতে বাধ্য হইল, ব্যারিষ্টারির জন্য এখনও ভর্ত্তি হওয়াও হয় নাই। টাকা চাই।—ব্যারিষ্টারির পড়াও তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও পরীক্ষাদি দিবার কোনই আয়োজন অতুলচন্দ্র করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে বলে লণ্ডন বড়ই চিত্তবিক্ষেপকর। তাই খানকতক চকচকে নূতন বহি কিনিয়া লইয়া, দুইমাসের জন্য এডিনবরায় যাইতেছে।

সেখানে নির্জ্জনে ভাল করিয়া পাঠ অভ্যাস করিবে, এই মহৎ সঙ্কল্প এখন তাহার মনে জাগরূক।

গাড়ীখানি জেটির কাছে পৌঁছিল। দুইজনে নামিয়া, মুটিয়ার সাহায্যে জিনিসপত্রগুলি জাহাজে তুলিল। নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে জিনিস গোছাইয়া উভয়ে উপরে ডেকে গেল। তখন বেলা দশটা মাত্র। আরোহী অতি অল্প-সংখ্যকই আসিয়াছে। অনেকে জিনিসপত্র অগ্রিম জাহাজে পাঠাইয়া দিয়াছে, নিজেরা যথাসময়ে আসিবে।

যুবক দুইজন সিগারেট মুখে করিয়া ডেকের উপর ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিল। হঠাৎ একস্থানে স্তূপীকৃত কতকগুলি বাক্স পেটারার মাঝে একটা জিনিষ হেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অতুল সে সময়ে কিয়দ্দূরে, জাহাজের রেলিং ধরিয়া যাত্রীগণের আগমন নিরীক্ষণ করিতেছিল। হেম ডাকিয়া বলিল, "ওহে অতুল, দেখ দেখ।"

অতুল উৎসুক হইয়া নিকটে আসিল। হেম দেখাইল, একটি তোরঙ্গের আঙটায় লেবেল বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে—'Miss Roy.'

অতুল বলিল, "মিস রায় কে বিলেতে এসেছেন আমি ত ঠিক বলতে পারছিনে ?"

হেম বলিল, "আমিও ত শুনিনি।"

তখন দুইজনে কলিকাতাস্থ রায়-পরিবারগণের একে একে নামোল্লেখ করিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাইল না।

অতুল বলিল, "চল একবার সমস্ত জাহাজটা ঘুরে দেখি, মানুষটা কি রকম।"

হেম বলিল, "এত লোকের মাঝে চিনতে পারবে ?"

অতুল বলিল, "শত শত কুমুদ কহ্লারের মধ্যে একটি পদ্ম যদি ফুটে থাকে, তবে কি তাকে বেছে বের করা শক্ত ?"

হেম হাসিয়া বলিল, "কি অবিচার! এমন সুন্দর সুন্দর ইংরেজের মেয়েরা হল কুমুদ কহ্লার, আর তোমার বাঙ্গালীর মেয়ে হল পদ্ম ?"

"নিশ্চয়। 'কোথায় এমন মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে।' রবি ঠাকুরের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে না কিসে পড়েছিলাম।"

হেম অতুলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "ধন্য তোমার বাঙ্গলা-সাহিত্যজ্ঞান! ধন্য তোমার স্বজাতিপ্রীতি!"

অতুল বলিল, "চল একটু খুঁজে দেখা যাক।"

দুইজনে তখন জাহাজের নানাস্থানে খুঁজিল, কিন্তু একখানি সুস্নিগ্ধ, সলজ্জ, শ্যামবর্ণ মুখ কোথাও দেখা গেল না। দুইজনে হতাশ হইয়া আবার ডেকে ফিরিয়া আসিল।

হঠাৎ অতুল বলিল, "দেখ, একটা জিনিস বড় ভুল হয়ে গেল।"

"কি ?"

"এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আনা হয়নি। দুই চার ডোজ্ নির্জ্জলা ব্র্যাণ্ডি সমুদ্রপীড়ার অতি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। জাহাজে পাওয়া যাবে বোধ হয়, দেখি।"—বলিয়া অতুল অদৃশ্য হইল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিল। অতুল আসে না দেখিয়া হেমচন্দ্র তাহার উদ্দেশে নিম্নে অবতরণ করিল। অতুলের ক্যাবিনে গিয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ। আঙ্গুলের গাঁট দিয়া বারকতক হেম দরজায় ঘা মারিল।

ভিতর হইতে অতুল বলিল, "**Come in.**"

হেম দ্বার খুলিয়া দেখিল, অতুল বসিয়া আছে, নিকটে খোলা ব্যাণ্ডির বোতল—গেলাস হাতে করিয়া অতুল প্রতিষেধক সেবন করিতেছে।

অতুল বলিল, "**Just in good time**—এস, একটু খাও।"

হেম চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, "না, তুমি খাও। আমি খাব না।"

"কেন ?"

"আমি কি কখনও খাই, যে খাব ?"

"হানি কি ? **Don't be so girlish, Hem**—ঐ তোমার দোষ। একটু খেলে তোমার জাত যাবে না। 'ঔষধার্থে সুরাং পীবেৎ'—একথা শাস্ত্রেই আছে।"

হেম হাসিয়া বলিল, "কোন্ শাস্ত্রে পড়লে ? কালিদাসের বৈরাগ্যশতকে, না জয়দেবের রামায়ণে ?"

"রামায়ণ যদি পড়তে ত জানতে পারতে—সীতা রাম—তাঁরাও—মদ বলব না, কথাটা শুনতে খারাপ—আসব পান করতেন।"

"তা তুমিও আসব পান কর, আমি যাই।"

"যাবে কোথা ? বস না। বসলেও কি তোমার জাত যাবে ? নাও, একটা সিগারেট ধরাও।"

হেম উপবেশন করিল। সিগারেটের বাক্স হেমের সম্মুখে ধরিয়া অতুল গাহিল ঃ

"এস সখা, কাছে বোস,
বসিতে কি আছে দোষ ?
তুমি যারে ভালবাসো—

By Jove—ভুলেই যাচ্ছিলাম। মিস রায়ের কোনও পাত্তা পেলে ?"

"না।"

অতুল এক আউন্স পরিমাণ প্রতিষেধক পান করিয়া বলিল, "দেখ হেম, আমার বোধ হচ্চে, এই মিস রায়ের সঙ্গে দেখা হলেই আমি প্রেমে পড়ে যাব।"

হেম কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "খপর্দ্দার। আমি প্রেমে পড়ে যাব বলে আগেই ঠিক করে রেখেছি।"

অতুল বলিল, "তা হতেই পারে না, আমি পড়বো।"

"বাঃ, আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম তাঁর লাগেজ।"

"তাই বলে কি তোমার অধিকার জন্মে গেল নাকি ? তা হলে যে কুলিটা তোরঙ্গ এনেছে তারই ত দাবী সবচেয়ে বেশী হয়।"

"সে ত আর উমেদার নয়, যারা উমেদার তাদের মধ্যে কার অধিকার বেশী দেখ। আমি লাগেজ আবিষ্কার করেছি, তুমি কি করেছ ?"

অতুল বলিল, "মিস রায় নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করবেন।"

হেম বলিল, "নিশ্চয়ই না। আমাকে পছন্দ করবেন।"

অতুল নিজ গুম্ফপ্রান্তদ্বয় মুচড়াইয়া বলিল, "দেখ দেখি আমার কেমন গোঁফ !"

হেম খাপ হইতে সোণার চশমা বাহির করিয়া পরিয়া বলিল, "দেখ দেখি আমার কেমন চশমা !"

"All right—let's have a toss up"—বলিয়া অতুল পকেট হইতে একটা পেনি বাহির করিল। "Heads, I win—tails, you lose" বলিয়া পেনিটা তর্জ্জনীর উপর রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে সজোরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। পেনি মেঝেতে আসিয়া পড়িল। অতুল তখন ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল—"Tails, you lose—যাক—আমারই জিৎ হয়েছে।"*

* পেনির যেদিকে ইংলণ্ডরাজলক্ষ্মী ব্রিটানিয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে তাহা heads এবং যে দিকে সলাঙ্গুল সিংহ ও ইউনিকর্ণের মূর্ত্তি আছে সেই উল্‌টা

হেম কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা তবে তুমিই তাকে বিয়ে কোরো।"

এমন সময়ে জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। উভয়ে বাহির হইয়া ডেকের উপর আরোহণ করিল। সেখানে অনেক নরনারী একত্র ছিল, কিন্তু কোন শ্যামাঙ্গীর দর্শন পাওয়া গেল না। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

একটা বাজিয়াছে। লণ্ডনের নগরসীমা বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া জাহাজ এখন দুই পার্শ্বে যব ও সর্ষপের ক্ষেত্র রাখিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। ক্রমেই নদীর প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। ঘণ্টাখানেক পরেই জাহাজ সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইবে।

যাত্রিগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"Are you a good sailor?" —অর্থাৎ আপনি সমুদ্রপীড়ায় সহজে আক্রান্ত হন না ত? এমন সময় ঢং ঢং করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা বাজিল।

অতুল ও হেম দুইজনে ভোজনকক্ষে নামিয়া গেল। একটু নিরিবিলি খুঁজিয়া দুইজনে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এমন সময় দুইটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। একটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, অপরটি বিংশতিবর্ষীয়া হইবেন। যিনি বর্ষীয়সী তিনি ইংরাজললনা সন্দেহ নাই—কিন্তু যিনি যুবতী তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ। তাঁহার গাত্রবর্ণ ইংরাজদিগের মত অত শাদা ধব্‌ধবে নহে—যেন ইতালীয় বা স্পেনদেশীয়গণের মত। চুল কালো।

অতুল ও হেমের নিকট দিয়াই ইঁহারা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়

দিকটাকে tails বলে। তর্কস্থলে একজন heads ও অপরজন tails গ্রহণ করিয়া উপরিউক্ত মত পেনি ফেলিয়া দেয়—মাটিতে পড়িয়া যাহার দিকটা উঁচু হইয়া থাকে তাহারই জয়। এখানে অতুল রঙ্গ করিয়া উভয় দিকটাই নিজে গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। ইহা একটি পুরাতন পরিহাস। বাঙ্গালাতেও এরূপ একটা পরিহাস আছে—"দাদা, হয় আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই, তুমি ঠাকুরপূজো কর; নয় তুমি ঠাকুরপূজো কর, আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই।"

অতুল দেখিল, ববায়সী মহিলাটির হস্তে স্বর্ণকঙ্কণ, তাহাতে বঙ্গদেশীয়-শিল্পকারের কারুকার্য্য অভ্রান্তরূপে বর্ত্তমান। অতুল ও হেমের মধ্যে পরস্পর চোখে চোখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল।

ইঁহারা চলিয়া গেলে হেম বলিল, "কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের গায়ের রঙ কি অত পরিষ্কার হয়? এ ত প্রায় য়ুরোপীয়দের মত—শুধু তাদের মত চোখ ঝল্‌সানো শাদা নয়, দিব্য স্নিগ্ধ গৌরকান্তি।"

"কি জানি। কিন্তু আর একটা সন্দেহের বিষয় রয়েছে। বাঙ্গালীর মেয়েরা ত কখনও বিলেতে গাউন পরে আসেন না—শাড়ী পরে আসেন।"

"আমার বোধ হয় অনেক দিন এ দেশে আছেন।"

"য়ুরোপীয় মহিলাটি বোধ হয় মিস রায়ের গভর্ণেস (শিক্ষয়িত্রী) হতে পারেন।"

"ওঁর হাতে বাঙ্গলা বালাটি লক্ষ্য করেছিলে?"

"করেছিলাম। মিস রায় উপহার দিয়ে থাকবেন, আশ্চর্য্য কি?"

অতুল ও হেম এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আহার সমাধা করিল। মাঝে মাঝে কক্ষের অপর প্রান্তে, অনুমিত মিস রায়ের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

আহার সমাধা হইলে দুইজনে ডেকে উঠিয়া দুইটি বৃহৎ চুরুট ধরাইল। ঐ দূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে,—তাহার তরঙ্গায়িত সুনীল দেহময় শুভ্র ফেনপুঞ্জ নৃত্য করিতেছে। দুইখানি ডেক-চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে দুইজনে তাহাই দেখিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহিলা দুইজনও ডেকে আসিয়া পৌঁছিলেন। অতুল ও হেম যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাঁহারা দূরস্থিত সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অতুল ও হেম তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Wont you take these chairs, ladies?"

প্রবীণা বলিলেন, "না—না—বসুন। আপনাদের কেন আমরা বঞ্চিত করিব?"

অতুল বলিল, "চেয়ারের অভাব কি? আপনারা বসুন, আমরা অন্য চেয়ার আনিয়া বসিতেছি।"

"বহু ধন্যবাদ"—বলিয়া মহিলা দুইজন উপবেশন করিলেন। একস্থানে

জাহাজের অনেক চেয়ার গাদা করা ছিল, অতুল চট করিয়া তাহার মধ্য হইতে দুইখানি টানিয়া আনিল।

প্রবীণা বলিলেন, "আপনারা কি এই প্রথম এডিনবরায় যাইতেছেন ?"

অতুল বলিল, "এই প্রথম। আর আপনারা ?"

"আমরা ত এডিনবরারই লোক। আমার মেয়ে লীলা লণ্ডনে কেন্‌সিংটন্ কলেজ অব্ মিউজিকে পড়িতেছিল, এ বৎসর পাঠ সাঙ্গ হইল, তাই আমি উহাকে লইতে আসিয়াছিলাম।"

"ইনিই আপনার কন্যা বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমার আরও একটি কন্যা একটি পুত্র আছে। তাহারা এডিনবরাতে। আমার ছেলেটি য়ুনিভার্সিটিতে প্রোফেসার। আপনারা ইংলণ্ডে কত দিন আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"আমার ছয় বৎসর হইল। আর আমার বন্ধু মিষ্টার দত্ত চারি বৎসর আসিয়াছেন।"

শুনিয়া মহিলাটি বলিলেন, "দত্ত!—আপনি কি বাঙ্গালী ? আপনারা দুইজনেই কি বাঙ্গালী ?"

হেম বলিল, "আমরা দুইজনেই বাঙ্গালী। ইঁহার নাম মিষ্টার মিত্র।"

"I *am* so glad—কলিকাতায় আমাদের অনেক আত্মীয় বন্ধু আছেন। আমার স্বামী বাঙ্গালী ছিলেন।"

হেম ও অতুল যুগপৎ বলিয়া উঠিল, "বটে! বলেন কি! তবে আপনাকে আমাদের স্বজাতীয়া বলিয়া দাবী করিতে পারি।"

"অন্ততঃ আমার কন্যা লীলাকে পারেন। ও কলিকাতাতেই জন্মিয়াছিল। আমার স্বামী এডিনবরায় যখন ডাক্তারি পড়িতেন, সেই সময় আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান। সেখানে আমরা পাঁচ বৎসর ছিলাম। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।"—বলিয়া মিসেস রায় চক্ষু আনত করিলেন।

কথা ফিরাইবার জন্য মিস রায় বলিলেন, "আপনারা কি good sailors ?"

অতুল বলিল, "সমুদ্র শান্ত থাকিলে আমি অসাধারণ good sailor—আর আমার বন্ধুও তাই।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন।

হেম বলিল, "আপনি কেমন ?"

"আমিও আপনাদেরই মত। মা খুব good sailor—নয় মা ?"

মিসেস রায় বলিলেন, "না—না—গর্ব্ব করিতে নাই। ইহা আমি বারম্বার দেখিয়াছি, সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে যে নিজেকে good sailor বলিয়া দর্প করে, সেই প্রথমে পড়ে। তবে এ পথটা তেমন তরঙ্গসঙ্কুল নহে। যখন The Washএর কাছাকাছি পৌঁছিব, তখন ঢেউ একটু বেশী হইবে বটে। কিন্তু সে পথটুকু পার হইতে ঘণ্টা দুই লাগিবে।"

এই প্রকার নানা কথোপকথনে সন্ধ্যা সমাগত হইল। রাত্রি-ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইতে সকলে উঠিলেন।

মিসেস রায় বলিলেন, "আমরা যেখানে খাইতে বসি, আপনারাও সেই টেবিলে আসিয়া যোগদান করুন না ?"

হেম ও অতুল বলিল, "ধন্যবাদ। সে ত আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে।"

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর জাহাজ The Washএর সম্মুখীন হইল। জাহাজ যাই দুলিতে আরম্ভ করিল, অমনি যাত্রিগণ একে একে রণে ভঙ্গ দিয়া ক্যাবিনে গিয়া সটান শুইয়া পড়িলেন। ডেকের উপর চলা দুষ্কর। সিঁড়ি দিয়া নামা দুষ্কর। যথেষ্ট 'প্রতিষেধক' সেবন করা সত্ত্বেও অতুল আগেই কাৎ হইয়াছে। ক্রমে হেমও পড়িল। কেবল দুই চারিজন ইংরাজ পুরুষ তখনও ডেকের উপর বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় টেবিলের অনেক আসনই শূন্য।

বেলা চারিটা বাজিলে জাহাজ যখন ইয়র্কশায়ারের সম্মুখীন হইল, তখন জাহাজের দোলানী বন্ধ হইল। যাত্রিগণ একে একে ডেকে আসিয়া দর্শন দিতে লাগিলেন। সকলেই যেন কতদিনের রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছেন। রায়-জায়া ও কন্যা, হস্তে উপন্যাস ও কুশনাদি লইয়া ক্যাবিন হইতে বাহির হইলেন। হেম ও অতুল তাহা দেখিয়া তাঁহাদের বোঝা নিজেরা বহন করিয়া ডেকে লইয়া গিয়া, চেয়ার ভাল জায়গায় রাখিয়া ইঁহাদের বসাইয়া দিল। সমুদ্রের তাজা

হাওয়ায় ক্রমে ইঁহারা সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুখে হাসি ফুটিল—কথা বাহির হইল।

চায়ের ঘণ্টা হইলে হেম ও অতুল বলিল, "আপনারা নামিবার কষ্ট করিবেন না। আপনাদের চা প্রভৃতি আমরা আনিয়া দিতেছি।"

মিস রায় বলিলেন, "I am famishing. Get me plenty of bread and butter, please, Mr. Mitra, and some fruit."

অতুল বলিল, "All right, bread and butter Miss,* you shall have them."

মিস রায় বলিলেন, "I am not a bread and butter miss."

অতুল বলিল, "Yes, you are."

"No I *aint*."—বলিয়া মিস রায় অতুলকে হস্তস্থিত উপন্যাসখানির দ্বারায় আঘাত করিলেন।

নীচে গিয়া হেম বলিল, "কি হে! এরই মধ্যে বেশ জমিয়ে তুলেছ!"

অতুল নিজ গুম্ফপ্রান্ত দুই হস্তে মুচড়িয়া বলিল, "কেবল এই গোঁফযোড়াটির গুণে দাদা।"

গ্রীষ্মকালে 'রাত্রি' নয়টা পর্য্যন্ত দিবালোক থাকে। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিবার কথা। কিন্তু Wash পার হইতে দুই ঘণ্টার স্থানে চারি ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। রাত্রি হইলে জাহাজকে বন্দরে ঢুকিতে দিবে না; প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। রাত্রি সমাগমের পূর্ব্বে পৌঁছে কি না পৌঁছে এই বলিয়া যাত্রিগণ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন।

যখন দূরে তীরভূমি দেখা গেল, তখন অন্ধকার হয় হয়। ক্রমে রাত্রি আসিল। লীথ্ বন্দরের আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কল্য প্রভাতে ভিন্ন জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে উঠিয়া যাত্রিগণ প্রাতরাশ সমাধা করিলেন। মিসেস রায় বিদায়ের প্রাক্কালে অতুল ও হেমকে বলিলেন, "আপনারা কোথায় থাকিবেন?"

* অল্পবয়স্কা যুবতীকে পরিহাস করিয়া Bread and butter Miss বলা হয়। বালকবালিকাগণকে রুটি মাখনই বেশী খাইতে দেওয়া হয়, মাংসাদি কম। ইহা হইতেই এ পরিহাসের উৎপত্তি।

"আপাততঃ কোনও হোটেলে উঠিব। তাহার পর রুম্‌স্ খুঁজিয়া লইব।"

"আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে আপনাদিগকে দেখিতে পাইলে সুখী হইব। এই লউন আমাদের ঠিকানা। এ কার্ডে At Home on Saturday evenings লেখা আছে বলিয়া শনিবার অবধি অপেক্ষা করিবেন না। যেদিন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা আসিবেন।"—বলিয়া হেম ও অতুলকে একখানি করিয়া কার্ড দিলেন।

লীথ্ বন্দর হইতে রেলপথে এডিনবরায় যাইতে হয়। বস্তুতঃ লীথ্ এডিনবরারই উপনগর মাত্র। জাহাজ হইতে নামিয়া, রেলপথে কয়েক মিনিটে ইঁহারা এডিনবরায় পোঁছিলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। মার্চ্চমণ্ট রোডের একটি বাড়ীতে রুম্‌স্ লইয়া হেম ও অতুল বাস করিতেছে। রায়-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা ইহাদের খুব বাড়িয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ হেমের। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ প্রায়ই হয়।

আজ রবিবার। বেলা সাড়ে দশটার সময়, রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়া অতুল নিজ শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বসিবার কক্ষে গিয়া দাসীর জন্য ঘণ্টা বাজাইল।

দাসী আসিলে অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "মিষ্টার দত্ত কি প্রাতরাশ শেষ করিয়াছেন ?"

"হাঁ মহাশয়, তিনি আজ অন্য দিনের অপেক্ষা শীঘ্রই প্রাতরাশ শেষ করিয়া কোথায় বাহির হইয়াছেন।"

এমন সময় নিকটস্থ গির্জ্জায় ঢং ঢং করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

অতুল বলিল, "আজ রবিবার বুঝি—গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিতেছে।"

দাসী বলিল, "হাঁ মহাশয়, আজ রবিবার। এ বাড়ীর সকলেই গির্জ্জায় গিয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ শেষ হয় নাই বলিয়া আমি শুধু আছি।"

"ওঃ—আমার জন্য তুমি গির্জ্জায় যাইতে পাও নাই ? আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আচ্ছা, আমার খাবার দিয়া তুমি যাও—অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

"ধন্যবাদ মহাশয়।"—বলিয়া ঝি একটি ট্রে ভরিয়া প্রাতরাশের দ্রব্যসম্ভার আনিয়া দিল। সেগুলি টেবিলে সাজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

অতুলের মুখে সিগারেট। খাদ্যের নিকট চেয়ার সরাইয়া আনিয়া এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইল। অন্যমনে অল্প অল্প করিয়া চাটুকু পান করিতে লাগিল।

আপন মনে অতুল বলিতে লাগিল, 'আর কিছু নয়, হেম গির্জ্জায় গিয়েছে। গত রবিবারেও গিয়েছিল। হঠাৎ তার এমন ধর্ম্মে মতি হল কি করে? Cherchez la femme—বুঝেছি—কুমারী লীলার "প্রেয়ার বুক" বহন করবার লোভেই ভায়া রাতারাতি এমন ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছেন।'

এক পেয়ালা চা শেষ হইল। খাবারের বিবিধ পাত্রগুলির ঢাকা খুলিয়া খুলিয়া অতুল দেখিতে লাগিল। শেষে দুইটি ডিম্ব মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাই খাইল। কল্য রাত্রে থিয়েটরের পর কোথায় গিয়াছিল, তিনটার সময় বাড়ী ফিরিয়াছে—সেই জন্য শরীর কিছু খারাপ—খাইতে ইচ্ছা নাই।

আর এক পেয়ালা চা খাইয়া অতুল টেবিল ছাড়িয়া উঠিল। নূতন সিগারেট ধরাইয়া, জানালার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া হেম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করিয়া অতুল সিদ্ধান্ত করিল, হেম যে লীলার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। আর লীলা?—লীলাও যে হেমের অনুরাগিণী, ইহাও অতুল বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে অতুল বলিয়া উঠিল—"What the devil does he mean by it? Will he marry the girl?"

ভাবিল—হেম যেরূপ শীতল-প্রকৃতি ও হিসাবী লোক, ও যে নিছক্ প্রেমের জন্য বিবাহ করিতে রাজী হইবে, ইহা ত বিশ্বাস হয় না। Love in a cottage উহার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া গেলে বিলাতফেরত-সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। বিবাহযোগ্যা কন্যাগণের মাতারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। নীলামের ডাকে সর্ব্বোচ্চ দরে হেম নিজেকে বিক্রয় করিবে। কোনও ধনকুবেরের একটি কালো মেয়ে এবং পাঁচ অঙ্কের একখানি চেক, হেম বিবাহ করিবে। বেচারি মিস রায়—আমি বাস্তবিক তোমার জন্য দুঃখিত। সুন্দরী মিস রায়, সুগায়িকা, সুশিক্ষিতা কোমলহৃদয়া মিস রায়—তোমার সবই ভাল, কিন্তু তুমি দরিদ্র বিধবার মেয়ে। তোমার হৃদয়

ভালবাসায় পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তোমার মার ক্যাশবাক্সটি শূন্য। কোনও আশা করিও না—কোন আশা করিও না।

এগারোটা বাজিল। অতুল তখন ভাবিল—'যাক্‌গে পরের চিন্তা করে কি হবে, নিজের চিন্তা কিছু করা যাক।'—মনে পড়িল, এডিনবরায় দুই মাস নিরিবিলিতে আইন অধ্যয়ন করিবে বলিয়া খানকতক বহি কিনিয়া আনিয়াছিল, সেগুলির এখনও পাতা কাটাও হয় নাই। উঠিয়া গিয়া বহিগুলি তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া আনিল। সেগুলি নাড়িতে চাড়িতে লাগিল এবং ভাবিল—'আজ পাতা কাটিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিই।' তাহার পর হঠাৎ মনে হইল—'আজ রবিবার—অনধ্যায়। যদিও আমি খৃষ্টান নহি—তথাপি যস্মিন দেশে যদাচারঃ—ওগুলো মানিয়া চলাই ভাল। আজ থাক্‌—শরীরটাও ভাল নাই। বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠঃ—একেবারে বৃহস্পতিবার দিন আরম্ভ করা যাইবে।'—সরস্বতী আবার তোরঙ্গরূপ জেলে 'রিম্যাণ্ডেড' হইলেন।

বারোটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর ভাল লাগিল না। পাড়ার গির্জ্জায় উপাসনা শেষ হইয়া গিয়াছে। পথে দলে দলে নর-নারী বালক বালিকা তাহাদের পোষাকী কাপড় পরিয়া গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। অতুল উঠিয়া বেশ পরিধান করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। নগরের মধ্যস্থলে প্রিন্সেস গার্ডেন্‌স্ নামক বিস্তীর্ণ মনোহর উদ্যান আছে—সেইখানে গিয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে গাছের ছায়ায় একটি বেঞ্চিতে বসিয়া সিগারেট ধরাইল।

এমন সময় দেখা গেল, কিছু দূরে মিস রায়কে লইয়া হেমচন্দ্র আসিতেছে। অতুল অপেক্ষা করিল, ক্রমে ইঁহারা নিকটে আসিলেন। তখন অতুল দাঁড়াইয়া মিস রায়ের প্রতি টুপি উত্তোলন করিল। সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিল—"আপনারা কি গির্জ্জার ফেরৎ নাকি ?"

হেম বলিল, "হাঁ। গির্জ্জায় গরমে মিস রায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাই উপাসনান্তে ইঁহাকে একটু শীতল বায়ু সেবন করাইতে আনিয়াছি।"

অতুল বলিল, "শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন আপনি কেমন আছেন মিস রায় ?"

লীলা বলিলেন, "ধন্যবাদ, এখন বেশ আছি। আপনি কখনও গির্জ্জায় যান না বুঝি ?"

অতুল বলিল, "গির্জ্জায় ? হাঁ, যাই বইকি। প্রতি বৎসর ক্রিস্‌মাস-ডের দিন যাই।"

মিস রায় হাসিয়া বলিলেন, "যাহারা রবিবারে দুইবেলা গির্জ্জায় যায় না, একবার মাত্র যায়, গ্ল্যাডষ্টন তাহাদিগকে শ্লেষ করিয়া oncer বলিয়াছিলেন। আপনি দেখিতেছি once-a-yearer !"

অতুল বলিল, "আত্মার পরিত্রাণের জন্যই ত গির্জ্জায় যাওয়া ? তা, আমার আত্মা আছে কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ, মিস রায়। তাই গির্জ্জায় যাওয়ার চাড় হয় না।"

লীলা বলিলেন, "আপনার আত্মা পরহস্তগত নয় ত ?"

"তাহা হইলেও ত বুঝিতাম, যেখানে হউক কোথাও আছে। যাহাদের আত্মা পরহস্তগত, তাহারা ত নিয়মিতরূপেই গির্জ্জায় যায় দেখিতে পাই।"—বলিয়া অতুল হেমচন্দ্রের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিল।

হেম যেন তাহা শুনিয়াও শুনিল না। কুমারী লীলার গণ্ডস্থল, কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। বলিলেন—"এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে—আসুন না, একটু বেড়ান যাক।"

অতুল উভয়ের মুখপানে সস্মিতভাবে দৃষ্টিপাত করিল। পরে হেমের দিকে চাহিয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল, "Thanks—but shall I not be intruding?"

হেম বলিল, "অবশ্যই না।"

তিনজনে নানা কথোপকথন করিতে করিতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হেম ও অতুল দুইদিকে—মিস রায় মধ্যস্থলে। ভারতবর্ষের অনেক কথা হইতে লাগিল।

অতুল বলিল, "মিস রায়, ভারতবর্ষ আপনার দেখিতে ইচ্ছা করে না ?"

"করে না আবার ? খুব করে। ছেলেবেলায় আমি কলিকাতায় ছিলাম, তাহাই ছায়াবৎ আমার স্মরণ হয়। আমি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—নদী, বন, পাহাড়—এসব কিছুই দেখি নাই। সেই সব আমার দেখিতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, ভারতবর্ষের কি ফুল ভাল, গোটাকতক নাম করুন না ?"

অতুল বলিল, "বেলা, যূঁই, গন্ধরাজ, বকুল, টগর—"

হেম বলিল, "কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম, কেতকী, কামিনী—"

মিস রায় বলিলেন, "কামিনী ? সে কি রকম ফুল ?"

বার্ণসের চিরপরিচিত সুর। শুনিয়া মিস রায় থাকিতে পারিলেন না—গুন্ গুন্ করিয়া হেমের সহিত সুর দিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইলে অতুল বলিল, "Avaunt, ye sinners!—রবিবারে আপনারা প্রেমের গান গাহিলেন?"—বলিয়া প্রচুর হাস্য করিয়া, টুপী তুলিয়া অতুল বিদায় গ্রহণ করিল।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

আরও একমাস অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে অতুল ও হেম বেশ পরিধান করিয়া বাহির হইল। আজ মিসেস রায় তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দুইমাস এডিনবরা বাসের পর, আগামী কল্য বেলা দশটার গাড়ীতে উহারা লণ্ডন-যাত্রা করিবে। তাই আজ সন্ধ্যায় বিদায়-ভোজ।

সেদিন অন্য আর কেহ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিল না। মিসেস রায়ের পুত্র এবং অপর কন্যাটিও স্থানান্তরে।

আহারের পর সকলে আসিয়া ড্রয়িং রুমে বসিলেন।

রায় গৃহিণী বলিলেন, "মিষ্টার দত্ত, কলিকাতায় আমাদের যে আত্মীয় আছেন, তাঁহাদের শিশুদিগের জন্য কিছু উলের জিনিষ তৈয়ারী করিয়াছি। আপনাকে যদি একটি পার্শেলে করিয়া সেইগুলি দিই, আপনি লইয়া গিয়া তাঁহাদের দিতে পারেন না?"

"অবশ্যই পারি। অতি আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন অসুবিধা হইবে না ত?"

"কিছুমাত্র না।"

"আপনি কোন্ মাসে লণ্ডন হইতে গৃহ-যাত্রা করিবেন?"

"নভেম্বর মাসে।"

"তবে ত আর তিনমাস আছে। গৃহ-যাত্রার পূর্ব্বে আর কি একবার এডিনবরা আসিবেন না?"

"ইচ্ছা আছে। এই দুইমাসে আপনারা আমাকে যে পরিমাণ আদর-যত্ন করিয়াছেন, বিদায়ের পূর্ব্বে যদি একবার দেখা না করিয়া যাই, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতার কায হইবে।"

মিসেস রায় বলিলেন, "Very good of you to think so."

কুমারী লীলা আজ সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে আনন্দ যেন আজ কোথায় অন্তর্হিত। মাঝে মাঝে হাসিতেছেন বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যায় তাহা চেষ্টাকৃত হাসি।

অতুল বলিল, "আজ মিস রায়ের গুটিকতক বাছা বাছা গান আমরা শুনিয়া যাইব।"

মিস রায় বলিলেন, "বেশ, কিন্তু আপনাকেও আজ গাহিতে হইবে।"

"যে গাহে তাকে বলুন। হেম গাহিবে।"

"উনি ত গাহিবেনই। কিন্তু আজ আপনার গান না শুনিয়া ছাড়িতেছি না।"

কুমারী লীলা পিয়ানোয় বসিলেন। একটি—দুইটি—তিনটি—অনেকগুলি গান হইল। তখন হেম একটি বাঙ্গালা গান গাহিল।

অতুল বলিল, "মিস রায়, আপনার Bonnie Prince Charlie গানটি একবার শুনিব।"

ইংরাজের ইতিহাসে যিনি Young Pretender নামে অভিহিত, স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার নাম আজিও Bonnie Prince Charlie। এখনও সে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাহারা মনে করে, Prince Charlieই তাহাদের প্রকৃত রাজা ছিলেন ;—এখন তাঁহার বংশধর যদি কোথাও থাকেন, তবে তিনিই স্কটল্যাণ্ড-সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। এখনও প্রত্যহ স্কটল্যাণ্ডের মাঠে, নদীতীরে, গিরি-শিরে, উপত্যকা-ভূমিতে—Bonnie Prince Charlie সম্বন্ধে শত শত গাথা গীত হইয়া থাকে।

মিস রায় পিয়ানোর নিকট বসিয়া যে গানটি গাহিলেন তাহার রাফ্রাঁ—অর্থাৎ প্রত্যেক কলির শেষে ধূয়া আছে—

Charlie's my darling—my darling—my darling.

মিস রায় সুন্দরভাবে ধ্বনির সহিত সমস্ত হৃদয় মিশাইয়া দিয়া গানটি গাহিতেছিলেন। যখন তৃতীয় কলির রাফ্রাঁ শেষ হইল, অনুচ্চ পরিহাসে অতুল তখন হেমকে বলিল, "I say Hem, wouldn't you like to be Charlie ?"

হেম চুপি চুপি বলিল, "Shut up."

কুমারী রায় শুনিতে পান ইহা অবশ্যই অতুলের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু লীলা সেই মুহূর্ত্তে পিয়ানোর উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া অনতিদূরে উপবিষ্ট

ইহাদের পানে চাহিলেন এবং তাঁহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। তিনি সহসা গান বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে অতুল বড়ই অপ্রতিভ হইল।

হেম বলিল, "থামিলেন যে?"

মিস রায় বলিলেন, "তিনটা verse (কলি) ত গাহিলাম, আর কেন?"

হেম ও অতুল বাকীটুকু শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মিস রায় হাসিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত আর হইল না। গানে সে প্রাণসঞ্চার আর করিতে পারিলেন না। যেন সুরলয়টুকু বজায় রাখিয়া গ্রামফোন বাজিয়া গেল।

গান শেষ করিয়া মিস রায় বলিলেন, "মিষ্টার মিত্র, আজ আপনাকে গাহিতেই হবে। কিছুতেই ছাড়িব না।"

অতুল বুঝিল, এইমাত্র কৃত-অপরাধ মিস রায় ক্ষমা করিয়াছেন। মনে অত্যন্ত আরাম পাইয়া বলিল—"কি গান গাহিব?"

হেম বলিল, "তোমার একটা হাসির গান গাও না।"

"হাসির গান? শুনিয়া আপনারা হাসেন যদি?"

কুমারী লীলা বলিলেন, "হাসিব বইকি! হাসির গানে হাসিব না?"

অতুল বলিল, "তার চেয়ে বরং একটা করুণরসের গান গাই। আপনারা হাসিবেন, সে আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমার মনে হইবে, গানের জন্য নহে, গানে আমার অক্ষমতা দেখিয়া আপনারা হাসিতেছেন। আমি একটি নিরাশ-প্রণয়ের—করুণরসের গান গাই।"

মিসেস রায় বলিলেন, "আশা করি আপনি নিজে একজন নিরাশ-প্রণয়ী নহেন!"

কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতুল বলিল, "হাঁ মিসেস রায়—আমিও একজন নিরাশ-প্রণয়ী! একদিন সন্ধ্যাকালে, একটি বাগানে, আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা একজন বালিকাকে অর্পণ করিয়াছিলাম। সে, নিষ্ঠুর উপেক্ষার সহিত তাহা প্রত্যাখান করিয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি আমার জীবন শ্মশানতুল্য হইয়া গিয়াছে।"

কুমারী রায় বলিলেন, "তাই ত! এ ঘটনা কোথায় ঘটিল? এখানে না লণ্ডনে?"

"এখানেও নয়, লণ্ডনেও নয়। দেশে—দেশে মিস রায়। আমার বয়স

তখন দশ বৎসর— তাহার বয়স সাত।”—বলিয়া যেন অশ্রুরোধ করিবার জন্য অতুল চক্ষে রুমাল দিল।

শুনিয়া সকলের মহা হাসি।

কুমারী রায় বলিলেন, “রুমালখানি নিংড়াইয়া ফেলুন—ওখানি চোখের জলে অত্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে।”

অতুল শুষ্ক রুমালখানি লইয়া সজোরে নিংড়াইতে আরম্ভ করিল।

মিসেস রায় বলিলেন, “কই, মিষ্টার মিত্রের গান হইল কই? গল্পে গল্পে আসল কথা ভুলিয়া যাইতেছি।”

লীলা বলিলেন, “হাঁ, মিষ্টার মিত্র এইবার গান।”

অতুল তখন পিয়ানোর নিকট বসিয়া যে গানটি গাহিল তাহার ভাবানুবাদ এই :—

কহিল নায়ক তিতি অশ্রুনীরে—
বিদায়—বিদায়—বালা ;
আর না আসিবে এ অভাগা জন
জানাতে হৃদয় জ্বালা।
কতদিনকার আশালতা মোর
ছিন্ন হইল আজি ;
শুকাইয়া গেল ফুটেছিল যত
বাসনা-কুসুম-রাজি।
এমন কোমল তনুখানি তব,
এমন মধুর হাসি ;
কে জানিত ছিল, হৃদয়ে তোমার
কেবল গরল রাশি !
আজি হতে মোর জীবন হইল
দগ্ধ সাহারা প্রায়—
অটুট যাতনা চির নিশিদিন
কেমনে সহিব হায় !
কহিল নায়িকা— এ ঘোর যাতনা
রহিবে না নিরবধি,

সর্ব্বরোগ-হর বীচামের পিল
খাও কিছুদিন যদি।

গান শুনিয়া মহিলাদের হাসি আর থামে না। কুমারী লীলা বলিতে লাগিলেন, "Dear, oh dear! Oh—I never!—Just fancy her prescribing Beecham's pills for her lover—of all things in the world!"

হাসির তরঙ্গ থামিলে হেম বলিল, "একবার একটা গির্জ্জার লোকেদের সঙ্গে, বীচাম কোম্পানি কি চাতুরী খেলিয়াছিল জানেন না বুঝি?"

মহিলারা বলিলেন, "না—কি হইয়াছিল?"

"কোনও পল্লীগ্রামে একটি dissenting chapel ছিল—তাহারা উপাসনা-প্রণালী ও সঙ্গীতাদিতে প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিত না। তাহাদের নিজের মনের মত একখানি ধর্ম্ম-সঙ্গীতের বহিও ছাপানো ছিল। উপাসনার সময় লোকের হাতে হাতে সেই বহি প্রতি রবিবারে দেওয়া হইত। কালক্রমে বহিগুলি ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু সে গির্জ্জার এমন সঙ্গতি ছিল না যে বহিখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া লয়। ইহা শুনিয়া বীচাম কোম্পানী বলিল—'আমরা ছাপাইয়া দিতেছি, কিন্তু বহিতে আমাদের ঔষধের বিজ্ঞাপন একটু আধটু দিয়া দিব।' গির্জ্জার কর্ত্তৃপক্ষ ডীকন্‌গণ ভাবিলেন, মলাটে কি শেষ পৃষ্ঠায় যদি উহাদের একটু বিজ্ঞাপনই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা কি?—বিশেষ যখন বিনামূল্যে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বহি ছাপিয়া আসিল। প্রথম দিন উপাসনার সময় সেই বহি হইতে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত হইতেছে। উপাসকগণ সমস্বরে কয়ারের সহিত যোগদান করিয়াছেন। যীশুখৃষ্টের মহিমা গান হইতে হইতে, হঠাৎ গানের শেষ কলিতে বীচামের পিলের গুণানুবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গান থামিয়া গেল। গির্জ্জাসুদ্ধ লোক অবাক। তখন দেখা গেল, বহিখানিতে প্রত্যেক সঙ্গীতের শেষে, পিলের প্রশংসাপুর্ণ একটি করিয়া নবরচিত কলি তাহারা যুড়িয়া দিয়াছে।"

আবার হাসি পড়িয়া গেল।

আরও দুই একটি গান হইলে, মিসেস রায় বলিলেন, "মিষ্টার মিত্র, আমায় একটু অনুগ্রহ করিবেন?"

"বলুন। আমি আপনার আজ্ঞাবহ।"

"মিষ্টার দত্তের হাতে কলিকাতায় যে জিনিষ পাঠাইব, তাহা নীচে ভোজন-কক্ষে রহিয়াছে। সেগুলি প্যাক করিতে আমায় সাহায্য করিবেন?"

"অতি আনন্দের সহিত। চলুন।"

"চলুন। মিষ্টার দত্ত নিশ্চয়ই আমাদিগকে আধ ঘণ্টার জন্য ক্ষমা করিবেন। লীলা, তুমি দুই একটা গান-টান শুনাইয়া মিষ্টার দত্তকে ততক্ষণ entertain কর।"—বলিয়া দুইজনে বাহির হইয়া গেলেন।

হেমের সহিত একা হইবামাত্র, লীলার হাসি গল্প কোথায় উড়িয়া গেল। তিনি নীরবে অবনত মস্তকে গানের বহিখানির পাতা উণ্টাইতে লাগিলেন। হেম তাঁহাকে কোনও কথা বলিলে তিনি ঘাড় নাড়িয়া বা একাক্ষরযুক্ত শব্দে উত্তর দিতে লাগিলেন।

কুমারীর এই ভাবান্তর দেখিয়া হেম বলিল, "আপনি আজ গান গাহিয়া বড় শ্রান্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক আমরা বড় স্বার্থপর। নিজেদের আনন্দের জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়াছি।"

লীলা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আর দুই একটি গান গাহিয়া অন্যকে আনন্দ বিতরণ করুন, তাহা হইলে আপনার আত্মগ্লানি কমিয়া যাইবে।"

হেম বলিল, "কি গান গাহিব? বাঙ্গালা না ইংরাজি?"

"বাঙ্গালা আমি কি বুঝিব? ইংরাজি গান।"

হেম তখন পিয়ানোর কাছে বসিয়া বার্ণস্ রচিত 'My love is like a red red rose' নামক বিখ্যাত গানটি গাহিল। আমরা নিম্নে তাহার একটি বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।

আমার সে প্রিয়তমা লোহিত গোলাপ যেন,
নবীন বসন্তে বিকশিত;
আমার সে প্রিয়া যেন মধুর রাগিণী খানি,
সুধাস্বরে তানলয়ে গীত।
কত যে সুন্দরী তুমি হে মোর প্রেয়সী বালা,
প্রেম মোর কত যে গভীর!

সকল সিন্ধুর জল না শুকাবে যত দিন,
তত দিন প্রেম রবে স্থির।
যত দিন সিন্ধুজল নাহি যাবে শুকাইয়া,
রৌদ্রতাপে না গলিবে গিরি ;
ততদিন এই প্রেম রহিবে রহিবে স্থির,
শত শত জন্মান্তর ঘিরি।
বিদায় এখন তবে দেহ সখি কিছু দিন,
হে আমার একমাত্র প্রিয়া ;—
সহস্র যোজন পথ দূরে যদি চলে যাই—
তবু—তবু—আসিব ফিরিয়া।

গানের শেষ দুইটি চরণ—হেম বারম্বার গাহিতে লাগিল—

Sae fare thee weel, my only love,
And fare thee weel awhile ;
And I shall come again, my love,
Though it were ten thousand mile,
Though it were ten thousand mile, my love,
Though it were ten thousand mile—
And I shall come again, my love,
Though it were ten thousand mile.

বার্ণসের সুর যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কক্ষময় লুটাইতে লাগিল।

গান শেষ হইলে হেম দেখিল, মিস রায় জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন।

হেম ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "আপনার কি বেশী গরম বোধ হইতেছে ?"

"না, বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, তাই একটু দেখিতেছি।"

হেম বলিল, "এ কি আর জ্যোৎস্না ! যদি জ্যোৎস্না কোথাও উঠে ত ভারতবর্ষে। সে জ্যোৎস্না আপনার দেখিতে ইচ্ছা করে না ?"

মিস রায় বলিলেন, "করে বইকি।"

হেম বলিল, "মিস রায়, অনেক দিন হইতে আপনাকে একটি কথা বলিব

বলিব মনে করিতেছি—কিন্তু বলিতে পারি নাই। আমি যেদিন হইতে আপনাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই ভালবাসিয়াছি। আমি আপনাকে কত ভালবাসিয়াছি তাহা আপনি জানেন না। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কি ? আজ আমার হৃদয় আপনার পদপ্রান্তে রাখিলাম—আপনি কি প্রত্যাখ্যান করিবেন ?”

মিস রায় জানালা ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হেম বুঝিল, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তখন সে তাঁহার কটিদেশে হস্তবেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে নিকটে টানিয়া লইল। মিস রায় নিজ অশ্রুসিক্ত মুখখানি হেমের স্কন্ধে স্থাপন করিলেন।

হেম বলিল, “মিস রায়—লীলা—বল, আমায় সুখী করিবে। ভারতবর্ষের দুহিতাকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য কি আমাকে দিবে না ? বল—হাঁ। বল—বল।”

অশ্রুসিক্ত স্বরে লীলা বলিলেন, “হাঁ।”

হেম তখন লীলার মুখখানি তুলিয়া সযত্নে অশ্রু মুছাইয়া দিল। তাহার পর, প্রিয়ার অধরবৃন্ত হইতে প্রণয়ের প্রথম কুসুম নিজ অধর দ্বারা চয়ন করিয়া লইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিল। বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। দ্বার খুলিয়া মিসেস রায় ও অতুল প্রবেশ করিলেন।

হেম, লীলার সহিত বাহুসম্বদ্ধ লইয়া হাস্যমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল, “মিসেস রায়, অদ্য আপনার কন্যা আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।”

এ কথা শুনিয়া রায়-গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

অতুল শুনিয়াই দুই হাত ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—“Don't—don't Mrs. Roy—don't bless them. Stop thief—fire—murder—”

অতুলের রঙ্গভঙ্গের বিষয় সকলে অবগত ছিলেন। মিসেস রায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে ? ব্যাপার কি ?”

অতুল উত্তেজিত স্বরে বলিল, “মিসেস রায়, ঐ হেমকেই জিজ্ঞাসা করুন। জাহাজ ছাড়িবার আগেই toss up হইয়াছিল—আমিই জিতিয়াছিলাম। আমারই অধিকার মিস রায়কে বিবাহ করিবার। বলুক হেম !”

হেম ও লীলা মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস রায় বলিলেন, "কিন্তু তুমি ত লীলাকে woo কর নাই। যে woo করিয়াছে সে win করিয়াছে।"

অতুল ঘাড় বাঁকাইয়া, গালের উপর একটি অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া চিন্তা করিয়া কহিল, "সে কথা ঠিক। ঐটা আমার বড়ই ভুল হইয়া গিয়াছে। কথামালার খরগোস ও কচ্ছপের গল্প হইল আর কি! ঘুমাইয়া পড়িয়া আমি হারিয়া গেলাম। আচ্ছা তবে হেমেরই জিৎ। All right, good luck to you Hem, old chap. My best, my very bestest congratulations"—বলিয়া হেমের হাত ধরিয়া ভয়ানক ঝাকি দিতে লাগিল।

দশ হাজার মাইল নহে—চারিশত মাইল অতিক্রম করিয়া হেম দুই মাস পরে আবার লণ্ডন হইতে এডিনবরায় ফিরিয়া আসিল। শুভদিনে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বলা বাহুল্য অতুলই 'নিতবর' হইয়াছিল।

রত্নদীপ

"অহমিহ স্থিতবত্যপি তাবকী
ত্বমপি তত্র বসন্নপি মামকঃ।
ন তনুসঙ্গম এব সুসঙ্গমো
হৃদয়সঙ্গম এব সুসঙ্গমঃ॥"

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ রাখাল বাড়ী যাইতেছে

রাখাল ভট্টাচার্য্য খুরুপুর ষ্টেশনের ছোটবাবু—বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার ময়নামতী গ্রামে। বয়স অনুমান ত্রিংশৎবর্ষ, শ্যামবর্ণ সুশ্রী যুবাপুরুষ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া রেলে ঢুকিয়াছিল, পাঁচ ছয় বৎসর চাকরি করিতেছে। বেতন মাত্র পঁচিশটি টাকা। তবে মাঝে মাঝে টাকাটা সিকিটা 'উপরি' যে না পাওয়া যায় এমন নহে।

রাখাল যখন ছোট ছিল, সেই সময়ে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাহারা দুই ভাই। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরেই ছোট ভাইটি মারা গেল। বিধবা মাতা কষ্টেস্বষ্টে রাখালকে মানুষ করিতে লাগিলেন। গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি মাইনর স্কুল আছে, সেইখানে রাখালকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মাইনর পাশ করিয়া, চারি টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া, বর্দ্ধমানে মামার বাসায় থাকিয়া রাখাল প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। মামা বর্দ্ধমানের মোক্তার।

যথাসময়ে রাখালের বিবাহ হইল। তাহার শ্বশুরবাড়ী গ্রাম হইতে অধিক দূর নহে—তিন ক্রোশ ব্যবধান। বধূর মুখ দেখিয়া বিধবা বৎসর দুই বাঁচিয়া ছিলেন, পৌত্রমুখ দেখা আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। মাতার মৃত্যুর পর রাখাল চাকরি অন্বেষণে বাহির হয়।

খুরুপুর ষ্টেশনে রাখাল বৎসরখানেক আছে। থাকিবার জন্য সরকারী বাসা পাইয়াছে। সেটি এত ক্ষুদ্র যে বাসা বলিলেও হয়, খাঁচা বলিলেও চলে। ষ্টেশনের পানিপাঁড়ে তাহাকে দুইবেলা দুইটি রাঁধিয়া দেয়—এজন্য তাহাকে বেতন বল, বখশিস বল, মাসে দুইটি টাকা দিতে হয়। পাঁড়েজি 'রহড়কা দাল' এবং 'আলুকা ভুঞ্জি' ছাড়া আর কিছু রাঁধিতে জানেন না। তাহাও, দাল কোন দিন কাঁচা থাকে, কোন দিন ধরিয়াও যায়; তরকারীতে কোন দিন লবণ থাকে, কোন দিন থাকেও না। রাখালের বড় কষ্ট।

রাখালের স্ত্রী লীলাবতীর বয়স এখন উনবিংশ বর্ষ। লোকে তাহাকে বলে, এত কষ্ট পাইতেছ, স্ত্রীকে লইয়া আস না কেন? রাখাল বলে, এইবার আনিব। আসল কথা, তাহার স্ত্রী বিদেশে আসিয়া থাকিতে চাহে না। দুই

বৎসর পূর্ব্বে রাখাল যখন জামুই ষ্টেশনে ছিল, তখন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে একবার লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দিন পনেরো থাকিয়াই লীলাবতী এমন কান্নাকাটি আরম্ভ করে যে, টেলিগ্রাফ করিয়া শ্বশুরকে আনাইয়া, তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইতে হয়। লীলা নিজ পিত্রালয়ে থাকে, ময়নামতীতে বড় একটা আসে না; শাশুড়ী নাই, আনিবেই বা কে? বাড়ীতে কেবল রাখালের এক জাঠতুতো ভাই সপরিবারে বাস করেন।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রণয় ভালবাসার কথা রাখাল উপন্যাসেই পাঠ করে, বন্ধুবান্ধবের মুখে গল্প শোনে—নিজ জীবনে সে রসাস্বাদন কখনও করে নাই। বিবাহের পর রাখাল যখন বাড়ী ছিল, লীলাবতী তখন বালিকা; উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাতের সুযোগও তখন ছিল না। তাহার পর হইতে সে বিদেশী। উমেদারীতে কিছুকাল গিয়াছিল। পাঁচ ছয় বছর ত চাকরিই করিতেছে। প্রতি বৎসরেই অন্ততঃ একবার করিয়া—হয় ছুটি লইয়া, নয় পীড়ার ভান করিয়া—রাখাল দেশে গিয়াছে। দীর্ঘকাল পরে স্বামীকে পাইলে, স্ত্রীর যেরূপ আহ্লাদ হওয়ার কথা, লীলাবতীর সে ভাব, কই, রাখাল ত কখনও দেখে নাই। কই, ফিরিয়া আসিবার সময় সে কখনও রাখালকে ত বলে নাই, আর দুইদিন থাক, কিংবা, আবার কবে আসিবে? স্বামীর প্রতি লীলাবতীর যেন কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব। লেখাপড়া জানে, রাখাল তাহাকে মাঝে মাঝে পত্রও লিখিয়া থাকে। রাখালের দুই-তিনখানি পত্রের পর লীলা একখানি উত্তর লেখে—তাহাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি—এইরূপ দুই চারিটা মামুলি কথা মাত্র। রাখাল এক একবার ভাবে, এতদিন উভয়ে একত্রবাসের যথেষ্ট সুযোগ হয় নাই বলিয়াই লীলাবতীর মনে বয়সোচিত অনুরাগ সঞ্চার হয় নাই—কিছুদিন একত্র থাকিতে থাকিতেই তাহাদের সম্বন্ধটি স্বাভাবিক মধুরতা প্রাপ্ত হইবে।

এবার রাখাল স্ত্রীকে আনিবার উদ্যোগ করিতেছে—দিনস্থির হইয়াছে ১৭ই মাঘ। পিত্রালয়ে থাকিলে পাছে বাড়ীর লোকের কুমন্ত্রণায় আসিবার সময় বাঁকিয়া বসে, তাই তাহাকে ২রা মাঘ নিজেদের বাড়ীতে আনাইয়া রাখিয়াছে। তারিখ হিসাব করিয়া রাখাল একসপ্তাহ-ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয় নাই। রেলের চাকরিতে ছুটি আবশ্যকমত প্রায়ই পাওয়া যায় না। একবার একব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর, বাড়ী গিয়া আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে বলিয়া

ছুটি চাহিয়াছিল ; সাহেব হুকুম দিলেন, এখন ছাড়িতে পারি না, দুইমাস পরে শ্রাদ্ধ করিও। এরূপ অবস্থায়, রেলের সকল চাকর যাহা করিয়া থাকে, রাখালও তাহাই করিবে স্থির করিয়াছে। একদিন পূর্ব্বে, ১৬ই মাঘ 'সিক্ রিপোর্ট' অর্থাৎ পীড়ার ভান করিয়া, সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী যাইবে। পরদিন স্ত্রীকে লইয়া যাত্রা করিয়া, তৎপরদিন, অর্থাৎ ১৮ই মাঘ বেলা নয়টার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিবে। ষ্টেশনমাষ্টার সম্মতি দিয়াছেন, রেলের ডাক্তারবাবুটিও অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি, তিনিও সার্টিফিকেট দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে রাখালের বাড়ী যাইবার ধার্য্য দিন উপস্থিত হইল। বেলা তিনটার সময় ষ্টেশনে গিয়া সে 'সিক্ রিপোর্ট' করিল—বড়বাবু সংবাদ যথানিয়মে তারযোগে হেড অফিসে এবং ডাক্তারবাবুকে জানাইলেন। জিনিস পত্র গুছাইয়া, বিছানা বাঁধিয়া, সন্ধ্যা ৭টার প্যাসেঞ্জারে রাখাল রওনা হইবে। পানিপাঁড়ে খানকতক রুটি এবং আলু বেগুণ ভাজা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহাই রাখাল শালপাতায় জড়াইয়া তোয়ালেতে বাঁধিয়া লইল, গাড়ীতে খাইবে। সঙ্গে এক সোরাই জলও লইল। বড়বাবুর স্ত্রী পাণ সাজিয়া ভিজা নেকড়ায় জড়াইয়া দিয়াছিলেন, গাড়ীতে উঠিবার সময় বড়বাবু তাহা রাখালের হাতে দিলেন এবং অনুরোধ করিলেন, যদি অসুবিধা না হয় তবে এক নাগরী ভাল খেজুরগুড় যেন রাখাল তাঁহার জন্য লইয়া আসে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ স্ত্রী কোথায় ?

রাখালের বাড়ী ময়নামতী গ্রাম, মেমারি ষ্টেসন হইতে আড়াই ক্রোশ পথ। গাড়ী হইতে নামিয়া একজন মুটিয়ার মাথায় ব্যাগ দিয়া, বেলা নয়টার পূর্ব্বেই রাখাল বাড়ী পৌঁছিল।

অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া রাখাল দেখিল, সকলের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও বিষণ্ণ। একটা অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল।

বউদিদি তখন গোহালের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাই দুহাইতেছিলেন, রাখালের কণ্ঠস্বর শুনিয়াও মুখ ফিরিয়া চাহিলেন না। দাদার বৃদ্ধা শাশুড়ী নামাবলী গায়ে দিয়া সাজি হস্তে উঠানের প্রান্তস্থিত করবী গাছ হইতে ফুল তুলিতেছিলেন, তিনি মুখ ফিরাইয়া রাখালের পানে এক নজর মাত্র চাহিয়া

আবার স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ঝি হারাণীর মা জলের ঘড়া কাঁখে করিয়া রাখালের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গেল, একবার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসাও করিল না, দাদাবাবু ভাল ত? কেবল তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী দশমবর্ষীয়া বালিকা স্বর্ণলতা ধীরে ধীরে আসিয়া রাখালের হাতখানি ধরিয়া স্নেহভরে বলিল, "ছোটকাকা!"

রাখাল শঙ্কিতস্বরে বলিল, "খুকি, সবাই কেমন আছে?"

"ভাল আছে।"

"তোর বাবা কোথায়?"

"কি জানি!"

"কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার চিঠি তোরা পেয়েছিলি?"—বলিতে বলিতে রাখাল বড় ঘরের বারান্দায় উঠিল। একবার উৎসুক হইয়া চারিদিকে নেত্রপাত করিল। যাহা খুঁজিতেছিল তাহার কোনও চিহ্ন কোথাও দেখিল না। এমন সময় তাহার বধূঠাকুরাণী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভাল আছ বউদিদি?"

"আছি।" বউদিদির স্বর বিষণ্ণ, চক্ষু আনত।

"আমি আজ এসে পৌঁছব বলে চিঠি লিখেছিলাম, সে চিঠি কি তোমরা পাওনি?"

"পেয়েছিলাম।"

"দাদা কোথায়?"

"কোথা বেরিয়েছেন।"

"ছোট খোকা ভাল আছে?"—বলিতে বলিতে রাখার বড় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

"ভাল আছে।"

"বড় তেষ্টা পেয়েছে বউদিদি—এক গেলাস জল দাও ত।"

"তুমি হাত পা ধুয়ে ফেল, আমি জলখাবার আনি।"—বলিয়া বধূঠাকুরাণী প্রস্থান করিলেন।

রাখাল তৎপশ্চাৎ বারান্দায় আসিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিল। আবার

ঘরে আসিয়া, তক্তপোষের উপর বসিল। উৎসুক নয়নে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল ; তাহার মনে আশা ছিল, বউদিদি বোধ হয় লীলাবতীর হাতেই জলখাবার পাঠাইয়া দিবেন।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই তাহার সে আশা ভঙ্গ হইল। বউদিদিই জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন। একটি রেকাবিতে দুইটি রসগোল্লা, আর এক গেলাস জল।

স্বর্ণলতা একটি ডিবার খোলে দুইটি পাণ রাখিয়া চলিয়া গেল। রাখাল রসগোল্লা খাইতে লাগিল। বধূঠাকুরাণী নীরবে উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিলেন।

জল পান করিয়া, গেলাস নামাইয়া রাখিয়া, রাখাল বলিল, "দাদা কতক্ষণে ফিরবেন, বউদিদি ?"

"কি জানি।"

"একখানা গরুর গাড়ী এখন থেকে বলে রাখতে হবে ত ? বেলা চারটের সময় রওয়ানা হতে হবে। সাহেব ছুটি ত দিলে না, ব্যারাম হয়েছে বলে চলে এসেছি। এ দিকের সব গোছান আছে ত ?"

বউদিদি রাখালের পানে না চাহিয়া, ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—না। তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দেখিয়া রাখাল বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে বউদিদি ?"

বউদিদি নীরব।

রাখাল তখন তক্তপোষ হইতে নামিয়া, বউদিদির কাছে দাঁড়াইয়া কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি বেঁচে নেই ?"

বউদিদি রাখালের পানে না চাহিয়াই বলিলেন, "এমন কি সৌভাগ্য তার ?"

"তবে ? কি হয়েছে বল বউদিদি !"

"কি হয়েছে তা ত জানিনে, আজ ভোর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

শুনিয়া রাখালের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। রুদ্ধশ্বাসে বলিল—"পাওয়া যাচ্ছে না ! বল কি ? কোথা গেল ?"

"ভগবান জানেন। তোমার দাদা খুঁজতে বেরিয়েছেন।"

ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া রাখাল বলিল, "ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছিল ?"

"কই, তেমন কিছুই ত হয়নি।"

"তবু ?"

"কাল সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ হাতে করে রান্নাঘরে যাচ্ছিল, পথের মধ্যে প্রদীপটা হাত থেকে পড়ে গেল—"

"তুমি তাকে বকলে ?"

"আমি শুধু বললাম, ছোটবউ, এক প্রদীপ তেল ফেলে দিলে, আসে কোথা থেকে বল দেখি ? এই টানাটানির সংসার, একটু সাবধান হয়ে চলাফেরা করতে হয় ! এই শুধু বলেছিলাম।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? সারা সন্ধ্যেবেলা মুখ গোঁজ করে রইল। রাত্রে ভাল করে খেলে না।"

রাখাল ভাবিল, ঘটনাটা বউদিদি যত লঘুভাবে বর্ণনা করিলেন, আসলে তত লঘুভাবে শেষ হয় নাই। বোধ হয়, বউদিদি তাহাকে খুব কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। অভিমানিনী নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রে সে কোথায় শুয়েছিল ?"

"ও ঘরে।"

"সেখানে আর কে শুয়েছিল ?"

"সে আর খুকী এক বিছানায় শুয়েছিল।"

"তারপর, কতক্ষণে উঠে গেল ?"

"তা ত খুকী বলতে পারে না। ছেলেমানুষ, রাত্রে শুয়েছে একবারে সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গেছে। জেগে উঠে আর তাকে দেখতে পায়নি।"

"বাড়ীর কোনও দরজা সকালে উঠে খোলা পেয়েছিলে ?"

"খিড়কীর দরজা খোলা পেয়েছিলাম।"

রাখাল কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বউদিদি, নিশ্চয়ই সে পুকুরে ডুবে মরেছে। আমি জেলেদের ডেকে আনি।"—বলিয়া রাখাল জুতা পরিতে লাগিল।

বউদিদি তাহার জামা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "থাম থাম ঠাকুরপো, এখন গোলমাল কোরো না। যদি ডুবেই থাকে, এখন জেলে ডেকে জাল ফেলালে তাকে কি বাঁচাতে পারবে ? জলে মানুষ ডুবলে এতক্ষণ কি প্রাণ থাকে ? যদি তাই হয়ে থাকে, আজ দিনের মধ্যেই ভেসে উঠবে। তা যদি না হয়, তা

হলে রটনা করতে হবে, তার বাপের বাড়ীর ঝি কাল রাত্রে এসেছিল, ভোর-বেলা তাকে নিয়ে গেছে।”

কথাটা শুনিয়া রাখালের দেহের ভিতর দিয়া যেন বেদনার একটা বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বউদিদির কি সন্দেহ। ভাবিল তাহা হইতেই পারে না, অসম্ভব—অসম্ভব। বলিল—“বউদিদি, তুমি যা মনে করেছ, তা কখনই নয়। হয়ত, সে অভিমানে জলে ডুবে মরেছে, নয়, সে সত্যি সত্যিই বাপের বাড়ী পালিয়ে গেছে। আমি গোল করব না, কিন্তু একবার খিড়কীর পুকুরের চারিধারটা ঘুরে আসি। যদি সে ডুবে মরে থাকে তবে কোন না কোনও চিহ্ন দেখিতে পাব।”—বলিয়া রাখাল বাহির হইয়া গেল।

রাখাল গিয়া পুষ্করিণীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও কোনও প্রকার চিহ্ন বা সন্দেহজনক কিছুই দেখিল না। তখন ভাবিল যদি ডুবিয়াই থাকে, তবে খিড়কীর এ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ডুবিবে এমন কি কথা? হয়ত ডুব-জলও ইহাতে নাই। সুতরাং বাটীর অনতিদূরে সাধারণের ব্যবহার্য্য যে পুষ্করিণী আছে, সেখানে অন্বেষণ করা আবশ্যক।

কিন্তু সে পুষ্করিণীতে অন্বেষণ করিতে গিয়া বিপদ এই হইল, ক্রমাগত পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। ‘কি রাখালদা, কখন এলে?’—‘কি রাখালকাকা, হঠাৎ যে?’—‘রাখাল যে; বাবাজি ভাল আছ ত?’—ইত্যাকার প্রশ্নে পদে পদে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। স্নানের বেলা; কেহ তৈলমর্দ্দন করিয়া গামছা কাঁধে লইয়া স্নানে যাইতেছে, কেহ স্নান সমাপন করিয়া ফিরিতেছে; সুতরাং এরূপ অবস্থায় পুষ্করিণীর চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ান রাখালের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাই সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভগ্নহৃদয়ে তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে, স্বর্ণলতা আসিয়া, রাখালের পাশে বসিয়া, স্নেহভরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। নীরবে চিন্তা করিতে করিতে রাখালের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। এটুকু, বালিকার চক্ষু এড়াইল না। কি বলিয়া কাকাকে সান্ত্বনা করিবে? কাকার ব্যথা কোথায়, তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছে; কিন্তু অবোধ বালিকা ত কথা জানে না। আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া সে বলিল, “কাকা, তামাক সেজে দেব?”

রাখাল সে কথার উত্তর না দিয়া স্বীয় সজল নেত্রযুগল বালিকার পানে ফিরাইয়া বলিল, "খুকি, তোর ছোটকাকীর কি হল ?"

করুণকণ্ঠে খুকী বলিল, "তা ত জানিনে কাকা। বোধ হয় বাপের বাড়ী চলে গেছেন।"

রাখাল আগ্রহসহকারে বলিল, "হ্যাঁ খুকি, আমারও তাই বিশ্বাস। নিশ্চয়ই সে বাপের বাড়ী গেছে। আচ্ছা খুকি, তোরা যে বিছানায় শুয়েছিলি, সে বিছানায় কোনও চিঠি কি কাগজ সকালে উঠে দেখিসনি ?"

"না কাকা, কোনও চিঠি ত দেখিনি।"

"সে বিছানা কোথা ?"

"ও ঘরে গুটানো আছে।"

"আচ্ছা চল্ দেখি বিছানাটা একবার ভাল করে খুঁজি।"—রাখাল শুনিয়াছিল, আত্মহত্যা করিবার বা নিরুদ্দেশ হইবার পূর্ব্বে অনেকে কারণটা চিঠিতে লিখিয়া রাখিয়া যায়।

দুইজনে তখন উঠিয়া গিয়া বিছানার মধ্যে অনেক বিফল অনুসন্ধান করিল। বালিসগুলার ওয়াড় পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই।

ঘর হইতে বাহির হইয়া, রাখাল তখন শুধুপায়ে পাগলের মত উঠানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুকের ভিতরটায় যেন কে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে।

বউদিদি রান্নাঘরের রকে বসিয়া কুটনা কুটিতেছেন, ঝি অল্পদূরে বসিয়া ছোটখুকীকে দুধ খাওয়াইয়া দিতেছে। এ সকল দৃশ্য যেন রাখালের চক্ষে কায়াশূন্য স্বপ্নের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া খুকী ডাকিল, "কাকা, তামাক সেজেছি।"—কলিকাটি হাতে করিয়া খুকী ফুঁ দিতেছে।

খুকীর সান্ত্বনাপূর্ণ করুণ কণ্ঠধ্বনি রাখালের মনে পিপাসার জলের মত অনুভূত হইল। এ দুঃখের সময়, বাড়ীর আর কেহ তাহার পানে ফিরিয়াও চাহিতেছে না—একমাত্র খুকীই তাহার ব্যথার অংশ বুক পাতিয়া লইয়াছে।

রাখাল তখন বারান্দায় উঠিয়া ভূমির উপর বসিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া তামাক খাইতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, রাখালের দাদা চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে

করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি রাখালের অপেক্ষা দশ বছরের বড়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেহখানি কৃশ, চক্ষু কোটরগত, দেখিলে বয়সের অপেক্ষা আরও পাঁচ সাত বৎসর অধিক বলিয়া মনে হয়।

দাদাকে দেখিয়া রাখাল হুঁকা নামাইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল। কুশল প্রশ্নাদির পর হুঁকাটি টানিতে টানিতে তিনি জিজ্ঞাসা কারলেন, "সব শুনেছ ত?"

"শুনেছি। কোনও খোঁজ পেলেন?"

"কিছু না। কাউকে ত মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারিনে, মুস্কিল হয়েছে এই কিনা!"

রাখালের বউদিদি আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকল শুনিয়া বলিলেন—"এখন উপায়? গ্রামে যে এখনই ঢী ঢী পড়ে যাবে!"

দাদা বলিলেন, "আমি পাড়ায় বলে এসেছি, বউমার মায়ের হঠাৎ ব্যারাম হয়েছে বলে, বসন্তপুর থেকে লোক এসে রাত থাকতে পাল্কী করে তাঁকে নিয়ে গেছে।"

রাখাল বলিল, "দাদা, আমার বোধ হয় সত্যি সত্যিই সে সেখানে গিয়েছে।"

বউদিদি বলিলেন, "কার সঙ্গে গেল?"

"একলাই গিয়ে থাকবে। জান ত, পশ্চিমে যেতে বরাবরই তার ঘোর আপত্তি। নিতে আসছি, এবার নিয়ে যাবই, সেই ভয়ে সে পালিয়ে বাপের বাড়ী গিয়েছে।"

বউদিদি বলিলেন, "তোমার যেমন কথা! বউমানুষ, একলা, রাত্তির কাল—এই তিন ক্রোশ পথ হেঁটে কখনও বসন্তপুর যেতে পারে?"

রাখাল বলিল, "মানুষটা ভারি একগুঁয়ে। জানই ত বউদিদি!"

বউদিদি বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "জানিনে আবার? হাড়ে হাড়ে জানতে পেরেছি! এই পনেরো দিনেই আমার হাড় জালিয়ে তুলেছিল। বলি হ্যাঁগা, রাখাল না হয় ছেলেমানুষ, তোমার ত বয়স হয়েছে, তোমার কি মনে হয় ছোট বউ হেঁটে একলা বাপের বাড়ী গেছে?"

দাদা, স্ত্রীর কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করিতে না পারিয়া বলিলেন, "যদি তাই গিয়ে থাকেন, তা হলেই কি কাযটা ভাল হয়েছে? লোকে শুনলে কি বলবে? ছি ছি—গেরস্তের মেয়ের কি এই ব্যাভার?"

বউদিদি বলিলেন, "সে কক্‌খনো বাপের বাড়ী যায়নি, ডুবেও মরেনি। আমাদেরই ডুবিয়ে গেছে।"

দাদা গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, "খাওয়া দাওয়া করে, আমি বসন্তপুর চলে যাই। দেখি কি ব্যাপার।"

বউদিদি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তা, গিয়ে দেখ। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি ঠাকুরপো, সে যদি সেখানে গিয়েই থাকে, তবে আর কখনও তাকে এ বাড়ীতে এনো না। সঙ্গে করে তাকে পশ্চিমে নিয়ে যেও, যেখানে খুসি নিয়ে যেও। কিন্তু এ বাড়ীতে আর যেন সে না ঢোকে। আমরা গরীব গেরস্ত মানুষ—অমন দজ্জাল মেয়েকে বউ বলে পরিচয় দিয়ে ঘরে রাখতে পারব না।"

রাখাল নীরবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ এমন স্ত্রী লইয়া কি হইবে ?

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল রাখাল এইরূপ মুহ্যমান হইয়া বসিয়া থাকিবার পর তাহার বউদিদি আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, যদি বসন্তপুর যেতে হয় তবে স্নান করে খেয়ে বেড়িয়ে পড়, বসে বসে ভাবলে কি হবে? বেলা ত কম হয়নি।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"তেল কোথায় ?"

"তেলের বাটি ঐ কুলুঙ্গিতে রয়েছে।"—বলিয়া বউদিদি আবার রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

ব্যাগ খুলিয়া রাখাল তাহার গামছাখানি বাহির করিল। মাথায় কিঞ্চিৎ তৈলমর্দ্দন করিয়া, গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া উঠানে নামিতেই সদর দরজা হইতে শব্দ আসিল, "দাদাঠাউর বাড়ী আছেন ?"

রাখালের দাদা উঠানে আমগাছতলায় মোড়া পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। বলিলেন—"কে ও ?"

"আমি—বছিরদ্দি সেখ।"

"কেন ?"

"দরজা খোলেন—একটা জরুরি কথা আছে।"

বছিরদ্দি গ্রামের চৌকিদার। তাহার 'জরুরি কথা' কি, জানিবার জন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়ীশুদ্ধ লোক চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাখালও দাঁড়াইল।

দাদা তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এস বছিরদ্দি, এস, খবর কি ?"

প্রৌঢ়বয়স্ক, উন্নতকায়, বলিষ্ঠদেহ বছিরদ্দি, মাথায় নীল পাগড়ি, হস্তে এক প্রকাণ্ড লাঠি, অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা একটু অন্তরে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

বছিরদ্দি বলিল, "দাদাঠাউর, আপনাদের ছোটবউকে কাল আত্রে কি তেনার বাপের বাড়ী পেঠিয়েছেন ?"

দাদা বলিলেন, "হ্যাঁ—কেন ?"

"তবে সে মাগী ঠিকই কয়েছেলো। কাল, দাদাঠাউর, এক পওর রাত বাকী থাকতে, রোঁদ দিতে বেরিয়েছিনু। দিব্যি ফুটফুটে চাঁদনী রাত। যখন গেরাম ছেড়িয়ে পেরায় কোশখানেক পথ গেছি, গাজনতলার সরহদ্দের কাছাকাছি পোঁছেছি, তখন দেখি যে রাস্তা দিয়ে দুইঝনা বিটীছাওয়া যাচ্ছে। একঝন বেওয়া, একঝন সর্‌ধবা। যে বেওয়া সে বুড়ী, যে সর্‌ধবা সে মুখে ঘোমটা দিয়ে ছেলো, বয়সটা ঠাওর পেনু না। অত আত্রে, মাঠের পথে দুইঝন বিটীছাওয়া, সাথে কেউ মরদ নেই, দেখে আমার মনে কেমন সন্দ হল। তাই বন্নু—এত আত্রে কে যায় ?—হাঁক দিতেই তারা থম্‌কে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কন্নু—কে তোরা ?—কোথা যাস ?—যে বেওয়া, সে বল্লে—ওগো আমরা যাচ্ছি গাজনতলা।—জিগাস কন্নু—গাজনতলা কার বাড়ী যাস ?—বললে—ভস্‌চায্যি বাড়ী। আমি বন্নু—ভস্‌চায্যি বাড়ী ? গাজনতলায় ত ভস্‌চায্যি কেউ নেই।—মাগী চুপ করে রইল। তাই দেখে দাদাঠাউর, সন্দটা আমার মনে আরও দেঢ়ো হল। জিগাস কন্নু—কে তোরা, কোথা যাচ্ছিস, সত্যি বল, নইলে ধরে থানায় নিয়ে যাব। আমার নাম বছিরদ্দি সেখ চৌকিদার।—এই না বলে দাদাঠাউর, হাত পাঁচ ছয় পিছু হটে, এই নাঠিটে মাথার উপর তুলে বন্ বন্ করে ঘোরাতে নাগনু। মাগী তখন কাঁপতে কাঁপতে বললে দোহাই বাবা চৌকিদার আমাদের মের না, আমরা চোর নই ছেঁচড় নই। আমি সৈরভির মা, বাড়ী বসন্তপুর। বসন্তপুরে এই বউটির বাপের বাড়ী কিনা, কেষ্টদাস ঘোষাল এর বাপ। বউটিকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাচ্চি। আমি বন্নু—তবে যে বল্লি গাজন-

তলায় ভস্‌চাযিয় বাড়ী যাব ?—সে বল্লে—না বাবা ভুলে বলেছি। ময়নামতীর ভস্‌চাযিয় বাড়ী থেকে আসছি। এ সেই বাড়ীর ছোটবউ।—এই কথা শুনে তাদের ছেড়ে দিনু। কিন্তু মনের সন্দটা কিছুতেই গেল না দাদাঠাউর; তাই বাড়ী ফিরে ভাবনু, যাই দাদাঠাউরকেই জিগাস করে আসি। মাগী যা বল্লে ঠিক ত দাদাঠাউর ?"

দাদা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ঠিক বলেছে।"

"আচ্ছা তবে আসি। সেলাম দাদাঠাউর।"

চৌকিদার চলিয়া গেলে, বাড়ীর লোকের মন হইতে যেন একটা বিষম বোঝা নামিয়া গেল। ছোটবউ তবে পিত্রালয়েই গিয়াছে। পলাইয়া যাইলেও যাহা আশঙ্কা ছিল তাহার তুলনায় শতগুণে সহস্রগুণে ভাল। সৈরভির মা এ বাটীর বিশেষ পরিচিত, পূর্ব্বে কতবার আসিয়াছে। আর কোনও ভয় নাই। লোকে একটু নিন্দা করিবে—তা করুক। যে নিন্দার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, ভগবান তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সকলে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রাখালের দুর্ভাবনা দূর হইয়া মনটা বেশ খুসী হইয়া উঠিল।

দাদা কিন্তু রাগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"ছি ছি কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি! দেখ দেখি একবার কাণ্ডখানা! বাপের বাড়ীই যদি যেতে হয়, আমাদের বলে কয়ে গেলেই ত হত। আমরা বাড়ীসুদ্ধ লোক এতক্ষণ চোখে যে সর্ষেফুল দেখছিলাম! আর কিছু নয়, বউমা নিশ্চয়ই কাঁদাকাটা করে মাকে চিঠি লিখেছিলেন—এরা ত আমায় যেতে দেবে না, চুপি চুপি সৈরভির মাকে পাঠিয়ে দিও, আমি চুপি চুপি তার সঙ্গে যাব। বউমা না হয় ছেলেমানুষ— বুদ্ধি নেই। তাঁর মা ত ছেলেমানুষ নন! বুড়ো হয়েছেন, তাঁর এ আক্কেল হল না যে, ও রকম করে আমার মেয়ে যদি রাত্রে পালিয়ে আসে ত লোকে কি বলবে? ছি ছি কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি!"

রাখাল স্নান করিতে গেল। তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, স্নানের ঘাটে আর লোকজন নাই। রাখাল অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল। স্নান করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল।

চৌকিদারের কথিত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাখালের মনে প্রথমটা যে আনন্দের লহরী উঠিয়াছিল, তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। প্রথমটা, সেটা পরিত্রাণের আনন্দ; মুখে সে যাহাই বলুক, যে সন্দেহ বউদিদির মনে প্রবেশ করিয়াছিল,

সেই বিষম সন্দেহ সর্পের মত রাখালের মনকেও দংশন করিয়াছিল। তাহার প্রথম অনুভূতি—একটা জীবনব্যাপী লজ্জা ও অপমানের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের আনন্দ। এখন স্নান করিতে করিতে আবার তাহার মনে অল্পে অল্পে অবসাদ আসিতে লাগিল। এই স্ত্রী! স্ত্রীর এই স্নেহ, এই ভালবাসা! পাছে স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যাইতে হয়, তাই পলায়ন! এমন করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন! এমন স্ত্রী লইয়া কি হইবে? জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেলেই বা কি হইবে? এমন স্ত্রী হইতে সাংসারিক সুখের আশা দুরাশা মাত্র। একবার দেখা করিবার জন্যও অপেক্ষা করিল না? না হয় সঙ্গে নাই যাইত—এতদিনের পর, একবার দেখাটা হইলে ক্ষতি ছিল কি?—ক্রোধে অভিমানে রাখাল সেই জলের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, দূর হইক, শ্বশুরবাড়ী যাইব না, তাহার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখিব না! আমি আবার বিবাহ করিব।—এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে স্নান সারিয়া রাখাল গৃহে ফিরিয়া আসিল।

আহারাদির পর, শয্যায় শয়ন করিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল। আজ ত আর তাহার খুস্রুপুরে ফিরিয়া যাওয়া হয় না—কল্য বৈকালের গাড়ীতে যাইবে। পুনরায় বিবাহ করিবে, সে ইতিমধ্যে একপ্রকার স্থিরই করিয়া ফেলিয়াছে। ভাবিল, তথাপি লীলাবতীর সঙ্গে একবার শেষ কথাটা হওয়া উচিত। আজ বসন্তপুরে গিয়া তাহার সহিত খোলাখুলি কথাবার্ত্তা কহিবে। বলিবে, 'আর পাঁচজনের স্ত্রী যেমন, তুমিও যদি সেইরূপ আমার স্ত্রী হইতে সম্মত হও, তবে আমার সঙ্গে চল। যদি তোমার অনিচ্ছা থাকে, তবে আমাকে আজ স্পষ্ট করিয়া জবাব দাও, আমি অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করি।'

রাখাল ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, বেলা তখন দুইটা। উঠিয়া কাপড় পরিয়া ছাতা ও ব্যাগটি মাত্র হাতে করিয়া, পদব্রজে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল।

যখন সে দরজার বাহির হইতেছে, তখন স্বর্ণলতা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজ ক্ষুদ্র হাতটি তুলিয়া বলিল, "কাকা!"

"কি স্বর্ণ?"

"আমার একটি কথা রাখবে?"

রাখাল একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি কথা স্বর্ণ? বল, রাখব।"

"কাকা, কাকীমাকে বেশী বোকো না।—বকবে?"

এই দুঃখের সময়ও একটু মুচকি হাসিয়া রাখাল বলিল, "আচ্ছা, বেশী বকব না।"

শুনিয়া বালিকার মুখখানি প্রফুল্ল হইল। আদরের স্বরে বলিল—"কবে আসবে কাকা ?"

"কাল আসব মা !"—বলিয়া রাখাল সস্নেহে তাহার চিবুকাগ্রভাব স্পর্শ করিয়া, পথে নামিয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ শ্বশুরালয়ে

বসন্তপুর গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন। বাবু সারদাচরণ রায় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের পত্তনিদার, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ইঁহাদের জমিদারই বলিয়া থাকে। রাখালের শ্বশুর কৃষ্ণদাস ঘোষালও সম্পন্ন ব্যক্তি এবং জমিদার পরিবারের সহিত বন্ধুত্ব ও কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ।

সেদিন অপরাহ্ণে, দিবানিদ্রা সমাপন করিয়া, কৃষ্ণদাসবাবু বৈঠকখানায় আসিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়াছেন। ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠিগুলি পাঠ করিতেছেন, এমন সময় প্রতিবেশী মুখুয্যে মহাশয় হাতকাটা পিরাণ গায়ে দিয়া খড়ম পায়ে খট্ খট্ করিতে করিতে বারান্দায় উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাগজ এল ?"

কৃষ্ণদাসবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, এসেছে। আসুন।"

মুখুয্যে মহাশয় তক্তপোষে উপবেশন করিয়া, কাগজখানি কোলে তুলিয়া লইলেন। পিরাণের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া, কোঁচার কাপড়ে কাচ দুইখানি বেশ করিয়া পরিষ্কার করিলেন। তখন চশমাটি চোখে লাগাইয়া, কাগজখানি খুলিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ আরম্ভ করিলেন।

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের এরূপ বুভুক্ষু পাঠক, এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় নাই। প্রতি শনিবারে তীর্থের কাকের ন্যায় ইনি কৃষ্ণদাসবাবুর কাগজখানির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। শনি ও রবি এই দুইদিনে সমস্ত কাগজখানি মায় বিজ্ঞাপন, তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া ফেলেন। স্মরণশক্তিও ইঁহার অসাধারণ। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কবে কোন্ সহরে আগুন লাগিয়া কত লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছিল, বলিয়া দিতে পারেন। উপস্থিত, ইনি বুয়র-যুদ্ধ সংবাদে মশগুল হইয়া

আছেন। প্রতি সপ্তাহের যুদ্ধসংবাদ তাঁহার নখদর্পণে। শুধুই কি তাই? সমরকৌশলের ইনি একজন অক্লান্ত সমালোচক। পাঠ করিতে করিতে উভয় পক্ষের সৈন্যসংস্থাপন কাগজ পেন্সিল লইয়া আঁকিতে বসিয়া যান। কোনও পক্ষ কোনও যুদ্ধে পরাজিত রহিলে, কি ভ্রমের জন্য পরাজয়টি ঘটিয়াছে, তাহার একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। কাগজে আঁকিয়া বলেন, 'হায় হায় হায়—জেনেরাল অমুক যদি এই রকম না করে এই রকম করত, তা হলে কি এ যুদ্ধে ওদের হার হয়?—কি ভুলটাই করেছে! এটুকু বুদ্ধি নেই, বেটা জেনারালগিরি করতে এসেছিস?'

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল মনে মনে পাঠ করিবার পর মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন, "যুদ্ধসংবাদটা পড়ব নাকি?"

কৃষ্ণদাসবাবু স্বয়ং যুদ্ধসংবাদ পড়িয়া সব কথা ভাল বুঝিতে পারেন না, তাই প্রতি শনিবারে তাঁহাকে বুঝাইবার ভার মুখুয্যে মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসবাবু বলিলেন, "পড়ুন।"

মুখুয্যে মহাশয় তখন অত্যন্ত ধীরে ধীরে যুদ্ধসংবাদ পড়িতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কাগজখানি নামাইয়া, টীকাটিপ্পনি করিয়া কৃষ্ণদাসবাবুকে ব্যাপারটা বুঝাইতে লাগিলেন। এমন সময় শুষ্কমুখ, ঘর্ম্মাক্তকলেবর ধূলিধূসরিত রাখাল ব্যাগ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ জামাতাকে এ অবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণদাসবাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বাবা রাখাল এসেছ? এস এস, বস। বাড়ীর সব ভাল ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—বলিয়া রাখাল ব্যাগটি নামাইয়া, ছাতাটি রাখিয়া, শ্বশুরকে প্রণাম করিল।

"বস বাবা বস। জুতো খুলে ফেল। ওরে, পা ধোবার জল নিয়ে আয়। ইস্—ভারি ঘেমে উঠেছ যে! হেঁটে এলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খুরুপুর থেকে কবে এসেছ?"

"আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি।"

"ওরে, বাড়ীর ভিতরে খবর দে, জামাইবাবু এসেছেন। তা বাবা এসেছ তবু দেখাটা হল। আজই না লীলাকে খুরুপুরে নিয়ে যাবার দিনস্থির করেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে, আজ যাওয়া হ'ল না?"

"আজ্ঞে না, কাল যাব।"

"বেশ বেশ। তা বাবা, যদি আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেই এলে, লীলাকেও অমনি সঙ্গে করে আনতে হয়। তার গর্ভধারিণী আজও দুঃখ করছিলেন, বলছিলেন, আহা বাছা আমার আজ পশ্চিমে চলে যাবে, আবার কতদিনে আসবে তারও ঠিক নেই, যাবার সময় একটিবার বাছাকে দেখতেও পেলাম না!"

এই কথা শুনিয়া রাখালের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহার নাসিকা কর্ণ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, চক্ষে যেন সকলই অন্ধকার হইয়া আসিল। তখনই সংজ্ঞা হারাইয়া, সেই তক্তপোষ হইতে সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

"কি হল? কি হল?"—বলিয়া তাহার শ্বশুর চীকার করিয়া উঠিলেন। একজন ছুটিয়া গিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ দিল। বাড়ীর মধ্য হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল। 'জল আন্', 'পাখা আন্'—বলিয়া একটা খুব সোরগোল পড়িয়া গেল। একজন রাখালের কোটের বোতাম খুলিতে লাগিল, একজন তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল, একজন মুখুয্যে মহাশয়ের হস্ত হইতে সংবাদপত্রখানা কাড়িয়া লইয়া রাখালের মাথার কাছে বাতাস করিতে লাগিল। রাখালের শ্বাশুড়ী অন্তঃপুরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিদিশাশুড়ী কোনও বাধা না মানিয়া, বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া রাখালের মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন; এবং তাহার মুখের দিকে সজল নেত্রে চাহিয়া কম্পিতস্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "হে মধুসূদন, হে হরি, দোহাই বাবা, সাত দোহাই তোমার—বাছাকে আমার ভাল করে দাও।"

ডাক্তার নিকটেই থাকিতেন, একজন তাঁহাকে সংবাদ দিতে ছুটিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

কৃষ্ণদাসবাবু সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করিলেন।

ডাক্তারবাবু তখন রাখালের চেতনা সম্পাদন করিতে যত্নবান হইলেন। শীঘ্র ফলও দর্শিল।

রাখাল চক্ষু মেলিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

কৃষ্ণদাসবাবু বলিলেন, "কেমন আছ বাবা? একটু ভাল বোধ হচ্ছে?"

ক্ষীণস্বরে রাখাল বলিল, "কি হয়েছে?"

কৃষ্ণদাসবাবু আবার বলিলেন, "কেমন আছ?"

"ভাল আছি।"

"বসতে পারবে? উঠে বস দেখি।"

রাখাল উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার দেহ যেন ছয়মাসের রোগীর মত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে উঠাইয়া তক্তপোষের উপর শোয়াইয়া দিল।

তাহার জামা কাপড় জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। একজন পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাখাল বলিল, "শীত করছে।"

পাখা বন্ধ হইল। কৃষ্ণদাসবাবু বলিলেন, "এই রৌদ্রে এতখানি পথ হেঁটে এসে, সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে।"

দিদিশাশুড়ী বলিলেন, "কেন দাদা এমন কর্ম্ম করলে? একখানা গোরুর গাড়ী ভাড়া করে আসতে হয়! সুখী শরীর, পথ চলা মোটে অভ্যেস নেই, সইবে কেন?"

মুখুয্যে মশাই বলিলেন, "আর এখানে কেন? বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে কাপড় জামা ছাড়িয়ে দিয়ে, বাবাজিকে শুইয়ে দাও।"—বুয়র-যুদ্ধের মাঝখানে এইরূপ অভাবনীয় বাধা উপস্থিত হওয়াতে, মুখুয্যে মহাশয় অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ধৈর্য্যরক্ষা তাঁহার পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

ডাক্তারবাবুও সেই পরামর্শ দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাখাল তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিল। দুইদিকে দুইজনে ধরিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। কৃষ্ণদাসবাবুও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

মুখুয্যে মহাশয়ই একা বসিয়া তখন যুদ্ধসংবাদে মনোনিবেশ করিলেন। দুই চারি ছত্র পড়িতেই, পদশব্দ শুনিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, রামজীবন রায় আসিতেছেন। ইনি জমিদার মহাশয়ের একজন প্রধান কর্ম্মচারী—একটু দূর সম্পর্কও আছে।

রামজীবন প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঘোষাল মশায় কোথা?"

"এই বাড়ীর ভিতরে গেলেন। জামাইটি এসেছিল, এসেই অসুখ হয়ে পড়েছে।"—বলিয়া সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণদাসবাবুও বাহির হইয়া আসিলেন। রাখাল কেমন আছে উভয়ে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "গা-টা ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে। বোধ হয় জ্বর হবে।"

দুই একটা কথার পর কৃষ্ণদাসবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ জীবন, নবীনের কোনও খবর পেলে?"

নবীন, জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গত রাত্রি হইতে হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ। চারিদিকে অনুসন্ধান চলিতেছে।

রামজীবন বলিলেন, "কোথা গেছেন কিছুই ত বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা এইটুকু সন্ধান পেয়েছি, কাল রাত দুপুরের পর তাঁকে আর দুলেদের সৈরভির মাকে গাজনতলার হাটের কাছ দিয়ে যেতে একজন দেখেছে। তাই শুনে আমরা সৈরভির মাকে ডাকিয়ে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কিন্তু সে ত ছোটবাবুর সঙ্গে যাওয়ার কথা স্বীকারই করে না। বললে করিমগঞ্জে তার এক বোনপো আছে, তার ভারি ব্যারাম শুনে কাল রাত্রে তাকে দেখতে গিয়েছিল, আজ ভোরে ফিরে এসেছে। করিমগঞ্জ যেতে হলে গাজনতলার কাছ দিয়েই যেতে হয় বটে। যা হোক, চারিদিকে অনেক লোক পাঠান হয়েছে, দেখা যাক কোনও সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। বাড়ীতে ত গিন্নীমা ভারি কাঁদাকাটি আরম্ভ করেছেন।"

কৃষ্ণদাসবাবু বলিলেন, "তিনি ত কাঁদাকাটা করবেনই। আমাদের বাড়ীর এরা শুনে অবধি কেবল হায় হায় করছে। ভাল খবরটি পেলেই পাঁচসিকে হরিন্নুট দেবে মানৎ করেছে। বাড়ীতে আসত যেত, গিন্নি তাকে ছেলের মতই দেখেন—দূর সম্পর্ক হলে কি হয়? কোথায় গেল ছোকরা, কি দুর্ব্বুদ্ধি হল! এখন প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাকলেই মঙ্গল।"

এইরূপ কথোপকথনে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণদাসবাবু দেখিলেন, জ্বরঘোরে রাখাল অচেতন হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ রাখাল বড় দুঃখী

সমস্ত দিন আকাশটা মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

রাখাল খুরুপুরে তাহার সেই খাঁচার মত বাসাটিতে, মলিন শয্যার উপর বসিয়া, গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। খোলা জানালাপথে জলের ছাট আসিয়া বিছানাটার একপ্রান্ত ভিজিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

রাখালের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে—তাহা কি আর খুলিয়া বলিতে হইবে? আবার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়াই রাখাল জ্বরে পড়িয়াছিল, পাঁচদিন পরে আরোগ্যলাভ করিল। ইতিমধ্যে সকল কথাই সে জানিতে পারিল। শ্বশুরালয় হইতে নিজগ্রামে গিয়া দেখিল, সেখানেও টী-টী পড়িয়া গিয়াছে। একদিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া, খুরুপুরে ফিরিয়া আসিল। পৌঁছিয়া শুনিল, ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টার সাহেব আসিয়াছিলেন, পীড়ার ভান করিয়া তাহার পলায়নের কথা সমস্তই ধরিয়া ফেলিয়াছেন, হেড অফিস হইতে চিঠি আসিয়াছে, এক মাসের নোটিসে রাখালকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল।

নোটিসের একমাস উত্তীর্ণপ্রায়, দুইটি দিন মাত্র বাকী আছে। একমাস পূর্ব্বে রাখালকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, আজ দেখিলেই হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। এ একমাসের দুশ্চিন্তায় তাহার দেহখানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর কোলে কালিমা পড়িয়াছে।

গৃহখানির আসবাব যৎসামান্য। একখানি দড়ির খাটিয়া, তাহার উপর রাখাল বসিয়া রহিয়াছে। দেওয়ালের নিকট একটা বড় প্যাকিং কেস—আড়ভাবে স্থাপিত। তাহার উপর একটি পীতবর্ণ পুরাতন তোরঙ্গ, তাহার উপর কালো টিনের একটি হাত-বাক্স, তাহার উপর বটতলার দুইখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস। প্যাকিং কেসটির ভিতর পিতল কাঁসার খানকতক বাসন। ঘরের এক কোণে একটা কাঠের টুল, তাহাতে E. I. R. অক্ষরগুলি ক্ষোদিত। তাহার উপর একটা জলের সোরাই। অপর কোণে পেরেকে বাঁধা একটা দড়ির আলনায় কয়েকটা কাপড় জামা ঝুলিতেছে। একখানা বড় পেষ্টবোর্ডের উপর সিগারেটবাক্সের অনেকগুলি ছবি গঁদ দিয়া আঁটা, তাহাই ভিত্তিগাত্রে গৃহস্বামীর শিল্পরুচির পরিচয়স্বরূপ ঝুলিতেছে।

বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, ক্রমে দিবালোকও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিল। মাঝে মাঝে সন্ সন্ করিয়া দমকা বাতাস বহিয়া বৃষ্টিপতনশব্দকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। রাখাল বসিয়া বসিয়া অকূল পাথার চিন্তা করিতে লাগিল। আর দুইটি দিন মাত্র তাহার চাকরির মিয়াদ, এ দুইদিন পরে সে কোথায় যাইবে, কি করিবে, কি খাইবে, ইহাই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয়। এরূপ অবস্থায় পড়িলে লোকে বাড়ী যায়, আপন আত্মীয়স্বজনের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সে পথও তাহার পক্ষে বন্ধ। এ কলঙ্কের পর, দেশে গিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? তাহাও না হয় যাইত, কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে বাড়ীতে তাহার বউদিদির ব্যবহার স্মরণ করিয়া, দেশে যাইবার কল্পনামাত্র তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এত দুঃখে বউদিদির কাছ হইতে সে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি পায় নাই। শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া যে একটি দিনমাত্র বাড়ীতে সে ছিল, সেই সময়টুকুর মধ্যেই বউদিদি তাহাকে অনেক মর্ম্মান্তিক কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুমি যদি এ আপদকে আমাদের বাড়ী আনাইয়া না রাখিতে, তাহা হইলে ত এ কেলেঙ্কারি হইতে পাইত না। এখন তুমি ত মজা করিয়া পশ্চিম চলিয়া যাইবে, টাকা রোজগার করিবে, আবার বিবাহ করিবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। আমাদের বাড়ীর এই যে অখ্যাতিটা রটিল, আমার মেয়েদের বিবাহ হইবে কেমন করিয়া? ভুগিতে আমরাই ভুগিব, তোমার আর কি?'—বাড়ী গিয়া দাদার অন্নদাস হইয়া, বউদিদির মুখনাড়া খাইতে কিছুতেই রাখালের প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আর আত্মীয়স্বজনও নাই। এ দুইদিন পরে রাখাল কোথায় যাইবে?

এক—কলিকাতায় যাওয়া, সেখানে কোনও মেসের বাসায় থাকিয়া অন্য একটা চাকরির চেষ্টা করা। লেখাপড়াও তেমন শিখে নাই—চট্ করিয়া যে আবার একটা চাকরি হইবে, তাহারই বা ভরসা কি? যতদিন চাকরি না হইবে, ততদিন বাসাখরচ চলিবে কোথা হইতে? পোষ্ট আফিসে তাহার গুটিকতক টাকা আছে, বাজার দেনা শোধ করিবার পর বড় বেশী অবশিষ্ট থাকিবে না। রেলের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে তাহার কিছু টাকা আছে—কিন্তু ডিসমিস হইয়াছে বলিয়া, সে টাকার অর্দ্ধেকের উপর তাহারা কাটিয়া লইবে। সে টাকা বাহির হইতেও তিন চারিমাস বিলম্ব। এ তিন চারিমাস কাটিবে

কেমন করিয়া? শেষে কি অনাহারে মরিতে হইবে? নিজের জীবনটা সেই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মতই অন্ধকার বলিয়া রাখালের মনে হইতে লাগিল।

খুরুপুরে পৌঁছিয়া অবধি প্রতিদিনই সে এই প্রকার চিন্তা করিয়াছে। চিন্তা করিয়া আজিও কোন কূলকিনারা পায় নাই। জীবনটা তাহার কাছে অতি বিস্বাদ, অতি তিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক এক সময় নৈরাশ্যের প্রাবল্যে তাহার ইচ্ছা করিত দূর হউক, সংসার ধর্ম্মে আমার কোন প্রয়োজন নাই—আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইব। সন্ন্যাসী হইয়া, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আহারের অভাব হইবে না। কয়েকদিন পূর্ব্বে ষ্টেশন-মাষ্টারবাবু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আফিস হইতে পত্র আসিয়াছে, কোন্ ষ্টেশন অবধি আপনার পাস আবশ্যক?'—তখন রাখালের মনে উক্ত ভাবই প্রবল ছিল, সুতরাং সে কাশীর পাসই চাহিয়াছিল। তবে এ বিষয়ে এখনও সে কৃতনিশ্চয় হয় নাই।

জল একটু থামিয়াছে। ষ্টেশনে ছয়টার ঘণ্টা বাজিল। পানিপাঁড়ে আসিয়া, রাখালের কাছে দিয়াশালাই চাহিয়া, কেরোসিনের বাতিটি জ্বালিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। শেষে বলিল—"বাবু, সিধা বাহির করিয়া দিন।"

রাখাল অন্যমনস্কভাবে বলিল, "থাক্ আজ আর রাত্রে কিছু খাইব না।"

পাঁড়ে বলিল, "কিছুই খাইবেন না?"

রাখাল বলিল, "ক্ষুধা নাই। যদি দরকার হয় ষ্টেশনেই দুই চারি পয়সার লুচি কিনিয়া খাইব এখন।"

মা নহে, স্ত্রী নহে, ভগিনী নহে যে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে। "আচ্ছা বাবু", বলিয়া আনন্দে পাঁড়েজি প্রস্থান করিল। এই বাদলের রাত্রে তাহার একটা ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া গেল।

সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সমস্ত রাত্রি রাখালের ডিউটি। টেলিগ্রাফের কর্ম্ম, টিকিট বিক্রয়, গাড়ী পাস করা, সকলই তাহাকে একাকী করিতে হয়। তবে রাত্রি বারোটার পর কাযকর্ম্ম আর বড় থাকে না। বারোটার সময় শেষ প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসে, তাহার পর সে একটু ঘুমাইতে পায়। টেলিগ্রাফের কলে ঘণ্টা লাগাইয়া, ব্যাটারি বাক্সের উপর বিছানা বিছাইয়া প্রতিরাত্রে সে নিদ্রা যায়।

সাড়ে ছয়টা হইল। রাখাল তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে

ধীরে উঠিল। তাহার আফিসের পোষাক, শাদা পাৎলুন ও কালো কোট—কাঁধের উপর ফেলিয়া, বগলে ছাতা, হাতে সরকারী লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া, ঘরের দুয়ারে চাবি বন্ধ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ষ্টেশনে গেল।

বড়বাবু তখন বাসা হইতে জলযোগ সারিয়া আসিয়া, পাণ চিবাইতে চিবাইতে গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছেন। একটু পরেই আফিসের চিঠিপত্র লিখিতে বসিবেন। রাত্রি আটটা অবধি চিঠিপত্র লিখিয়া তিনি বাসায় ফিরিয়া যান। রাখালকে দেখিয়াই বলিলেন, "ওহে, তোমার পাস এসেছে, এই নাও।"—বলিয়া পাসখানি বাহির করিয়া রাখালের হাতে দিলেন। বলিলেন—"এখন গিয়ে কাশীতেই থাকবে নাকি ?"

"হ্যাঁ, দিনকতক তাই থাকব।"

"কতদিনে বাড়ী যাবে ?"

"এখনও কিছু ঠিক করিনি।"—বলিয়া রাখাল নীরবে আপন নির্দ্দিষ্ট কায-কর্ম্মগুলি করিতে বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ট্রেণে লাস

রাত্রি বারোটার প্যাসেঞ্জার ছাড়িল। সিগন্যালম্যান ঘণ্টা বাজাইয়া দিয়া ফুকারিল, "চলো মোসাফির পূরবকে যানেওয়ালা টিকস্ লো!"

টিকিটের জানালা খুলিয়া রাখাল খানকতক টিকিট বিক্রয় করিল। এই ঝড় জলে এত রাত্রে আরোহী অধিক নাই।

টিকিট বিক্রয় শেষ করিয়া, পাৎলুন এবং কালো কোট পরিয়া মখমলের টুপী মাথায় দিয়া, লণ্ঠন হস্তে গাড়ী পাস করিবার জন্য রাখাল বাহির হইল।

মেঘে আকাশ তখনও আচ্ছন্ন। উত্তরপশ্চিম কোণে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর গুটিকয়েক লণ্ঠন জ্বলিতেছে, কিন্তু যে ক্ষীণ আলোক, এ গভীর অন্ধকার তাহাতে কিছুতেই দূর হইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে, বিপুলকায় ত্রিনেত্র নিশাচরের ন্যায় ভীমগর্জ্জনে প্যাসেঞ্জার আসিয়া দাঁড়াইল। আজ বৃষ্টির জন্য পাণ-সিগারেটওয়ালা আসে নাই, পুরী-মিঠাইওয়ালাও নিজ কুটীরে আরামে নিদ্রামগ্ন। রাখাল এবং সিগন্যাল-ম্যান ছাড়া, মাত্র আর গুটি-চারেক খালাসী আছে।

ট্রেণখানি ষ্টেশনে দাঁড়াইবামাত্র ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ী হইতে একটা বিষম কোলাহল উত্থিত হইল। জনকতক লোক ব্যস্ত হইয়া নামিয়া পড়িয়া "বাবু—বাবু—গার্ডসাহেব" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

গোলমাল শুনিয়া লণ্ঠনহস্তে রাখাল সেদিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া ?"

তিন চারিজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "একঠো আদমি মর গিয়া বাবু।"

"কাঁহা—কাঁহা ?"—বলিয়া রাখাল গাড়ীর কাছে গেল।

"দেখিয়ে না।"—বলিয়া তাহারা গাড়ী দেখাইয়া দিল।

রাখাল প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া, খোলা দরজাপথে উঁকি দিয়া দেখিল, গাড়ীর মেঝের উপর সন্ন্যাসীবেশধারী কাহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। কামরার ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

অন্যান্য গাড়ী হইতেও লোক নামিয়া আসিয়া সেখানে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া মরিল ?"

আরোহীরা বলিল, "ফতুয়া ষ্টেশন অবধি বাবাজী বেশ আসিয়াছিলেন, আমাদের সঙ্গে কত গল্পগুজব করিয়াছেন। গাড়ী ফতুয়া ছাড়িলেই, গাঁজা সাজিবেন বলিয়া ছিলিম বাহির করিলেন, থলি হইতে গাঁজা বাহির করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে কাঁপুনি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ভয়ানক জোরে হাত পা ছুড়িতে লাগিলেন। দুই একজন তাঁহার হাত ধরিতে গিয়াছিল, কিন্তু সামলাইতে পারিল না। তাহার পর বাবাজী গাড়ীর মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। মুখে ফেনা ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহার পর সমস্ত থামিয়া গেল। আমরা নাকে হাত দিয়া দেখিলাম, নিশ্বাস নাই।"

রাখাল বলিল, "কতক্ষণ এরূপ হইয়াছে ?"

"দশ মিনিট—কিম্বা আরও বেশী।"

ইতিমধ্যে গার্ডসাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। সকল কথা শুনিয়া তিনি রাখালকে বলিলেন, "লাস নামাইয়া লউন।"

রাখাল বলিল, "এখানে লাস নামাইয়া কি হইবে ? এখানে ডাক্তার নাই, পুলিস নাই।"

গার্ড বলিলেন, "সে হইবে না। গাড়ীতে মৃতদেহ রাখিবার নিয়ম নাই।

পুলিসকে, ডাক্তারকে যথারীতি অ্যাকসিডেন্ট মেসেজ দিলেই তাহারা আসিবে।”

অগত্যা রাখাল তখন লাস নামাইতে বাধ্য হইল। চারিজন খালাসী কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসীর মৃতদেহ নামাইল।

গার্ডসাহেব আরোহীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গাড়ীতে ইহার জিনিষপত্র কি কি আছে?”

আরোহীরা একটা ট্রাঙ্ক, একটা কমণ্ডলু এবং একখানা কম্বল দেখাইয়া দিল।

জিনিষগুলি নামাইয়া সেগুলির দুইটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া, একখানিতে রাখালের সহি লইয়া গার্ডসাহেব আপনার কাছে রাখিলেন, একখানি নিজে সহি করিয়া রাখালকে দিলেন। এই সমস্ত করিয়া গাড়ী ছাড়িতে প্রায় পনেরো মিনিট বিলম্ব হইয়া গেল। সেই ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ী হইতে সকল আরোহী নামিয়া ইতিমধ্যে অন্যান্য গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছিল।

গাড়ী ছাড়িলে, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে সংবাদ দিয়া রাখাল আবার প্ল্যাটফর্ম্মে বাহির হইয়া আসিল। সিগন্যালম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল—“লাস কোথা রাখা যায়? প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া রাখা উচিত নহে, শিয়াল কুকুর টানাটানি করিবে।”

সিগন্যালম্যান বলিল, “পার্শেল গুদামে?”

“সেই ভাল।”—বলিয়া রাখাল চাবি আনিয়া পার্শেল গুদাম খুলিয়া সন্ন্যাসীর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিল। তাহার জিনিষপত্র সেখানে রাখাইয়া গুদাম বন্ধ করিয়া আফিসে ফিরিয়া অ্যাকসিডেন্ট মেসেজ লিখিতে বসিল।

খালাসীরা আসিয়া বলিল, “বাবু, মড়া ছুঁইয়াছি, বাড়ী গিয়া স্নান করিতে হইবে।”

রাখাল বলিল, “যাও।”

সিগন্যালম্যান আসিয়া বলিল, “বাবু, এখন কোনও মালগাড়ী আছে কি?”

রাখাল দুইদিকের ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কোনও গাড়ী নাই। তাহা শুনিয়া সিগন্যালম্যান বলিল, “তবে যদি হুকুম দেন ত একবার বাসায় যাই। আমার স্ত্রীর ব্যারাম। দুইটার সময় আসিব।”

রাখাল বলিল, “যাও।”

অ্যাকসিডেন্ট মেসেজ দিয়া, টেলিগ্রাফের কলে ঘণ্টা লাগাইয়া রাখাল শয়ন করিল।

বাহিরে মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন হইতেছে। রাখালের ঘুম আসিল না। সে একবার নিজের কথা, একবার মৃত সন্ন্যাসীর কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল, কে এ সন্ন্যাসী? বাঙ্গালী কি? না, বোধ হয় হিন্দুস্থানী। আকার প্রকার যেন হিন্দুস্থানীর মত। কোথায় যাইতেছিল কে জানে। বোধ হয় বৈদ্যনাথ কি পুরীতে যাইতেছিল। কল্য প্রাতের ট্রেণে যখন মোকামা হইতে পুলিস আসিবে, তল্লাসী করিবে, তখন উহার টিকিটখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে।

নিজের কথা ভাবিল, কাশীর পাস লইয়া মুস্কিল করিয়াছি। কাশীতে গিয়া আমি কি করিব? সন্ন্যাসী হইব? বড় কষ্টের জীবন। এই যে একজন সন্ন্যাসী গাড়ীতে বিঘোরে প্রাণ হারাইল; ইহার সম্ভবতঃ এমন কেহ নাই যে, মরিয়াছে বলিয়া দুইবিন্দু অশ্রুপাত করে। তা—আমারই বা কে আছে? আমি মরিলেই বা কে কাঁদিবে? আমি ত এখন সন্ন্যাসী না হইয়াও সন্ন্যাসী, ফকির—একেবারে ফকির। একমাস বসিয়া খাইবার সংস্থান আমার নাই। যাই, কাশীতে যাই, মা অন্নপূর্ণা আছেন, সেখানে না খাইয়া কেহই মরে না শুনিয়াছি। অদৃষ্টে কি শেষে এই লেখা ছিল?

আবার সন্ন্যাসীর কথা আলোচনা করিতে লাগিল, ঐ সন্ন্যাসীও কি আমারই মত ফকির, আমারই মত নিঃস্ব? বোধ হয় না। ও ত তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতেছিল না—দেড়া মাশুলের গাড়ীতে যাইতেছিল। পশ্চিমের লোক একটু সম্পন্ন না হইলে আর দেড়া মাশুলের টিকিট ক্রয় করে না। অনেক অর্থশালী সন্ন্যাসীও ত আছে শুনিয়াছি। সন্ন্যাসী হইলেই সকলেই কিছু ফকির হয় না! আচ্ছা ইহার বাক্সে যদি টাকা থাকে? কত টাকা আছে কে জানে! একশত, না দুইশত, না হাজার? না তাহারও বেশী? কল্য পুলিশ আসিয়া বাক্স খুলিবে—তখন জানা যাইবে; টাকাগুলা কতক পুলিশ খাইয়া ফেলিবে, কতক সরকারে জমা দিবে।

এমন সময়ে, হঠাৎ একটা কথা রাখালের মস্তিষ্কে উদিত হইল। তখন বাহিরে দেবতা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সে শব্দ শুনিয়া রাখাল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ আবার নিজের আসন্ন অবস্থার কথা ভাবিল। সেই গোপনীয় কথাটি আবার তাহার মনে নানা দিক দিয়া উঁকি দিতে লাগিল।

ভাবিল, এ সন্ন্যাসীর বাক্সে যদি অনেক টাকাকড়ি থাকে আমিই কেন তা লই না? পুলিশে কেন খাইবে? সরকারের অফুরন্ত ভাণ্ডারে কেন তাহা যাইবে?

কই, এবার ত অন্তর্য্যামী দেবতা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন না?

রাখাল মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল—যদি লই, তাহাতে দোষ কি? যাহার টাকা, সে ত আর তাহা ভোগ করিতে পাইবে না! কাহারও ত অনিষ্ট করিতেছি না! আমি যদি পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া একটা মস্ত হীরা কুড়াইয়া পাই, লই না কি? কেন লইব না? উত্তম সুযোগও উপস্থিত হইয়াছে। ষ্টেশনে কেহই ত এখন নাই। যাই, পার্শেল গুদাম খুলিয়া সন্ন্যাসীর দেহ অনুসন্ধান করি, নিশ্চয়ই বাক্সের চাবি পাইব।

এই সময় আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ষ্টেশনের টিনের ছাদের উপর বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া ঠং ঠং করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

রাখাল ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল। জুতা পায়ে দিয়া, চাবি ও লণ্ঠন লইয়া, আফিস হইতে বাহির হইয়া, দুইবার সমস্ত বারান্দাটায় পায়চারি করিল। কেহ কোথাও নাই। এমন অন্ধকার, এমন বৃষ্টি, চোরের পক্ষে এমন সুযোগ আর কি হইতে পারে?

রাখাল তখন পা টিপিয়া টিপিয়া পার্শেল গুদামের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাতি নামাইয়া রাখিয়া তালা খুলিবার জন্য তাহা বামহস্তে ধরিল। কিন্তু তাহার হাত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দক্ষিণ হস্ত হইতে চাবিগুচ্ছ পড়িয়া ঝন্ করিয়া শব্দ হইল।

দাঁড়াইয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল, দ্বার খুলিয়া যদি দেখি সন্ন্যাসী দানা পাইয়া উঠিয়া বসিয়া আছে? যদি আমাকে দেখিয়া সে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠে? ভয়ে রাখালের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তখন চাবি ও বাতি উঠাইয়া, কম্পিত পদে আবার সে আফিস কক্ষে ফিরিয়া গেল।

চেয়ারে বসিয়া কয়েক মিনিট রাখাল চিন্তা করিল। নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিল, আমি কি বালক, না স্ত্রীলোক, না অজ্ঞ গ্রাম্য কৃষক যে ভূতের ভয়ে পলাইয়া আসিলাম? যে মরিয়াছে, সে আবার দানা পাইয়া উঠিয়া বসিবে কেমন করিয়া? আমার হাতের কাছে এই একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমি কি এইরূপ ছেলেমানুষী করিয়া তাহা

হারাইব? না তাহা কখনই হইবে না। আমি যাইব—দেখিব অদৃষ্টে কি আছে।

ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল, দুইটা বাজিতে কুড়ি মিনিট বাকি। আর অধিক সময় নাই, দুইটার সময় সিগন্যালম্যান আসিয়া উপস্থিত হইবে; তখন সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

রাখাল তখন দৃঢ়চিত্ত হইয়া, চাবি ও লণ্ঠন দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া আবার পার্শেল গুদামের দ্বারে উপস্থিত হইল। চাবি খুলিয়া গুদামে প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

নানা আকারের ছোট বড় পার্শেল, ফলের টুকরী, মুখ-আঁটা টিনের ক্যানেস্তারা প্রভৃতি মেঝের উপর চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। মধ্যস্থলে গৈরিকবস্ত্রপরিহিত সেই মৃতদেহ। লণ্ঠনের আলোক মৃত-সন্ন্যাসীর মুখের উপর ফেলিয়া, দূর হইতে রাখাল কিয়ৎক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল।

যখন দেখিল সে দেহে স্পন্দমাত্র নাই, তখন সে জুতা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

কাছে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি আবার দৃষ্টিপাত করিল। লোকটির বয়স ত্রিশ বৎসর বলিয়া অনুমান হইল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুশ্রী পুরুষ, মাথায় বড় বড় চুল; জটা পাকাইয়া গিয়াছে। মুখে গোঁফদাড়ি রহিয়াছে; কিন্তু তাহা পরিমাণে তেমন অধিক নয়। চক্ষু দুইটি উল্টাইয়া রহিয়াছে। সেই ভূলুণ্ঠিত জটাজাল, সেই নিমেষবর্জ্জিত শূন্য চাহনি, বর্ত্তিকালোকে দেখিতে দেখিতে রাখালের মনে আবার কেমন আতঙ্ক সঞ্চার হইল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় বল সংগ্রহ করিয়া, হাঁটু গাড়িয়া রাখাল সেখানে বসিল। মৃতদেহ হইতে বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া, কোমরে হাত দিয়া চাবি খুঁজিতে লাগিল। দেখিল, সন্ন্যাসীর কটিবস্ত্রে একটি রেশমী কাপড়ে 'বাটুয়া' বাঁধা রহিয়াছে। বাটুয়ার ফাঁশ খুলিয়া দেখিল, তাহাতে দুইটি চাবি, একখানি টিকিট এবং কিছু টাকা ও রেজকি রহিয়াছে।

চাবি দুইটি বাহির করিয়া, তাহাদের সাহায্যে তোরঙ্গটি রাখাল খুলিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে নানা বিচিত্র জিনিষ বাহির হইতে লাগিল, যথা দুইখানি গেরুয়া রেশমী কাপড়, একটি মশারি, একখানি গোল আয়না, সোণার চেনসুদ্ধ একটি ওয়াচ, একযোড়া গৈরিকবর্ণ পশমী চাদর, একটি মোমবাতি,

দুইটি দিয়াশালাই, একটি জলখাবার ঘটি, একখানি হিন্দী ভাগবত, একখানি রামায়ণ এবং সর্ব্বশেষে একটি বড় থলি—বেশ ভারি বোধ হইল ; এবং অষ্টে-পৃষ্ঠে দড়ি জড়ান খেরুয়াবস্ত্রে বাঁধা একটি দপ্তর।

থলিটি ও দপ্তরটি বাহিরে রাখিয়া, বাকী সমস্ত জিনিষ রাখাল আবার বাক্সে ভরিয়া দিল। থলিটিতে রাখালের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আছে, বেশ ঝম্ ঝম্ করিতেছে। ভাবিল, কে জানে, ইহাতে সবই রূপার টাকা—না মোহরও আছে? দপ্তরটিতে কাগজ আছে—টিপিয়া বোঝা যায়—নোট থাকিতে পারে ত? যদি নোট থাকে, সবগুলিই নোট হয়—তবে কত হাজার টাকা কে জানে!—বাক্স বন্ধ করিয়া, চাবি বাটুয়াতে পুনঃস্থাপিত করিয়া, টিকিটখানি রাখাল আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সন্ন্যাসী সিরাথু হইতে আসিতেছে, হাওড়া যাইতেছিল। বাটুয়ার মুখ বন্ধ করিয়া, দেহটি পূর্ব্বমত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, বগলে দপ্তর এবং বামহস্তে থলি লইয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল। লণ্ঠনটি মৃতের মুখের দিকে আবার ফিরাইয়া, চকিতনেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। কিন্তু এ কি!—কি সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী হাসিতেছে! পূর্ব্বে তাহার ওষ্ঠযুগল সংযুক্ত ছিল, তাহা ফাঁক হইয়া গিয়াছে। দুইপাটি দন্ত দেখা যাইতেছে। রাখাল তীরবেগে দরজার পানে ছুটিল—দরজা খুলিয়া জুতা বাহির করিয়া লইয়া, কম্পিত হস্তে সশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। কম্পিত হস্তে কোনও মতে তালা বন্ধ করিয়া, কম্পিত দ্রুতপদে আফিস কক্ষে ফিরিয়া গেল। একটা দেরাজ টানিয়া থলি ও দপ্তর লুকাইয়া রাখিয়া, সোরাই হইতে জল ঢালিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া রাখাল দুই গেলাস জল পান করিয়া ফেলিল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম ঝরিতেছে। আফিস-কক্ষ অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে গিয়া একটু বেড়াইতেও সাহস হইল না, বাহিরে অন্ধকার—ভীষণ অন্ধকার। আর বাহিরে সেই—যে হাসিয়াছে—যদি আসে, এইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়—বলে আমার টাঁকার থঁলি দাঁও আমার নোটের বঁস্তা দাঁও? তবে কি হইবে? না, তা কি আসিতে পারে? দরজায় তালা বন্ধ আছে যে। কিন্তু উহারা তালা দরজা মানে কি?

হঠাৎ বাহিরে পদশব্দ হইল।

কে আসে?—ভয়ে রাখালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ; বিস্ফারিত-নেত্রে মুক্ত

দ্বার পানে মুখ ফিরাইল। দেখিল মৃতসন্ন্যাসী নহে—প্রেত নহে—সিগন্যাল-ম্যান মহাবীর সিং।

তাহাকে দেখিয়া, রাখালের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। বলিল—"মহাবীর সিং, এত দেরী করিয়া আসিলে ?"

মহাবীর সিং ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, "না বাবু—এই ত দুইটা বাজিল। আপনি ত আমাকে দুইটা অবধি ছুটি দিয়াছিলেন।"

রাখাল বিকৃতস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, ছুটি ত দিয়াছিলাম। কিন্তু গুদামে একটা মড়া পড়িয়া রহিয়াছে। আফিসে আমি একলা; একটু শীঘ্র শীঘ্র আসিতে হয় না ?"

মহাবীর সিং হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাবু আপনি কি ভয় পাইয়াছেন? ভয় কি ? জ্যান্ত মানুষ কি মরা মানুষকে ভয় করিবে ? কিছু ভয় নাই বাবু। আপনি শয়ন করুন।"

রাখালের অনুরোধক্রমে সিগন্যালম্যান আফিস কক্ষের মেঝেতেই শয়ন করিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ লাস তদারক

সিগন্যালম্যান ত দশমিনিটের মধ্যেই নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিল, কিন্তু রাখালের চক্ষু হইতে যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ব্যাটারি বাক্সের উপর নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া কিছুক্ষণ সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। যে দেরাজটিতে থলি ও দপ্তর রহিয়াছে, তাহা চাবিবন্ধ নাই। হঠাৎ রাখালের মনে হইল, কি জানি যদি সিগন্যালম্যান রাত্রিতে উঠিয়া ঐ দেরাজ টানিয়া খুলে ? উহার চাবিও নাই যে বন্ধ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। জিনিষগুলা বাসায় রাখিয়া আসিলে হয়, কিন্তু দেরাজ টানিয়া খুলিবার শব্দে যদি লোকটা জাগিয়া উঠে এবং থলি বাহির করিতে দেখিতে পায়, কিংবা নাড়াচাড়ায় ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনিতে পায় ? তাহা হইলেই ত উহার মনে সন্দেহ হইবে, তখন কি বিভ্রাট ঘটিবে কে জানে ? যেখানে মাথা রাখিয়া রাখাল শয়ন করিয়াছিল, সেখান হইতে দেরাজটা আবার দেখাও যায় না। তাই সে বালিশটা পায়ের দিকে আনিয়া ঘুরিয়া শুইল। একদৃষ্টে দেরাজটির পানে চাহিয়া রহিল।

রাখাল ভাবিতে লাগিল, কে জানে কত টাকা সবসুদ্ধ আছে; থলিটা ত

পাঁচ ছয়সের ভারি—যদি সবই রূপার টাকা থাকে, তবে পাঁচশতের কাছাকাছি। হাঁ, তবে যদি উহার মধ্যে মোহর থাকে ; কতগুলা মোহর আছে, কে জানে ! আচ্ছা, যদি সবগুলাই মোহর হয়, যদিও তাহা অসম্ভব, তথাপি হিসাব করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি ? রূপার টাকার অন্ততঃ কুড়িগুণ মূল্য ত হইবে ! দশ হাজার টাকা ! আর ঐ খেরো বাঁধা দপ্তরে, নোট আছে কি ? না কেবল বাজে কাগজ ? যদি নোট থাকে, কে জানে কত টাকার নোট ! সবগুলা যদি নোট হয়, তবে লক্ষ টাকা হইতেও আটক নাই ; রাখাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, আর তাহার শোণিত ক্রমে উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইয়া তাহার মস্তিষ্ককে জ্বালাময় করিয়া তুলিল।

এইরূপে দেড়ঘণ্টা কাটিল। ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটা। বৃষ্টি বোধ হয় থামিয়া গিয়াছে, বায়ুর শব্দও আর শুনা যাইতেছে না। অত্যন্ত গরম বোধ হওয়াতে রাখাল উঠিয়া একটি দরজা খুলিয়া দিল। শীতল বায়ু আসিয়া তাহার দুই চোখে লাগিতে লাগিল। আরাম পাইয়া সে আরও একটু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল, নক্ষত্র ফুটিয়াছে, কিন্তু শেষরাত্রি বলিয়া তেমন জ্যোতি আর নাই। ঐ কিছুদূরে যেখানটা খুব অন্ধকার জমিয়াছে, সেখানে দুইটা বড় বড় আমগাছ আছে, উহার আড়ালেই রাখালের বাসা। মৃদু শীতল বায়ু তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে উত্তাপ যেন মুছিয়া মুছিয়া লইতে লাগিল। রাখাল ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল। লক্ষ টাকার স্বপ্ন তখন বাতুলের কল্পনা বলিয়া তাহার মনে হইল। ভাবিল, চারি পাঁচশত টাকা আছে, যতদিন অন্য একটা চাকরি-বাকরি না জুটে, ততদিন কোনও ক্রমে কাটাইয়া দিতে পারিব।

এমন সময় টেলিগ্রাফের ঘণ্টা টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিল। রাখাল গিয়া কল ধরিল ; একটু পরেই হাঁকিল, "মহাবীর সিং, এ মহাবীর সিং, উঠো উঠো ফতুয়া মালগাড়ী ছোড়া।"

মহাবীর সিং উঠিয়া বসিল। একটি হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া বলিল, "সীতারাম সীতারাম। কৌন লম্বর বাবু ?"

"ছাব্বিশ নম্বর।"

"গাড়ী তো নেহি কাটেগা ?"

"নেহি।"

দ্বিতীয়বার হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া স্খলিত পাগড়ি মাথায় ভাল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে মহাবীর সিং সিগন্যাল ফেলিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। রাখাল এই সুযোগটির প্রতীক্ষায় ছিল। সে বাহির হইবামাত্র, রাখাল দেরাজ খুলিয়া থলি ও দপ্তর বাহির করিয়া, আলোয়ানের ভিতর লুকাইয়া দ্রুতবেগে আপনার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। শয়নকক্ষের তালা খুলিয়া, আলো জ্বালিয়া, থলিটির মুখ শিথিল করিয়া বিছানার উপর উবুড় করিয়া ধরিল। যাহা বাহির হইল, সবই শাদা শাদা, একটুও হলুদের আভা নাই। শীতল বাতাস খাইয়া রাখাল যতই প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকুক, একটি নৈরাশ্যের দীর্ঘ-নিশ্বাস কিন্তু পড়িল।

তখন রাখাল বিছানায় বসিয়া দপ্তরটির দড়ি খুলিতে লাগিল। সে দড়ি কি সহজে খুলে ? খানিকটা খুলে, আবার একটা গ্রন্থি বাহির হয়। যাহা হউক, অনেক কষ্টে রাখাল সেই খেরুয়ার আবরণ উন্মোচন করিল। বাহির হইল, কেবল হিজিবিজি লেখা কাগজের রাশি ; কোথায় বা নোট, কোথায় বা লক্ষটাকা! অনেকগুলা চিঠিপত্র—কতক নূতন কতক পুরাতন ; ছেঁড়া ছেঁড়া খবরের কাগজ ; আর দুইখানি মোটা মোটা খাতা। রাখাল দেখিল, খাতাগুলায় বাঙ্গালা লেখা, ছিন্ন সংবাদপত্রেও বঙ্গভাষা। একখানা খামে দেখিল ইংরাজিতে ঠিকানা লেখা রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীমোহান্ত ভজনানন্দ গিরি,
তিন্‌তারিয়া মঠ
মহাদেওপুর পোষ্ট,
ভায়া সিরাথু, ই, আই, আর।

রাখাল তখন অস্পষ্টস্বরে বলিল, "স্বামীজী দেখছি বাঙ্গালী। আমি ভেবে-ছিলাম খোট্টা।" খাতা দুইখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহা গ্রন্থাকারে লিখিত। রাখাল একটু বিদ্রূপের হাসির সহিত অস্ফুটস্বরে বলিল, "ও বাবা! বড় কেউকেটা নয়, বাঙ্গলা গ্রন্থকার! কলকাতায় যাওয়া হচ্ছিল কি বই ছাপাতে নাকি ?" বলিতে বলিতে একখানি খাতার প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিল, লেখা আছে—"আত্মজীবনচরিত প্রথম খণ্ড—গার্হস্থ্য জীবন।" অপরখানির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "দ্বিতীয় খণ্ড—সন্ন্যাস জীবন।"

এমন সময় ষ্টেশনে ঢং ঢং করিয়া ছাব্বিশ নম্বরের 'দোসরা ঘণ্টা' পড়িল।

এখনি সিগন্যালম্যান গ্রীণ দিবার জন্য হুকুম চাহিবে। রাখাল তাড়াতাড়ি টাকাগুলি থলিতে ভরিয়া, দপ্তরটা যেমন তেমন করিয়া জড়াইয়া, তোরঙ্গের ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিল। ঘরের দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, দ্রুতপদে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাত হইল। বখতিয়ারপুর হইতে প্যাসেঞ্জার ছাড়িল। এই গাড়ীতে মোকামার পুলিশ প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিবে। রাখাল খালাসী পাঠাইয়া বড়বাবুকে ডাকাইয়া আনাইল।

রাত্রে গাড়ী হইতে মড়া নামিয়াছে, এ সংবাদ ইতিমধ্যেই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তামাসা দেখিবার জন্য বাজারের অনেক লোক ষ্টেশনে আসিয়াছে। ট্রেণ বাহির হইয়া গেলেই তাহারা পিল্ পিল্ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিয়া পড়িল। খালাসীরা মাঝে মাঝে 'হট্ যাও হট্ যাও' করিয়া তাহাদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, কিন্তু কে শোনে!

পার্শেল গুদাম খুলিয়া মৃতদেহকে বাহিরে আনিয়া রাখা হইল। ওয়েটিংরুম হইতে খালাসীরা খানকতক চেয়ার আনিয়া মৃতদেহের নিকট স্থাপন করিল। দারোগাবাবু, ষ্টেশনের বাবুরা উপবেশন করিলেন। পুলিশের অনুরোধক্রমে ডাক্তারবাবু তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন; কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া ডাক্তারবাবু তখন মত প্রকাশ করিলেন।

দারোগা বলিল, "সন্দেহজনক কিছু নাই ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, সন্দেহজনক কিছু নাই।"

"তবে সার্টিফিকেট লিখিয়া দিন।"

ডাক্তারবাবু কাগজ কলম আনাইয়া যথারীতি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন যে স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে।

দারোগার আজ্ঞানুসারে একজন কনেষ্টবল তখন সন্ন্যাসীর কোমর হইতে চাবি অনুসন্ধান করিয়া, তোরঙ্গটি খুলিল। সমস্ত জিনিষপত্রের মধ্যে, বহু গবেষণাসত্ত্বেও সন্ন্যাসীর নাম-ধামের কিছুই কিনারা হইল না। কেবল, বাটুয়ার মধ্যে টিকিটখানি যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে এইমাত্র নির্ণয়

হইল, সন্ন্যাসী সিরাথু হইতে কলিকাতা যাইতেছিল। বাটুয়া হইতে টিকিট ছাড়া নগদ দশটাকা কয়েক আনাও বাহির হইল।

দারোগা বলিলেন, "ভালই হইল, ইহাতে দাহকার্য্য সমাধা হইবে; নহিলে সরকার হইতে খরচটা লাগিত।"

মৃতদেহকে দাহ করে কে? দারোগা সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাবাজী কোন্ দেশের লোক বলিয়া বোধ?"

রাখাল শুনিয়াই বলিয়া উঠিল, "বাঙ্গালী।"—বলিয়াই তাহার মনে হইল—কেন বলিলাম? বলাটা ভাল হয় নাই!

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া জানিলেন বাঙ্গালী?

রাখাল একটু থতমত খাইয়া বলিল, "কি জানি, তবে মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল—বোধ হয় বাঙ্গালী। মুখটা যেন বাঙ্গালী ধরণের।"

এই কথা বলিতেই উপস্থিত সকলে একটু মনোযোগের সহিত মৃত ব্যক্তির মুখের পানে চাহিল। বাজারের একজন মহাজন রামখেলাওন সাও, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "এ সন্ন্যাসী কি আমাদের ছোটবাবুর ভাই? দুজনের মুখ ঠিক এক রকম।"

সকলে তখন পর্য্যায়ক্রমে রাখালের ও মৃত সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিতে লাগিল। অপর একজন মহাজন বলিল, "ঠিক বলিয়াছ সাওজি। মাথায় জটা ও মুখে দাড়ি না থাকিলে, ঠিক আমাদের ছোটবাবুর মত দেখাইত।"

বড়বাবু বলিলেন, "দুজনের বয়স, গায়ের রঙ প্রায় একই রকম। মুখের ছাঁচও কতকটা মেলে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ—বেশ মেলে। কপাল, ভুরু, নাক, দুজনের একই রকম। কেবল, রাখালবাবুর ঠোঁট, সন্ন্যাসীর চেয়ে পাৎলা। দাড়ির কাছটাও মেলে।"

দারোগা তখন হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ছোটবাবু—সন্ন্যাসী যদি আপনার ভাই-ই হয়, তবে আপনিই এই দাহকর্ম্মের ভার নিন না। আমি কোথায় এখন লোক খুঁজে বেড়াব?"

অনেকে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাখাল, "না না"—বলিয়া সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ রাখাল মরিল

দ্বিপ্রহরে পানিপাঁড়ে ও ভৃত্য চলিয়া যাইবার পর, রাখাল সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া, শয়নকক্ষের জানালা বন্ধ করিয়া, তোরঙ্গটি খুলিয়া সন্ন্যাসীর থলিটি বাহির করিল। শব্দ না হয়, এমন সাবধানতার সহিত, টাকাগুলি বাহির করিয়া, বিছানায় বসিয়া গণিতে লাগিল। কুড়ি কুড়ি টাকার থাক সাজাইয়া, ঠিক পঁচিশ থাক হইল—পাঁচশত টাকা।

রাখালের মনটা, অনেক দিন পরে আজ বেশ প্রফুল্ল। সে ভাবিতে লাগিল—এই পাঁচশত টাকা, এবং পোষ্ট আফিসে যাহা আছে, এবং প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতে তাহার তিন চারি বৎসর বেশ কাটিয়া যাইবে, কাহারও গলগ্রহ হইতে হইবে না ; কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ন্যাসী সাজিয়া ভিক্ষাও করিতে হইবে না। এই তিন চারি বৎসরে একটা কোনও কাযকর্ম্ম কি সে জুটাইয়া লইতে পারিবে না ?—অবশ্যই পারিবে। কিংবা এই টাকা লইয়া কোনও একটা ছোটখাট দোকান করিলেও হয়। দোকান ফাঁদিয়া, শেষে মূলধন নষ্ট হইবে না ত ? দোকান না হউক, কোনও রূপ ব্যবসায়—চালানী কারবার। এই খুস্রুপুরেই বেশ ভাল খাঁটী সস্তা ঘি পাওয়া যায়—হাজারখানেক টাকার সেই ঘৃত যদি কিনিয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়া যায়, তবে খরচ বাদ কোন্ না দুইশত টাকা মুনাফা থাকে ? লাভ কিছু কম হইতে পারে, টাকাটা নিশ্চয়ই ডুবিবে না। কিংবা, কয়লার খনিতে গিয়া ঠিকাদারী লওয়া যাইতে পারে। কিংবা, কলিকাতা হইতে পাঁচ সাত বাক্স তৈয়ারী জামা, কোট, বডিস প্রভৃতি ও বাঙ্গালীপছন্দ পাড়ের ধুতি শাড়ী এই সব আনিয়া, লাইনের প্রত্যেক ষ্টেশনে নামিয়া নামিয়া একদিন করিয়া থাকিয়া, বিক্রয় করিলেও বেশ লাভ হইতে পারে। রেলের ছোট ষ্টেশনে যে সকল বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা থাকে, তাহারা কাপড় জামার অভাবটা বড়ই অনুভব করে। স্থানীয় দোকানে পছন্দমত জিনিষ পাওয়া যায় না—এক, কলিকাতা হইতে আনাইয়া লওয়া, তাহাও সব সময় সুবিধা হয় না ; এবং নিজের চোখে দেখিয়া জিনিষ পছন্দ করার উপায় থাকে না। রাখাল ভাবিতে লাগিল, তাই করিব—চাকরি আর করিব না। চাকরি করিয়া কে কবে বড়লোক হইয়াছে ? হ্যাঁ, ব্যবসায় করিয়া অনেকে বড়লোক হইয়াছে বটে !

টাকাগুলি থলিতে আবার ভরিয়া তোরঙ্গে রাখিয়া রাখাল একটু নিদ্রার আয়োজন করিল। কিন্তু বিছানায় শুইয়া, চক্ষু বুজিয়া সে কেবল কল্পনায় নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী ক্রয়, বাগানওয়ালা দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ প্রভৃতি হৃদয়গ্রাহী কার্য্যে এক ঘণ্টা কাটাইয়া দিল। তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল, নিদ্রালাভের আশু সম্ভাবনা রহিল না।

নিজের পাগলামিতে নিজে লজ্জিত হইয়া রাখাল তখন উঠিয়া বসিয়া সোরাই হইতে জল ঢালিয়া মাথা, কাণ ও মুখ ধুইয়া ফেলিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া ভাবিল, একখানা বই-টই পড়ি—পড়িতে পড়িতে ঘুম আসিবে এখন।—বটতলার একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস হাতে করিয়া তুলিয়া ভাবিল—এ পড়া বই, আবার পড়িতে ভাল লাগিবে কি? তার চেয়ে বরং সন্ন্যাসীঠাকুরের আত্মজীবনচরিতখানাই পড়া যাউক না! দেখি না লোকটা কে—কি প্রকৃতির মানুষ ছিল।

এই ভাবিয়া, তোরঙ্গ হইতে খেরুয়া বাঁধা দপ্তরটি বাহির করিয়া, বিছানায় শুইয়া শুইয়া রাখাল সেটি খুলিল।

প্রথমে চিঠিগুলা খাম হইতে বাহির করিয়া দেখিল, সবগুলা হিন্দী চিঠি, একখানাও পড়িতে পারিল না।

ছিন্ন সংবাদপত্র একখানি হাতে তুলিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ, চারিদিকে লালকালীর চিহ্ন দেওয়া একটা অংশে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সে অংশ মফঃস্বল সংবাদের অন্তর্গত। রাখাল পাঠ করিল ঃ—

"নদীয়া—বাগুলিপাড়া। বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ অত্রত্য স্বনামধন্য জমিদার ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বহুবৎসর যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট থাকায়, তদীয় কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়াছিলেন। বৃষোৎসর্গ ও দানসাগর যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। দিবসত্রয়ব্যাপী কাঙ্গালী-ভোজনে অন্যূন দুই সহস্র কাঙ্গালী ভোজন করিয়াছে। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের বড় বড় অধ্যাপক পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া সভার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

রাখাল কাগজখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রায় দুই বৎসরের পুরাতন।

আর একখানি ছিন্ন সংবাদপত্র পরীক্ষা করিতে করিতে রাখাল দেখিতে পাইল, বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের ভিতর নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটির চতুর্দ্দিকে রেখাঙ্কিত :

১০০৲ পুরস্কার

গত বৃহস্পতিবার ১৯শে পৌষ মদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান ভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। শ্রীমানের বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর, শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, গায়ে কালো সার্জ্জের কোট, নেবুরঙের ডুরিদার শাল, পরিধানে দেশী লাল ফিতাপাড় ধুতি, পায়ে চিনাবাড়ীর স্প্রিংদার বার্ণিস জুতা। যদি কেহ উক্ত বালকের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন, তবে তিনি উপরে লিখিতমত পুরস্কার পাইবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
জমিদার—বাগুলিপাড়া গ্রাম।
পোঃ দেওয়ানগঞ্জ—জেলা নদীয়া।

অনুসন্ধান করিয়া রাখাল দেখিল, সেখানি ১৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত একখানি 'বঙ্গবাসী'। মনে মনে বলিল, "বাবাজী দেখছি ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। বড়লোকের ছেলে। এতদিন পরে বোধ হয় বাড়ী যাওয়া হচ্ছিল—কেন? বিষয় সম্পত্তি দখল করবার জন্যে নাকি? জীবনচরিতটা তা হলে ত ভাল করে পড়তে হল!"

রাখাল তখন অলসভাবে জীবনচরিতের পাতাগুলা উল্টাইতে লাগিল। দেখিল, প্রথম খণ্ডটা গল্পাকারে বিবৃত, দ্বিতীয় খণ্ডটা সমস্ত ডায়েরীর আকারে লেখা। তবে, প্রত্যেক তারিখের উল্লেখ নাই, মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে রাখাল বলিল, "বাবা এ যে মহাভারত বিশেষ! লিখেছে ত কম নয়! এত কে পড়ে? বরং শেষ দিকটা দেখা যাক—কি উদ্দেশ্যে বাবাজী কলকাতা যাচ্ছিলেন।"

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষাংশ পড়িতে পড়িতে রাখাল দেখিল, একমাস পূর্ব্বে তারিখ দেওয়া নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র লেখা আছে—

"স্থির করিয়াছি এ ব্যর্থ সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু একটু দেখিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে। দেখিবার প্রধান বিষয়, আমার স্ত্রী বাঁচিয়া আছে কি না, এবং যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে সে কি অবস্থায় আছে। যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন সে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা;

এখন সে চতুর্ব্বিংশবর্ষীয়া পূর্ণযুবতী। এই দীর্ঘকাল সে নিজেকে পবিত্র রাখিতে পারিয়াছে কি? ইহা ত সহসা বিশ্বাস হয় না। সুতরাং স্থির করিয়াছি, বাড়ী যাইব। এই ছদ্মবেশে গিয়া, কিছুদিন গ্রামে থাকিব, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইব। সকল সংবাদ জানিতে পারিব। মঠের কি বন্দোবস্ত করিব তাহাই ভাবিতেছি।”

পাঠ শেষ করিয়া রাখাল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিছানায় একটু উচ্চ হইয়া উঠিয়া, বালিসের উপর বামহস্তের ভর দিয়া, রাখাল গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার রাখাল চিৎ হইয়া শয়ন করিল। দ্বিতীয় খণ্ডখানির একস্থানে হঠাৎ খুলিয়া এই অংশটি পাঠ করিল—

“অদ্য বঙ্গবাসীতে দেখিলাম, গৃহস্থাশ্রমে যিনি আমার পিতা ছিলেন, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদটি পাঠ করিয়া, আজ আমার বুকে দারুণ ব্যথা বাজিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকথা সমস্ত মনে পড়িতেছে। কত সময় ভাবিয়াছি, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি কি ভাল করিয়াছিলাম? আমার আধ্যাত্মিক জীবন যেরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইবে আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই ত হইল না। এদিকে পূরাদস্তুর বিষয়ী হইয়া উঠিয়াছি। মঠের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। নিজের চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হই নাই। তবে কেন এ ভূতের বোঝা বহিয়া মরি? কোন রিপুই দমন করিতে কৃতকার্য্য হই নাই। সেদিন ভৃত্য তামাকু দিতে বিলম্ব করিয়াছিল, এই কারণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে খড়ম ছুড়িয়া মারিয়াছিলাম। গত বৎসর মঠের এষ্টেটের তহশিলদার যখন এক হাজার টাকা তছরুপ করিয়া পলায়ন করে, তখন সেই হাজার টাকার শোকে দুই তিনদিন ভাল করিয়া ঘুমাই নাই, আহার করিতে পারি নাই! উৎকৃষ্ট পুরাতন বাসমতী চাউলের অন্ন, সুগন্ধি গব্যঘৃত ভিন্ন আমার আহার হয় না। তিনসের দুগ্ধ জ্বাল দিয়া একসের করিয়া, সমস্ত দিনে তাহার উপর যে সরটুকু পড়ে, সেই সরে মিশ্রির গুঁড়া মিশাইয়া বৈকালে জলযোগ করিয়া থাকি। আমি মোহান্ত? লোকে পরোক্ষে ভজনানন্দ স্থলে আমাকে ভোজনানন্দ বলিয়া উপহাস করে,

শুনিয়া আমি কত রাগ করিয়াছি—কিন্তু কথাটা ত বড় মিথ্যা নহে।—আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছি, মোকদ্দমা জিতিবার জন্য জাল দলিল পর্য্যন্ত নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করিয়াছি। কোন্ পাপটা করি নাই? আমার জীবনে ধিক্।"

তাহার পর রাখাল পড়িয়া যাইতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে দেখিল, মঠের জীবনে সন্ন্যাসীর ধিক্কার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে পড়িল—

"আজ বঙ্গবাসী আসিয়াছে। খুলিয়া অভ্যাস মত প্রথমেই মফঃস্বল স্তম্ভ অন্বেষণ করিলাম, বাগুলিপাড়ার কোনও সংবাদ আছে কিনা। দেখিলাম, আছে—নিদারুণ সংবাদই আছে। আমার কনিষ্ঠভ্রাতা দেবেন্দ্র আর ইহলোকে নাই। আমি যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম তখন সে এক বৎসরের শিশু। ভাবিতাম, আমি চলিয়া আসিয়াছি, সে ত আছে; তাহার দ্বারাই পিতার বংশরক্ষা হইবে, বিষয় রক্ষা হইবে। সে গেল—এখন বৃদ্ধা জননীকে কে সান্ত্বনা দিবে? কে সংসার দেখিবে? আমার পৈতৃক সম্পত্তি—বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা মুনাফার সম্পত্তি—কে ভোগ করিবে? আমি কি চিরদিন এই মঠে বসিয়া এই বিড়ম্বিত জীবন যাপন করিতে থাকিব? কোথায় সাধন? কোথায় ভজন? কেবল বিষয়—বিষয়—বিষয় চিন্তা—রসনার সেবা—এই মাটির দেহের সহস্র বিধানে পরিচর্য্যা—আর ভণ্ডামি। যদি বিষয়-চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তবে আমার পৈতৃক বিষয়—যাহা এই মঠের বিষয়ের অন্ততঃ বিশগুণ—সে বিষয় কি অপরাধ করিয়াছিল? কি করিব? এসব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইব কি? আজ সমস্ত দিন তাহাই চিন্তা করিতেছি; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

ইহা দুইমাস পূর্ব্বে লিখিত। দুই তিন পৃষ্ঠার পরেই লেখা শেষ হইয়াছে, সন্ন্যাসী নিজ পত্নীর চরিত্র পরীক্ষা করিবার মানসে, গ্রামে গিয়া কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার সঙ্কল্প পূর্ব্বোদ্ধৃত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাখাল খাতা বন্ধ করিয়া বিছানা হইতে উঠিল। সেই স্বল্পায়তন কক্ষখানির মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। এক একবার খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে; কিন্তু তাহার চক্ষু বাহিরের কিছুই দেখিতে পায় না। একবার তাহার মুখে যেন বিষাদের

ছায়া ঘনাইয়া আসে—আবার যেন সে আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়ে, আবার একটু প্রফুল্লভাব ধারণ করে—তাহার মুখে যেন একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠে।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল অতীত হইলে, রাখাল আবার শয্যার উপর বসিল। নিজ অবনত মস্তক দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিল, "আমি যাব, এ বিষম প্রলোভন দমন করা আমার সাধ্য নয়। লক্ষটাকা আয়ের জমিদারী—যুবতী স্ত্রী—একটা মিথ্যা কথার দ্বারাই আমি লাভ করতে পারি। যে এতক্ষণ চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—তার বয়স, তার গায়ের রং, তার চেহারা—সমস্তই আমার মত। ষোলবৎসর অদর্শনের পর কার সাধ্য আমার জুয়াচুরি ধরে? তার জীবনচরিত আমার হাতে—তাতে প্রত্যেক খুটিনাটি কথাটি পর্য্যন্ত লেখা আছে। সেখানা আমি মুখস্থ করে নিলে, কার সাধ্য আমায় সন্দেহ করে? রাখাল, তুমি মর—তুমি মর—মরে, ভবেন্দ্র হয়ে জন্মগ্রহণ কর।"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সোণার হরিণ

চৈত্রমাসের প্রথম সপ্তাহ, কিন্তু ইতিমধ্যেই এবার বেশ গ্রীষ্ম পড়িয়া গিয়াছে।

বেলা দশটার সময়, কলিকাতার উত্তরাংশের কোনও সদর রাস্তা দিয়া রেশমী ছাতা মাথায় এক যুবক ধীরে ধীরে চলিতেছিল। লোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ—মুখে চক্ষে রূপ যেন ঝলমল করিতেছে। তাহার বেশবিন্যাসেও বাহারের ছড়াছড়ি। মস্তকে তরঙ্গায়িত কেশের বড় বাহার, অঙ্গে পাঞ্জাবী পিরিহানের বাহার, পায়ে লপেটা জুতার বাহার, জুতার উপর বসনের সুকুঞ্চিত প্রান্তভাগের বাহার যেন লুটাপুটি খাইতেছে। লোকটির বয়স বত্রিশ—বড় জোর তেত্রিশ হইতে পারে।

যুবকের নাম খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা কলিকাতা সমাজের একজন বিখ্যাত ধনী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে, অল্পবয়সেই খগেন্দ্র তাঁহার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়। কিন্তু সে সব গিয়াছে, খগেন্দ্র এখন এক প্রকার নিঃস্ব। লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটা থিয়েটার খুলিয়াছিল, সে থিয়েটার ফেল হইয়া গিয়াছে। এক সময়, একরাত্রে খগেন্দ্র পাঁচশত টাকা বাগান-খরচ করিত, সে সকল এখন তাহার স্বপ্নবৎ। এখন দায়ে পড়িয়া সে অপেক্ষাকৃত সংযত-চরিত্র—কিন্তু অর্থলালসা তাহার মনে রাবণের চিতার মত জ্বলিতেছে। গত বৎসর একটা বড় রকম জাল করিয়া বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিল—ধরাও পড়িয়া যায়। পুলিস-কোর্টে সঙ্গীন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তথা হইতে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। কিন্তু পিতৃপুণ্যে অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইয়াছে।—হা ভগবান! যাহার বহিরাবরণ এমন শ্রীমণ্ডিত করিয়া পাঠাইয়াছ, তাহার অন্তরদেশ এমন অসার পদার্থে গঠিত করিলে কেন?

কিয়দ্দূর চলিয়া খগেন্দ্র গলির মোড় পাইল। মাথা তুলিয়া গলির নামটি পাঠ করিল। পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া একবার মাত্র দেখিয়া, সেই গলির পথে নম্বর খুঁজিতে খুঁজিতে অগ্রসর হইল। ক্রমে

একটি পীতবর্ণের দ্বিতলবাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, পকেট হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া আবার নম্বরটি মিলাইল। উপরিতলের কক্ষ হইতে খোলা জানালা দিয়া হার্মোনিয়মের সুরলহরী ভাসিয়া আসিতেছিল। খগেন্দ্র বন্ধদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল।

ভিতর হইতে শব্দ আসিল—"কে গা?"

খগেন্দ্র বলিল, "খুলেই দেখ না।"

দ্বার খুলিয়া একজন ঝি আত্মপ্রকাশ করিল। খগেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়াই বিস্ময়ে সে কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া রহিল।

খগেন্দ্র বলিল, "কনক এ বাড়ীতে থাকে?"

ঝি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনি কে?"

"আমি যে-ই হই না। কনকের এই বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

খগেন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

ঝি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "দাঁড়ান। আপনি কি চান?"

"যা চাই তা তোমার মনিবের কাছে বলব।"—বলিয়া খগেন্দ্র আরও দুইপদ অগ্রসর হইল।

ঝি বলিল, "এখন একটু এখানে থাকুন। আমি আগে খবর দিই। আপনার নাম কি বলুন।"

খগেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "নাম না বললে উপরে যেতে পাব না?"

"না।"

"তোমার মনিব যে দেখছি মস্ত মেমসাহেব হয়েছেন। বলগে যাও—সোণার হরিণ।"

ঝি বলিল, "সোণার হরিণ!—আপনার নাম বলব সোণার হরিণ?"

খগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "এক সময় ও দলে আমি সোণার হরিণ বলেই বিখ্যাত ছিলাম। বলগে—বললেই চিনতে পারবে।"

পাশে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে টেবিল ও খানদুই চেয়ার রাখা ছিল। ঝি খগেন্দ্রকে সেইখানে বসিতে অনুরোধ করিয়া, ভিতরে গেল। খগেন্দ্র না বসিয়া, সেই হার্মোনিয়মের সুরসঙ্গতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গুণ-গুণ স্বরে গান গাহিতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে হার্মোনিয়ম থামিয়া গেল। ঝি নামিয়া আসিয়া বলিল, "উপরে চলুন।"

খগেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল সদ্যস্নাতা, আলুলায়িতকুন্তলা কনকলতা হার্মোনিয়মের টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রবেশমাত্র সে বলিয়া উঠিল, "আসুন—আসুন। আজ কি সুপ্রভাত! কেমন আছেন?"

"ভাল আছি। তুমি এ গলির ভিতর—এ খনির তিমিরগর্ভে—আশ্রয় নিয়েছ কতদিন?"

"এই বছরখানেক হল। সে বাড়ীতে থাকতে লোকে ভারি বিরক্ত করত। আপনি জানেনই ত, অভিনেত্রী হলেও, আমার মনের গতি একটু অন্যরকম। আমি গোলমাল ভালবাসিনে।"

"বেশ বেশ। দুটো পাণ আনতে বল ত।"

কনক উঠিয়া গিয়া, উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া, ঝিকে পাণ আনিতে আদেশ করিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"তামাক দেবে কি?"

"না, আমার কাছে সিগারেট আছে।"—বলিয়া, স্বর্ণনির্ম্মিত একটি সিগারেটকেস পকেট হইতে বাহির করিয়া খগেন্দ্র একটি সিগারেট কনকলতাকে দিল, একটি নিজে ধরাইল।

রূপার ডিবায় ভরিয়া ঝি পাণ আনিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ গ্রীষ্মাধিক্য ও অন্যান্য বিষয়ক কথোপকথনের পর খগেন্দ্র বলিল, "আজকাল কি করছ তুমি?"

"বেকার বসে আছি। মাসখানেক হল থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।"

"হ্যাঁ, তাই শুনলাম যদুর কাছে। কি হয়েছিল?"

"ম্যানেজারের সঙ্গে বকাবকি হয়েছিল।"

"কেন? ব্যাপারটা কি?"

"হয়েছিল কি জানেন? সাজাহানের রিহার্সাল হচ্ছিল। আমাকে দিয়েছিল জাহানারার পার্ট। সুরুতেই এক যায়গায় সাজাহান আমাকে বলছে 'বেচারী মাতৃহীনা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন করবো কোন্ প্রাণে জাহানারা? ঐ চেয়ে দেখ্ ঐ স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাস—ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্'—এখন কবি, তাজমহলকেই স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাস বলে বর্ণনা করেছেন, কেমন কি না?"

খগেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, ইংরাজিতেও তাজমহলকে মর্ম্মরগঠিত স্বপ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।"

"তাই ত। তেমনি, বাঙ্গালী কবি, ভাবের রঙ আরও একটু চড়িয়ে, স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাস বললেন! শোক যেন মূর্ত্তি ধারণ করেছে। চমৎকার না?"

"নিশ্চয়।"

"এখন, হয়েছে কি জানেন? ছাপাখানার ভূতেরা, ছাপার বইখানিতে, ঐ দীর্ঘনিশ্বাস কথাটির দুপাশে দুটি বন্ধনী ছেপে দিয়েছে—অর্থাৎ ওটা যেন (পতন ও মূর্চ্ছা) কিম্বা (বেগে প্রবেশ), ঐ জাতীয় একটা ব্যাপার। তাই মনে করে, ম্যানেজার মহাশয় সাজাহানকে শেখাচ্ছেন, 'ঐ স্ফটিকে গঠিত' পর্য্যন্ত বলে, উস্—হুস্ করে একটা বড় রকম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হবে—তার পর আবার বলে যেতে হবে, 'ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ' ইত্যাদি। আচ্ছা এটা বাঁদরামি নয়?"

"অবশ্য।"

"অপরাধের মধ্যে, আমি তাই ম্যানেজারকে বলেছিলাম। এই না শুনে ম্যানেজার একবারে চটে লাল। 'এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমায় তুই বাঁদর বললি!'—বলে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিলে। আমার মেজাজটিও, রাজা ও রাণীর ভাষায় বলতে গেলে, নিতান্ত মধুমত্ত মধুকরের মত নয়—জানেনই ত। আমিও খুব কড়া কড়া শুনিয়ে দিয়ে, চাকরিতে লাথি মেরে, বাড়ী চলে এলাম।"

"তার পর?"

"তারপর লোকের পর লোক পাঠাতে লাগল। কিন্তু আমি আর কিছুতেই নড়ছিনে। আমি বসে আছি গম্ভীর হিমালয়ের মত।"—বলিয়া অভিনেত্রী নিজ মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নতনেত্রে বসিয়া রহিল। এই ক্ষণিক অভিনয়টুকু শেষ করিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, খগেন্দ্রও সে হাসিতে যোগ দিল।

হাসি থামিলে কনক বলিল, "তারপরে—আজ কি মনে করে আগমন বলুন দেখি? বোধ হয় দুবছর আপনার দেখা পাইনি।"

"একটু কাযেই এসেছি। একজন ভাল অভিনেত্রী খুঁজছি।"

কনক উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "আবার থিয়েটার খুলবেন নাকি?"

খগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যদি খুলি, তুমি আমার থিয়েটারে চাকরি নেবে ?"

"নেব না ? নিশ্চয়—নিশ্চয়। আপনার থিয়েটারেই ত প্রথম আমার হাতেখড়ি। তখন ত আমার নামও কেউ জানত না। সত্যি খুলবেন ?"

খগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না, এবার থিয়েটার নয়।"

"তবে অভিনেত্রী খুঁজছেন কেন ?"

"একটু কায উদ্ধার করবার জন্যে। তুমি বেকার বসে আছ শুনে তোমারই কাছে এসেছি। যতদিন আমার কাযে থাকবে, আমি মাসে দুশো টাকা করে তোমায় মাইনে দেব। যদি আমার কাযটি সফল করে দিতে পার, তাহলে বেশ ভারি রকম বক্‌শিস্ পাবে।"

ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কনক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি করতে হবে ?"

"বেশী কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ে মাসকতক একজন বড়লোকের পুত্রবধূর সহচরী হয়ে তোমায় থাকতে হবে।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কার সহচরী হতে হবে ? ব্যাপার কি ?"

খগেন্দ্র তখন পকেট হইতে একখানা বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির করিয়া, একটা বিজ্ঞাপন কনকলতাকে পাঠ করিতে দিল। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ—

কর্ম্মখালি

অত্র এষ্টেটের শ্রীযুক্তেশ্বরী বধূরাণী মহোদয়ার জন্য একজন সৎকুলজাতা সহচরীর প্রয়োজন। যিনি ভাল রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া জানেন এবং অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীতাদি করিতে সুপটু, অথচ নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণী [নিঃসন্তান বিধবা হইলে আরও ভাল হয়] তাঁহার আবেদনই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। অশন বসন ব্রতাদি নিয়ম প্রভৃতির উপযুক্ত ব্যয় অত্র এষ্টেট হইতে নির্ব্বাহ হইবে, তাহা ছাড়া মাসিক ২৫৲ হিসাবে জলপানি দেওয়া যাইবে। কর্ম্মপ্রার্থিনীগণ দুইজন পদস্থ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রতিষ্ঠাপত্রসহ সত্বর আবেদন করুন।

শ্রীরঘুনাথ মজুমদার
ম্যানেজার বাগুলিপাড়া এষ্টেট।
পোঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলা নদীয়া।

কনকের পাঠ শেষ হইলে খগেন বলিল, "আমি চাই, তুমি ঐ পদের জন্যে দরখাস্ত কর, তারপর সেখানে গিয়ে মাসকতক সহচরী হয়ে থাক।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কনক বলিল, "আমি কিছু বুঝতে পারছিনে! আপনার মতলব কি? ঐ বধূরাণী আপনার কেউ হয় নাকি?"

"হয় না—যদি হইয়ে দিতে পার, তা হলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়।"

"কি হইয়ে দিতে পারি?"

"স্ত্রী। সে বিধবা, যদি তার সঙ্গে আমার বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পার তাহলে ভাল রকম ঘটকালি পাবে।"

শুনিয়া কনক গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা! বিধবা-বিবাহ করবেন? এতদিন বিয়ে না করে শেষে এই কায? আপনার এ মতি কেন হল, খগেনবাবু? দেখতে কি বড় সুন্দরী নাকি?"

"তাকে আমি কখন চক্ষেও দেখিনি।"

"তবে—যদি সে কালো কুৎসিত হয়?"

"হলোই বা কুৎসিত, কালো কুৎসিত মেয়েকে কেউ কি বিয়ে করে না?"

একটি অঙ্গুলি গালের উপর স্থাপন করিয়া, নতনেত্রে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর মৃদুহাসি হাসিয়া চক্ষু তুলিয়া কনকলতা বলিল, "অনেক টাকা আছে বুঝি? আপনি একটা দাঁও মারবার চেষ্টায় আছেন—নয়?"

"পাগল! আমি সেই চরিত্রের লোক? আমি শুধু বিধবা-বিবাহ করে বাংলাদেশকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাব মনে করেছি।"

মাথা নাড়িয়া কনক বলিল, "বকেন কেন? বাংলাদেশের জন্যে ত রাত্রে আপনার ঘুম হচ্ছে না। বলি ঐ বউরাণী কি 'অত্র এষ্টেটের' মালিক?"

"ষোল আনার।"

"আয় কত?"

"বছরে লাখখানেক টাকা হবে।"

কনক তখন বিজয়িনীর ন্যায় হাস্য করিয়া বলিল, "তাই বলুন—এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। তা, সে হিন্দুঘরের বিধবা, অমনি চট্ করে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?"

চট্ করে রাজি হলে তোমার দ্বারস্থ হয়েছি কেন? তোমার সেখানে গিয়ে, তার মনটির উপর ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে নিজের অধিকার বিস্তার

করতে হবে। খুব সাবধানে, তোমায় অগ্রসর হতে হবে। প্রথমে বিধবা-বিবাহের সমর্থক খানকতক উপন্যাস, যেমন রমেশ দত্তের ‘সংসার’, এইগুলো পড়ে শোনাতে হবে। কথাপ্রসঙ্গে বিধবা-বিবাহ জিনিষটাকে বেশ ভাল রঙ দিয়েই চিত্রিত করে, তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তোমায় ধরতে হবে। কলকাতায় এখন কত বড়-বড় ভাল-ভাল লোক বিধবা-বিবাহ সমর্থন করছেন, এই সব সংবাদ কথাকৌশলে তাকে জানাতে হবে। এই রকম করে তিলে তিলে তার প্রতিকূল মনকে অনুকূল করে আনতে হবে। এ বড় কঠিন কায—প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট ভিন্ন অন্য কেউ পারবে না। তাই কনক আমি তোমার শরণ নিয়েছি।”

অভিনেত্রী এ কথায় একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। বলিল—“আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। কোনও রকম দায়ে বিপদে পড়ব না তা খগেনবাবু?”

“দায় বিপদ কিসের? তোমায় খুনও করতে হবে না, জালও করতে হবে না, চুরিও করতে হবে না—দায় কিসের? তুমি মুখের কথা বলবে মাত্র। আমার ভাগ্য যদি নিতান্ত মন্দ হয়, তবে বড় জোর সে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তোমায় বিদায় করে দেবে। করে করবে, তুমি ঘরের ছেলে—অর্থাৎ ঘরের মেয়ে—ঘরে ফিরে আসবে।”

কনক বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খগেন্দ্র সিগারেট-কেসটি খুলিয়া আর একটি সিগারেট কনককে দিল, একটি নিজে আবার ধরাইল।

এই ভাবে নীরবে প্রায় দুই তিন মিনিট কাটিল। কনক তখন জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, তার বয়স কত শুনেছেন?”

“খবর পেয়েছি—তেইশ চব্বিশ।”

“কতদিন বিধবা হয়েছে?”

“বলতে গেলে আজন্ম বিধবা। যখন আট বৎসর বয়স, তখন তার বিবাহ হয়। মাস দুই পরে তার বালক স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার পর থেকে চৌদ্দ বছর সে সধবার বেশেই ছিল। দুই বৎসর হল তার শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছে। শ্রাদ্ধে বড় বড় পণ্ডিতেরা এসেছিলেন, তাঁরা বিধান দিলেন, যে ব্যক্তি চৌদ্দ বছর নিরুদ্দেশ, সে মরে গেছেই ধরতে হবে! কুশপুত্তল দাহ করে তার শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। তাই হল। সেই অবধি, অর্থাৎ দু’বছর বউরাণী বিধবা বেশ ধারণ করেছে।”

“সংসারে আর কে কে আছে?”

"এক বুড়ো শাশুড়ী। একটি দেওর ছিল, সেও মরে গেছে। আর কেউ নেই। একলা থাকতে পারে না, তাই কাগজে ঐ বিজ্ঞাপন দিয়েছে।"

কনকলতা সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া বিজ্ঞাপনটি দ্বিতীয়বার পাঠ করিল। বলিল—"আচ্ছা—আমি না হয় নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবা সেজে দরখাস্ত করলাম। আমাকেই চাকরি দেবে তার স্থিরতা কি ?"

"স্থিরতা অবশ্য নেই। তবে সম্ভাবনা খুব বেশী। যদি ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান মেয়ে চাইত, তা হলে ভাল লেখাপড়া জানে, গাইতে বাজাতে পারে, অথচ গরীবের ঘরের ভাল মেয়ে, পেতে পারত। কিন্তু নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবাটিও হবে, অথচ ভাল লেখাপড়া গান বাজনা জানবে, এমন সোণার পাথরবাটি কোথায় আছে ? তুমি দরখাস্ত করলে নিশ্চয়ই তোমার হবে।"

"আচ্ছা—২৫৲ জলপানি বলেছে কেন ?"

"বেতন বললে পাছে রূঢ় শোনায়—হিঁদুর মেয়ে রাজি না হয়।"

"দুজন বড় বড় লোকের প্রতিষ্ঠাপত্র চাই যে লিখেছে—তার কি হবে ?"

"আমি যোগাড় করে দেব—তার জন্যে চিন্তা নেই।"

"কবে দরখাস্ত করতে হবে ?"

"যত শীঘ্র হয়। আমি একটা মুসাবিদা প্রস্তুত করে এনেছি।—বলিয়া খগেন্দ্র চারি পৃষ্ঠা লেখা একখানি চিঠির কাগজ বাহির করিয়া কনকের হাতে দিল।

কনক সেটি পাঠ করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতে লাগিল। বলিল—"উঃ—এত মিথ্যে কথাও আপনি লিখেছেন খগেনবাবু!"

কনকের পাঠ শেষ হইলে খগেন্দ্র বলিল, "বল, তুমি রাজি ?"

কনক বলিল, "আমায় আজ সারাদিনটা সময় দিন। আমি ভেবে চিন্তে সন্ধ্যেবেলায় আপনাকে বলব।"

খগেন্দ্র ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল, প্রায় সাড়ে এগারটা। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বেশ—মুসাবিদাটা তুমি রাখ। ভেবেচিন্তে দেখ। যদি দরখাস্ত করাই স্থির কর, তবে ওটা ভাল করে নকল করে রেখ। সন্ধ্যেবেলা এসে নিয়ে যাব।"

কনকলতাও উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"আচ্ছা—ভেবে দেখি। বসুন বসুন, বরফ দিয়ে একগ্লাস সরবৎ আনতে বলেছি। খেয়ে যান। যদি এ কাযে হাত দিই, আর সফলই হই, তা হলে ঘটকালিটে কি পাব বলুন দেখি ?"

খগেন্দ্র বলিল, "তুমিই বল।"

কনক চাপাহাসির সহিত বলিল, "বিশ হাজার—আর, কলকাতায় একখানা ভাল বাড়ী।"

"তথাস্তু।"—বলিয়া খগেন্দ্র ঝির হাত হইতে সরবতের গ্লাস লইল।

কনক বলিল, "আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। আর একটা সিগারেট দিন।"

সিগারেট দিয়া সরবৎ পানান্তে খগেন্দ্র প্রস্থান করিল।

বৈকালে একটু ঘুরিয়া দুইখানি প্রতিষ্ঠাপত্র সংগ্রহ করিয়া, সন্ধ্যার পর খগেন আবার ফিরিয়া আসিল। দেখিল, কনক দরখাস্তখানি নকল করিয়া রাখিয়াছে। সেখানি লইয়া বলিল—"আমার মুসাবিদাটা?"

কনক বলিল, "ওটা আমার কাছে থাক্ না!"

"তুমি নিয়ে কি করবে?"

"আমি রেখে দেব।"

খগেন্দ্র একটু হাসিল। বলিল—"যদি বেইমানি করে তোমার ঘটকালি ফাঁকি দিই, তাই আমার হাতের লেখায় আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখে দিলে?"

কনক হাসিয়া বলিল, "না খগেনবাবু, তা নয়। আপনার হাতের একটা চিহ্ন থাকল।"

খগেন্দ্র বলিল, "বেশ রেখে দাও। কোনও ভয় কোরো না, তোমায় আমি ফাঁকি দেব না কনক। জেনো, চোরের মধ্যেও বিশ্বাস বলে একটা জিনিষ আছে, নইলে কি চোরেরই ব্যবসা চলে?"—বলিয়া খগেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ এ আবার কে?

গঙ্গার উপরেই বাগুলিপাড়ার বাবুদের সুপ্রশস্ত বাসভবন। বাটীর পশ্চাতে, অনেকটা স্থান ঘিরিয়া অন্তঃপুরের বাগান। তাহাতে দেশী ও বিলাতী ছোট-বড় নানাজাতীয় ফল ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ, লতামণ্ডপ শোভা পাইতেছে। বাগানটি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। ফল ও ফুলগাছ ছাড়া অনেকগুলি অন্যান্য গাছও আছে, বরং গঙ্গার কাছাকাছি এই সকল গাছেরই প্রাচুর্য্য। স্থানে স্থানে মর্ম্মরমণ্ডিত আসন-বেদিকা।

ভোর হইবামাত্র একটি বিধবা যুবতী অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন।

তাঁহার পরিধানে একখানি শ্বেতবস্ত্র, গাত্রে নামাবলী জড়ান। যুবতীর মুখের উপর ঊষার আলোক পড়িয়া সেই কমনীয় মূর্ত্তি কমনীয়তর করিয়া তুলিল। তাঁহার দক্ষিণহস্তে একটি ফুলের সাজি, বামহস্ত রিক্ত। ইনি আর কেহ নহেন, বাগুলিপাড়ার জমিদারবাটীর বধূরাণী শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী, আপাততঃ সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রৌঢ়বয়স্কা একজন ঝিও বাহির হইল। তাহার হস্তে বস্ত্রাদি ও গামছা রহিয়াছে।

বউরাণী ধীরে ধীরে বাগানের পথ অতিক্রম করিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঝিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উভয়েই নীরব। গাছে গাছে পক্ষিকুল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রভাতী গাহিতেছে। মৃদু সমীরণ ফুলবাস আহরণ করিয়া দিকে দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

বাগানের প্রান্তভাগে পরস্পর-সংলগ্ন দুইটি বাঁধা ঘাট। একটি পুরুষদিগের জন্য, অন্যটি অন্তঃপুরিকাগণের ব্যবহারার্থ। প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী অবতরণ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উভয় ঘাটের মধ্যভাগে পাথরে গাঁথা উচ্চ ব্যবধান।

বউরাণী যখন ঘাটের প্রথম সোপানে পৌঁছিলেন, তখনও ঊষালোক অস্পষ্ট। সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, জল হইতে দুই তিনটি সোপান ঊর্দ্ধে কি একটা পদার্থ যেন পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা মনুষ্য কি কোনও জন্তু কি কাষ্ঠখণ্ড, ভাল নজর হইল না। বউরাণীর মনে একটু ভয়ও হইল। সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ ফিরাইয়া ঝিকে বলিলেন—"হাবার মা—শীগগির আয়!"

হাবার মা সেখান হইতে দশবারো হাত পশ্চাতে ছিল। এই কথা শুনিয়া দ্রুতগতি আসিয়া বলিল, "কেন বউরাণী?"

বউরাণী অঙ্গুলির দ্বারা জলের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওটা কি পড়ে রয়েছে বল্ দেখি?"

হাবার মার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছিল। সে কেবল দেখিল, কালো রকম লম্বা রকম কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। বলিল—"ওমা তাই ত! ওটা কি গো বউরাণী?"

"আমি তোকেই ত জিজ্ঞাসা করছি। যা দিকিন, কাছে গিয়ে দেখে আয় পড়ে রয়েছে ওটা কি?"

হাবার মা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "না মা, আমি যেতে পারবনি মা। কামড়ায় যদি ?"

বউরাণী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আ মরণ! কামড়াবে কেন? বাঘও নয় ভালুকও নয়।"

"তবে কি ওটা ?"

"আচ্ছা, তুই না পারিস, আমি গিয়ে দেখছি।"—বলিয়া বউরাণী সোপান অবতরণ করিতে উদ্যত হইলেন।

ঝি তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "যেওনি মা, যেওনি। ওটা কোনও জানোয়ার; জলে ভেসে এসেছে, কি হয়ত কুমীর ডাঙ্গায় উঠে গা শুকুচ্ছে। যদি কামড়ায় ত আর বাঁচবে না।"

বউরাণী সবলে ঝির হস্ত হইতে অঞ্চল মুক্ত করিয়া লইয়া, সাবধানে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। ঝিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চারি পাঁচটা সিঁড়ির ব্যবধানে নামিতে লাগিল।

বউরাণী যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সেই পদার্থটি স্পষ্টতর হইয়া, মনুষ্যমূর্ত্তিবৎ প্রতীয়মান হইল। নিকটে গিয়া দেখিলেন একজন স্ত্রীলোক। তাহার মুক্তকেশ মুখ-বক্ষের উপর পতিত রহিয়াছে।

বউরাণী ডাকিলেন, "ওগো—কে গা তুমি ?"

কোন উত্তর নাই।

ঝি পৌঁছিয়া বলিল, "ওমা, যা মনে করেছি তাই! জলে মড়া ভেসে এসেছে। তা হতভাগী ছারকপালী! ভেসে ডাঙ্গায় ওঠবার আর জায়গা পেলিনি ? উঠলি কি না শেষে আমাদের ঘাটে ?"

বউরাণী বলিলেন, "ঝি, বোধ হয় মরেনি। ঐ দ্যাখ্‌, বুকের উপর যে চুলগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলি একটু একটু উঠছে নামছে। বুকটি বোধ হয় ধুক্ ধুক্ করছে।"

হাবার মার ক্ষীণচক্ষু স্পন্দনটুকু দেখিতে পাইল না। বলিল—"হ্যাঁ, বউরাণীর যেমন কথা! ও নাকি বেঁচে আছে!"

বউরাণী আরও কাছে গিয়া স্ত্রীলোকটির ললাট ও বুক হইতে চুল সরাইয়া হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, দেহে এখনও উত্তাপ আছে। বুকটি বাস্তবিকই ধুক্ ধুক্ করিতেছে। বলিলেন—"হাবার মা, এ বেঁচে আছে। শীগগির

দৌড়ে বাড়ী যা। একে বাড়ীতে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন ডেকে আন্; আর, কাউকে ছুটিয়ে দে ডাক্তার আনবার জন্যে। যা শীগগির যা, যত শীগগির পারিস।"

হাবার মা তখন, "ওমা কি বিপদ হল গো! হে হরি রক্ষে কর!"— বলিতে বলিতে বাগানের ভিতর দিয়া সাধ্যানুসারে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

হাবার মা গামছা ও বস্ত্রাদি ঘাটের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল। বউরাণী সেগুলি লইয়া আসিয়া, স্ত্রীলোকটির সিক্তবস্ত্র কষ্টে মোচন করিয়া লইলেন। গামছা দিয়া যথাসাধ্য তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া একখানি শুষ্ক বস্ত্র তাহাকে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর স্বীয় অঞ্চল দিয়া আবার তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ততক্ষণ একটু আলো হইয়াছিল। দেখিলেন, তাহার গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ ব্যাপিয়া মাল্যের আকারে একটা রক্তবর্ণ চিহ্ন পড়িয়াছে, চর্ম্মে স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়া অল্প অল্প রক্তপাতও হইতেছে।

ইতিমধ্যে হুম্ হুম্ করিয়া চারিজন বেহারা একটা পাল্কী আনিয়া ফেলিল। বউরাণীর ইঙ্গিত পাইয়া, মৃতকল্প স্ত্রীলোকটিকে পাল্কীতে উঠাইয়া তাহারা বাটীর দিকে ছুটিল। বউরাণীও ক্ষিপ্রচরণে তাহাদের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ অভাগিনী

এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে।

অপরাহ্নে অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যানে একটি বকুলগাছের ছায়ায় মর্ম্মরবেদিকার উপর পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোকটি উপবিষ্ট রহিয়াছে। এ কয়দিন জ্বরভোগের পর আজ সে একটু সুস্থকায়; তাই বউরাণী তাহাকে বাগানে বায়ুসেবনার্থ পাঠাইয়াছেন।

স্ত্রীলোকটির বয়স অনুমান বিংশতি বর্ষ। তাহার বিশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ মুখখানিতে বিষাদের ঘনছায়া পরিব্যাপ্ত। চক্ষু দুইটি সর্ব্বদা আনত ও সজল। দেখিলে মনে হয় বুঝি অনেক কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া রহিয়াছে। পরিধানে সাদা সেমিজের উপর একখানি লালপাড় শাড়ী। ইহা বউরাণী দিয়াছেন। প্রকোষ্ঠ-যুগলে স্বর্ণবলয়, বামহস্তে সধবার চিহ্নও বর্ত্তমান। এগুলি পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

ঝুরু ঝুরু বাতাসে দুই চারিটি করিয়া বকুলের ফুল ঝরিয়া এই যুবতীর গাত্রে, চারিপাশে পতিত হইতেছে। সে মাঝে মাঝে একটি ফুল তুলিয়া লইতেছে, আবার ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিতেছে।

বসিয়া বসিয়া, যুবতী কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বেদিকার উপর শয়ন করিল। কিয়ৎপরে উঠিয়া বসিয়া, করতলে কপোল রক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বক্ষ কাঁপাইয়া এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। আহা, এ রমণী বড় দুঃখিনী।

অন্তঃপুর হইতে একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল। তাহার বাম কক্ষতলে একখানি শতরঞ্চ ও একটি বালিস, দক্ষিণ হস্তে কাঁসার গেলাস ভরা কতকটা গরম দুধ। কাছে আসিয়া বিছানা নামাইয়া রাখিয়া দাসী বলিল, "দুধ খাও।"

রমণী বলিল, "এখন দুধ কেন ঝি?"

"বউরাণী পাঠিয়ে দিলেন। বললেন অনেক কুইনান খেয়েছে, একটু বেশী করে দুধ না খেলে মাথা ঘুরবে। তুমি দুধটুকু ততক্ষণ খাও, আমি বিছানাটা পেতে দিই।"

রমণী ঝির হাত হইতে দুধের গেলাস লইয়া বলিল, "আহা কেন আবার কষ্ট করে বিছানা আনতে গেলে? আমি এই শানের উপরেই শুতাম এখন—খাসা ঠাণ্ডা।"

"বউরাণী বললেন যে, বসে থাকতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে, একটা বিছানা-টিছানা পেতে দিয়ে এস, আমি একটু পরেই আসছি।"

দুগ্ধ পান করিতে করিতে রমণী বলিল, "তোমাদের বউরাণী মানুষ নয় ঝি, উনি দেবতা।"

ঝি তখন এদিক ওদিক চাহিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিঠাকরুণ, তোমাদের বাড়ী কোথা গো?"

এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া ঝি তাহার কর্ত্রীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল। সেদিন গঙ্গাতীর হইতে উঠাইয়া আনিবার পর ডাক্তার অনেক কষ্টে এই রমণীর চেতনা সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়ে। জ্বরের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পরদিন বউরাণী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর, যেন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রমণী বলিয়াছিল, "আমার নাম, সুরবালা।" কি জাত জিজ্ঞাসা করায় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রমণী বলিয়াছিল, "আমরা ব্রাহ্মণ।"—বাপের বাড়ী কোথা, শ্বশুরালয় কোথা, এ সব পরিচয় জিজ্ঞাসায় রমণী কাঁদিতে আরম্ভ করে, কোনও উত্তর দেয় নাই। তৎপরদিন বউরাণীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীও

পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতেও উক্তরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। এ কথা বউরাণীর কাণে যায়। ইহাতে তিনি বিবেচনা করিলেন, উহার পিত্রালয় বা শ্বশুরালয়ের স্মৃতির সঙ্গে কোনও মহাদুঃখ জড়িত আছে। এ দিকে এই গঙ্গায় ভাসিয়া-আসা স্ত্রীলোকটির পরিচয় জানিবার জন্য বাটীর দাস-দাসী সকলেই অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল, কিছুতেই তাহারা কৌতূহল দমন করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাই বউরাণী সকলকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কেহ যেন এই রমণীর পরিচয়সূচক কোনও প্রশ্ন তাহাকে না জিজ্ঞাসা করে। তাই সাবধানে চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া সভয়ে ঝি প্রশ্ন করিল, "দিদি ঠাক্‌রুণ, তোমাদের বাড়ী কোথা গো?"

সুরবালা একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "শ্মশান।"

উত্তরটা শুনিয়া ঝি চমকিয়া উঠিল। সুরবালার কঙ্কালসার দেহখানির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মুখের পানে চাহিল। সেই সময়টা, সূর্য্য একটু নামিয়া যাওয়াতে সে স্থানটায় রৌদ্র আসিয়া পতিত হইল। ঝি তখন বলিল, "না দিদিঠাক্‌রুণ, তুমি তা নও।"

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি নই?"

"তুমি তা নও। এই যে তোমার ছায়া পড়েছে দিদিঠাক্‌রুণ!"

বড় দুঃখের সময়ও সুরবালার মুখে হাসি আসিল। বলিল—"না, আমি তা নই। আমি তোমাদেরই মত মাটীর মানুষ।"

ঝি তখন সুরবালাকে বিছানায় শয়ন করাইয়া বলিল, "বউরাণী কি করছেন দেখিগে।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎপরে সুরবালা দেখিল, বউরাণী বাগানের দিকে আসিতেছেন। তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে সে উঠিয়া বসিল।

বউরাণী বলিলেন, "তুমি শোও শোও—উঠ না।"

সুরবালা বলিল, "না, আমি বেশ বসতে পারব। এতক্ষণ ত বসেই ছিলাম। এইমাত্র শুয়েছি।"

বউরাণী বলিলেন, "তুমি কাহিল মানুষ, শুয়ে থাক। আমি তোমার কাছে বসছি। বেশীক্ষণ বসে থাকলে তোমার কষ্ট হবে।"—বলিয়া তিনি শতরঞ্চের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। হাসিতে হাসিতে সুরবালার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন।

সুরবালা আকুলনয়নে বউরাণীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বলিল—"আপনি বসে রইলেন, আমি শুলাম, এটা ত ভাল হল না!"

"কেন, দোষ কি? তুমি রোগী, আমি ত রোগী নই। আর দেখ, আমি তোমায় তুমি বলি, তুমি আমায় আপনি বল কেন?"

একথা শুনিয়া সুরবালার সেই ছলছল চক্ষু আরও যেন ভারি হইল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"আপনি স্নেহ করেন বলেই ও কথা বলছেন। আপনারা রাজাতুল্য লোক। আমি আপনার দাসীর যোগ্যও নই। তা সত্ত্বেও, সে সব কিছু মনে না করে, আমার অসুখের সময় আপনি যে সেবাটা নিজে হাতে আমায় করেছেন, লোকের মা বোনেও সে রকম পারে না। তবে—না করলেই ভাল করতেন।"

বউরাণী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন। আজ প্রথম নহে, এ কয়দিনই লক্ষ্য করিতেছেন, বাঁচিয়া উঠিয়াছে বলিয়া এ রমণী নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে। ইহার পরিচয় ত জানিতে পারেন নাই, ইহার কিসের এত দুঃখ তাহাও কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এ কয়দিন সুরবালার সহিত বিশ্রম্ভালাপের সুযোগও তিনি পান নাই। আজ প্রথম দুইজনে নিরালায় কথোপকথন। অথচ এ অভাগিনীর দুঃখের কারণ অবগত হইবার জন্য, যদি সম্ভব হয় সে দুঃখভার কিয়দংশও লাঘব করিবার জন্য, বউরাণীর পুষ্পকোমল হৃদয়খানি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে এ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমায় বাঁচাতে চেষ্টা করে কি ভাল করিনি?"

সুরবালা বলিল, "আমার মত হতভাগিনীর পক্ষে মৃত্যুই ভাল ছিল।"

অনুযোগের স্বরে বউরাণী বলিলেন, "ছি—ও কথা কি বলতে আছে? নিজের মরণ কামনা কি করতে আছে? ভগবান যে জীবন দিয়েছেন, সে তাঁর মহাদান। সে জীবনে তাচ্ছিল্য করা—তাঁরই অপমান করা।"

সুরবালা বলিল, "জীবন দিয়েছিলেন বেশ করেছিলেন। কিন্তু জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এত দুঃখ দিলেন কেন?"

"তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই তিনি করেছেন। তাঁর কাযে দোষ দেখা, ছল ধরা কি আমাদের সাজে? তিনি দুঃখ যা দিয়েছেন, তাও আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে।"

সুরবালা অন্যদিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত

গিয়াছেন। দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। বাগানের যত পাখী গঙ্গার বেলাভূমিতে চরিতে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া কলকোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে।

একটু পরে বউরাণী বলিলেন, "তোমার কি দুঃখ, আমায় তুমি বলবে ?"—বলিয়া সস্নেহে তিনি সুরবালার একখানি হাত, নিজের হাতের মধ্যে লইলেন।

সুরবালা কিন্তু কোনও উত্তর করিল না। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার চক্ষুযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হইল।

বউরাণী বলিলেন, "থাক্ থাক্, কেঁদ না কেঁদ না। সে কথা মনে করতেও যদি তোমার এত দুঃখ, তাহলে বলে কায নেই। আমি আর এ প্রসঙ্গ তুলব না। শুধু একটি শেষকথা জিজ্ঞাসা করি।"

সুরবালা তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুইটি বউরাণীর দিকে ফিরাইল।

বউরাণী নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া সযত্নে তাহার চক্ষু ও কপোলযুগল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও আছেন কি না, তা আমরা কিছুই জানিনে, তুমি কিছুই বলনি। তুমি আজ আটদিন এখানে রয়েছ। তোমার খবর না পেয়ে তাঁরা হয়ত কত ভাবছেন। তাঁদের কোনও খবর দেওয়া উচিত নয় কি ? তাঁরা জানতে পারলে হয়ত এসে তোমায় নিয়ে যেতে পারতেন।"

সুরবালা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। বলিল—"বউরাণী—এ পৃথিবীতে আমার আর এমন কেউ নেই, যে আমার খবর না পেয়ে ভাবিত হবে—কিম্বা খবর পেলে খুসী হবে—কিম্বা এসে আমায় নিয়ে যাবে। আমার দুর্ভাগ্যের সীমা নেই। তাই আমার নিজের কোনও পরিচয় আপনার কাছে বলিনি। সামান্য যা বলেছি তাও কাল্পনিক—যথার্থ নয়। এটুকু আপনাকে জানিয়ে রাখলাম, কারণ আপনার সঙ্গে এ চাতুরীটুকু করে ভারি অন্যায় করেছি, অকৃতজ্ঞের কায করেছি। আপনি যদি আমায় জীবন দিলেন, তবে আপনার কাছে আর একটি প্রার্থনা আছে।"—বলিয়া সুরবালা, বউরাণীর পদযুগল ধারণ করিল।

"ওকি কর—ওকি কর ভাই !"—বলিয়া বউরাণী তাহার হাত দুইটি সবলে টানিয়া লইলেন।

সুরবালা কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"আমার প্রার্থনা এই। আপনাদের

এ সংসার ত রাজসংসার। ভগবানের কৃপায় আপনাদের কোনও বিষয়ের অভাব ত নেই। আমি যতদিন বাঁচি—এই সংসারে আমাকে আশ্রয় দিয়ে রাখুন। কত দাসদাসীকে আপনি ত প্রতিপালন করছেন; সেইরকম আমাকেও প্রতিপালন করুন। আমায় ত্যাগ করবেন না।"

এই মর্ম্মভেদী কথাগুলি শুনিয়া বউরাণী কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া আবার সুরবালার চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—"এই কথা?—তা, এর জন্যে তুমি এত কাতর হয়েছ কেন ভাই? তোমায় ত্যাগ করব, এমন কথা ত আমি বলিনি। আমি তোমায় এইখানেই রাখব—কোথাও যেতে দেব না। কেমন? এখন শান্ত হও, চুপ কর—আর কেঁদ না।"

কিন্তু সুরবালার চক্ষু বারণ মানে না। অনেক করিয়া বউরাণী তাহাকে কতকটা শান্ত করিলেন।

সন্ধ্যা হইল। উভয়ে তখন উঠিয়া অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রান্ত হইয়া সুরবালা একটা কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িল।

বউরাণীও বসিলেন। আকাশে তখন দুই একটি করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল। দুইজনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

বউরাণী বলিলেন, "দেখ ভাই, আমি একলাটি থাকি, কোনও সমবয়সী সঙ্গী সাথী নেই, দিন আমার কাটে না, তাই আমার দেওয়ান—তাঁকে আমি কাকা বলি—আমার একজন সহচরীর জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি ভাবছি কি, বাইরে থেকে অন্য কোন লোক এনে আর কি হবে, তুমিই আমার সহচরী হয়ে থাক। আমি কাকাকে বলব—কি বল?"

সুরবালা মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার দয়া আমি কখনও ভুলব না।"

অতঃপর দুইজনে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ "মা তুমি দয়াময়ী!"

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান ও পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া বউরাণী দেওয়ানজিকে ডাকিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, দেওয়ান স্বয়ং দর্শনপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মজুমদার মহাশয় এই জমিদারবংশের পুরুষানুক্রমিক দেওয়ান। তাঁহার বয়স ষষ্টিবৎসরেরও উপর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এখনও

বেশ কার্য্যক্ষম আছেন। খর্ব্বায়ত শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ, দেহখানিও দেওয়ানোচিত হৃষ্টপুষ্ট। স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় ইঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। জাতিতে বৈদ্য হইলেও ইনি পরিবারস্থ সকলের নিকট আত্মীয়বৎ। বউরাণী ইঁহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অন্তঃপুরের মধ্যে একটি কক্ষ, বউরাণীর আফিসঘরস্বরূপ সজ্জিত ছিল। চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি, টানাপাখা, এই কক্ষে ছিল। বউরাণীকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে অথবা কোনও কাগজপত্রে তাঁহার দস্তখত লইবার জন্য দেওয়ানজি যখন অন্তঃপুরে আগমন করিতেন, তখন এই কক্ষখানিতেই তাঁহাকে বসিতে হইত। বউরাণী কিন্তু হিন্দুপুরমহিলাসুলভ লজ্জাবশতঃ দেওয়ানজির সমক্ষে কোনও দিন চেয়ারে উপবেশন করেন নাই, পরিচারিকাসহ আসিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দেওয়ানজির আসনের কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অদ্যও তাহাই করিলেন।

দেওয়ানজি পূর্ব্ব হইতেই সেই কক্ষে বসিয়া ছিলেন; বউরাণী প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সসম্মানে দণ্ডায়মান হইলেন।

"কাকা—বসুন"—বলিয়া বউরাণী তাঁহার যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"মা, তোমার শরীর বেশ ভাল আছে?"

"হ্যাঁ কাকা, আমি বেশ ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন ত?"

"হ্যাঁ মা, বেশ আছি। আচ্ছা, তুমি যে গঙ্গার ঘাটে সেদিন সেই মেয়েটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে, তার পরিচয় কিছু জানতে পেরেছ?"

"না কাকা, সে কিছু বলে না। কিছু বলবে, এমন আশাও নেই।"

"পুলিশে ত একটা খবর দেওয়া উচিত? কোথা থেকে কে এল, শেষকালে ওকে নিয়ে কোন বিপদ না উপস্থিত হয়।"

"এর জন্যে আর থানা পুলিশ কেন কাকা? একজন অনাথা স্ত্রীলোক, বোধ হয় নৌকা থেকে জলে পড়ে গিয়েছিল, ভেসে এসেছে; তাকে আমরা আশ্রয় দিয়ে রেখেছি, এর জন্যে আর বিপদ আপদ কি? পুলিশে জানালেই তারা এসে বেচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, আমি তা চাইনে।"

দেওয়ানজি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সে জন্যে নয়। তবে শুনেছিলাম তার গলায় একটা দড়ির দাগ আছে; হয়ত কেউ তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, নয়ত সে আপনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, উভয় অবস্থাতেই

ব্যাপারটা পুলিশের তদন্তযোগ্য। কিন্তু তোমার যখন অমত—তখন খবর দেব না—থাক্। গলার সে চিহ্নটা কি এখনও আছে?"

"অতি সামান্য। আর দু'চারদিনেই মিলিয়ে যাবে।"

"তা বেশ। আজ আমি এসেছিলাম, তোমার সহচরীর জন্যে কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে এই কতকগুলো আবেদন এসেছে।"—বলিয়া দেওয়ানজি হস্তস্থিত ডাকের চিঠিগুলি গণনা করিয়া বলিলেন—"পাঁচখানা।"

কুড়ান স্ত্রীলোকটিকেই নিজ সহচরী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব বউরাণীর ওষ্ঠ-যুগলের নিকট পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচবশতঃ বলিবলি করিয়া তিনি বলিতে পারিলেন না। ভাবিলেন আবেদনপত্রগুলির কথা প্রথমে শুনিয়া লই, তারপর সে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিব।

দেওয়ানজি চিঠিগুলির উপরিভাগে চক্ষু রাখিয়া বলিলেন, "এর মধ্যে চারখানি তেমন সুবিধে নয়। একজনের আবেদন পড়ে মনে হচ্ছে, তার দ্বারা বোধ হয় কায চলতে পারে। সব আবেদনগুলি পড়ে শোনাব কি?"

বউরাণী বলিলেন, "বেশ ত।"

দেওয়ানজি তখন প্রথমখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। কলিকাতা শ্যাম-বাজারের একজন বষীয়সী বিধবার আবেদন—তিনি রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতে পারেন, লিখিয়াছেন। সঙ্গীতাদির বিষয়ে তাদৃশ ক্ষমতা নাই। সন্তানাদি নাই, ভাসুরপোর আশ্রয়ে বাস করেন। সেই ভাসুরপো অত্যন্ত স্ত্রীবশ—ইঁহাকে গ্রাহ্যই করেন না। কাশী বা বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিবার মৎলবই ছিল। এ কার্য্যটি যদি মিলে, তবে তীর্থযাত্রা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে প্রস্তুত আছেন।—পত্রপাঠ শেষ করিয়া দেওয়ানজি বলিলেন, "আমরা যে রকমটি খুঁজছি—এটি সে রকম বলে মনে হয় কি? তোমার একজন সমবয়সীর মত হয়, তোমার সঙ্গে গল্প-গুজব আমোদ-প্রমোদ করে, তোমার মনটি বেশ প্রফুল্ল থাকে, এই রকমটিই আবশ্যক। কেমন মা, তাই না?"

বউরাণী সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ কাকা।"

অতঃপর দেওয়ানজি দ্বিতীয় পত্রখানি পাঠ করিলেন। এই আবেদনকারিণী লেখাপড়া জানেন না, তবে মুখে মুখে দাশুরায়ের ছড়া, অঙ্গদের রায়বার ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে পারেন। ইঁহারও বয়স হইয়াছে—রন্ধনবিদ্যা ও অন্যান্য

গৃহকার্য্যে অত্যন্ত পটীয়সী বলিয়া নিজেকে বর্ণনা করিয়াছেন। এ আবেদনও দেওয়ানজি অমনোনীত করিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রও ঐ জাতীয় কারণে অগ্রাহ্য হইল। তখন দেওয়ানজি শেষ পত্রখানি খুলিয়া, চশমাটি চোখে ভাল করিয়া লাগাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটি যে ভাল রকম লেখা পড়া জানে—তাএর হাতের হরপ দেখলেই বোঝা যায়। রচনাও দিব্যি।"—বলিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন।

কলিকাতা।
৬ই চৈত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মজুমদার
বাগুলিপাড়া এষ্টেটের ম্যানেজার মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনি ৫ই চৈত্র তারিখের 'দেশবন্ধু' সংবাদপত্রে কর্ম্মখালির যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার এই আবেদনপত্রখানি আপনার সকাশে পাঠাইতে সাহসী হইতেছি। কৃপাবলোকনে ইহার আদ্যন্ত দৃষ্টি করিলে কৃতার্থ হইব।

আমার পিতার নাম ৺যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়—নিবাস বহরমপুরে ছিল। আমি বাঙ্গালা সাহিত্য রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছি। রামায়ণ মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের জীবিত কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থাবলীর সহিত সম্যগ্‌ভাবে পরিচিতা। আমি স্বয়ং একখানি নাটকও রচনা করিয়াছি, কিন্তু অর্থাভাবে এতাবৎ কালাবধি মুদ্রিত করিতে পারি নাই। এক সময় আমি সঙ্গীত-বিদ্যারও যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিলাম। নিপুণ ওস্তাদ-গণের নিকট আমার শিক্ষা, তাহার পর হইতে আমি স্বয়ং চর্চ্চা করিয়া কিঞ্চিৎ সফলতাও লাভ করিয়াছি। যন্ত্রাদির মধ্যে পিয়ানো, হার্ম্মোনিয়ম, এস্রাজ এবং বেহালা বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। অধুনা দারিদ্র্যবশতঃ ঐ সকল যন্ত্রা-ভাবে আমার সে বিদ্যা নিশ্চয়ই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, কিছুদিন অভ্যাসের সুযোগ পাইলেই পুনর্ব্বার তাহা আমার করায়ত্ত হইবে সন্দেহ নাই। আমি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—গোঁড়া হিন্দু পরিবারে আমার দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, এখন এই কলিকাতা সহরে একজন অবলা

রমণীর পক্ষে হিন্দু আচার পালন যতদূর সম্ভব তাহা করিতেছি। 'যতদূর সম্ভব' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এখানে বাধ্য হইয়া আমাকে কলের জল পান করিতে হয়। এমন সঙ্গতি নাই যে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া গঙ্গা হইতে প্রত্যহ পানীয় জল আনয়ন করি।

আমি অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দুরমণী হইয়াও উক্ত বিদ্যাগুলি কিরূপে লাভ করিলাম, তাহা বুঝাইতে হইলে, সংক্ষেপে আমার জীবনকাহিনী মহাশয়ের গোচর করিতে হয়। সুতরাং নিম্নে তাহা নিবেদন করিতেছি।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, বহরমপুরে, আমার জন্ম। আমার পিতামহ মহাশয় কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান, আমার পিতা ও দুইজন পিতৃব্য তাহা সমান অংশে ভাগ করিয়া লইয়া ভোগ দখল করিতেন; কিন্তু সকলেই একান্নে ছিলেন। আমি যখন সাত বৎসরের, তখন আমাকে এবং আমার পঞ্চদশ-বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে রাখিয়া আমার মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। মাতার মৃত্যুর পর, পিতৃদেব গৃহে বড় থাকিতেন না, অধিকাংশ সময়ই কলিকাতায় যাপন করিতেন। কয়েক মাস পরে ৩০০৲ বেতনে তিনি কোনও ইংরাজি হাউসের খাজাঞ্চির কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মটি পাইবার জন্য যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, সমস্তই জামিন স্বরূপ রাখিতে হইয়াছিল। চাকরি গ্রহণ করিয়া কলিকাতার বাসায় তিনি আমাদের দুই ভাইবোনকে লইয়া আসেন এবং আমাদের এক বৃদ্ধা পিসিমাও সঙ্গে আসেন।

কলিকাতায় বাসকালীন পিতৃদেবের ধর্ম্ম ও সামাজিক মতাদির কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল (যদিও তিনি কখনও ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত হন নাই, আজীবন হিন্দুসমাজভুক্তই ছিলেন)। দাদা বিদ্যালয়ে পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং আমাকে লেখাপড়া শিল্পকর্ম্ম ও গীতবাদ্য শিক্ষা দিবার জন্য পিতৃদেব উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমি যখন দশ এগারো বৎসরের হইলাম তখন আমাদের দেশের আত্মীয়গণ এবং কলিকাতায় পিসিমাতা ঠাকুরাণী, আমার বিবাহ দিবার জন্য পিতৃদেবকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি কিন্তু বলিলেন, 'অত ছোট মেয়ের বিবাহ দিব না। ও এখন লেখাপড়া শিখুক। যখন ষোল বৎসরের হইবে তখন বিবাহ দিব।' সুতরাং আমার লেখাপড়া, গীতবাদ্যচর্চ্চা পূর্ব্বমতই চলিতে লাগিল। এইরূপে যখন আমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, তখন পিতৃদেবের এক মহা বিপদ উপস্থিত হইল।

তাঁহার কোনও অধস্তন কর্ম্মচারীর দোষে হাউসের তহবিল হইতে অনেক টাকা তস্রুপ হইয়া যায়, তজ্জন্য পিতাঠাকুরকেই সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হইল। তাঁহার চাকরী গেল, বিষয় সম্পত্তি সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। ইহার ছয়মাস পরেই আমাদিগকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। দেশ হইতে আমার পিতৃব্যগণ আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন এবং অনেক চেষ্টা করিয়া আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহোচিত বয়স আমি অতিক্রম করিয়াছিলাম বলিয়া, আমার বিবাহে তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমি যে ঘরে পড়িলাম তাঁহারা সৎকুলজাত হইলেও হীনাবস্থ। ধনী পিতার আদরের কন্যাস্বরূপে প্রতিপালিত হইলেও, তাঁহাদের সংসারে গিয়া আমি, কায়মনোবাক্যে পতি ও অন্যান্য গুরুজনের সেবা করিতে লাগিলাম। যে আমি পিতৃভবনে নিজের কাপড় নিজে কখনও কাচি নাই, সেই আমি শ্বশুরালয়ে হাস্যমুখে বড় বড় তৌলহাঁড়ি করিয়া ধান সিদ্ধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে আমি মহাপাপিনী ছিলাম—তাই আমার সৌভাগ্যশশী অকালেই অস্তমিত হইল। কাল বিসূচিকা রোগ আসিয়া আমার সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া লইল, আমি বিধবা হইলাম। ইহা তিন বৎসরের কথা।

আমার শ্বশুরকুল দরিদ্র পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। অন্ন বস্ত্রাভাবে সেখান হইতে আমায় চলিয়া আসিতে হইল। আমার দাদা এই কলিকাতা সহরে তখন ৪০৲ বেতনের একটি মাষ্টারি করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সে ৪০৲টি টাকার উপর নির্ভর করিয়া আমরা তিনটি প্রাণী কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। গত পৌষ-সংক্রান্তির দিন আমার পিসিমাতাও গঙ্গালাভ করিলেন। দাদা এই বৎসর আইন পাশ হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, পশ্চিমের কোনও ভাল জেলায় গিয়া ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাকে তিনি এখানে ফেলিয়া যাইতে পারেন না, সঙ্গে করিয়া পশ্চিম লইয়া যাওয়াও একান্ত অসুবিধাজনক। দাদা অবিবাহিত। আমি সেই বিদেশে গিয়া দাদার বাসায় একাকী থাকিব কেমন করিয়া? এই সকল কারণে তিনি নড়িতে পারিতেছেন না। আমি তাঁহার জীবনের উন্নতির বিঘ্নস্বরূপিণী হইয়া রহিয়াছি। এমন সময় মহাশয়ের প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া মনে হইল, বুঝি ভগবান দয়া করিয়া এই অকূলে কূল দিলেন।

আপনি যদি এই কর্ম্মটিতে আমাকে নিযুক্ত করেন তবে একজন অনাথা ব্রাহ্মণ কন্যার অশেষ উপকার করা হয়। আমি সর্ব্বদা শ্রীযুক্তা বধূরাণী মহোদয়ার চিত্তবিনোদনে সচেষ্ট থাকিব। তিনি যদি দয়া করিয়া আমায় স্মরণ করেন, তবে দাদামহাশয়কে সঙ্গে লইয়া অচিরাৎ বাগুলিপাড়া যাত্রা করিব। উত্তরের আশায় রহিলাম।

বিনীতা নিবেদিকা
শ্রীমতী কনকলতা দেবী

পাঠ শেষ করিয়া দেওয়ানজি বলিলেন, "আমার ভারি ইচ্ছে এই মেয়েটিকেই নিযুক্ত করি। তুমি কি বল মা?"

এই দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে বউরাণীর হৃদয়খানি করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, বেশ ত আসুক। এও আসুক, সুরবালাও থাকুক। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমার ত কোনও অভাব নেই।—প্রকাশ্যে বলিলেন—"বেশ। আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন তাই হবে কাকা। ওঁকেই নিযুক্ত করুন।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "তবে আজই চিঠি লিখে দিই।"

বউরাণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা কাকা, এঁদের রাহা-খরচ কিছু পাঠান আবশ্যক ত?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "রাহাখরচ? প্রথম কর্ম্মে যে প্রবৃত্ত হয় সে নিজের খরচেই আসে। এই নিয়ম।"

বউরাণী মিনতির স্বরে বলিলেন, "কিন্তু ইনি স্ত্রীলোক যে—আর অবস্থাও—"

দেওয়ানজি একটু মুচকী হাসিলেন। বলিলেন—"তা বেশ; তুমি যখন বলছ, তখন রাহাখরচ হিসাব করে পাঠিয়ে দেব।"

বউরাণী সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। বলিলেন—"আর মেয়েটির কাপড়-চোপড় অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষের জন্যেও ত কিছু পাঠান উচিত? যে রকম কষ্টের সংসার লিখেছে, তার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা যে বড় ভাল হবে এমন ত বোধ হয় না।"

দেওয়ানজি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, সে বাবদ না হয় কিছু পাঠাব।"

"কত পাঠাবেন কাকা?"

দেওয়ানজি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কত বল মা ?"

"গোটা পঞ্চাশ—আর রাহাখরচ হিসাব করে যা হয়।"

"তাই হবে। মা, তুমি দয়াময়ী !"—বলিয়া দেওয়ানজি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ জাল উকীল

যথাসময়ে দেওয়ানজি কনকলতার নামে নিয়োগপত্র ও মনিঅর্ডার পাঠাইয়া দিলেন। কয়েকদিন পরেই "দাদা"কে সঙ্গে লইয়া কনক আসিয়া পৌঁছিল। "দাদা" আর কেহ নহে, সেই সোণার হরিণ খগেন্দ্রনাথ।

গাড়ী হইতে নামিয়া খগেন্দ্র বৈঠকখানা বাড়ীতে প্রবেশ করিল, কনকলতা অন্তঃপুরে নীত হইল।

খগেনের রূপ দেখিয়া বৈঠকখানার সকল লোক চমকিত হইয়া উঠিল। এমন সুপুরুষ সে গ্রামে কেহ নাই, আর কোথাও কখনও কেহ দেখিয়াছে কিনা তাহাই সকলে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। কর্ম্মচারীরা বলাবলি করিতে লাগিল, "এ এত সুন্দর, এর বোন, যে বউরাণীর সহচরী হয়ে এসেছে, সে না জানি কেমন সুন্দরী !"

হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, জলযোগ সারিয়া খগেন বসিয়া আছে, এমন সময় দেওয়ানজি আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ আপিস কক্ষে লইয়া গেলেন। নিকটে বসাইয়া, পথে কোন কষ্ট হইয়াছে কি না, কলিকাতায় আর কতদিন থাকা হইবে, পশ্চিমে কোথায় গিয়া ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিবার ইচ্ছা, ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

খগেন চালাকি করিয়া বলিল, "আমি যদি পশ্চিমে না গিয়ে কৃষ্ণনগরে বসি, তা হলে আপনাদের এষ্টেটের মোকর্দ্দমাগুলো পেতে পারি কি ?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "আমাদের এষ্টেটের মোকর্দ্দমা ? আমরা মোকর্দ্দমা-টোকর্দ্দমা বড় বেশী করিনে। কোথাও কোনও গোলযোগের সূত্রপাত হলেই আপোষে নিষ্পত্তি করে ফেলবারই চেষ্টা করি। যখন কোন মোকর্দ্দমা হয়, সদরে আমাদের নিযুক্ত উকীল আছেন, তাঁর কাছে যাই।"

খগেন মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, পাড়াগাঁয়ে বুড়া, অত সহজে আমায় ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিবে না। আর একটু মজাই দেখি না কেন !—প্রকাশ্যে

বলিল—"আপনাদের উকীল ত আছেনই। বড় বড় মোকর্দ্দমা যখন হয়, একজনের বেশী উকীলও ত দরকার হয়। সে সময় আমায় নিযুক্ত করবেন যদি এমন ভরসা পাই, তবে কৃষ্ণনগরে সম্বন্ধে বিবেচনা করি। যদিও আমি নতুন উকীল, তা হলেও আইন-টাইনগুলো একটু.বিশেষ রকম মেহনৎ করেই পড়েছি। নিজমুখে আর কি বলব, যদি সুযোগ দেন ত কাযেই দেখিয়ে দেব।"—বলিয়া খগেন গম্ভীরভাবে বসিয়া দেওয়ানজির মুখভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল।

দেওয়ানজি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপাততঃ এ এষ্টেটের কোনও বড় মোকর্দ্দমা ত দেখিনে। তবে আমার নিজের এষ্টেটে—দেশে আমার ভাইরা আছেন তাঁরাই দেখেন শোনেন—একটা বড় মোকর্দ্দমা শীঘ্রই দায়ের হবে। অবস্থাটা শুনবেন ?"

খগেন উৎসাহের সহিত বলিল, "বলুন না।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "ব্যাপারটা একটু জটিল। মন দিয়ে শুনুন। শুনে আপনার মত বলুন দেখি। আমি এ বিষয়ে কৃষ্ণনগরের উকীলদের পরামর্শ নিয়েছি, হাইকোর্টের উকীলদেরও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু কৃষ্ণনগরের উকীলদের সঙ্গে হাইকোর্টের উকীলদের মতের ঐক্য হয় না। আপনিই বা কি বলেন শোনা যাক।"

খগেন মনে মনে প্রমাদ গণিল। মোকর্দ্দমার অবস্থা শুনিয়া আবার মত দিতে হইবে—ইহা সে ভাবে নাই। দেওয়ানজি আবার বলিতেছেন ব্যাপারটা জটিল!

দেওয়ানজি মোকর্দ্দমার অবস্থা ধীরে ধীরে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এক নিঃসন্তান ধনী ব্যক্তি উইল করিয়া স্ত্রীকে দত্তকপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আবার কতকগুলা কি সর্ত্ত, বাধা ও বিধান ছিল; স্ত্রী যদি দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বেই মরিয়া যান অথবা আইন অনুসারে দত্তক অসিদ্ধ হয় তাহা হইলেই বা কি হইবে, দত্তক যদি স্বয়ং অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া যায় তাহা হইলেই বা কি হইবে—বিরাজমোহন ও মোহিনীমোহন ভ্রাতৃযুগলকে উইলের অছি নিযুক্ত করিয়া যান, কি কি অবস্থা ঘটিলে উক্ত বিষয় এই ভ্রাতৃযুগলকে বর্ত্তিবে ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি দেওয়ানজি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর মাঝে মাঝে খগেনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বেশ বুঝতে পারছেন ত ?"

খগেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে লাগিল সে বুঝিতেছে, যদিও মাথামুণ্ড কিছুই

সে বোঝে নাই। কিছুতেই সে মনস্থির করিতে পারিতেছিল না। খানিক শোনে, আবার ভাবে—ভাল বিপদেই পড়া গিয়াছে, কি মতই বা দিব? যাহা মুখে আসিবে তাহাই বলিয়া দিব। এখন বুড়া যদি আবার মতের সমর্থক যুক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে তাহা হইলেই বেয়াকুব বনিয়া যাইতে হইবে।—খগেন এই প্রকার ভাবে, আর গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলে। আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার গৌরবর্ণ ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইয়া ধারাকারে অধোগতি লাভ করিল, তাহার জিহ্বা ও তালু শুকাইয়া উঠিল।

বর্ণনা শেষ করিয়া দেওয়ানজি বলিলেন, "এখন ঐ বিরাজমোহন মোহিনী-মোহনের নির্ব্যূঢ়স্বত্ব হবে, না জীবনস্বত্ব?"

এখন 'নির্ব্যূঢ়' কথাটা আজ এই প্রথম খগেনের কর্ণগোচর হইল। তাহার পিতা বিষয়ী লোক হইলেও, কোম্পানীর কাগজ ও কলিকাতার বাড়ী লইয়াই ধনবান ছিলেন। জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে খগেন একেবারেই অজ্ঞ। অনিশ্চিতের মধ্যে পদক্ষেপ না করিয়া তাই সে উত্তর দিল, "জীবনস্বত্ব।"

দেওয়ানজি বলিল, "জীবনস্বত্ব? হাইকোর্টের উকীলরাও তাই বলেন।"

শুনিয়া খগেনের বুক দশহাত হইল। কৃষ্ণনগরের উকীলরা মূর্খ, হাই-কোর্টের উকীলের সঙ্গেই তাহার মত মিলিয়া গিয়াছে। ভাবিল, কেমন চালাকি করিয়াছি! পাড়াগাঁয়ের লোকেরা কি সহসা আমাদের ঠকাইতে পারে?

কিন্তু হায়, তাহার গর্ব্ব বড়ই ক্ষণস্থায়ী হইল। পর মুহূর্ত্তেই দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, জীবনসত্বই যদি হয়, তবে ওদের অবর্ত্তমানে বিষয়টা কাকে অর্শাবে? সুবল পাবে, না রতনমণি পাবে?"

উত্তর দিয়াও নিষ্কৃতি নাই! দেওয়ানজির বক্তৃতার সময় সুবল এবং রতনমণি এই নাম দুইটা কয়েকবার তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা যে কে এবং সেই মোকর্দ্দমার সঙ্গে তাহাদের সম্পর্কই বা কি, খগেন তাহা কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না। তথাপি কপাল ঠুকিয়া বলিয়া দিল—"ওরা দুজনেই পাবে—ভাগাভাগি করে।"

উত্তর শুনিয়া দেওয়ানজি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এই জাল-উকীলটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন উকীল বা মোক্তার ত দূরের কথা—জমিদারী সেরেস্তার কোনও হুঁসিয়ার আমলাও এমন অসম্ভব হাস্যকর মত প্রকাশ করিত না।

তাঁহার মুখভাব দেখিয়া খগেন্দ্র বুঝিতে পারিল, কিছু গোল হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বলিল—"বইটইগুলো, নজির-টজিরগুলো না দেখে মত প্রকাশ করা ঠিক নয়। একটু কাগজে বরং আপনি ঐ কথাগুলো নোট করে দেবেন, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার মত আপনাকে লিখে পাঠাব।"

দেওয়ানজি অত্যন্ত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে খগেনের পানে চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন—"থাক্, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

খগেন লজ্জায় অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিল।

দেওয়ানজি একজন ভৃত্যকে দেখিয়া বলিলেন, "ওরে, বাবুর স্নানের জন্যে তেল-টেল এনে দে না।"

ভৃত্য বলিল, "বাবু আসুন।"

খগেন উঠিয়া গেল। যে কয়দিন বাগুলিপাড়ায় ছিল, দেওয়ানজির ত্রিসীমানায় আর সে ঘেঁসে নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ নূতন ষড়যন্ত্র

কনকলতার সহিত খগেন্দ্র পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিল, কয়েকদিন বাগুলি-পাড়ায় থাকিয়া, কোনও সুযোগে বউরাণীর সহিত সে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের চেষ্টা করিবে। কনক বলিয়াছিল, 'সে যদি আপনার চেহারাখানা একবার দেখে, তবে আমার কাযটুকু অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে আসবে।' কনকের বিশ্বাস এ সোণার হরিণকে যে স্ত্রীলোক দেখিবে সে-ই ইহাকে লাভ করিবার জন্য পাগল হইবে।

কিন্তু একদিন দুইদিন তিনদিন কাটিল, বউরাণীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোনও সুযোগই খগেন দেখিল না। কনক আসিয়াই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। খগেন বৈঠকখানার বাড়ীতে পড়িয়া আছে। আহারাদির জন্যও অন্তঃপুরে যাইতে হয় না। বাহিরের লোকের জন্য বহির্ব্বাটীতেই পাকাদির সমস্ত বন্দোবস্ত। অন্তঃপুর উচ্চ প্রাচীরের দ্বারায় অবরুদ্ধ। ছাদটা দেখা যায় বটে—কিন্তু ছাদেও উচ্চ আলিসা। সে আলিসা রন্ধ্রময় বটে, কিন্তু ছাদে মানুষ আছে কি না দেখা যায় না। মানুষ ছাদ হইতে বাহিরের লোককে দেখিতে পায়। এ কয়দিনে বউরাণী কোনও দিন ছাদে উঠিয়া খগেনকে দেখিতে পাইয়াছেন কি না তাহাই খগেন মনে মনে চিন্তা করে। যেখানে থাকিলে ছাদের

মানুষের লক্ষ্যগোচর হইতে পারে, সেই সকল স্থানে খগেন বৈকালে বেড়াইতে থাকে। বউরাণী তাহাকে দেখিয়াছেন কি না এবং যদি দেখিয়া থাকেন তবে তাহার সেই কন্দর্পতুল্য রূপ, বউরাণীর মনে কোনও দাগ বসাইতে সমর্থ হইল কি না, এই সকল অনুমান করিতে করিতে খগেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। চতুর্থ দিন স্নানের পূর্ব্বে নায়েব মহাশয়কে গিয়া বলিল, "আমার ভগ্নীর সঙ্গে কিছু কথা আছে, একবার দেখা হতে পারে কি ?"

নায়েব বলিলেন, "বেশ। বউরাণীর কাছে আমি এত্তেলা পাঠাচ্ছি। তাঁর অনুমতি হলেই আপনি অন্দরে দিয়ে আপনার ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।"

খগেন ভাবিল, বাবা!—আবার এত্তেলা হবে! অনুমতি চাই!—এ বড় কঠিন ঠাঁই দেখছি।

এত্তেলা হইল। অনুমতি আসিল, আজ দ্বিপ্রহরের পর খগেন গিয়া তাহার "ভগ্নী"র সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।

আহারান্তে খগেন তাহার মস্তকের সেই তরঙ্গায়িত কেশরাশি সাবধানে সুবিন্যস্ত করিয়া লইল। তাহার সবচেয়ে বাহারী পাঞ্জাবী পিরিহানটি পরিধান করিল। সবচেয়ে ভাল ধুতিখানি, ভাল জুতাযোড়াটি পরিয়া প্রস্তুত হইল—অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, বউরাণীর দৃষ্টিপথে সে পড়িয়াও যাইতে পারে ত!

যথাসময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া খগেনকে লইয়া গেল। সে অন্তঃপুরের দ্বারে পৌঁছিয়া, একজন ঝির হস্তে সমর্পণ করিল।

ঝি, খগেনকে লইয়া, দুই তিনটা বারান্দা ও কক্ষ অতিক্রম করিয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি এইখানে বসুন। আপনার বোনকে আমি নিয়ে আসছি।"

খগেন একখানি চেয়ারে বসিয়া, কক্ষটির চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ইহা বউরাণীর সেই আপিস কক্ষ। কিয়ৎক্ষণ পরে কনকলতা আসিয়া প্রবেশ করিল।

খগেন বলিল "এস কনক, কেমন আছ ?"

কনক খগেনের কাছে একখানি চেয়ার লইয়া বসিয়া বলিল, "ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন দাদা ?"—বলিয়া কনক একটু মুচকি হাসিল। একবার দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল—কেহ নাই।

উভয়ে নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। খগেন বলিল, "তোমার বউরাণী কেমন?"

"কি কেমন? রূপ? আহামরিও নয়, ছিছিও নয়।"

"না, রূপের কথা জিজ্ঞাসা করছিনে। মানুষটা কেমন, বোকা-সোকা রকমের, না বেশ চালাক-চতুর?"

"না বোকা নয়। বেশ চালাক চতুর। আমরা আগে যেমন মনে করতাম পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সব এক একটি গোরু, তা নয়।"

খগেন হাসিয়া বলিল "সকল রকমই আছে। তা তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছে?"

"বেশ ভালই ব্যবহার করছে। এত যে বড়মানুষ, কিচ্ছু যদি দেমাক আছে। ও যে মনিব আমি যে চাকর, ওর ব্যবহারে তা বোঝাই যায় না। এ ক'দিনে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে।"

কনকলতা তখন, তাহার পৌঁছিবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, বউরাণীর সহিত তাহার যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিল, "মানুষটা চমৎকার—স্বভাবটিও বড় মিষ্টি। কেবল ধরণ-ধারণ একটু সেকেলে গোছের। তা, আমি যখন হাতে নিয়েছি, তখন ক্রমে ওকে মানুষ করে তুলব।"

"কি রকম? সেকেলে ধরণ কি দেখলে?"

আমি এসেই দেখলাম, ওর বসবার, দাঁড়াবার, বিশ্রাম করবার উপযুক্ত তেমন ভাল সাজান ঘর একখানিও নেই। একখানি স্বতন্ত্র শোবার ঘর পর্য্যন্ত নেই—বুড়ো শাশুড়ীর সঙ্গে এক ঘরে শোয়।"

খগেন বলিল, "তাই শোয়াই ত উচিত।"

"সে যা হোক, একখানি নিজস্ব বসবার ঘর থাকা ত দরকার? যত ঘর আছে, সব ঘরেই বাড়ীর সকল মেয়ের অবাধ গতি। তাই আমি পিছন দিকের একখানি ঘর পছন্দ করে, সেইখানিকে সাজিয়ে বউরাণীর বসবার মত করব মনে করেছি।"

খগেন ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "এত্তেলা করেছ?—অনুমতি পেয়েছ?—এখানে এত্তেলা করে অনুমতি না পেলে কিছুই হবার যো নেই।"

"হ্যাঁ, অনুমতি পেয়েছি বইকি। বউরাণী বলেছে, 'বেশ তুমি ফর্দ্দ কর,

আমি কাকাকে বলে কলকাতা থেকে সব জিনিষপত্তর আনিয়ে দিচ্ছি, তুমি মনের মত করে ঘর সাজাও।' তাই আমি জিনিষের ফর্দ্দ তৈরি করছি। সখের জিনিষ-টিনিষ কিছু নেই। থাকবার মধ্যে আছে, কোন্ মান্ধাতার আমলের একটা পুরাণো হার্ম্মোনিয়ম, তারও পর্দ্দাগুলো বেসুর বাজে।"

"হার্ম্মোনিয়ম বাজাতে পারে নাকি ?"

"রামচন্দ্র! সা-রে-গা-মাও চেনে না!"

"গাইতে পারে ?"

"অমনি একরকম। আমি ত এসে অবধি রোজই গান শোনাচ্ছি। কাল আমি ওকে খুব জিদ করলাম, 'আপনাকে একটা গান আজ গাইতে হবে।' বললে, 'আমি ত তোমাদের মত ও সব নব্য গান-টান জানিনে; আমি যা জানি সে সব সেকেলে গান।' আমি বললাম, 'সেকেলে গান কি তুচ্ছ করবার জিনিষ? এই রাম বসুর গান, নিধুবাবুর গান, কীর্ত্তনাঙ্গ সব গান—তেমন গান আজকাল কোথায়?' শেষে গাইলে। বললে না বিশ্বাস করবেন খগেন-বাবু, একেবারে রামযাত্রার গান!"—বলিয়া কনকলতা মুখ বিকৃত করিয়া, মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া, ভেঙ্গাইয়া গাহিল—

"চরণ ধরি জলদবরণ ধরে দাও
সোণার হরিণী আমায়।"

গাহিয়া মুখে কাপড় দিয়া কনক হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল—"আপনার কাছেই হাসলাম। তার কাছে হাসি চেপে ছিলাম, কিন্তু খগেনবাবু! ভাগ্যিস্ আমি অভিনেত্রী—তাই গান শুনে যেন কত মুগ্ধ হয়ে গেছি, এই রকম ভাবটাই দেখালাম। অন্য কেউ হলে হাসি রাখতে পারত না।"—বলিয়া কনক আবার পূর্ব্ববৎ ভেঙ্গাইয়া গাহিল—

"চরণ ধরি জলদবরণ ধরে দাও
সোণার হরিণী আমায়।"

খগেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "সোণার হরিণী ধরে দিতে বলেছে? খুব কাণ ঘেঁসে গেছে বল?"

দ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া, চুপি চুপি কনক বলিল, "যা বলেছেন। শুনেই ও কথা আমার মনে হয়েছিল। তখনই আমি ভেবেছি, হরিণী পারি

না পারি, একটা সোণার হরিণ তোমায় ধরে দেবার চেষ্টায় আছি। এখন সোণার হরিণের কপাল আর আমার হাতযশ!"

উভয়ে হাসিতে লাগিল। শেষে খগেন বলিল, "তুমি কি গান গেয়েছিলে?"

"আমি প্রথমে দুটো ব্রহ্মসঙ্গীত ঝেড়ে দিলাম। বললে বেশ গান। তারপর একটা কীর্ত্তন গাইলাম। ভারী খুসী। পরদিন আমায় বললে—থিয়েটারের গান জান না? আমি বললাম, হ্যাঁ, তাও জানি দু-চারটে।"

খগেন হাসিতে হাসিতে বলিল, "দু-চারটে! বেশী নয় ত?"

কৃত্রিম ক্রোধের সহিত কনক বলিল, "আমায় ডিফেম্ করবেন না খগেনবাবু। আমি একজন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা তা আপনি জানেন?"

"তুমি ভাট্‌পাড়ার মা-গোঁসাই। তারপর বল।"

"হ্যাঁ—তারপর, আমি একটা থিয়েটারের গান গাইলাম; ইচ্ছে করে, বেছে বেছে, একটা বেশ লপেটি ধরণের, বুঝেছেন? আমার উদ্দেশ্য ছিল—একটু টোপ ফেলে দেখা আর কি। ও মশায়!—গান শুনে তার মুখ কাণ রাঙা হয়ে উঠল—গম্ভীর হয়ে বসে রইল। দেখলাম বেজায় চটেছে। বললে—'এসব গান কোথায় শিখলে?'—আমি নেকু সেজে বললাম—'কেন, থিয়েটারে। আপনি যে থিয়েটারের গান গাইতে বললেন। আমি ছেলেবেলায় একবার থিয়েটার শুনতে গিয়েছিলাম—তাই শিখেছিলাম।'—বললে—'শুনেছিলাম থিয়েটারের গান খুব ভাল। এই যদি থিয়েটারের গান তবে আমার কাছে থিয়েটারের গান আর গেও না। ছি, এ সব থিয়েটার ভদ্রলোকের মেয়েরা শুনতে যায়?'—আমি বললাম, 'হ্যাঁ যায় বই কি।'—বললে 'চুলোয় যায়। তুমি একটি ভাল গান গাও, আমার কাণের তিতো কেটে যাক।'—আমি তখন রবি ঠাকুরের একটি গান গাইলাম—'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি', সেই গানটা। শুনে বললে—'সুন্দর গান। এই রকম গানই আমার পছন্দ।"

খগেন পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল। বলিল—"যা হোক। আমরা যে পরামর্শ করে এসেছিলাম তার কি হল? বউরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় দূরে থাকুক, একবার চোখোচোখীও ত হল না। ও আমাকে দেখেছে ছাদ-টাদ থেকে?"

"না।"

"ছাদে ওঠে না?"

"না।"

"তুমি বলতে পার না? আমি এ ক'দিন বিকেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—আর ভাবছি, হয়ত তুমি তাকে নিয়ে ছাদে উঠেছ—হয়ত আমাকে দেখাচ্ছ!"

কনক হাসিয়া বলিল, "আপনি যে বটতলার বিদ্যাসুন্দরের ছবি মনে পড়িয়ে দিলেন খগেনবাবু! বাঞ্ছারাম কর্ম্মকার কর্ত্তৃক খোদিত সেই ছবি—বিদ্যা, সখীর সঙ্গে এলোচুলে ছাদে দাঁড়িয়ে, আর সুন্দর নীচে চাপকান পরে পাগড়ি মাথায় দিয়ে, একটি গোলাপফুল হাতে করে দাঁড়িয়ে—কাছে একখানা রথ, তাতে কাঠের দুটো ঘোড়া যোতা—পা তুলেই রয়েছে।"

খগেন হাসিতে লাগিল। বলিল—"আমার চাপকানও নেই, পাগড়িও নেই, রথও নেই। থাকবার মধ্যে এক মালিনী মাসী তুমি আছ। যা হোক একটা উপায় কর।"

"আমি কি জানি আপনি আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আচ্ছা আজ থেকে বিকেলে বউরাণীকে ছাদে নিয়ে যাব এখন। কিন্তু আপনি বোধ হয় তাকে দেখতে পাবেন না। আলসের ফাঁক দিয়ে বউরাণী যাতে আপনাকে দেখতে পায়, সে বন্দোবস্ত আমি করব। কিন্তু খবর্দ্দার আপনি যেন ছাদের দিকে চাইবেন না। তা হলে বউরাণীর মনে হতে পারে, লোকটা ভাল নয়, মেয়েদের ছাদের পানে চায় কেন?"

"বেশ, আমি চাব না।"

কনক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল—"আমি আরও একটা উপায় ভাবছি।"

"কি বল দেখি?"

"অন্দরে দু-চারবার আপনি যদি যাওয়া আসা করেন, তা হলে দু-একবার বউরাণীর চোখে পড়ে যাবেনই যাবেন। আমি না হয় এক কায করি।"—বলিয়া কনক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল।

খগেন অপেক্ষা করিয়া রহিল। শেষে কনক বলিল—"কাল, এমনি সময়, হঠাৎ আমার ফিট্ হবে। হলে, সবাই অবিশ্যি আমার মুখে চোখে জল দেবে, হাওয়া করবে, অন্য রকম শুশ্রূষা করবে। শেষে আমি চোখ অর্দ্ধেক খুলে, ক্ষীণস্বরে বলব, 'দাদা—দাদা—আমার দাদা কই? আমার দাদাকে তোমরা ডেকে দাও গো।'—তা হলেই আপনাকে ডেকে নিয়ে আসবে। পরশু বাদ

দিয়ে, তার পরদিন আবার ফিট্ হবে। আবার আপনাকে ডাকিয়ে আনাব। আবার, যাবার দিন, কিম্বা ধরুন, তার পরদিনই যেন আপনাকে যেতে হবে— আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। যাবার সময় আপনি বরং কোনও ঝিকে বলবেন—'ঝি, আমি ত চললাম, আমার বোনটি রইল। কখনও বাড়ী ছেড়ে থাকেনি, যদি বউরাণীর অনুমতি পাই তবে চিকের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার বোন সম্বন্ধে তাঁকে দু-চারটি কথা বলে যেতে চাই'—তা হলেই আপনি অনুমতি পাবেন। বউরাণী যে ঘরে থাকবে, সেই ঘরে চিকের বাইরে দাঁড়িয়ে আপনি আমার সম্বন্ধে, আমার অসুখ সম্বন্ধে যা হয় কতকগুলো বিনয়পূর্ণ কথা বলে যাবেন। তা হলেই বউরাণীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় না হোক— অন্ততঃ চিক্-পরিচয়টা হয়ে যাবে। আপনার মুখ দেখে আপনার কণ্ঠস্বর শুনে, আপনার বিনয় দেখে নিশ্চয় সে আপনার পক্ষপাতী হয়ে পড়বে। তার পর আমি আছি।"

খগেন হাসিয়া বলিল, "বুদ্ধি করেছ ভাল! আচ্ছা তাই হবে। তিনটে বাজে, এখন তবে উঠি। লোকে মনে করবে, এদের ভাইবোনের কথা যে দেখছি ফুরোয় না!"

কনকলতা দাঁড়াইয়া বলিল, "আসুন তবে।—হ্যাঁ—আর একটা কথা বলি! এটা আমি কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। আপনি গিয়ে আপনার একখানা ভাল ফটোগ্রাফ তুলিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। আমি বউরাণীর জন্যে যে ঘর সাজাব, সেই ঘরে, অন্য সব ছবির সঙ্গে আপনার ফটোগ্রাফখানিও টাঙ্গিয়ে রেখে দেব। তাতেও কিছু কায হতে পারে।"

"বেশ! পাঠাব। তবে আসি।"

কনক ঝিকে ডাকিয়া আনিল। ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ খগেন অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ সোণার হরিণের পত্র

একমাস পরে একদিন সন্ধ্যার পর, অন্তঃপুরের একটি সুসজ্জিত কক্ষে, বউরাণী কনকলতার সহিত বসিয়া আছেন।

এই কক্ষটিই বউরাণীর বিশ্রামের জন্য কনকলতা নিজের পছন্দ অনুসারে সাজাইয়াছে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিলাতী ছবি এবং

বারাণসী প্রভৃতি তীর্থস্থানের মন্দিরাদির ছবি শোভা পাইতেছে। তাহার মধ্যে রূপার কায করা ফ্রেমে বদ্ধ, হপ্‌সিং কোম্পানীর বাড়ীতে তোলা সুন্দর একখানি ফোটোগ্রাফ—সোণার হরিণের প্রতিমূর্ত্তি। শেষোক্ত ছবিখানি আসিলে, এই কক্ষে সেটি টাঙ্গাইবার জন্য কনকলতা বউরাণীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে প্রথমতঃ তিনি অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"তোমার দাদার ছবি—তোমার নিজের ঘরেই এখানি টাঙ্গিয়ে রাখ।"—তাহাতে কনক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলে, "আমি সারাদিন আপনার কাছে এই ঘরেই ত থাকব, আমায় যে ঘর দিয়েছেন, রাত্রিটি সেখানে শুয়ে থাকি মাত্র—রাত্রে অন্ধকারে আমি দাদার ছবি আর কি দেখব?—এখানে থাকলে তবু সারাদিন দাদাকে দেখতে পেতাম। আমার মা নেই, বাপ নেই, দাদা ছাড়া পৃথিবীতে আর আমার কে আছে?"—বলিতে বলিতে ছদ্মবেশিনী অভিনেত্রীর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছিল।—বউরাণী তখন ইহার কপট বেদনায় ব্যথিত হইয়া, ছবিখানি এখানেই টাঙ্গাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

কক্ষের মেঝেটি মির্জাপুরী গালিচায় সম্পূর্ণভাবে আবৃত। সবুজ মখমলে মণ্ডিত কয়েকখানি ঝকমকে কেদারা ও সোফা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একটি নূতন বৃহৎ হার্ম্মোনিয়ম আসিয়াছে, পশমের জমির উপর রেশমের কায করা একখানি আবরণে সেটি আচ্ছাদিত। একস্থানে মেহগনি কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি পুস্তকাধার, কাচের ভিতর দিয়া সারি সারি বাঙ্গালা পুস্তকের পৃষ্ঠভাগ দেখা যাইতেছে। অধিকাংশই উপন্যাস, কাব্য ও নাটক—জীবনচরিত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও ইতিহাসও কিছু কিছু আছে। নিকটে একটি টেবিলের উপর থাকে ভিন্ন ভিন্ন সচিত্র মাসিক পত্র গোছান রহিয়াছে। জানালার কাছে চিঠি লিখিবার ডেস্ক, টেবিল, উপরে খোপে খোপে বিচিত্রবর্ণের নানা আকারের চিঠির কাগজ ও খাম। ভিত্তিগাত্রে একটি বেলোয়ারী ঝাড়, তাহার চারিটি শাখায় চারিটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। মধ্যস্থলে নীল রেশমের ঝালরযুক্ত একটি টানাপাখা, ভিত্তি-লগ্ন পিত্তল-চক্র বহিয়া, কক্ষতল ভেদ করিয়া, টানিবার রজ্জুটি নিয়ে নামিয়া গিয়াছে, সেখানে অদৃশ্যে বসিয়া ভৃত্য পাখা টানিতেছে। এই কক্ষটি অন্তঃপুরের একবারে প্রান্তভাগে অবস্থিত, ইহার পরই অন্তঃপুরের বাগান। বাগানের দিকে তিনটি বড় বড় জানালা খুলিয়াছে—এখানে বসিয়া গান গাহিলেও, সে স্বর বহির্ব্বাটীতে পৌঁছিবার কোনও আশঙ্কা নাই।

বউরাণীর পরিধানে একখানি ধবধবে সাদা থান, গায়ে হাপহাতা একটি শাদা জ্যাকেট—তাহাতে লেশ নাই, কোন কায নাই। কেশদাম এলায়িত, বিকালে গঙ্গাস্নান করিয়াছেন—প্রত্যহই করেন। কনকলতার বেশও এতদনুরূপ, তবে কেশ বেণীবদ্ধ।

জানালার পথে মৃদু মৃদু বাতাস আসিতেছিল। বউরাণী বলিলেন, "কাউকে বলে দাও না—নীচে গিয়ে পাখা বন্ধ করতে বলে আসুক।"

কনক বলিল, "টানুক না। মাইনে নেবে—মেহনৎ করবে না?"

"পাখা টেনে টেনে বেচারির হাত বোধ হয় ব্যথা হয়ে যায়। বেশ বাতাস আসছে, এখন দরকার কি? যাও—হাবার মাকে বল, নীচে গিয়ে বলে আসুক।"

কনকলতা তখন সে অনুরোধ পালন করিতে বাধ্য হইল।—দুইদিনের পরিচয়ের পর, সোণার হরিণের কাছে বউরাণীকে সে মাটির মানুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল। এই একমাসে কনক আবিষ্কার করিয়াছে, সে বর্ণনাটি ঠিক নহে। ধনগর্ব্বই নাই, সে হিসাবে মাটির মানুষ বটে; কিন্তু সে মাটিতে যথেষ্ট দৃঢ়তা আছে। বউরাণী নিজে ভাল বুঝিয়া যে স্থানটি নির্ব্বাচন করিয়া লন, সে স্থান হইতে কেহই তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। যখন কোনও আজ্ঞা প্রচার করেন, তাহা বিনীত অনুরোধের মতই শুনায়, অথচ সে অনুরোধ কেহ উপেক্ষা করিতে সাহস করে না।

শুক্লপক্ষ দশমীর চাঁদ জলস্থলকে আলোকে প্লাবিত করিতেছে। পূবের জানালা দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্না কক্ষখানিতেও আসিয়া পড়িয়াছে।

বউরাণী বলিলেন, "আজ বড় সুন্দর রাত্রি—একটি গান গাও।"

কনক বলিল, "কোন্ গানটি গাই বলুন।"

"যেটি তোমার ইচ্ছে। রবিবাবুর একটি গাও।"

"রবিবাবুর গান? বেশ।"—বলিয়া কনক হার্ম্মোনিয়ামের কাছে গেল। ঝাড়টির পানে চাহিয়া বলিল—"বাতিগুলো নিবিয়ে দেব? বাতির আলো যেন চাঁদের আলোকে উপহাস করছে।"

"নিবিয়ে দাও।"

বাতি নিবাইবামাত্র কক্ষলুণ্ঠিত সেই জ্যোৎস্না যেন বেশী করিয়া হাসিয়া উঠিল। হার্ম্মোনিয়মের কাছে বসিয়া কনক গাহিল—

চাঁদ, হাস হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।
কত দুঃখে কত দূরে আঁধার সাগর ঘুরে
সোণার তরণী দুটি তীরে এসেছে।
মিলন দেখিবে বলে, ফিরে বায়ু কুতূহলে
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।
চাঁদ হাস হাস,
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

গান শেষ হইলে কনক দেখিল, বউরাণী বাম হস্তে কপোল রক্ষা করিয়া জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া আছেন। কাছে গিয়া কনক বলিল, "কি ভাবছেন?"

বউরাণী বলিলেন, "ভাবছি, এ গান গেয়ে আমাদের ফল কি? আমাদের সোণার তরণী ত কখনও তীরে আসবে না। আমারও না—তোমারও না।"

কনক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি!"

তাহার উত্তরে বউরাণী আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"সে কি!"

কনক চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বড় অভাগিনী!" তাহার স্বর যেন আর্দ্র।

বউরাণী সমবেদনার স্বরে বলিলেন, "কেন? কি হয়েছে?"

কনক কথা কহে না। বউরাণী তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"আজ যখন তুমি কলকাতার চিঠি পেয়েছ, তখন থেকেই তোমায় বিমর্ষ দেখছি। তোমার দাদা ভাল আছেন ত?"

"আছেন।"

"তবে? দেখ, তোমার মন কেন খারাপ হয়েছে আমায় বলতে যদি তোমার কোন আপত্তি থাকে, তবে বলে কায নেই। কিন্তু যদি কিছু হয়ে থাকে, যার কোনও প্রতিকার আমার দ্বারায় সম্ভব তা হলে আমি প্রতিকার করতে পারি।"

কনক বলিল, "দাদার চিঠি পেয়ে, আমি এক বিষম সমস্যায় পড়ে গেছি।"

"কি সমস্যা? আমায় বলতে কোনও বাধা আছে কি?"

"বাধা কিছু নেই। বরং দাদা আপনাকে জানাতে, আপনার উপদেশ

চাইতেই আমায় বলেছেন। চিঠিখানি আনি।”—বলিয়া, কনক উঠিয়া, নিজের ঘরে গিয়া চিঠি লইয়া আসিল। আলো জ্বালিয়া চিঠিখানি বউরাণীকে দিল।

চিঠিখানি হাতে করিয়া বউরাণী প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তাহার পর, খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

কলিকাতা।
১২ই বৈশাখ।

স্নেহের বোনটি আমার,

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ, বউরাণী তোমায় আদর যত্নে রাখিয়াছেন, শুনিয়া সুখী হইলাম। হইবে না কেন? তিনি ত মানবী নহেন—দেবী। তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি তাঁহার মত উদার-হৃদয়া সুশিক্ষিতা সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলার আশ্রয়লাভ করিয়াছ। তোমাকে তিনি এত স্নেহ করেন, যত্ন করেন, এজন্য আমি যে তাঁহার নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। আমার মনে হয়, পূর্ব্বজন্মে তিনি আমাদের কোনও পরমাত্মীয়া ছিলেন।

আমার পশ্চিমে যাওয়া এখনও স্থির হয় নাই। বিশেষ এ সময়টা ওদিকে ভয়ঙ্কর গরম—বর্ষার প্রারম্ভে কোনও স্থানে গিয়া বসিব।

সে কথা এখন যাউক। আজ যে জন্য তোমায় বিশেষ করিয়া পত্র লিখিতে বসিয়াছি, তাহাই এখন উত্থাপন করি।

আমি তোমায় বাল্যকাল হইতে কত স্নেহ করি তাহা তুমি অবগত আছ। আমরা বাল্যকালে মাতৃহীন হই—সাত বৎসর বয়স হইতেই তুমি মাতৃহারা। মার অভাবে পাছে তুমি কোনও কষ্ট পাও—এই জন্য বাল্যকাল হইতেই আমি কত প্রকারে তোমার চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করিয়াছি। পিতৃদেব যখন মারা যান, তখন তোমাকে তিনি আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। বড় আশা করিয়া তোমার বিবাহ দিয়াছিলাম।—কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনটি বৎসর যাইতে না যাইতেই তুমি বিধবা হইলে। তুমি যখন বৈধব্য বেশ পরিয়া বাড়ী আসিলে, তখন আমার বুকে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে আগুন আজও নিবে নাই।—পলে পলে দিবানিশি আমায় দগ্ধ করিতেছে। আমি যে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই, এই দারুণ শোকই তাহার প্রধান কারণ। দিদি, তোমার শুষ্ক মলিন মুখখানি যখনই দেখি—তখনই সংসারসুখে আমার

স্পৃহা চলিয়া যায়। আমার পরম স্নেহের পাত্রী ছোট বোনটিকে বৈধব্যের অনলে পুড়িতে দেখিয়া আমি কি বিবাহিত-জীবনের সুখাকাঙ্ক্ষী হইতে পারি?

এমন তরুণ বয়সে বিধবা হইলে, আর সে বিবাহ করিতে পারিবে না—এ বর্ব্বর নিয়ম পোড়া বঙ্গদেশ ছাড়া আর কোনও সভ্যদেশে নাই। এমন কি হিন্দু-শাস্ত্রেও স্পষ্টাক্ষরে বিধবা-বিবাহের বিধান রহিয়াছে, এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল লোকাচারের বিরুদ্ধ। বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করে, তবে তাহার ধর্ম্ম-হানি হয় না। শাস্ত্র লঙ্ঘনেই ধর্ম্মহানি—লোকাচার লঙ্ঘনে কোন পাপ নাই। তাই দিদি—আমার বিশেষ অনুরোধ—তুমি বিবাহ কর। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিধবা-বিবাহ হইলে সমাজে যেরূপ হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত, যেরূপ নিন্দা হইত, এখন আর সেরূপ নাই। এখন অনেক বড় বড় লোক—ধনে, মানে, জ্ঞানে সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়—তাঁহারাও কেহ কেহ নিজে বিধবা কন্যার বিবাহ দিতেছেন। সুতরাং আমরাই বা কেন পশ্চাৎপদ হই।

এ প্রস্তাব পূর্ব্বেও আমি তোমার নিকট করিয়াছি। কিন্তু তুমি বলিতে, এরূপ করিলে তোমার ধর্ম্মহানি হইবে; অদ্য ডাকে আমি তোমাকে দুইখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিতেছি, সেই দুইখানি তুমি পাঠ করিয়া দেখিও—দেখিতে পাইবে হিন্দুশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবেই বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে। সব স্থান যদি তুমি ভাল করিয়া বুঝিতে না পার—বউরাণীকে জিজ্ঞাসা করিও। তিনি যেরূপ সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী—অনায়াসেই তোমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন।

আমাদের পাড়ার সেই সুশীলবাবু, তিনি বহুদিন হইতেই তোমার হস্তাকাঙ্ক্ষী—এ কথা তুমি জান না এমন নহে। তাঁহার মত উচ্চহৃদয়সম্পন্ন সচ্চরিত্র সুশ্রী যুবাপুরুষ খুঁজিয়া সহজে পাওয়া যায় না। আমার ইচ্ছা, সুশীল-বাবুর সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিই। তিনি তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসেন। আমি তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি—তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদি তোমায় পান, তবেই তিনি বিবাহ করিবেন, নচেৎ চিরজীবন কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

দিদি, তোমার এখনও অল্প বয়স। সমস্ত জীবন তোমার সম্মুখে বিস্তৃত। মিছামিছি একটা ভ্রান্ত মতের অধীন হইয়া এমন দুর্লভ জীবন কি নষ্ট করিতে

আছে ? মূর্খ সমাজের চক্ষে যাহাই হউক, সেই দয়াময় প্রেমময় ঈশ্বরের চক্ষে ইহা মহাপাপ। শুষ্ক পৃথিবীকে সুখময় শোভাময় ফলপুষ্পময় করিবার জন্য যিনি নদ-নদীর সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশ হইতে অজস্র বারিধারা বর্ষণের নিয়ম করিয়াছেন—মানুষ আপনার জীবনভূমিকে স্বেচ্ছায় মরুময় করিয়া তুলিলে তিনি কি সন্তুষ্ট হইবেন ?

স্নেহের কনকলতা—আমার মিনতি রাখ। বিবাহ করিতে সম্মত হও। আমি তোমার নবীন হৃদয়ে আবার সুখের হিল্লোল বহিতে দেখিয়া জীবন সার্থক করি। ইহাতে কোনও দোষ নাই, কোনও পাপ নাই। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি বরং বউরাণীকে জিজ্ঞাসা করিও। তিনি তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, কখনই তিনি তোমার জীবনকে স্বেচ্ছায় মরুভূমি করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিবেন না। পুস্তক দুইখানি পাঠ করিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চয়ই তিনি বলিবেন, এ কার্য্যে দোষ কিছুমাত্র নাই। তাঁহার পরামর্শ লইয়াই তুমি কায কর। তিনি যেরূপ উদারহৃদয়া ও বুদ্ধিমতী—নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে বিবাহ করিতেই উপদেশ দিবেন।

আমরা ভাল আছি। বউরাণী মহাশয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার মতামত যত শীঘ্র পার আমায় জানাইবে। আমি তৃষিত চাতকের মত উত্তরের প্রত্যাশায় রহিলাম। ইতি—

তোমার স্নেহের দাদা
খগেন

বউরাণী যতক্ষণ পাঠ করিতেছিলেন, কনক মাঝে মাঝে তাঁহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। দেখিল, তাহার মুখে ক্রমে অপ্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। পত্র যখন শেষ হইল, তখন তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, চক্ষু হইতে বিরক্তি ও ঘৃণা উছলিয়া পড়িতেছে। কনক কম্পিত হস্তে পুস্তক দুইখানি তাঁহার নিকট রাখিয়া দিয়া বলিল, "এই বই দু-খানা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বউরাণী তাচ্ছিল্যের সহিত পত্রখানা মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। পুস্তক দুইখানির পানে চাহিয়া বলিলেন—"এই বই ?"—বলিয়া সে দুটি তুলিয়া লইয়া জানালা গলাইয়া, ছুড়িয়া বাগানে ফেলিয়া দিলেন। উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কনক সভয়ে বলিল, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

বউরাণী তীব্রস্বরে বলিলেন, "গঙ্গাজলে হাত ধুতে যাচ্ছি—আমার হাত অপবিত্র হয়ে গেছে !"

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ বউরাণী ও সুরবালা

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ অবধি বউরাণী সন্ধ্যাকালের ঘটনাটি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

শয়নকক্ষটি পূর্ব্ববর্ণিত বসিবার কক্ষের পার্শ্বেই অবস্থিত। দুইদিকে দুইখানি পালঙ্ক—একখানিতে বউরাণী, অপরখানিতে তাঁহার শ্বশ্রূদেবী—গৃহিণী ঠাকুরাণী শয়ন করিয়া আছেন। সারি সারি তিনটি বড় বড় জানালা খোলা রহিয়াছে। তাহা দিয়া মৃদু বায়ুহিল্লোল এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোক কক্ষখানিতে প্রবেশ করিতেছে।

রাত্রি দশটার সময় ইঁহারা শয়ন করিয়াছিলেন। এখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে—গৃহিণী অনেকক্ষণ নিদ্রাভিভূতা হইয়াছেন ; কিন্তু বউরাণীর চক্ষে ঘুম আসিতেছে না। তিনি কেবল ভাবিতেছেন—আহা, আজ কনকের সহিত বড় রূঢ় আচরণ করিয়াছি—সে বোধ হয় মনে বড় ব্যথা পাইয়াছে।

সহসা যে আজ বউরাণী অত রাগিয়া উঠিলেন—আত্মসংযম হারাইয়া ফেলিলেন—তজ্জন্য তিনি ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত। তাহার কারণও অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। কনকের "দাদা" চিঠিতে যে ধরিয়া লইয়াছিলেন বউরাণীও তাঁহার স্বদলভুক্ত—তিনিও ঐ ঘৃণিত মতের পোষকতা করিবেন—এই কারণেই হঠাৎ তাঁহার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সকল মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা এক প্রকার নহে—পৃথিবীতে বৈচিত্র্যের স্থান আছে। কাহারও সহিত আমার মতের মিল হইল না বলিয়াই যে রাগে আত্মহারা হইতে হবে—তাহার মাথায় লাঠি মারিতে হইবে—এমন কি কথা !

ভাবিতে ভাবিতে বউরাণী আর একটু গভীরতর কারণের সন্ধান পাইলেন। তাহা এই—কিছুদিন পূর্ব্বে হইতেই কনকের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হারাইতেছিলেন। বিশেষ কোন ব্যবহারের জন্য নয়—ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে তিনি এটা লক্ষ্য করিয়াছেন, মৃত স্বামীর প্রতি গাঢ় নিষ্ঠার একটা ভাব কনকের মনের মধ্যে নাই। বউরাণী যেরূপ জানেন, চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কনকের বিবাহ

হইয়াছিল ; তিন বৎসরকাল শ্বশুর-ঘর করিবার পর সে বিধবা হইয়াছে। এ বয়সে, তিনটি বৎসর ধরিয়া স্বামীসাহচর্য্যলাভের সুযোগ যে স্ত্রী পাইয়াছে—তাহার মধ্যে, সাধ্বী পতিব্রতা হিন্দুরমণীর অন্তরবাসিনী সে তপস্বিনী কই ? অশনে, বসনে, আচরণে কনক যতই বাহ্য শুচিতা ও নিষ্ঠুর অভিনয় করুক না কেন, ভিতরে এই আসল জিনিষটির অভাব বউরাণীর চক্ষে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাই যখন শুনিলেন কনকের আবার বিবাহ দিবার জন্য তাহার "দাদা" আগ্রহান্বিত এবং কনকও যেন সেইদিকে একটু ঢলিয়াছে—আর তিনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।

পার্শ্বস্থ ঘড়িতে অর্দ্ধঘণ্টা বাজিল, সাড়ে এগারোটা। সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ—নিষুপ্ত। কনকের কথা হইতে বউরাণী ক্রমে নিজের কথায় উপনীত হইলেন। মনে মনে, নিজের সঙ্গে তাহার তুলনায় ব্যাপৃত হইলেন। প্রথম যখন বধূবেশে এ বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন তিনি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, স্বামীর বয়স তখন চতুর্দ্দশ। সপ্তাহমাত্র এখানে ছিলেন। কিন্তু এই এক সপ্তাহে, স্বামীর মুখখানি ভাল করিয়া দেখা একবারও ঘটিয়া উঠে নাই। লজ্জায় তিনি সেদিকে চাহিতেই পারিতেন না। এ সাতদিনে, স্বামীর সহিত তাঁহার কথা-বার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই চারিটি বরঞ্চ মনে আছে—কিন্তু তাঁহার মুখখানির স্মৃতি একান্ত অস্পষ্ট। পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইবার মাসদুই পরেই সংবাদ আসিল, স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তাহার পর ক্রমে যখন তাঁহার বয়স হইল—জ্ঞান-বুদ্ধি জন্মিল—তখন হইতে সর্ব্বদাই তিনি নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। যতদিন আশা ছিল হয়ত তিনি বাঁচিয়া আছেন, হয়ত একদিন গৃহে ফিরিবেন—ততদিন বউরাণী তাঁহাকে পৃথিবীর মানবরূপেই ভাবনা করিতেন। এই কক্ষে তিনি শয়ন করিতেন, এইখানে বসিয়া ভোজন করিতেন, এইটি তাঁহার পাঠগৃহ ছিল, এইখানে তাঁহার পারাবত থাকিত, ঐ বাগানে একদিন কুকুর লইয়া ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, গঙ্গাস্নান করিয়া বাগানের এইখান দিয়া তিনি ফিরিয়া আসিতেন।—ক্রমে যখন বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না, সকলে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন, পিতামাতা পর্য্যন্ত বলিলেন, আর সে বাঁচিয়া নাই—থাকিলে কি এতদিন কোনও সংবাদ পাওয়া যাইত না ? তখন হইতে বউরাণী স্বামীকে পৃথিবীর মানুষ বলিয়া আর কল্পনা করিতেন না। মনশ্চক্ষে এই গৃহে

ঐ বাগানে আর তাঁহাকে দেখিতেন না ;—স্বর্গে, যেখানে দেবতারা, দেহান্তে পুণ্যাত্মারা বাস করেন, রামায়ণে মহাভারতে যে অমরাপুরীর বর্ণনা আছে—সেইখানেই যেন স্বামীকে বিরাজিত দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মস্তক আলোকময় কিরীটমণ্ডিত, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন পবিত্র দীপ্তি বাহির হইতেছে। তিনি যেন প্রাতে উঠিয়া মন্দাকিনী ধারায় অবগাহন করিয়া, নন্দনবন হইতে পুষ্পচয়নান্তে, বৈকুণ্ঠে গিয়া নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবীর পাদবন্দনা করেন। স্বামী যেন সেই অমরলোকে, বউরাণীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। যখন সময় হইবে, এ পৃথিবী হইতে যখন ছুটি পাইবেন, এ দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে, স্বামী তখন নিজ পুণ্যবলে তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাইবেন—দুজনের পুনর্ম্মিলন হইবে।

এইরূপে স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে, বউরাণী তন্ময় হইয়া পড়িলেন, কনকলতা প্রভৃতির কথা একেবারে মন হইতে মুছিয়া গেল। তাঁহার মনে বিমল শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। অল্পে অল্পে তন্দ্রাবেশ হইল। পার্শ্বের কক্ষে ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিলে বউরাণী চমকিয়া চক্ষু খুলিলেন। জানালা পথে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, দশমীর চন্দ্র গঙ্গার পরপারস্থ বনরেখার নিকট নামিয়াছে। তিনি আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। ফুলের গন্ধমাখা বাতাস, বাগান হইতে আসিয়া তাঁহাকে মৃদু মৃদু বীজন করিতে লাগিল। বউরাণী ক্রমে সুপ্তিমগ্না হইলেন।

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিলে বউরাণী দেখিলেন, অন্য দিন অপেক্ষা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে।

তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া, গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ঝি (হাবার মা) আসিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কোথা ?"

"তিনি চান করতে গেছেন।"

"আমাকে ওঠাসনি কেন ? আজ একাদশী, আজ অনুদয়ে স্নান হল না !"

"গিন্নী-মা যে বারণ করলেন। বললেন আহা ঘুমুচ্ছে, ওঠাসনি।"

"মার সঙ্গে কে গেছে ?"

"বামুন ঠাকরুণ আর কনকদিদি।"

কনকের নাম কর্ণে যাইবামাত্র, বউরাণীর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

আবার ইহাও ভাবিলেন, অন্যদিন কনক তাঁহারই সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যায়, আজ পূর্ব্বে গিয়াছে, ভালই হইয়াছে।

বস্ত্রাদি হস্তে সুরবালা এই সময় বাহিরের বারান্দা দিয়া যাইতেছিল, দেখিতে পাইয়া বউরাণী তাহাকে ডাকিলেন।

সুরবালা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সসঙ্কোচে বলিল, "কেন বউরাণী ?"

"গঙ্গাস্নানে যাচ্ছ ?—চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

গঙ্গায় ভাসিয়া আসা অবধি আজ পর্য্যন্ত, বউরাণীর সহিত একত্র স্নান করিতে যাইবার সৌভাগ্য সুরবালার একদিনও হয় নাই। আত্মপরিচয় দানে অসম্মত বলিয়া, বউরাণী ইচ্ছা করিয়াই তাহার সহিত বেশী কথাবার্ত্তা কহিতেন না—পাছে সে অকারণ সঙ্কোচ অনুভব করে। তাহার দুঃখে বউরাণী যথার্থ ই দুঃখিত এবং সে দুঃখ দূর করিবার কোন উপায়ও তাঁহার হাতে নাই, ইহা তাঁহার অধিকতর আক্ষেপের বিষয়। আবার, বউরাণীর সদয় সস্নেহ ব্যবহার সত্ত্বেও সুরবালা নিজেকে দূরে দূরেই রাখিয়াছে। এ বাড়ীতে তাহার পদশব্দ, কণ্ঠস্বর কেহ বড় শুনিতে পায় না, যেন সে কত অপরাধের অপরাধী। আজ সুরবালা, বউরাণীর সঙ্গে স্নানে যাইবার প্রস্তাবে যেন কৃতার্থ হইল। বলিল—"আপনার সঙ্গে আমি যাব ?"

বউরাণী সুরবালার প্রতি সহাস্য কটাক্ষ করিলেন। সুরবালা একটু সলজ্জ মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে যাব ?"—তাহাকে 'আপনি' না বলিয়া 'তুমি' বলিবার জন্য কয়েকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও সুরবালা মাঝে মাঝে ভুলিয়া 'আপনি' বলিয়া ফেলে।

বউরাণী বলিলেন, "হ্যাঁ—চল, আজ আমরা দুজনে একসঙ্গে স্নান করতে যাই।"—বলিয়া বউরাণী জানালার পথে বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার শ্বশ্রূদেবী কনকলতা সহ স্নানান্তে ফিরিতেছেন।

উভয়ে নামিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন।

কনকলতা বলিল, "আপনি আজ অনেক দেরীতে উঠেছেন।"

বউরাণী বলিলেন, "হ্যাঁ—আজ আমার একটু বেলা হয়ে গেছে।"

"আপনার দেরী হবে জেনে আজ আমি গিন্নীমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম।"

"তা বেশ করেছ।"—বলিয়া বউরাণী একটু হাসিলেন। চেষ্টা করিয়া মুখভাব একটু প্রসন্ন করিয়া হাসিলেন। কনকের প্রতি গতরাত্রির বিরক্তিটুকু

তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে—ইহাই কনককে বুঝান তাঁহার উদ্দেশ্য। কল্য তাহার মনে ব্যথা দিয়াছেন বলিয়া এখনও বউরাণী অনুতপ্ত।

শুষ্ক বস্ত্রাদি লইয়া হাবার মা তীরে বসিয়া রহিল, ইঁহারা দুইজনে স্নান করিতে নামিলেন। প্রভাতের রৌদ্র পড়িয়া গঙ্গাবক্ষ ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। দূরে, মধ্যভাগ দিয়া একখানা নৌকা যাইতেছে, দাঁড়ীমাঝিরা সারিগান গাহিতেছে। আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া বউরাণী স্নান করিতে লাগিলেন।

আজ বউরাণী অনেক কথা কহিতেছিলেন, সুরবালার সঙ্গে এতকথা কোনও দিন কহেন নাই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুরবালা, তুমি সাঁতার জান?"

সুরবালা বলিল, "সাঁতার না জানলে কি তোমায় পেতাম?"

"তুমি কি সাঁতার কেটে এ ঘাটে এসেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

তখন বউরাণীর মনে হইল, এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা ভাল হয় নাই। ইহার অতি কাছাকাছি সুরবালার ব্যথাভরা বুক। কথা ঘুরাইয়া লইবার ছলে বলিলেন—"আচ্ছা সুরবালা, তুমি রাত্রে স্বপ্ন দেখ?"

"হ্যাঁ, দেখি বইকি।"

"প্রায়ই দেখ?"

"মাঝে মাঝে দেখি।"

"আচ্ছা, তোমার স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়ে গেছে?"

সুরবালা বলিল, "ভোরের রাত্রে যদি স্বপ্ন দেখা যায়, তা হলে নাকি সে স্বপ্ন সত্যি হয়। আমার একবার হয়েছিল।"

"কি রকম বল ত শুনি।"

"আমি একবার যখন বাপের বাড়ীতে ছিলাম, ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যেন পিয়ন এসে আমার নামের একখানা চিঠি দিয়ে গেল—আমার স্বামীর চিঠি। ঠিক সেইদিন চিঠি এল। ভোর রাত্রের স্বপ্ন সত্যি হয়।"

বউরাণী পরপারের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

সুরবালা বলিল, "তুমি স্বপ্ন দেখ?"

বউরাণী তাহার পানে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কখনও কখনও। আমি আজ ভোরেই একটি স্বপ্ন দেখেছি।"

সুরবালা বলিল, "নিশ্চয় ফল পাবে।"

"ফলবে ভাই ; কিন্তু তোমার যেমন সদ্য সদ্য ফলে গিয়েছিল আমার তা হবে না—আমার দেরী আছে।"

"কি স্বপ্ন ?"

"বলব। এখন নয়—আজ দুপুরবেলা তোমায় বলব। তুমি আমার সব কথা শুনেছ ত ?"

সুরবালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শুনেছি। ভগবান তোমাকে এত গুণ দিয়েছেন, এত বুদ্ধি দিয়েছেন, এত ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন—তার সঙ্গে সঙ্গে এত দুঃখ কেন দিলেন, আমি ভেবে পাইনে ; আমাকে যে দুঃখ দিয়েছেন, তার হেতু আছে—সেটা তাঁর অবিচার হয়েছে বলতে পারিনে। কিন্তু তোমার—"

বউরাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "না ভাই—আমার প্রতিও তিনি অবিচার করেন নি। তিনি অবিচারে কাউকে কষ্ট দেবেন, এ কি সম্ভব ? আমরা যখন দুঃখ পাই, তার হেতু যথেষ্টই থাকে—তবে অনেক সময় আমরা সেটা বুঝতে পারিনে বা জানতে পারিনে, সে অন্য কথা। আর এও নিশ্চয়, এই দুঃখ কষ্টের শেষ ফল ভালই।"

সুরবালা অবাক হইয়া বউরাণীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"আমি যদি তোমার মত অমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারতাম, তা হলে মনে শান্তি পেতাম।"

বউরাণী করুণাপূর্ণ নয়নে সুরবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়—অথচ এই অভাগিনীর হৃদয়ের ভাব লাঘব করিবার জন্য প্রবল আকুলতা।

নবম পরিচ্ছেদ ॥ কনকের শিরঃপীড়া

আজ দ্বিপ্রহর হইতে কনকলতার ভারি মাথা ধরিয়াছে। একাদশীর দিন হইলেই কনকের মাথা ধরিয়া যায়। বউরাণীর কাছে আসিয়া এই কথা বলিয়া সে ছুটি লইল। ঘর অন্ধকার করিয়া দুই তিন ঘণ্টা চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে তবে তাহার মাথাধরা ছাড়ে। এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি প্রতি একাদশীর দিনই কনকের এরূপ হইয়াছে। আশ্চর্য্য কি ? একাদশীর দিন হইতে বাত-রোগীর বাত বৃদ্ধি হয়—শরীর রসস্থ হয় বলিয়া। কনকেরও, বোধ করি, সেইরূপ রসের মাথা ধরা।

কনক নিজ শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। জানালাগুলিও বন্ধ করিয়া দিয়া, বিছানায় শুইয়া রহিল।

শুইয়া শুইয়া কনক এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। মাথা ধরিলে কি মানুষ ঘুমাইতে পারে ?

এ পাশ ও পাশ করিতে করিতে ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। একটা বাজিয়াছে। এখনও বাড়ীর সকলের আহারাদি শেষ হয় নাই। এখনও বারান্দায় সকলের কণ্ঠস্বর, যাতায়াতের পদশব্দ শুনা যাইতেছে।

ক্রমে শব্দ কমিয়া আসিল। আরও আধঘণ্টা কাটিল। না, আর শব্দমাত্র নাই। সকলে বোধ হয় এতক্ষণ বিশ্রাম করিতেছে।

ও কি ? অন্ধকারের মধ্যে কনকের ঘরে শব্দ কিসের ? বোধহয় বিড়াল-টিড়াল হইবে।

কুট্ কুট্ কটাং—ও কি শব্দ ? তোরঙ্গ খোলার শব্দ কি ? না—ইঁদুরে বোধ হয় কিছু কাটিতেছে।

খড়্ খড়্ করিয়া নড়ে কি ? আবার ঐ শোন—ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু চপ্ চপ্ শব্দ হইতে লাগিল। কেহ কি সন্দেশ খাইতেছে ? ঠিক যেন সেই মতই শব্দ না ? এমন সময় এই অন্ধকারে সন্দেশ খাইবে কে ? কনক ছাড়া এ ঘরে আর ত কেহ নাই ! আজ একাদশী, কনক নিষ্ঠাবতী বিধবা। উহা তবে সন্দেশ খাওয়ার শব্দ হইতেই পারে না—বিড়ালে বোধ হয় ইঁদুর ধরিয়াছিল, তাহাই খাইতেছে।

আবার ও কি ? কলসী হইতে কেহ কি জল গড়াইতেছে ? যেন সেইরূপই শব্দ—ধক্ ধক্ ধক্। এখন কে জল গড়াইবে ? বিড়ালটাই বোধ হয় নিদ্রা যাইতেছে, ও শব্দ উহার তৃপ্তিসুখজনিত নাসিকাধ্বনি।

না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কনক সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহ অমূলক। সন্দেশ রসগোল্লা রেকাবী সাজাইয়া আজ কেহ ত তাহাকে জলখাবার দিয়া যায় নাই।

অন্য দিনের খাবার হইতে কিছু কিছু জমাইয়া, সে কি আর বাক্সে তুলিয়া রাখিতে গিয়াছিল, যে আজ বাহির করিয়া খাইতেছে ? এ কথা বিশ্বাসযোগ্যই নহে।

কনকের খাট নড়িবার শব্দ হইল। আহা, বোধহয় বেচারীর মাথা ছাড়ে

নাই—তাই এখনও এপাশ ওপাশ করিতেছে। রসের মাথাধরা কি অত সহজে ছাড়ে ?

চারিটা বাজিলে পর কনক জাগিয়া উঠিল। দুয়ার জানালা খুলিয়া দিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া হাবার মাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বউরাণী কোথায় ?"

"তিনি বাগানে ফল্‌সা গাছের তলায় বিছানা পেতে ঠাণ্ডায় শুয়ে আছেন। মহাভারত শুনছেন।"

"মহাভারত শুনছেন ? পড়ছে কে ?"

"সুরোদিদি।"

"আর কেউ সেখানে আছে ?"

"আর কেউ নেই। আমি প্রথমে কিছুক্ষণ ছিলাম—আমায় বউরাণী বললেন, তুই যা, এখন কিছু দরকার নেই।"

"কতক্ষণ গেছেন ?"

"ঘণ্টাখানেক হল। হ্যাঁ কনকদিদি, তোমার মাথা ছাড়ল ?"

কনক মাথা টিপিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ছেড়েছে অনেকটা—একটু একটু আছে।"

ঝি নিজকার্য্যে চলিয়া গেল। কনক বাক্স হইতে কাগজ প্রভৃতি বাহির করিয়া, "দাদা"কে একখানি চিঠি লিখিতে বসিল।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ শাঁখ বাজিল

হাবার মা চলিয়া গেলে সুরবালা বলিল, "কই বউরাণী, কি স্বপ্ন দেখেছিলে তা ত আমায় বললে না ? কার বিষয় স্বপ্ন দেখেছ ভাই ?"

বউরাণী বালিসে হেলান দিয়া, অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ছিলেন। বলিলেন—"আমার স্বামীর বিষয়।"

"কি স্বপ্ন ?"

বউরাণী তখন বলিতে লাগিলেন—"কাল রাত্রে কোনও কারণে আমার মনটা কিছু খারাপ ছিল। দশটার সময় মা আর আমি দুজনে শুতে গেলাম। একটু পরেই মা তাঁর খাটে ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু আমার ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে আমি কত কথা ভাবতে লাগলাম। ক্রমে আমার স্বামীর কথা মনে হতে লাগল। অনেকক্ষণ তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে

আমার মন অনেকটা শান্ত হল। এই রকম করে ক্রমে বারোটা—একটা—দুটো বেজে গেল। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপরে ভাই যেন স্বপ্ন দেখলাম, আমি গায়ে এক-গা গহনা পরেছি, লাল চেলী পরেছি, আমার কপালে যেন চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে—বিয়ের সময় যেমন হয়েছিল ঠিক যেন তাই। যেন একটা ঘরে বসে আছি, কত মেয়ে বউ ঝি যেন আমায় ঘিরে বসে রয়েছে, তারা মনের আনন্দে কত হাসি তামাসা করছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে—ঘরে যেন বাতি জ্বলছে। এমন সময় ভাই, বাইরে যেন গোল উঠল—'বর এসেছে—বর এসেছে'—আর ঘন ঘন শাঁখ বাজতে লাগল।"—বলিয়া বউরাণী চুপ করিলেন!

সুরবালা বলিল, "তারপর ?"

"তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি—ফরসা হয়ে এসেছে, পূর্ব্বদিকে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে!"

সুরবালার মুখে বিষাদমাখা হাসি ফুটিয়া উঠিল। মুখ নত করিয়া বলিল—"বড় মিষ্টি স্বপ্ন—না ?"—বলিয়া বউরাণীর মুখ পানে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ, চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

বউরাণী দৃষ্টি না ফিরাইয়া বলিলেন, "বড় মিষ্টি স্বপ্ন। আমার সবচেয়ে মিষ্টি কি লেগেছে জান ভাই ?"

"কি ?"

"ঐ শাঁখের শব্দ। প্রতিদিন দুবেলা ত শাঁখের শব্দ শুনি—কিন্তু স্বপ্নে যেমন শুনলাম, অমনি মিষ্টি শাঁখ জীবনে আর কখনও শুনিনি। সে শাঁখের শব্দ আমার কাণে যেন মধু ঢেলে দিয়েছে।"

সুরবালা চক্ষু নত করিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এ স্বপ্ন আর কি করে সত্যি হবে ?"

বউরাণী বলিলেন, "কেন হবে না ভাই ? তবে হ্যাঁ, এ জীবনে হবে না। তাই ত আমি তোমায় সকালবেলা বলেছিলাম, আমার স্বপ্ন সদ্য সদ্য ফলবে না।—দেরীতে ফলবে। এ জন্মে আর হল না।"

"তবে কবে ? পরজন্মে ?"

"না অত দেরীতেই বা কেন ? পরলোকে আমার স্বামী যেখানে আছেন, সেখানে। স্বর্গে। আমার যদিও স্বর্গে যাবার মত সম্বল নেই—তিনি কি আমায়

নিয়ে যাবেন না ? নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন। আমি যখন সেখানে যাব, সেখানকার রীতি অনুসারে আবার আমাদের বিবাহ হবে। আমায় কনে সাজতে হবে—তিনি আসবেন—শাঁখ বাজবে—সবই হবে।”

সুরবালা চাহিয়া দেখিল, কিছুপূর্ব্বে তাঁহারই বর্ণিত নিশান্তের শুক্র তারকার মত, বউরাণীর মুখখানিও আশায় আনন্দে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। বিস্ময়ে অবাক হইয়া সুরবালা এই সতীর মুখজ্যোতিঃ দর্শন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বউরাণী বলিলেন, “তাই যদি না হবে, সে শাঁখের শব্দ অমন মধুর শোনাবে কেন ? আমাদের এ শাঁখ ত নয় ভাই। স্বর্গের শাঁখ বোধ হয় ঐ রকম মিষ্টি।”

সুরবালা বলিল, “তাই হোক। ভগবান তাই যেন করেন। আর আমাকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমারও কপালে একদিন যেন সে সৌভাগ্য হয়।”—বলিয়া বউরাণীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

এই কার্য্যটিতে বউরাণীর যেন সমাধি ভঙ্গ হইল, তিনি আবার এ মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—“ও কি, পায়ে হাত দাও কেন ভাই ?”

সুরবালা বলিল, “আমার জীবনকাহিনীও একদিন আমি তোমাকে বলব। আমি তোমার পায়ের ধূলোরও যোগ্য নই।”

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে, মহাভারতখানি লইয়া বউরাণী নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। বলিলেন—“মহাভারত পড়া হল না!”

সুরবালা বলিল, “কোন্‌খানটা পড়ব বল।”

বউরাণী বনপর্ব্ব খুলিয়া বলিলেন, “দময়ন্তীর স্বয়ম্বর পড়।”

সুরবালা পাঠ করিতে লাগিল, ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন। ক্রমে সূর্য্যরশ্মি রক্তাভ হইয়া আসিল। অস্তের আর অধিক বিলম্ব নাই। এমন সময় একটা অধ্যায় শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের মধ্য হইতে একটা সোরগোল—একটা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল যেন।

বউরাণী ও সুরবালা উভয়েই উৎকর্ণ হইয়া সে দিকে চাহিলেন।

পরমুহূর্ত্তে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। উভয়ে মহা বিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মহাভারতখানি হাতে লইয়া

বউরাণী ক্ষিপ্রচরণে গৃহাভিমুখী হইলেন। সুরবালা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অঙ্গনে প্রবেশ করিবামাত্র হাবার মা ছুটিয়া আসিয়া অসম্বদ্ধভাবে বলিল—“বউরাণী—ও বউরাণী—আমি যা বলেছিলাম তাই। হাবার মা সব জানে; কেবল মরবে কবে গো তাই জানে না। কাঙালের কথা বাসি হলে মিষ্টি নাগে গো, বাসি হলে মিষ্টি নাগে। আমি বলিনি? বলুক পাঁচজনে! এখন আমায় কি বক্‌শিস্ দেবে দাও। তখন কেউ গ্রাজ্যিই করলে না গো, গ্রাজ্যিই করলে না। আমি ছোটনোকের মেয়ে বটে—”

ইতিমধ্যে একজন পুরাঙ্গনা একটা সিন্দূরের কৌটা হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন—“বড়বাবু বেঁচে আছেন—চিঠি এসেছে।”—বলিতে বলিতে কম্পিতহস্তে বউরাণীর সীমন্তে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সিন্দূর লেপন করিতে লাগিলেন।

বউরাণীও দাঁড়াইয়া নদীস্রোতে বেতসীলতার মত কাঁপিতেছিলেন।—সুরবালা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া না ফেলিলে সেইখানেই পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইতেন। তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ দুইজনে ধরাধরি করিয়া লইয়া অগ্রসর হইল।

হাবার মা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া, কোমরে কাপড় জড়াইয়া রণরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “আমি বলিনি? হাজার বার করে বলেছি—ছেরাদ্দ কোরো না কোরো না! কেউ শুনলে? কাঙালের কথা ভাল নাগবে কেন গো, নাগবে কেন?”

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ দুই কথা

খুরুপুরে রাখালের কর্ম্মের শেষদিন ক্রমে উপস্থিত হইল। ভৃত্য ও পাচকের বেতনাদি শোধ করিয়া, বাজারের দেনা মিটাইয়া, জিনিষপত্র বাঁধিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাখাল পশ্চিমের গাড়ীতে আরোহণ করিল।

গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া ষ্টেশনমাষ্টারবাবু ছল-ছল নেত্রে কহিলেন, "বাড়ী যাবার সময় এই পথে যাবেন ত? যাবার সময় নেমে, খাওয়া-দাওয়া করে যাবেন।"

রাখাল বলিল, "যদি বেঁচে থাকি।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

জানালার কাছে বসিয়া রাখাল মনে মনে বলিল, যদি বেঁচে থাকি, তবেই দেখাশুনো করে যাব। কিন্তু বেঁচে থাকলে ত? রাখাল ভট্‌চায্যির জীবন আর কতক্ষণ? এই কয়েকটা ষ্টেশনে চেনাশুনো লোক আছে—দেখা হবে—দেখা হলেই তারা আমায় রাখাল বলে ডাকবে। মোগলসরাই পর্য্যন্ত—তার পর আর কেউ চেনা লোক নেই। মোগলসরাই পার হলেই, আমার পুনর্জ্জন্ম—আমি আর তখন ময়নামতী গ্রামের হতভাগ্য রাখাল ভট্‌চায্যি নই—আমি ভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—নদীয়া জেলায় বাগুলিপাড়া গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার—বছরে লক্ষ টাকা আয়। এ পৃথিবী থেকে রাখাল ভট্‌চায্যির নাম, আর এই কয়েক ঘণ্টা পরেই লোপ পাবে।

গাড়ী চলিতে লাগিল। প্যাসেঞ্জার গাড়ী—প্রত্যেক ষ্টেশনেই থামিয়া থামিয়া যাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই রাখালের পরিচিত লোক—ষ্টেশনমাষ্টার, ছোটবাবু, তারবাবু প্রভৃতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—'রাখালবাবু, কি হয়েছিল বলুন ত?'—'রাখালবাবু যে—আহা চাকরিটি গেল!—আমরা শুনে বড়ই দুঃখিত হয়েছি—তা যাক, সব লাইনে একখানা করে দরখাস্ত করে দিন্‌গে—আবার চাকরী হবে'—ইত্যাদি। আবার, কোন কোনও ষ্টেশনের লোক রাখালের পদচ্যুতির কথা শুনে নাই—তাহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—'কিহে রাখাল, কোথায় চলেছ?'—'বদলি হলে

নাকি?' 'ছুটি নিয়েছ?'—ইত্যাদি।—প্রকৃত কথা শুনিয়া তাহারা বলিতে লাগিল—'অ্যাঁ! চাকরি গেছে? বল কি? আমরা ত কিছুই শুনিনি। আহাহা, বড়ই দুঃখের বিষয়। রেলের চাকরি পদ্মপত্রের জল—এই আছে এই নেই।'—ইত্যাদি।

গাড়ী ছাড়িলে রাখাল মনে মনে হাসে এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনাকল্পনা করিতে থাকে। কাশী যাইবে বলিয়াই সে বাহির হইয়াছিল—কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া, প্রথমে এলাহাবাদ যাওয়াই স্থির করিল। মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, জিনিষপত্র একজন সহযাত্রীর জিম্মায় রাখিয়া গিয়া সে কাশীর পাসখানি ষ্টেশনমাষ্টারকে দিল এবং এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়া আনিল।

পরদিন প্রাতে এলাহাবাদ পৌঁছিয়া রাখাল নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় গিয়া বাসা লইল। ষ্টেশন হইতে একপাল পাণ্ডা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, রাখাল ক্রমাগত তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—সে তীর্থ করিতে আসে নাই, সহর দেখিতে আসিয়াছে, পাণ্ডার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তথাপি তাহারা নাছোড়বান্দা। অনেক কষ্টে রাখাল তাহাদিগকে তাড়াইল, কেবল একব্যক্তি কিছুতেই গেল না। সে বলিল, "আমার নাম এক-কথাওয়ালা ঠাকুর—আমার এক কথা। বঙ্গদেশে জিলায় জিলায় সকলেই আমার নাম জানে, এই দেখুন বাবু আমার সাটিকৃফিটিক্ আছে।"—বলিয়া একখানি বাঙ্গালায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপন রাখালের হস্তে দিল। তাহা পাঠ করিয়া রাখাল জানিল, এক-কথাওয়ালা ঠাকুরটি কলিযুগের দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির বিশেষ—ভারতে তাহার তুলনা নাই।—যে কোনও স্থান হইতে তাহাকে টেলিগ্রাম করিতে হইলে, 'এক-কথাওয়ালা এলাহাবাদ', লিখিলেই যথেষ্ট—টেলিগ্রাম ঠিক পৌঁছিবে।—অধিকাংশ লোক বিজ্ঞাপনে এই কথা পড়িয়া ভাবে, এক-কথাওয়ালা ঠাকুরটি সাধারণ লোক নহে—সে সরকারের জানিত ব্যক্তি—পাণ্ডাগগনের ধ্রুবতারা। কিন্তু রাখালের কাছে চালাকি ব্যর্থ হইল; কারণ সে জানে, যাণ্মাসিক পাঁচ টাকা ফি দিলেই তারঘরে সাঙ্কেতিক ঠিকানা রেজেষ্টারি হইয়া থাকে। এই সমস্ত পাঠ করিয়াও রাখালের যখন মন ভিজিল না, তখন পাণ্ডা ঠাকুর বলিতে লাগিল, "বাবু আপনি হিন্দু আদমি—হিন্দু ধরম হয়ে, প্রয়াগে শুধু সহর দেখে চলে যাবেন, এও কি একটা কথা হল? শাস্ত্রে আছে—

প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা
মরগে' পাপী যেথা সেথা।

এখান থেকে যদি মাথাটি মুড়ায়ে যান, তা হলে আর কোন ভাবনা রইল না। যেখানেই মৃত্যু হোক, আপনার বৈকুণ্ঠবাস হবে। দেশে হোক, বিদেশে হোক, বনে—জঙ্গলে—পাহাড়ে—"

রাখাল হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "গো ভাগাড়ে—"

ঠাকুর বলিল, "হাঁ—আল্বৎ। যদি গোভাগাড়েও আপনার মৃত্যু হয়—তা হলেও বৈকুণ্ঠবাস হবে। শাস্ত্রে আছে—শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হয় বাবু? গাড়ী ডেকে আনি, আপনি বেণীঘাটে চলুন, যা কিছু কিরিয়া করম আমি সব আপনাকে করিয়ে দিব—আপনার সওয়া পাঁচ টাকা খরচ হবে। বস্—এক কথা—পাঁচ টাকা চারি আনা। যদি আপনার কাছে আমি পাঁচ টাকা সওয়া চারি আনা চাই, আপনি আমায় বলবেন, তুমি এক-কথাওয়ালা ঠাকুর নও, তুমি দুই-কথাওয়ালা ঠাকুর আর আমার দুই কাণ ধরে আমার দুই গালে দুই চড় মারবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখাল বলিল, "আচ্ছা, তবে গাড়ী ডাক।"

গাড়ী আসিলে, একটা কুঠুরিতে নিজের জিনিষপত্র বন্ধ করিয়া রাখাল বেণীঘাটে যাত্রা করিল। পথে প্রয়াগ-মাহাত্ম্য এবং নিজের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক বক্তৃতাই করিল, কিন্তু সে সকল কথায় রাখাল বড় কাণ দিল না। সে ভাবিতেছিল, মাথাটি মুড়াইয়া আসিয়া কল্যই গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিতে হইবে—তাহা হইলে, হঠাৎ কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও সহজে সে আমায় চিনিতে পারিবে না।

স্নান ও তর্পণাদিতে সওয়া পাঁচ টাকার স্থানে রাখালের ছয়-সাত টাকা ব্যয় হইয়া গেল। ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া এক-কথাওয়ালা ঠাকুর বলিল, "আমায় দক্ষিণা কি দিবেন এবার দিন।"

রাখাল বলিল, "বলেছিলে সওয়া পাঁচ টাকার এক পয়সা বেশী লাগবে না। তার জায়গায় প্রায় সাত টাকা লাগিয়ে দিলে—আবার দক্ষিণা চাচ্ছ?—তোমার এক-কথা কোথায় গেল?"

ঠাকুর বিনীত হাস্য করিয়া বলিল, "মনে ত করি যে এক-কথাই ঠিক রাখি, কিন্তু পেট যে মানে না বাবু। পোড়া পেটের দায়ে দুই কথা হয়ে যায়।"

রাখাল মনে মনে বলিল, বন্ধু—পৃথিবীতে তুমিই একা নও। পেটের জন্য অনেকেরই দুই-কথা হইয়া যায়।—তখন সে হাসিয়া, দুইটি টাকা বাহির করিয়া ঠাকুরের হাতে দিল। ঠাকুর হাসিমুখে বিদায় হইল।

সারারাত রেলের কষ্ট, আবার প্রভাত হইতে বেলা একটা অবধি ঘোরাঘুরি—রাখাল বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মশালায় একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কিছু খাবার আনাইয়া, তাহাই খাইয়া রাখাল শয়ন করিল।

বিকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাখাল উঠিয়া গাড়ী আনাইয়া বাজারে গেল। ধুতির জন্য রেলির একটা ধোয়া থান, দুইটি পাগড়ির উপযুক্ত মল্‌মল্‌, গোটা চারি আংরাখা এবং দুইটা আলখাল্লার উপযুক্ত লংক্লথ, দুখানা ভাল বিলাতী কম্বল এবং একখানি শাদা আলোয়ান ক্রয় করিল। আংরাখা ও আলখাল্লার জন্য দর্জ্জিকে মাপ দিয়া, বাকী জিনিষপত্র লইয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মুখাদি প্রক্ষালনের পর ভৃত্য রামভরোসাকে ডাকিয়া রাখাল বলিল, "হ্যাঁরে, এখানে গেরিমাটি পাওয়া যায়?"

"যায়।"

"পয়সা দিতেছি, গেরিমাটি কিনিয়া আমার এই নূতন কাপড়-চোপড়গুলা রাঙাইয়া দিতে পারিস?"

"পারি। কেন বাবু?"

"আমি আর শাদা কাপড় পরিব না, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব।"

এ কথায় রামভরোসা বিস্মিত হইয়া, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া রাখালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। গতকল্য হইতেই সে লক্ষ্য করিতেছে, এ বাবুটির খরচপত্র বখ্‌শিস্‌ প্রভৃতি বেশ স্বচ্ছলতার পরিচায়ক। রামভরোসা জানে, যে খাইতে পায় না সেই সন্ন্যাসী হয়, সন্ন্যাসী হইলে ভিক্ষায় প্রাচুর্য্য ঘটিয়া থাকে। তবে এ বাবু কি দুঃখে সন্ন্যাসী হইবেন? ইহাই সে মনে ভাবিতে লাগিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া রাখাল বলিল, "কয় পয়সার গেরিমাটিতে হইবে বল্‌ দেখি?"—বলিয়া একটি আধুলি ফেলিয়া দিল।

রামভরোসা করুণস্বরে বলিল, "বাবু আপনি সংসার ছাড়িয়া বাবাজী হইবেন—আপনার লেড়কা-বালার কি হইবে?"

একটু মৃদু হাসিয়া রাখাল বলিল, "আমার লেড়কা লেড়কি কিছুই নাই।"

"আপনার বিবি ?"

"বিবিও নাই।"

"মা বাবা ?"

"মরেছে।"

"ভাই বোন ?"

"কেউ নাই। আমি সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ভগবানের নাম করিব।"

এই কথা শুনিয়া রামভরোসার মনটি যেন কতকটা সান্ত্বনালাভ করিল। বলিল—"সে ত ভাল কথা বাবু। কিন্তু গেরিমাটি গুলিয়া রঙ করিলে ত ঠিক হইবে না। রামরজে ভাল হইবে।"

"রামরজ কি ?"

"সে এক রকম গুঁড়া, বেনের দোকানে পাওয়া যায়। সেই রঙ ভাল হইবে—গেরুয়া রঙই হইবে, তার সঙ্গে একটু হলুদের আভা। তাহাই আনিয়া আপনার কাপড় আলোয়ান সব রঙ করিয়া দিব।"—বলিয়া আধুলিটি তুলিয়া লইল।

রাখাল বলিল, "বেশ। তাহা হইলে আজ এগুলা রাঙাইয়া দে। বেশী করিয়া রঙ লইয়া আসিস। আজ সন্ধ্যাবেলা দর্জ্জি গোটাকতক আংরাখা, আলখাল্লা দিয়া যাইবে, কাল সেগুলা রঙ করিতে হইবে। আর দেখ্, একটা রসুয়ে বামুন ঠিক করিয়া দিতে পারিস ? পরশু একবেলা, কাল দুবেলা ভাতের মুখ দেখিতে পাই নাই। আজ দুইটি ডাল ভাত খাইব।"

এলাহাবাদে দুইদিন যাপন করিয়া, নব-রঞ্জিত বস্ত্রাদিতে ভূষিত হইয়া রাখাল কাশী যাত্রা করিল। পুরাতন বস্ত্র ও বিছানাদি কতক রামভরোসা পাইল, বাকী ধর্ম্মশালার অন্যান্য ভৃত্যগণ ভাগ করিয়া লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ রাখালের পত্র

কাশীতে নামিলে আর কোনও পাণ্ডা রাখালকে বিরক্ত করিল না। তাহার মুণ্ডিত মস্তক ও গৈরিক বাস দেখিয়া অনেকেই তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিল।

গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখাল দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, কাছাকাছি অনেক যাত্রীওয়ালার বাটী আছে। একটা যাত্রী-বাড়ী অন্বেষণ করিয়া লইয়া, সে সেইখানেই একটা ঘর ভাড়া করিল।

রাখালের ইচ্ছা, এখন মাসদুই কাশীধামেই সে অবস্থিতি করে। এখানে থাকিয়া, নূতন জীবনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। "আমি ষোল বৎসর সন্ন্যাসী ছিলাম"—বলিলেই ত হয় না, সন্ন্যাসীদিগের জীবনসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভ অত্যাবশ্যক। নহিলে জেরায় ধরা পড়িয়া যাইতে কতক্ষণ? সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করিয়া, তাহাদের ধরণধারণ বোলচালগুলা আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে; একটু পড়াশুনাও আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে কাশী ভিন্ন এমন সুযোগ আর কোথায়?

যাত্রী-বাড়ীতে দুইদিন থাকিয়া রাখাল দেখিল, সেখানে বড় গোলমাল, সর্ব্বদাই নূতন নূতন লোক যাওয়া আসা করিতেছে। পাকাদিরও অত্যন্ত অসুবিধা। তাই সে একটি স্বতন্ত্র বাসা অন্বেষণ করিতে লাগিল। মান সরোবরে, কানাই সা মুদীর একটি বাড়ী মাসিক দশ টাকায় ভাড়া করিয়া নিজের জিনিষপত্র সেখানে লইয়া গেল। চাকর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল।

এখন রাখালের একমাত্র কায হইল, প্রভাত হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত এবং বিকাল হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে বসিয়া থাকা। মাঝে মাঝে বাসায় ডাকিয়া আনিয়া, উত্তমোত্তম ভোজ্য পেয় দিয়া তাহাদের সন্তোষবিধানও করিতে লাগিল। কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, শ্রীভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বাড়ী কোথা এবং অন্য পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে নিরুত্তর থাকিত। গিরি সন্ন্যাসীদের সহিতই রাখাল বেশী করিয়া মিশিত।—তাহাদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের সম্প্রদায়ের বিশেষ বিবরণ সকল সংগ্রহ করিত—তাহাদের পাঠ্য পুস্তকাদি চাহিয়া লইয়া বা কিনিয়া সর্ব্বদা পাঠ করিত। প্রতি রাত্রে আহারাদির পর নিয়মিত ভাবে ভবেন্দ্রের আত্মজীবন চরিতখানি পাঠ করিত—বারম্বার পড়িতে পড়িতে তাহার সকল কথাই প্রায় মুখস্থ হইয়া গেল।

এইরূপে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইল। রাখালের নেড়া মাথায় চুল গজাইল, গোঁফদাড়িও দেখা দিল। রাখাল ভাবিল, বাগুলিপাড়ায় গিয়া একবার

সব দেখিয়া শুনিয়া আসা আবশ্যক। সেখানকার পথ ঘাট, বিশেষ বিশেষ লোকের নাম ও গৃহাদি, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের নাম ও গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় জানিয়া শুনিয়া না আসিলে, হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। রাখাল ভাবিতে লাগিল, না গেলে উপায় নাই, কিন্তু কি বেশে যাওয়া যায় ?—এ সন্ন্যাসীর বেশ ত নহেই—কারণ এই বেশেই সেখানে ভবেন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। গৃহস্থবেশেও নহে, কারণ সে সহর নহে পল্লীগ্রাম, সকলেই পরস্পরকে চেনে, একজন নূতন লোক হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইলে, সকলেই জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিবে। পথে একজন মুসলমান ফকিরকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া, হঠাৎ রাখালের মনে হইল, এই ছদ্মবেশে যাওয়াই সর্ব্বপেক্ষা নিরাপদ।

এই ভাবিয়া সে মুসলমানী চাপকান ফরমাস দিল, নাগরা জুতা কিনিল, টুপী কিনিল, কেবল বাকী রহিল একছড়া স্ফটিকের মালা, কীশ্‌তা (করঙ্ক) এবং বাঁকা জড়ি লাঠি। এগুলি বাজারে কিনিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু 'কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে'—মালা—করঙ্ক—লাঠির কথা কি! একজন মুসলমান ফকিরকে বাসায় ডাকিয়া আনিয়া টাকা দিয়া রাখাল জিনিষগুলি সংগ্রহ করিয়া লইল। সেইদিন সন্ধ্যার পর, ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া পথে বাহির হইল। তাহার চাকর বামুন এ নূতন বেশ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'এ সন্ন্যাসীও নয়, ফকিরও নয়—নিশ্চয়ই কলিকাতার খোঁফিয়া পুলিস, কোনও খুনের আসামীর সন্ধানে আসিয়াছে।'

চাপকান টুপী জুতার নূতনত্ব ধূলায় আবৃত হইলে, বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া রাখাল বাগুলিপাড়ায় গমন করিল। সেখানে পৌঁছিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ দুইএক পয়সা ভিক্ষা দিলে, মোটা গলায় "আল্লা আবাদ্ রাখ্‌খে" বলিয়া হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। বাগুলিপাড়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য সমস্তই দেখিল, জানিয়া লইল। দেওয়ানজি ও পুরাতন কর্ম্মচারী ভৃত্য প্রভৃতি, যাহাদের নাম ও উল্লেখ ভবেন্দ্রের আত্মজীবনীতে পাঠ করিয়াছিল, সকলকে চিনিয়া রাখিল। সপ্তাহকাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া রাখাল কাশীতে ফিরিয়া আসিল। ফকিরের বেশবাস, একটা ফকিরকে ডাকিয়া আনিয়া দান করিয়া দিল।

বৈশাখের শেষ সপ্তাহ—কাশীতে বেশ গরম পড়িয়া গিয়াছে। আহারাদির পর অনেকরাত্রি অবধি রাখাল খোলা ছাদে শুইয়া নানা কথা ভাবে। বাগুলি-

পাড়ায় কবে যাওয়া যায় ? আর বিলম্ব করিয়াই বা ফল কি ? একেবারে হঠাৎ গিয়া পড়িবে, না প্রথমে পত্র লিখিবে ?—কিন্তু পত্র লেখায় একটা বিপদ আছে। পত্র পাইয়া, তাহাদের মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এ ব্যক্তি সত্যই ভবেন্দ্র না জাল। দীনবন্ধু মিত্রের নবীন-তপস্বিনী নাটকের কথা, বর্দ্ধমানের প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমার কথা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। পত্র লিখিলে, একটা ঠিকানা ত দিতেই হইবে। তাহারা কেহ যদি চুপে চুপে কাশীতে আসিয়া সন্ধান লয় ? তাহার অপেক্ষা পত্র না লেখাই ভাল—একবারে গিয়া পড়িবে। বলিবে—আমি এসেছি।

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে আরও কয়েক দিন গেল। রাখালের মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল, বিনা সংবাদে হঠাৎ গিয়া পড়িলে তাহারা প্রথম হইতেই সন্দেহপরায়ণ হইয়া তাহাকে কঠোর পরীক্ষায় ফেলিবে। তাহার অপেক্ষা যদি সে এরূপ একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠায়, যে চিঠি কেবল আসল ভবেন্দ্রই লিখিতে পরিত,—এত বৎসর পরে যদি কেহ জাল ভবেন্দ্র সাজিয়া যায়, তবে যে কথা তাহার জানিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই,—তাহা হইলে তাহাদের বিশ্বাস জন্মিতে পারে পত্রলেখক প্রকৃতই ভবেন্দ্র। তবে চিঠি রওনা হইবার দুই একদিন পরেই সে স্বয়ং যাত্রা করিবে, যাহাতে পত্র পাইয়া এখানে আসিয়া তাহারা কেহ কোনও প্রকার অনুসন্ধান করিবার অবসরমাত্র না পায়।

এইরূপ স্থির করিয়া রাখাল চিঠি লিখিতে বসিল। অনেকগুলা চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ভবেন্দ্রের জীবনচরিত লইয়া আবার আগাগোড়া পড়িতে আরম্ভ করিল। দিনদুই পরে, নিম্নলিখিত মুসাবিদাটি দাঁড়াইল—

ওঁ নমঃ শিবায়

৺কাশীধাম
২৬শে বৈশাখ

পরম পুজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু।

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমেতৎ

বাবা, আজ সুদীর্ঘকাল পরে আপনার অযোগ্য অধম সন্তান স্বীয় জীবনব্যাপী সমস্ত অপরাধ ও দুষ্কৃতের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইল। আজ ষোল বৎসর আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি, এই ষোল বৎসরের

মধ্যে একটা সংবাদ পর্য্যন্ত আপনাকে দিই নাই। আমি যে জীবিত আছি, এমন ভরসাও হয়ত এতদিন আপনারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার তুল্য পাষণ্ড আর ভূভারতে নাই। যখন প্রথম বাহির হইয়াছিলাম, তখন এলাহাবাদে অবস্থানকালীন বঙ্গবাসীতে আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনও দেখিয়াছিলাম ; কিন্তু পাছে কোনও বাঙ্গালী সে বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এবং আমাকে দেখিয়া সন্দেহ-বশতঃ আপনাকে সংবাদ দেয়, এই জন্য সেইদিনই তথা হইতে পলায়ন করি। যেখানে বাঙ্গালী নাই এমন স্থানে থাকিতে আরম্ভ করি। ক্রমে কন্‌খলে বাসকালীন তিন্‌তারিয়া মঠের মোহান্ত বেলপৎ গিরি মহারাজের কৃপাদৃষ্টি লাভ করি। তিনি আমার মাথা মুড়াইয়া আমায় নিজ চেলা করিয়া লন। তাঁহার স্বর্গলাভ হইলে আমিই তাঁহার গদি প্রাপ্ত হই এবং এতদিন সেই স্থলেই অবস্থান করিতেছিলাম। কিন্তু ইদানীং সে জীবনের প্রতি মনে বড় ধিক্কার জন্মিতেছিল। প্রায় দুই বৎসর হইতেই বাড়ী ফিরিব ফিরিব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু মতিস্থির হইতেছিল না। দুইমাস পূর্ব্বে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম। আমি গৃহত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, চক্ষু উঠার জন্য আপনি যে প্রকার ঠুলি চশমা পরিয়া থাকিতেন, সেই প্রকার চশমা পরিয়া, এবং সেইরূপ হলুদে ছোপান রুমাল হাতে করিয়া যেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্নেহকরুণস্বরে আমাকে বলিলেন, "পটলা বাড়ী যাবি আয়।"—নিদ্রাভঙ্গে আপনার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম এবং পরদিনই মঠ পরিত্যাগ করিলাম। কয়েকটি তীর্থে ঘুরিয়া অবশেষে কাশীধামে আসিয়াছি। ইচ্ছা ছিল পুরী ও সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষে বাড়ী যাইব—কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আগামী দ্বাদশীর দিন যাত্রা করিয়া ত্রয়োদশীর দিন বাগুলিপাড়া পৌঁছিব।

আপনি আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন এবং মাতাঠাকুরাণীকে জানাইবেন। দেবেন ভায়াকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আর আর সকলকে আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

আপনার অধম সন্তান
শ্রীভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুসাবিদাটি বারম্বার পাঠ করিয়া, কাট-কুট করিয়া অবশেষে রাখাল চিঠির কাগজে নকল করিয়া ফেলিল। নকল হইলে নিম্নে এই পুনশ্চটি যুড়িয়া দিল—

পুঃ—এখানে আসিয়া বাঁশফটকায় আমাদের পাণ্ডা কাশীনাথ মিশ্র ঠাকুরের খোঁজ করিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কাশী-প্রাপ্তি হইয়াছে।

সেবক শ্রীভবেন্দ্র

পত্র বন্ধ করিয়া, খামে ঠিকানা লিখিয়া রাখাল স্বহস্তে সেখানি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিল। এ পত্র পৌঁছিবার সংবাদ পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বিষম সমস্যা

অপরাহ্ণ-কাল। কাছারিবাড়ীর একটি কক্ষে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত কাগজ ও বহি লইয়া, দেওয়ান রঘুনাথ মজুদার মহাশয় বসিয়া হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে, তাঁহার চেয়ারখানি হইতে অল্প ব্যবধান, জাজিমে মোড়া একখানি তক্তপোষের উপর রামহরি ভট্টাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর মিত্র ও হরিদাস গোস্বামী, পাড়ার এই তিনজন নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি বসিয়া গুণ গুণ স্বরে গল্প করিতেছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও মিত্রজার হস্তে এক একটি কলিকাশূন্য হুঁকা—অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ভৃত্য ঢালিয়া সাজিবার জন্য কলিকাটি লইয়া গিয়াছে। দেওয়ানজি কার্য্যও করিতেছেন—আবার মাঝে মাঝে ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় যোগও দিতেছেন। ভিত্তিগাত্রে একটি বড় গোলাকার ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে।

আগন্তুক তিনজনের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বলিলেন, "আর শুনেছেন দেওয়ানজি? কলকাতায় নাকি একরকম গাড়ী এসেছে, তাতে ঘোড়ার দরকার হয় না। কল টিপে দিলেই আপনিই রাস্তা দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে যায়।"

এ কথা শুনিয়া মিত্রজা বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ? বলেন কি? রাস্তায় কলের গাড়ী?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঁ গো! রাস্তায় নয় ত কি বৈঠকখানায়?"

গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ দেওয়ানজি, সত্যি নাকি?"—গোস্বামীই এই দলের সর্ব্বকনিষ্ঠ।

দেওয়ানজি বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক কথা। বছরখানেক হল এসেছে, বরং তার উপর। তাকে মোটর গাড়ী বলে।"

মিত্রজা বলিলেন, "কই, আমি ত পূজোর সময় কলকাতা গিয়েছিলাম, সে রকম ত কিছু দেখিনি!—আপনি দেখেছেন নাকি?"

"না, খবরের কাগজে পড়েছি। এখনও বেশী আসেনি, দশ বিশখানা এসেছে।"

মিত্রজা বলিলেন, "গেল, এবার ঘোড়ার অন্ন গেল!"

দেওয়ানজি হাসিয়া বলিলেন, "ঘোড়ার অন্ন যেতে এখনও অনেক দেরী আছে, মোটর গাড়ীর বিস্তর দাম।"

গোস্বামী ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দাম হবে দেওয়ানজি?"

"মাসদুই হবে কৃষ্ণনগরে এক মাড়োয়ারী মহাজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—কলকাতায় তাদের বেশ বড় কারবার। সাত হাজার টাকা দিয়ে তারা বিলেত থেকে একখানি আনিয়েছে বললে। তাও সেখানি ছোট—বড়গুলির দাম আরও বেশী।"

মিত্রজা বলিলেন, "ইংরেজ কলে কলে দেশটা ছেয়ে ফেললে। ঘোড়ার অন্ন উঠতে দেরী আছে বলছেন, বড় বেশী দেরী নেই। ও কল-টলগুলো নতুন নতুন যখন ওঠে তখনই বেশী দাম হয়—ক্রমেই সস্তা হয়ে যায়। নাঃ—ঘোড়ার আর ভদ্রস্থতা নেই।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "শুধু ঘোড়ার বলছ কেন? কোচম্যানের অন্ন গেল, সহিসের অন্ন গেল। কল হয়ে দেশের যে কত লোকের অন্ন গেল, তার আর সংখ্যা নেই।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হতাশভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন।

এমন সময় ভৃত্য জলন্ত কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিল। ভট্টাচার্য্য সেইটি লইয়া, নিজের হুঁকার উপর বসাইয়া দুই চারি টান দিলেন। শেষে হুঁকাটি গোস্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন—"খাও হরিদাস—ধরাও।"

দেওয়ানজি আবার হিসাবের খাতায় মন দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় ডাকপিয়ন নিধিরাম সাধুখাঁ প্রবেশ করিয়া বলিল, "প্রণাম হই বাবু!" হস্তস্থিত একগোছা পত্র হইতে বাছিয়া খানকতক দেওয়ানজির সম্মুখে রাখিল, তারপর ব্যাগ খুলিতে খুলিতে বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়ের নামে একখানা রেজিষ্টারি আছে।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "কর্ত্তার নামে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—বলিয়া পিয়ন শিলমোহর করা একখানি চিঠি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

দেওয়ানজি সেখানি তুলিয়া লইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "কে লিখলে? আজ দু'বৎসর কর্ত্তার স্বর্গবাস হয়েছে, এতদিন পরে তাঁর নামে চিঠি কে লিখলে?"

গোস্বামী বলিলেন, "ছাপ দেখুন না—কোথা থেকে আসছে।"

দেওয়ানজি ছাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বেনারস সিটি। ওঃ—বুঝেছি। কাশীতে আমাদের যে পাণ্ডাঠাকুর আছেন, তাঁরই চিঠি বোধ হয়। তিনি কখন কখনও কর্ত্তাকে চিঠি লিখতেন বটে। বোধ হয় কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। আচ্ছা পিয়ন আমি সই করে নিচ্ছি।"—বলিয়া পীতবর্ণ রসিদ কাগজখানিতে দেওয়ানজি স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। পিয়ন ব্যাগ বন্ধ করিয়া প্রণামান্তে প্রস্থান করিল।

দেওয়ানজি অন্য পত্রগুলি একে একে খুলিয়া পাঠ করিলেন। দুই এক-খানিতে সংক্ষিপ্ত হুকুম লিখিয়া সেরেস্তায় পাঠাইয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে রেজিষ্টারি পত্রখানি খুলিলেন।

প্রথম দুই ছত্র পড়িয়াই দেওয়ানজি ক্ষিপ্রহস্তে পৃষ্ঠা উল্টাইয়া লেখকের নাম দেখিলেন—সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি!"—তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল হাত পা কাঁপিতে লাগিল।

গোস্বামী ও মিত্রজা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি হয়েছে?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কোনও মন্দ খবর নয় ত?"

দেওয়ানজি ইতিমধ্যে কতকটা আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কোনও উত্তর না দিয়া আপন মনে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনজনেই অদম্য কৌতূহলে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ইঁহারা দেখিলেন, পত্র পাঠ করিতে করিতে দেওয়ানজির ঘন ঘন ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে। একবার আনন্দে তাঁহার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, পরক্ষণেই একটা বিষম সংশয়ে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া যায়, তারপর ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠযুগল কম্পিত হইতে থাকে—আবার সে ভাব তিরোহিত হইয়া চক্ষুযুগল হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠে, পরমুহূর্ত্তেই তাহা ম্লানভাব ধারণ করে। পত্রখানি শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া, আবার দেওয়ানজি

প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবার, প্রথমবারের মত অত বেশী সময় লাগিল না। পাঠশেষে পত্রখানি দেরাজের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একদৃষ্টে বাহিরের ফটকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইঁহারা তিনজনে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। শেষে মিত্রজা গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "পাণ্ডার চিঠি নাকি ?"

"না।"—বলিয়া দেওয়ানজি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "চললেন কোথায় ?"

দেওয়ানজি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কায আছে। আজ একাদশী না ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরাও তা হলে উঠি।"—বলিয়া তিনি হুঁকায় খুব তাড়াতাড়ি গোটাকতক টান দিয়া লইলেন।

মিত্রজা ও গোস্বামী ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "এস।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ফটকের নিকট গিয়া তিনজনেই অনুচ্চস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মিত্রজা বলিলেন, "কোনও একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে থাকবে। ভট্‌চায্যি মশাই, আপনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন না কেন ?"

"দরকার ?—এস এস, এখানে দাঁড়িয়ে থেক না।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য অগ্রসর হইলেন। দুইধারে জঙ্গল, মধ্যে অপ্রশস্ত পথ বাহিয়া তিনজনে চলিলেন।

মিত্রজা বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি, কিছুই বোঝা গেল না।"

গোস্বামী এদিক ওদিক চহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "আমি কিন্তু একটা অনুমান করেছি।"

মিত্রজা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ? কি হে ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আবার দাঁড়ালে কেন ? চলতে চলতে কি কথা কওয়া যায় না ?"

আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

গোস্বামী বলিলেন, "চিঠিখানার একটা জায়গা আমি পড়তে পেরেছি। এক জায়গায় লেখা রয়েছে—নিদ্রাভঙ্গে আপনার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম।—এইটুকু খালি পড়তে পেরেছি।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঃ—বকো কেন? অতদূর থেকে তুমি পড়তে পেরেছ!"

গোস্বামী বলিলেন, "হ্যাঁ ভট্‌চাযি্য মশায়, আমি স্পষ্ট পড়েছি—নিদ্রাভঙ্গে আপনার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া—"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "জ্বালাও কেন? আমরা কেউ দেখতে পেলাম না, তুমি অমনি দেখতে পেলে! কত বয়স হয়েছে?"

গোস্বামী বলিলেন, "উনচল্লিশ। এখনও চশমা নিতে হয়নি।"

"হ্যাঃ—উনচল্লিশ! আমারই প্রায় পঞ্চাশের ধাক্কা, তোমার এখনও উনচল্লিশ!"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় মোড় ফিরিয়া নিজ বাটীর পথ ধরিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া, মিত্রজা দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"বটে!—এমন ব্যাপার? ঘুম ভাঙ্গিয়া আপনার মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া—এ ত বাবা জমিদারী চিঠি নয়!"—বলিয়া দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া বক্রভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

গোস্বামী বলিলেন, "আমার ত মনে হয়, বুঝলেন—ঐ দেওয়ানজি, যতই সাধুতার ভাণ করুন—ভিতরে ভিতরে"—বলিয়া তিনি চারিদিকে সাবধানে দৃষ্টিপাত করিলেন। শেষে মিত্রজার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিলেন। পরে আবার স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি বোধ হয়?"

মিত্রজা বলিলেন, "আমার বোধ হয় নিশ্চয়ই তাই।"

উভয়ে উভয়ের মুখাবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ হাসিয়া, আবার পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চলিবার পর, হঠাৎ মিত্রজা থামিয়া বলিলেন, "ওহে—তা নয়।"

গোস্বামীও দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি নয়?"

"তুমি যা বলেছ তা নয়। ও চিঠি ত মোটে দেওয়ানজির নামেই নয়। শুনলে না—কর্ত্তার নামের চিঠি যে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—তাও ত বটে! তাও ত বটে!"—বলিয়া গোস্বামী মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া রহিলেন।

মিত্রজা চিন্তান্বিত হইয়া বলিলেন, "উঁহু!—কিছুই বোঝা গেল না!"

গোস্বামীও বলিলেন, "নাঃ—কিছুই বোঝা গেল না।"—তখন দুইজনে হতাশভাবে আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

এদিকে দেওয়ানজি, অন্তঃপুরে যাইবেন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার উপবেশন করিলেন। করতলে মস্তক রাখিয়া, গভীরতর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এখন কি করা যায়? খবরটা বাড়ীতে দিই, কি না দিই? এ লোক সত্যি ভবেন্দ্র, না জুয়াচোর, তারই বা ঠিক কি? এখন খবরটি দিলে, আনন্দে ওঁরা আত্মহারা হবেন। তারপর, পরশু সে এসে পৌঁছলে, যদি তাকে জাল বলে বোঝা যায়, তখন একেবারে মর্ম্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে যে! আহা ওঁদের পক্ষে সেটা বড়ই নিষ্ঠুর শাস্তি হবে। তারচেয়ে বরঞ্চ এখন চুপ করে থাকি। আসুক, তাকে দেখি না! অবশ্য, আজ ষোল বছর দেখিনি, সেই মানুষ কিনা মুখ দেখে চেনা শক্ত। যদি জাল হয়, কথায় বার্ত্তায় নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে। তখন বেশ উত্তম মধ্যম ঘা-কতক দিয়ে, পুলিশে দিলেই হবে। আর যদি সে বাস্তবিকই ভবেন্দ্র বলে বোঝা যায়—তার বাড়া আনন্দ কি? কিন্তু সে কি সম্ভব?

দেওয়ানজি তখন ধীরে ধীরে দেরাজ খুলিয়া, পত্রখানি বাহির করিলেন। আবার সেখানি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেন। পাঠান্তে, ভাবিতে লাগিলেন, জাল হবে কি? এত সব খুঁটিনাটি কথা, এত বছরের পর অন্য কেউ জানবে কি করে?—আহা, যদি এ বাস্তবিকই ভবেন্দ্র হয়, কি সুখই হয় তা হলে!

ঘড়িতে তখন পৌনে ছয়টা। চিঠিখানি আবার দেরাজে বন্ধ করিয়া দেওয়ানজি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কক্ষের মধ্যেই ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে জানালার কাছে গিয়া একবার দণ্ডায়মান হন, আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন, আবার পদচারণা আরম্ভ করেন। এইরূপে ক্রমে ছয়টা বাজিল।

ক্রমে তাঁহার মনে এই কথাগুলির উদয় হইল—যদি পরশু দেখা যায় সে প্রকৃতই ভবেন্দ্র, তাহলে বাড়ীতে ওঁরা মনে করবেন, আমি কোন দুরভিসন্ধি-বশতঃ এমন ভাল সংবাদটা দুদিন চেপে রেখেছিলাম। ওঁদের মনে হয়ত সন্দেহ হবে, ভবেন্দ্র ফিরে আসছে এ সংবাদে আমি খুসী নই; জমিদারীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলাম, সে ক্ষমতাটুকু আমার লোপ পাবে, তাই বুঝি আমার বুকটা চড় চড় করে উঠেছে। আমি যে ভাল ভেবেই কথাটা এখন অপ্রকাশ রাখতে চাচ্ছি—ওঁরা কি তখন তা বিশ্বাস করবেন?—বড় মুস্কিলেই পড়া গেল। এ

যে বিষম সমস্যা দেখছি। কি করি? আজ আবার একাদশী—সারাদিন ওঁরা দুজনে উপবাসী রয়েছেন। দুর্ব্বল শরীরে, এ আনন্দের বেগ কি সহ্য করতে পারবেন? যদি কোনও দুর্ঘটনা হয়?—এখন থাক্, কাল ওঁরা জল-টল খেলে পর না হয় বলা কওয়া যাবে!

সূর্য্যাস্তের অধিক বিলম্ব নাই। আর কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিয়া দেওয়ানজি আপন মনে বলিলেন, নাঃ সে কোনও কাযের কথা নয়। এত বড় সংবাদটা, এক রাত্রির জন্যেও গোপন রাখবার কোনও অধিকার আমার নেই। যাই—রাণীমাকে বলিগে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সাবধানও করে দেব, এখন থেকে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া গেল এমন স্থির না করে বসেন। বড়-লোকের বিষয় সম্পত্তির লোভে, জুয়াচোরেরা এ রকম মাঝে মাঝে করে থাকে, তার দৃষ্টান্ত দেব। এ প্রকৃত ভবেন্দ্র নয়, জালমানুষ, এইটেই বরং এখন ধরে নেওয়া ভাল, সেটা বেশ করে বুঝিয়ে বলব!

রাণীমাকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইবামাত্র, হাসিয়া কাঁদিয়া তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। দেওয়ানজি তাঁহাকে সংশয়মূলক দুই চারি কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কর্ণপাত মাত্র করিলেন না। উদ্দাম স্রোতের মুখে অসহায় তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাঁহার কথাগুলি কোথায় ভাসিয়া গেল! আনন্দের উচ্ছ্বাসে সমস্ত অন্তঃপুর যেন টল্‌মল্ করিতে লাগিল। একজন ঠাকুরঘরে গিয়া ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিল, সে শব্দ বাগানে বউরাণী শুনিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ দেওয়ানজির কার্য্যতৎপরতা

সেদিন সারারাত্রি দেওয়ানজির ভাল নিদ্রা হইল না। এই ঘটনার পরিণাম যে কি হইবে, ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রত্যুষ হইতেই তাঁহার গৃহে লোক-সমাগম আরম্ভ হইল। কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, গুজবটা সত্য কি না। দেওয়ানজি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সত্য কি মিথ্যা দুদিন বাদে সবাই জানতে পারবে।" অবশেষে লোকের প্রশ্নে প্রশ্নে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন—"কেহ আসিলে বলিস এখন সাক্ষাৎ হইবে না।"

গৃহের স্নানাদি সমাপন করিয়া, বেলা আটটার পর দেওয়ানজি কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। অন্তঃপুরে লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইলেন, রাণীমার পূজা-আহ্নিক শেষ হইয়াছে, এবার তিনি জলযোগে বসিবেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেওয়ানজি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে রাণীমা দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয়ের দেহান্তের দুইমাস পূর্ব্বে যখন তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক ভাব ধারণ করে, তখন হইতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে।

বসিবার কক্ষে দেওয়ানজি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, রাণীমা প্রবেশ করিলেন। দেওয়ানজি দেখিলেন, তাঁহার মুখে গত দিবসের সে আনন্দজ্যোতি এখন আর নাই, বরং একটা নৈরাশ্যের ভাব সেস্থানে অধিকার করিয়াছে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া, প্রণাম করিয়া বলিলেন—"বউঠাকরুণ, জল খাওয়া হয়েছে ?"

"হ্যাঁ—খেয়েছি।"—বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল আনত।

রাণীমা যদি কথা উত্থাপন করেন, এই আশায় দেওয়ানজি কয়েক মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বউরাণী কেমন আছেন ?"

"ভাল আছেন।"

"রাত্রে ফিট্‌-টিট্‌ হয়নি ত ?"

"না।"

আবার উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তখন দেওয়ানজি স্থির করিলেন, সংশয়ের কথা উল্লেখ করি—যাহা মনে করিতে হয় করিবেন। যে আসিবে, তাহাকে ভবেন্দ্র বলিয়া এখন গ্রহণ করিয়া, পরে যদি কোনও গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ নির্ম্মল কূলে চিরদিনের জন্যে দুরপনেয় কলঙ্ক রহিয়া যাইবে। এ কথা আমি এখন না বলিলে আর কে বলিবে, আর কাহার সাধ্য আছে ? ইঁহারাও এখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। না যদি বলি, তবে আমার বড় অধর্ম্ম হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দেওয়ানজি কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন—"বউঠাকুরুণ, একটা বিষয়—কাল আপনাকে বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে সময় কথাটা হল না—আপনি যদি দুঃখিত না হন ত বলি।"

"কি কথা ?"

"আপনি আমার উপর বিরক্ত হবেন না! কথাটা না বললে আমার কর্ত্তব্যহানি হয়, তাই বলতে হচ্ছে।"

রাণীমা বলিলেন, "কি কথা তুমি বলতে চাও, তা আমি বুঝেছি ঠাকুরপো। আমারও মনে সে কথা উদয় হয়েছিল। কাল সারারাত্রি ঘুমোইনি—কেবল আকাশ পাতাল ভেবেছি। আমার মনটা খুবই উতলা হয়েছিল—তবে ভোর রাত্রে বউমার কাছে একটা কথা শুনলাম, তাই কতকটা আশ্বাস পেয়েছি।"

দেওয়ানজি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউরাণী কি বলেছেন?"

রাণীমা তখন, বউরাণীর নিকট তাঁহার গতপূর্ব্ব রজনীর স্বপ্ন-দর্শন বৃত্তান্ত যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া, দেওয়ানজি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "ঐটুকুর উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না ত!"

রাণীমা বলিলেন, "তা ত বটেই। কিন্তু কি করা যায়? কিছু অনুসন্ধান করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তার সময়ই বা কই? তিন্‌তারিয়া মঠ কোথায় জান?"

"না। তবে পশ্চিমে গিয়ে অনুসন্ধান করে বের করা যায়।"

"সে ত অনেক সময় লাগবে। ইতিমধ্যে কি হবে? সে, মনে কর, কাল ত্রয়োদশীর দিন এসে পৌঁছবে। তখন তাকে বলতে পারব না—তোমার প্রতি আমাদের সন্দেহ—আমরা এখন অনুসন্ধান করছি—তুমি ততদিন বাইরের ঘরে বসে থাক—চারটি চারটি খেতে পাবে এখন। যদি সে প্রকৃতই ভবেন্দ্র হয়—তা হলে, হয় ত অভিমান করে তখনি আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। সে কি রকম অভিমানী, জান ত ঠাকুরপো?"

"হ্যাঁ—তা ত জানি। যদি দুদিন আগেও সংবাদ পেতাম—তা হলেও অন্ততঃ কাশীতে গিয়ে কতকটা অনুসন্ধান করতে পারতাম।"

"কখন সে কাশী থেকে রওনা হয়েছে?"

"আজই রওনা হবার কথা চিঠিতে লেখা রয়েছে। বোধ হয় বৈকালের গাড়ীতে সেখানে ছেড়ে, কাল সকালে হাওড়ায় এসে পৌঁছবে।"

"তুমি যদি আজ রওনা হয়ে কলকাতায় যাও, তাকে যদি কোনও রকমে চিনতে পার, কোনও অছিলায় তার সঙ্গ নিতে পার, তা হলে হয়ত কথায় বার্ত্তায় কতকটা সত্যনির্ণয় হয়।"

দেওয়ানজি এ কথা শুনিয়া তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "অত লোকের মধ্যে কি তাকে খুঁজে বের করতে পারব?"

তাহার পর, দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ের আলোচনা হইল। রাণীমা বলিলেন, "যদি সে জুয়াচোর হত—তা হলে, পুরোণো এত সব কথা জানতে পারত কি? ছেলেবেলায় তার নাম যে পটলা ছিল, জানবে কি করে?—আর সে সময় কর্ত্তার চোখ উঠেছিল—তিনি বাস্তবিকই হলুদে ছোপান রুমাল হাতে করে, চোখে ঠুলি চশমা পরে বেড়াতেন—তোমার মনে আছে ত?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "খুব মনে আছে। ভবেনকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না—একদিন, দুদিন কেটে গেল—কেঁদে কেঁদে তাঁর অসুখ বেড়ে গিয়েছিল। কাছারীবাড়ীর বারান্দায় বসে চক্ষুর যন্ত্রণায় তিনি আঃ—উঃ করছিলেন, আমি কাছে গিয়ে বললাম—দাদা, কেঁদে কেঁদে কি চক্ষু দুটি খোয়াবেন? একথা শুনে তিনি বললেন—ভাই, আমার চক্ষুর আলোই যখন চলে গেল, তখন এ চক্ষুতে আর প্রয়োজন কি?—বলে বেশী কাঁদতে লাগলেন।"—বলিতে বলিতে দেওয়ানজির চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল—রাণীমাও কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর, বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপনের কথা, কাশীর পাণ্ডাঠাকুরের কথা প্রভৃতিও উঠিল।

রাণীমা বলিলেন, "ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকা যাক। যদি সত্যি সে ভবেন্দ্র না হয়, তা হলে কোন না কোন উপায়ে তিনি ধরিয়ে দেবেনই।—নইলে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে! তাঁর ধর্ম্মরাজ্যে এত বড় অধর্ম্ম তিনি কি হতে দেবেন?—তা, তুমি আর দেরী করো না। সকালে সকালে স্নানাহার সেরে বেরিয়ে পড়।"

দেওয়ানজি তখন রাণীমাকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

পরদিন বেলা দশটার সময়, রাণীমার নামে দেওয়ানজির নিকট হইতে একখানি টেলিগ্রাম আসিল। তাহাতে লেখা আছে—

কলিকাতা।

ভবেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে লইয়া বেলা তিনটার গাড়ীতে পৌঁছিব। ষ্টেশনে যানাদির বন্দোবস্ত রাখিবেন। কোনও চিন্তা নাই—ভগবান দয়া করিয়াছেন।

রঘুনাথ মজুমদার

এই তার পাইয়া, রাণীমার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া আবার ধারা বহিল।

লোকজন, পাইক বরকন্দাজ, পাল্কী বেহারা প্রভৃতি বেলা বারোটার সময় ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

কাছারির আমলারা সকলেই আজ ছুটী পাইয়াছে। গ্রামের লোক, সকলেই আনন্দিত—কেহ কেহ ষ্টেশন অবধি ধাওয়া করিয়াছে। অনেকে পরামর্শ করিতেছে, সময়মত তাহারা গ্রামের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে—তাহাদের জমিদারকে অভ্যর্থনা করিয়া, বাদ্যভাণ্ডের সহিত গৃহে লইয়া আসিবে।

রাণীমা আজ আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণ, ক্ষণে ক্ষণে কলহাস্যে গৃহখানি ভরিয়া ফেলিতেছে। দাসদাসীগণ নব বস্ত্র পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সুরবালার মুখে আজ অনেক দিন পরে লোকে হাসি দেখিল। কনক বুঝিল তাহার চাকরিটি গিয়াছে, এ সংবাদ পাইলেই তাহার 'দাদা' তাহাকে লইতে আসিবে—তথাপি সেও আজ প্রাণ খুলিয়া এ উৎসবে যোগদান করিয়াছে। তাহার বুকের ভিতর গানের পর গান গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে—কিন্তু গাহিবার উপায় নাই। তাই সে ছট্-ফট্ করিয়া বেড়াইতেছে।

আর, অভাগিনী বউরাণী? অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে আজ বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে হইয়াছে। সুরবালা একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া, বহু যত্নে গন্ধতৈল সহযোগে তাঁহার বেণী রচনা করিয়া দিতেছে। কক্ষান্তরে কয়েকজন নবীনা বসিয়া, রাশি রাশি ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে ব্যস্ত।

সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পরেই, গ্রামপ্রান্ত হইতে বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল।

অল্পক্ষণ পরেই হুম্ হুম্ করিয়া একখানি পাল্কী কাছারীবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। পাল্কী হইতে দেওয়ানজি নামিয়া তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাণীমা, অন্যান্য কয়েকজন রমণী সহ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন।

দেওয়ানজি হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "ভবেনের পাল্কী, লোকজন সব সিদ্ধেশ্বরীতলায়। ভবেন মার পূজো দিচ্ছে। পাঁচখানা গ্রামের লোক সেখানে একত্র হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি আপনাকে খবর দিতে এগিয়ে এলাম।"

রাণীমা কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণে সে আসবে ঠাকুরপো?"

"দেরী নেই, এল বলে।"

চক্ষু মুছিয়া রাণীমা কাতরস্বরে বলিলেন, "কি করে তার দেখা পেলে? কোনও ভয় নেই ত?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "না বউঠাকরুণ, কোনও ভয় নেই। আপনার ভবেনই বটে। কাশীর গাড়ীর অপেক্ষায় আমি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চিনে যে বের করতে পারব, এমন কোনও আশাই ছিল না। গাড়ী এল—হাজার লোক গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। আমি মনে মনে ইষ্টনাম জপ করছি, আর সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখছি। এমন সময় গেরুয়া কাপড় পরা একজন যুবাপুরুষ, আমার কাছ দিয়ে যেতে যেতে, আমার মুখপানে চেয়ে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনার নিবাস কোথা?' আমি বললাম 'বাগুলিপাড়া।' শুনে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল—তার পরে বললে, 'দেওয়ান কাকা?'—আমি বললাম, 'তুমি কি ভবেন?'—বলেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। সেও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি।"

রাণীমা কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। তাহার পর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "এখনও গেরুয়া ছাড়েনি?"

"সে অন্য কাপড় পাবে কোথা? এখানে এলেই তাকে গেরুয়া ছাড়িয়ে নেব।"

বাদ্যভাণ্ড ক্রমে নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। ক্রমে লোকজনের হৈ হৈ শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া আসিল। ক্রমে সেই জনসঙ্ঘ কাছারীর সম্মুখে উপনীত হইল।

দেওয়ানজি বাহির হইয়া হাঁকিলেন, "লোকজন—তফাৎ। পাল্কী অন্দরের দরজায় এনে লাগাও।"

পাইক বরকন্দাজগণ হাঁকিতে লাগিল, "তফাৎ—তফাৎ—পাল্কী আন।"

পাল্কী আসিয়া অন্তঃপুর দ্বারের বাহিরে লাগিল। রাখাল, নামিয়া দাঁড়াইল।

রাণীমা, পাগলিনীর মত ছুটিয়া গিয়া "বাবা—এলি!"—বলিয়া তাহাকে বক্ষে বাঁধিয়া ফেলিলেন। অন্তঃপুর হইতে গভীর হুলুধ্বনি ও প্রবল শঙ্খনাদ উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ লোকে কি বলিল ?

রাণীমা নিজপুত্রজ্ঞানে, একরকম বুকে করিয়াই রাখালকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন।

কাছারীবাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা ছাড়া ক্রমে ক্রমে আরও লোক আসিয়া জমিতে লাগিল। সকলেরই মুখে একটা তীব্র কৌতূহল। যাহারা পরে আসিয়াছে, তাহারা পুর্ব্বাগতগণকে বাবু সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

যে কয়েকজন ভদ্রলোক মাতব্বর ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, দেওয়ানজি তাঁহাদের আহ্বান করিয়া, বৈঠকখানার মধ্যে আনিয়া বসাইলেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিশ্বেশ্বরবাবু ও হরিদাস গোস্বামীও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। উপস্থিত ভদ্রলোকগণের প্রশ্নে, হাওড়া ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সংবাদ দেওয়ানজি বিবৃত করিতে লাগিলেন। পিতৃবিয়োগ ও ভ্রাতৃবিয়োগ সংবাদে বাবু কিরূপ অস্থির ও শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, কত কষ্টে কত প্রবোধ বাক্যে দেওয়ানজি তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করেন, সে সব কথা বলিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আচ্ছা ভট্চায্যি মশায়, এখন বাপের মৃত্যুসংবাদ শুনলে ত স্নানে শুদ্ধি ? শোনাবার পর কলকাতাতেই ওঁকে আমি গঙ্গাস্নান করিয়ে এনেছি।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "দু'বৎসর হয়েছে কি ?"

"না, এই ক'টা দিন বাকী আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে দু'বৎসর পূর্ণ হবে।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা হলে ত সদ্যঃশৌচ নয়। অন্য কোনও সপিণ্ড হলে তা হত—এ যে মহাগুরু ! একরাত্রি অশৌচ হবে। কাল সকালে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হবেন।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "বটে ? তবে ত ভুল হয়ে গেছে। বাবুকে সেটা জানাতে হবে।"

এই সময় অন্তঃপুর হইতে একব্যক্তি আসিয়া বলিল, "দেওয়ানজি,

বেহারারা রাণীমার কাছে বখ্‌শিসের জন্মে দরবার করেছে। তিনি হুকুম দিয়েছেন, প্রত্যেক বেহারাকে এক একটা করে গিনি আর এক-এক থান কাপড় দিতে।”

দেওয়ানজি উঠিয়া গেলেন। লোহার সিন্দুক খুলিয়া, বারোটা গিনি লইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। কাহার বারোজনকে ডাকিয়া, রাণীমার হুকুম শুনাইয়া বলিলেন, “কাপড় ত এখন কেনা নেই, সে কাল পাবি। এখন এই নে, এক একটা করে গিনি।”

এই দৃশ্য দেখিয়া সমবেত প্রজাবর্গ আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে চুপি চুপি লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, “রাণীমা, বাবুকে নিজের ছেলে বলে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন, নইলে গিনি বখ্‌শিসের হুকুম দিতেন না।”

দেওয়ানজি ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে আবার বসিলেন। ক্রমে দুই এক কথায়, পত্রের কথা উঠিল। দেওয়ানজি বলিলেন, “সে রেজেষ্টারি চিঠি যখন এল, তখন ভট্‌চায্যি মশাই, মিত্তিরজা, গোঁসাই—সকলে আমার অপিসে ত বসে।”

একজন কৌতূহল দমনে অসমর্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সে চিঠিতে কি লেখা ছিল ?”

দেওয়ানজি বলিলেন, “আজকে এসে পৌঁছবেন লেখা ছিল। কোথা গেল চিঠিখানা—পকেটেই ত রেখেছিলাম। হ্যাঁ এই যে।”—বলিয়া পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেন। তখন দিবালোক অত্যন্ত ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। বলিলেন—“চশমাখানা কাছে নেই—তুমি পড় গোঁসাই। হেঁকে হেঁকে পড়।”

অত্যন্ত আগ্রহে পত্রখানি লইয়া হরিদাস পড়িয়া সকলকে শুনাইতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র ইঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তিই দেওয়ানজির উদ্দেশ্য নহে। বাবুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহাতে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইতে পারেন পত্রোক্ত কথাগুলি ক্রমে মুখে মুখে গ্রামময় প্রচারিত হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ভাব।

এই সময়ে একজন আসিয়া বলিল, “দেওয়ানজি, রাণীমা আপনাকে ভিতরে ডাকছেন।”

দুই তিনজনে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু কি করছেন হে ?”

সে বলিল, "হাত পা ধুয়ে উপরে গেছেন।"

"বাবু কি এখন বাইরে আসবেন ?"

"কি জানি !"—বলিয়া লোকটি প্রস্থান করিল।

দেওয়ানজি বলিলেন, "আমি তা হলে অন্দরে যাই—আপনারা কি বসবেন ?"

কেহ কেহ বলিল, "বাবু কি এখন বাইরে আসবেন ?—যদি আসেন তা হলে বসি।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, এখন বোধ হয় বেরুবেন না। কাল আপনারা এলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।"

বিশ্বেশ্বরবাবু বলিলেন, "তা হলে আমরা এখন উঠি ; সন্ধ্যা হল। আপনি আমাদের নাম করে বরং তাঁকে বলবেন, আমরা দেখা করবার জন্যে বসে ছিলাম।"

"হ্যাঁ, তা বলব বইকি।"—বলিয়া দেওয়ানজি প্রস্থান করিলেন।

ভদ্রলোকগণও উঠিলেন। প্রাঙ্গণে নামিয়া দেখিলেন অন্তঃপুর হইতে আগত একজন ভৃত্যকে কয়েকজন ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভৃত্য বলিতেছে—"রাণীমা বললেন—বাবা, এলি, যদি দুটো বছর আগে আসতিস—তা হলে কর্ত্তা মনের সুখে স্বর্গে যেতে পারতেন। রাণীমাও যত কাঁদছেন বাবুও তত কাঁদছেন।"

ইহাদের প্রস্থান করিতে দেখিয়া, প্রাঙ্গণস্থিত জনতাও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ দল বাঁধিয়া, সারাপথ সকলে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে চলিল। যে সকল দোকানে বা বৈঠকখানায় বা চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যার পর পাঁচ-জনের আড্ডা জমিয়া থাকে, সেই সকল স্থানে আজ লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে। সর্ব্বস্থানেই তর্কের বিষয় একটি মাত্র—যিনি আসিয়াছেন তিনি বাস্তবিক বাবু কি না। তবে তর্কটা অধিকাংশ স্থলেই কাঁচাচুল-ওয়ালা ব্যক্তিগণের মধ্যে আবদ্ধ। ইহাদের অনেকেই বলিতেছে বাবু নয়, প্রবঞ্চক ; আবার কেহ কেহ এ মতের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছে। যাহাদের চুল পাকিয়াছে, তাহারা হাঁ না কোন কথাই বলিতেছে না। যাহাদের চুল ও গোঁফ দুই পাকিয়াছে, তাহারা অনেকেই বলিতেছেন—নিশ্চয় ভবেন্দ্রবাবু। জুয়াচোরের কি সাধ্যি যে দেওয়ানজির চোখে, রাণীমার চোখে ধূলা দেয় ?

বিশ্বেশ্বর মিত্রের বৈঠকখানাটিও পাড়ার একটি প্রসিদ্ধ আড্ডা। আট দশ-

জন লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহাদিগকে বসাইয়া মিত্রজা বাড়ীর ভিতর গিয়া জলযোগে মন দিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে বাহিরে আসিয়া, বৈঠকখানার বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শুনিলেন সুরেশ গাঙ্গুলী (চুল গোঁফ দুই পাকা) বলিতেছেন, "আচ্ছা উনি যদি ভবেন্দ্রবাবুই না হবেন, তা হলে হাওড়া ষ্টেশনে, হাজার লোকের মধ্যে দেওয়ানজিকে চিনে ফেললেন কি করে ?"

হরিদাস গোস্বামী হাত নাড়িয়া, উত্তেজিত স্বরে বলিতেছে, "মশাই এইটে আর বুঝতে পারছেন না ? যে লোক, এতটা বিষয় সম্পত্তি হাতাবার লোভে কারসাজি করে এসেছে, সে আর একটু গোড়া বেঁধে আসে না ? আগে থেকে চিনে ঠিকঠাক করে রেখেছে।"

বৃদ্ধ গাঙ্গুলী বলিলেন, "আচ্ছা তা হলে ষোল বচ্ছর আগে কর্ত্তার চোখ-ওঠা আর হলদে রুমালের কথা জানলে কি করে? চিঠি ত তুমি নিজেই পড়লে !"

গোস্বামী বলিল, "কি করে জানলে জিজ্ঞাসা করছেন ? জানবার শত শত উপায় রয়েছে। এই দেওয়ানজি কত জায়গায় যাচ্ছেন—কৃষ্ণনগর যাচ্ছেন—কলকাতায় যাচ্ছেন। কত লোকের সঙ্গে মিশছেন কত গল্প করছেন। কোথাও ঐ কথা গল্প করে থাকবেন। জুয়াচোর সেই কথাটি এখন নিজের কাযে লাগিয়ে দিলে। নইলে চিঠিতে ওকথা লিখবে কেন ? ঐ রকম কথাবার্ত্তা চিঠিতে থাকলেই হঠাৎ লোকের বিশ্বাস হবে, এইটি ভেবে চিন্তে, বুঝে সুঝে লেখা।"

গাঙ্গুলী বলিলেন, "যাই বল, আমার ত খুব বিশ্বাস উনি ভবেন্দ্রবাবু।"

গোস্বামী বলিল, "কলকাতার পাকা জুয়াচোর।"

বিশ্বেশ্বর বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন এবং পুত্রকে পাঠাইয়া হরিদাস গোস্বামীকে ডাকাইয়া আনিলেন।

হরিদাস আসিলে তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "বলি হ্যাঁ হে—এতখানি বয়স হল, বুড়ো মিন্‌সে হলে, এখনও কি তোমার জ্ঞানকাণ্ড কিছুই হল না ?"

হরিদাস ভাবিয়া আসিয়াছিল, বোধ হয় বাড়ীতে জলযোগের কোনও নূতন আহার্য্য আজ প্রস্তুত হইয়াছে, তাই ডাক পড়িয়াছে—কারণ মাঝে মাঝে

এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং মিত্রজার মুখভঙ্গি দেখিয়া সে একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল। শঙ্কিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, কি হয়েছে ?"

মিত্রজা বলিলেন, "বুদ্ধিমান! সকলের মাঝখানে তুমি জুয়াচোর জুয়াচোর করছ কেন ? যাদের লোক, তারা ওকে ভবেন্দ্র বলেই স্বীকার করে নিয়েছে দেখছ। দেওয়ানজির বিশ্বাস হয়েছে, রাণীমার বিশ্বাস হয়েছে। তুমি জুয়াচোর জুয়াচোর কর কোন্ সাহসে হে ?"

গোস্বামী বলিল, "তা, আমার যদি জুয়াচোর বলেই ধারণা হয় আমি বলব না ?"

বিশ্বেশ্বর মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "বলতে হয় তুমি নিজের বাড়ীতে বসে বলগে যাও। আমার বৈঠকখানায় বসে বলতে পাবে না।"

গোস্বামী এবার একটু দমিয়া গেল। বিশ্বেশ্বরের রাগের কারণটা অনুধাবন করিতে পারিল। স্বর নামাইয়া বলিল—"তা, যদি বারণ কর, বলব না।"

বিশ্বেশ্বর এবার অপেক্ষাকৃত কোমলভাবে বলিলেন, "আসলই হোক আর নকলই হোক—ও আজ লাখ টাকা মুনাফার সম্পত্তির মালিক—গ্রামের জমিদার। তুমি যে ওকে জুয়াচোর জুয়াচোর বলছ, এ কথা কি ওর কাণে উঠবে না ? উঠলে, তোমাকে কি আর এ গ্রামে বাস করতে দেবে ? ঐ গাঙ্গুলীটি ত একটি গেজেট বিশেষ—কালই গিয়ে লাগাবে। তখন ?"

গোস্বামীর একটু ভয় হইল। বলিল—"তাই ত!"—বলিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল!

বিশ্বেশ্বর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "যদি বাস্তবিক জুয়াচোর হয়, তা হলে সাংঘাতিক হবে। এখন যারা যারা ওকে নকল বলে সন্দেহ করবে, ও তাদের বিষম শত্রু বলে গণ্য করবে। ও কি তাদের সহজে ছাড়বে ?"

গোস্বামী বলিল, "সে ত ঠিক কথা।"

"তবে ? তোমার এত তর্কাতর্কির দরকারটা কি শুনি ? তুমি ত ওর ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিচ্ছ না! সত্যি হোক আর জাল হোক সে রাণীমা বুঝবে, বউরাণী বুঝবে। তোমার আমার মাথাব্যথা কিসের ? খাও দাও কাঁসি বাজাও—পরের কথায় থাকতে আছে ?—এখন যাও বাইরে বসগে। আমি একটু পরে আসছি।"

গোস্বামী মাথা গুঁজিয়া প্রস্থান করিল। পাঁচ মিনিট পরে বিশ্বেশ্বরও বাহির হইয়া আসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, পাড়ার সুবল মুখুয্যে আসিয়া বলিল, "ওহে শুনেছ?"

সকলে উৎসুক হইয়া বলিল, "কি? কি?"

"আমার মা, বৈকালে বাবুদের বাড়ী গিয়েছিলেন। তিনি এসে দু-একটা খবর বললেন, তাতে স্পষ্টই বোধ হচ্ছে যিনি এসেছেন তিনি আসল ভবেন্দ্রবাবুই বটে।"

সকলে অতিমাত্র উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম? কি রকম?"

সুবল মুখুয্যে তখন জাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "শোন তবে বলি! ভবেন্দ্রবাবু পাল্কী থেকে নামলেই, রাণীমা ত বুকে করে তাঁকে অন্দরে নিয়ে গেলেন। সে ত তোমরা দেখেই এসেছ। বারান্দায় পা ধোবার জল-টল ছিল, জলচৌকি পাতা ছিল। বাবু পা ধোবার জন্যে সেই চৌকিতে বসলেন। রামা খানসামা তোয়ালে কাঁধে করে এসে দাঁড়াল, বাবুকে প্রণাম করলে। বাবু তার মুখপানে চেয়ে বললেন—রামা না? রামা অমনি ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল।"

বিশ্বেশ্বরবাবু বলিলেন, "বটে!—তা হলে ত ভবেন্দ্রবাবুই—কোন সন্দেহ নেই। পুরানো চাকর কিনা, দেখেই চিনে ফেলেছেন।"

দুই তিনজন বলিয়া উঠিল, "তার পর? তার পর?"

মুখুয্যে বলিল, "তাই দেখে নাকি রাণীমা বলেছেন—দেখলি রামা, তুই যে বলেছিলি, এতদিন পরে বাবু কি আমায় চিনতে পারবেন? দেখলি? দেখ্! তুই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলি, তোকে আর চিনতে পারবে না?—বাবু তাই শুনে বললেন—চিহ্ন করে রেখে গেছি, চিনতে পারবো না? রাণীমা জিজ্ঞাসা করলেন, কি চিহ্ন? বাবু বললেন, রামাকেই জিজ্ঞাসা কর না মা। রামা ডানদিকের কপালে হাত দিতে লাগল। বাবু বললেন, যে বছর আমার পৈতে হয়, একদিন বিকালে আমি আর ঘোষেদের ছেলে নবীন, পেঁয়াজের ফুলুরি কিনে আনিয়ে ইস্কুলের পুকুরের ধারে চুপি চুপি বসে খাচ্ছিলাম। রামা কি করতে সেদিকে গিয়েছিল, তাই দেখতে পায়। দেখেই বললে—অ্যাঁ দাদাবাবু—একেবারে খৃষ্টান হয়ে গেলে? বলে দিচ্ছি গিয়ে কর্ত্তাকে।—এই শুনে, রেগে এক ইঁট মেরেছিলাম ছুঁড়ে, ওর ডানদিকের কপাল কেটে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগল। ও ত বাপ বলে সেইখানে বসে পড়ল। আমি

আর নবীন দুজনে গিয়ে, ওকে তুলে এনে, জলের ধারে বসিয়ে সেই রক্ত ধুইয়ে দিই, জামা ছিঁড়ে জলপটি বেঁধে দিই, তবে ও সুস্থ হয়!—রাণীমা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে ; একদিন রামা মাথায় পটি বেঁধে এসেছিল। কিন্তু আমাকে ত বলেছিল, জামরুল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মাথা কেটে গেছে। রামা বললে—হ্যাঁ মা, আমি তাই বলেছিলাম।"

বৈঠকখানাশুদ্ধ লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই কাহিনী শুনিতেছিল। দুই মিনিট কাল সকলে নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, "আর কোন সন্দেহই রইল না।" কেহ বলিল, "আমি ত গোড়াগুড়িই তাই বলছি!"

গাঙ্গুলী মহাশয় হরিদাসের প্রতি চাহিয়া শ্লেষের সহিত বলিলেন, "কি হে গোঁসাই—কথা কচ্চ না যে?"

হরিদাস বলিল, "না গাঙ্গুলী মশায়—আমারই ভুল হয়েছিল—স্বীকার করছি। আপনারা হলেন বহুদর্শী লোক—কত দেখেছেন, কত শুনেছেন, যা বলেছিলেন—অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।"

মিত্রজা বলিলেন, "পরামর্শ নিতে হলে, পাঁচখানা গ্রামের লোক ঐ গাঙ্গুলী মশায়ের কাছেই যায়! কেন যায়? তোমার কাছে ত আসে না। আমার কাছে ত আসে না। ওঁর কাছে কেন যায়?"

এ প্রশ্নের উত্তর কেহ দিল না, কেবল গাঙ্গুলী মহাশয় প্রসন্নভাবে শিরশ্চালনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভবেন্দ্রকে কবে কে কোথায় কি করিতে দেখিয়াছিল, কি বলিতে শুনিয়াছিল, নিজ নিজ স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া একে একে তাহাই উত্তোলন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইল। তখন একে একে সকলে উঠিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

পথে আজ এখনও বহুলোক যাতায়াত করিতেছে। স্থানে স্থানে এক-এক দল স্ত্রীলোকও দেখা যাইতে লাগিল। ইঁহারা সকলেই গিন্নীবান্নী-শ্রেণীভুক্তা—বাবুদের অন্তঃপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

গোস্বামী গৃহে গিয়া আহারে বসিল। তাহার সহধর্ম্মিণী অনতিদূরে বসিয়া পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "বাবুদের বাড়ী থেকে তোমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছিল যে।"

"কেন, কিসের নেমন্তন্ন?"

"বাবুদের বাড়ী কাল সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হবে। বাড়ীশুদ্ধ সবাইকার নেমন্তন্ন।"

গোস্বামী ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "সত্যনারায়ণ মাথায় থাকুন—আমাদের যাওয়া হবে না।"

স্ত্রী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

গোস্বামী এদিক ওদিক চাহিয়া, নিম্নস্বরে বলিল, "কোথাকার এক জোচ্চোর এসেছে ভবেন্দ্র সেজে—কি জাত তার ঠিকানা নেই—তার বাড়ীতে খেয়ে কি জাতটি খোয়াব ?"

গৃহিণী বলিল, "জোচ্চোর কি গো—সবাই ত বলছে যে আসল !"

গোস্বামী বিরক্তির স্বরে বলিল, "বেশ ত গো—আসল বলেই তোমার বিশ্বাস হয়—তুমি যেও। বউরাণীর পাতের প্রসাদ পেয়ে এস। সাবিত্রীব্রত করার ফল হবে !"

"কেন বউরাণী কি সাবিত্রী নন ?—সাবিত্রীরই সমান। নইলে ষোল বছরের নিরুদ্দেশ স্বামীকে কে কবে ফিরে পায় ?"

গোস্বামী বলিল, "হ্যাঁ—আজ থেকেই তিনি সাবিত্রীর আসনটা পেলেন বটে। সত্যবানটি যুটেছে ভাল !"

গৃহিণী বলিলেন, "কি তোমার যে সন্দিগ্ধ মন ! এখন ছ'মাস ত ওঁর সঙ্গে বউরাণীর মোটেই দেখা হবে না।"

"কেন ? দেখা হবে না কেন ?"

"শোননি ?"

"না। ব্যাপার কি ?"

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন—"ও বাড়ীর মেজখুড়ী এই কতক্ষণ হল বাবুদের বাড়ী থেকে ফিরলেন কিনা। তিনি বললেন বৈঠকখানায় উপরতলার ঘরে ভবেন্দ্রবাবুর বিছানা হচ্ছে। বাবু নাকি একটা কি ব্রত নিয়েছেন—সাত বছর সে ব্রত করতে হয়, তার সাড়ে ছ'বছর হয়ে গেছে—আর ছ'মাস হলেই উদ্‌যাপন হয়। সেই ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত উনি সন্ন্যাসীর মত থাকবেন। রাণীমা নাকি অনেক আপত্তি অনেক কাঁদাকাটা করেছিলেন—বলেছিলেন ষোল বছর ধরে কত যাগযজ্ঞ তপস্যা করেছ ত, একটা ব্রত না হয় পণ্ডই হয়ে যাক—তোমার গেরুয়া কাপড় আমি আর দেখতে পারব না। তাতে বাবু নাকি

বলেছেন—মা, এই ব্রতটি পূর্ণ হলে—আমার একশো কুড়ি বছর পরমায়ু হবে—এতদিন কষ্ট করে শেষে ছ'মাসের জন্যে সেটি খোয়াব?—তাই শুনে রাণীমা রাজি হয়েছেন। গেরুয়া পরে থাকবেন—হবিষ্যি করবেন—স্ত্রী ছোঁবেন না।"

হরিদাস গোস্বামী আর কোনও মতামত প্রকাশ করিল না। নীরবে আহার শেষ করিয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, সত্যিই কি তবে ভবেন্দ্র না কি?—কে জানে।—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ রাখাল নূতন জিনিস দেখিল

আহারাদির পর রাখাল রাণীমার নিকট বিদায় লইতে গেল। বলিল—"মা—তবে এখন যাই, শুইগে।"

রাণীমা বলিলেন, "বাবা একটা কথা বলি, শুনবে?"

"কি মা?"

"বউমার সঙ্গে একবার দেখাটি কর। দেখা করতে কি কোনও দোষ আছে?"

রাখাল একটু বিপন্ন হইল। সে ব্রত ধারণের অছিলা করিয়াছিল, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—বউরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পিছাইয়া দেওয়া। এই স্থানটিতে তাহার মনে একটু সঙ্কোচ ছিল। যখন ভবেন্দ্র সাজিয়াছে, তখন সর্ব্বাংশে ভবেন্দ্র ত হইতেই হইবে—তথাপি কিছুদিন যাউক না। শীতকালের দিন, স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াও, জলের ধারে বসিয়া লোকে যেমন একটু বিলম্ব করে—রাখালের মনোভাবও তদ্রূপ।

তাহাকে নীরব দেখিয়া রাণীমা বলিলেন, "মা আমার সতী লক্ষ্মী—ওঁর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যায়। তুমি যদি ওঁর সঙ্গে দেখাটি না কর, তা হলে সেটা ওঁর লাগবে। বুঝতে পারছ না বাবা?"

রাখাল বলিল, "ব্রতটা যতদিন উদ্‌যাপন না হচ্ছে—সেটা কি উচিত হয় মা?"

"না বাবা—কোন দোষ হবে না। তুমি ত বলেছ স্ত্রীকে ছুঁতে বারণ। তা নাইবা ছুঁলে—তিনি দূরে থাকবেন এখন। মুখের কথা কইতে আর কি দোষ?"

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া রাখাল সম্মত হইল। বউরাণীকে দেখিবার জন্য তাহার মনে যে একটু কৌতূহল না ছিল এমন নহে।

রাণীমা বলিলেন, "তবে এইখানেই তাঁকে ডেকে দিই।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

এই কক্ষখানি রাখালের ব্যবহারের জন্য আজই সজ্জিত হইয়াছে। বউরাণীর বসিবার কক্ষ হইতে কতক আসবাব, ছবি, পুস্তক প্রভৃতি আসিয়াছে।

রাণীমা চলিয়া গেলে, বাতিগুলা রাখাল বেশী উজ্জ্বল করিয়া দিল। অল্পক্ষণ পরে রেশমী বস্ত্রের একটা খস্ খস্ শব্দ এবং অলঙ্কারের মৃদুশিঞ্জন শুনিয়া দ্বারপানে চাহিয়া দেখিল—অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে একটি সুন্দরী যুবতীমূর্ত্তি প্রবেশ করিতেছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া তিনি থামিলেন—অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখাল চেয়ারে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এস।"

বউরাণী মৃদু মৃদু পদে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রাখালের সম্মুখীন হইয়া, গলদেশে অঞ্চলাগ্র বেষ্টনান্তর নতজানু হইবার উপক্রম করিলেন।

রাখাল বুঝিল, তিনি প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না—প্রণাম কোরো না। এখনও আমার অশৌচ রয়েছে।"

বউরাণী মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল বলেন, আমার কাছে তুমি কোনও অবস্থাতেই অশুচি নও।—কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। রাখালের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন—"তা হোক।"—বলিয়া প্রণতা হইলেন।

রাখাল তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিল, অশ্রুজল-পবিত্র চক্ষু দুইটি দেখিল—তাহার মস্তকের কেশ হইতে পদনখাগ্র অবধি যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ বহিয়া গেল।

বউরাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সম্মুখস্থিত সোফাটি নির্দ্দেশ করিয়া রাখাল বলিল, "বস।"—বলিয়া সে নিজের চেয়ারখানিতে বসিল।

বউরাণী উপবেশন করিলে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "ভাল।"

প্রায় দুই মিনিট কাল উভয়ে নিস্তব্ধ। অসহ্য হইয়া উঠিলে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তোমার মনে পড়ে?"

বউরাণী অবনতমুখেই বলিলেন, "পড়ে।"

আবার দুইজনে নীরব। নিস্তব্ধ রজনী—ভিতরে বাহিরে কোথাও শব্দ মাত্র নাই। এমন সময় ঘড়িটা মুখর হইয়া উঠিল—ঠং ঠং করিয়া এগারোটা বাজিল।

ঘড়ির শব্দ থামিলে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব শুনেছ ত?"

বউরাণী পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল, "শুনেছি।"

"এখন ছমাস আমায় এইভাবে থাকতে হবে।"—কণ্ঠস্বর একটু নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক করিয়াই রাখাল কথাগুলি বলিল।

বউরাণীর ওষ্ঠযুগল ঈষৎ স্পন্দিত হইল—যেন তিনি কি বলিবেন বলিবেন। কিন্তু কোনও কথা উচ্চারিত হইল না। অঞ্চলের একটি প্রান্ত বামহস্তে ধারণ করিয়া, নতনেত্রে রেশমের ফুলগুলির পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাখাল বলিল, "তুমি দুঃখিত হবে না?"

এইবার বউরাণী মুখ তুলিলেন। ঈষৎ হাসিয়া রাখালের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

বউরাণীর চক্ষুযুগল এই দ্বিতীয়বার রাখালের উপর স্থাপিত হইল। সেবার দেখিয়াছিল অশ্রুবাষ্পে পবিত্র—এবার দেখিল হাস্যবিভায় সমুজ্জ্বল। রাখালের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া বউরাণী ধীরে ধীরে কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে দিনান্তে যদি একটিবার দেখতে পাই, তা হলে দুঃখিত হব না।"

রাখাল দেখিল বউরাণীর মুখখানি স্নেহে সরলতায় পবিত্রতায় যেন ঝল্‌মল্ করিতেছে। রমণীর মুখে এমন দিব্য জ্যোতিঃ সে পূর্ব্বে ত কখনও দেখে নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে এতটা কোমলতা এতখানি স্নেহভক্তি তাহার পক্ষে একেবারেই নূতন।

এইবার কোন্ কথা বলা যায়, রাখাল ব্যাকুল হইয়া তাহাই চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু একটি কথাও যোগাইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, এখন ছুটি পাইলে বাঁচে, কিন্তু ইহাকে বিদায় দিবার জন্যও যে কথা আবশ্যক। এমন সময় বউরাণী মৃদু স্বরে বলিলেন, "তোমাকে ভারি শ্রান্ত দেখাচ্ছে, অনেক রাত হয়েছে—শোওগে যাও।"

রাখাল বাঁচিল। বলিল—"হ্যাঁ এখন উঠি। কাল আবার দেখা হবে।"

বৈঠকখানা বাড়ীতে দ্বিতলস্থ নিভৃত কক্ষে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, অনেকক্ষণ রাখালের নিদ্রা আসিল না। কেবল বউরাণীর মুখখানি সে মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ নানা কথা

রাখালের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রৌদ্র উঠিয়াছে। তিনদিকের ভিত্তিগাত্রে দুইটি করিয়া ছয়টি বড় বড় জানালা—সকলগুলিই খোলা। বিছানায় পড়িয়া, জানালাপথে বাহিরের দিকে সে চাহিয়া রহিল। আম, কাঁঠাল, জামরুল প্রভৃতি ফলের অনেকগুলি গাছ দেখা যাইতেছে। আমগাছের শাখায় শাখায় ছোট বড় মাঝারি অজস্র আম ঝুলিতেছে—অধিকাংশই এখনও সবুজ—তবে এক একটায় রঙও ধরিয়াছে। জামগাছগুলিও সবুজ, লাল, কালো—সকল রঙের ফলে ভারাক্রান্ত। বাগানের এই গাছগুলি রাখাল দেখিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল—এ সমস্তই আমার—সমস্তই আমার!

যে কক্ষখানিতে রাখাল শয়ন করিয়াছে—গতরাত্রে সেখানি ভাল করিয়া সে দেখে নাই। এখন দেখিতে লাগিল, মহার্ঘ গৃহসজ্জায় সেখানি সজ্জিত। কিয়দ্দূরে একটি বড় গোলাকার টেবিল রহিয়াছে, তাহার উপরিভাগ মর্ম্মর-মণ্ডিত, মধ্যস্থল হইতে কারুকার্য্যময় একটি মোটা পায়া নামিয়াছে, তাহার পর তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া কক্ষতল স্পর্শ করিয়াছে। জিনিষটি মেহগনি কাঠের বলিয়াই বোধ হয়। দুইদিকের দেওয়ালে দুইটি করিয়া চারিটি দেওয়ালগিরি—ফ্রেমগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত। কড়িকাঠ হইতে সবুজ রেশমের রজ্জুতে বিলম্বিত একটি প্রকাণ্ড ঝাড়ও রহিয়াছে, সেটি এখন ঘেরাটোপে আবৃত। দুইটি জানালার মধ্যস্থিত ভিত্তিভাগে একখানি বৃহৎ দর্পণ—তাহাতে পালঙ্কসুদ্ধ নিজের সম্পূর্ণ অবয়ব রাখাল প্রতিবিম্বিত দেখিল। ইহার ফ্রেমটিও রৌপ্যখচিত বহুমূল্য। কয়েকখানি ছবি এখানে ওখানে টাঙ্গানো রহিয়াছে—এগুলি সবই বিলাতী। আসবাবগুলি রাখাল দেখিতে লাগিল—আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ সমস্তই আমার—সমস্তই আমার!

শয্যা হইতে নামিয়া দ্বার মোচন করিবামাত্র, দুইজন খানসামা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। একজন সঙ্গে করিয়া রাখালকে মুখাদি প্রক্ষালনের স্থানে লইয়া গেল, অপর জন শয্যাগৃহ পাহারা দিবার নিমিত্ত রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া রাখাল দেখিল, দেওয়ানজি অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "বাবা চল, গঙ্গাস্নান করবে। নাপিত এসেছে—খেউরী হয়ে নাও।"

খানসামা বাহিরের বারান্দায় একখানা চেয়ার দিল—রাখাল বসিয়া নরসুন্দরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

স্নান করিয়া ফিরিতে আটটা বাজিল। রাখালকে অন্তঃপুরের মধ্যে রাখিয়া দেওয়ানজি কাছারিবাড়ী যাইতে উদ্যত হইলেন।

রাখাল বলিল, "কাকা, যান কোথা? এখানেই পূজো আহ্নিক করে একটু জল মুখে দিন।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "না বাবা, আমার আবার নানা রকম হাঙ্গামা আছে। আমি বাড়ী গিয়েই আহ্নিক করব। আমি ততক্ষণ বাইরে বসিগে, তুমি একটু জল খেয়ে এস।"

রাখাল বলিল, "না, তা হলে আপনি বাইরে এখন অপেক্ষা করবেন না—একেবারে বাড়ী যান—জলটল খেয়ে আসবেন। দুপুরবেলা আজ এইখানেই আপনাকে খেতে হবে কাকা।"

"আচ্ছা—খাব এখন।"—বলিয়া দেওয়ানজি প্রস্থান করিলেন।

রাখাল পূজার ঘরে গিয়া, তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনখানিতে বসিল। রাণীমা নিকটে বসিয়া চন্দন ঘষিতেছিলেন।

ইঁহাকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া রাখাল মহা বিপদে পড়িল। ব্রাহ্মণের ছেলে, গায়ত্রীটা ভুলে নাই—মুখস্থই আছে—কিন্তু সন্ধ্যার মন্ত্র একবর্ণও তাহার মনে নাই। যখন উপনয়ন হইয়াছিল, তখন এক বৎসর কাল নিয়মিতভাবেই সে সন্ধ্যার্চ্চনা করিয়াছিল বটে—কিন্তু তাহার পর আর সে চর্চ্চা রাখে নাই। কখন জল লইয়া মাথায় ছিটাইতে হয়, কখন নাক টিপিতে হয়, কখন চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইতে হয়, কখন পৈতা দুই হাতে তুলিয়া ধরিতে হয়—এ সকল কিছুই ত তাহার স্মরণ নাই। রাণীমার সম্মুখে সন্ধ্যা করিবার ভাণ করিলে, তিনি তখনই হয়ত ফাঁকি ধরিয়া ফেলিবেন। তাই রাখাল আসনে বসিয়া, অঙ্গুলিতে পৈতা জড়াইয়া, একশত আটবার গায়ত্রী মন্ত্র মাত্র জপ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

রাণীমা বলিলেন, "হয়েছে বাবা?"

"হ্যাঁ মা, হয়েছে। আমাদের খালি শিবগায়ত্রী কিনা।"

"তবে এস, একটু জল খাবে এস।"

জলযোগান্তে রাখাল সেই বসিবার কক্ষখানিতে গিয়া ধূমপান আরম্ভ করিল। মনে তাহার আশা ছিল, হয়ত বউরাণীর দেখা পাইবে। সেইজন্য মাঝে মাঝে উৎসুক নয়নে সে দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু বউরাণী আসিলেন না।—আসিল একজন ভৃত্য। আসিয়া বলিল—"হুজুর বৈঠকখানায় দেওয়ানজি আপনাকে বলে পাঠালেন, বাইরে অনেক লোকজন হুজুরের সঙ্গে দেখা করবে বলে এসেছে, একবার গেলে ভাল হত।"

রাখাল গম্ভীরভাবে বলিল, "আচ্ছা—বলগে একটু পরে আসছি।"

আজ অনেকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, রাখাল পূর্ব্বেই তাহা অনুমান করিয়াছিল। কিরূপ আচরণ করিবে, তাহাও ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এইটি তাহার পক্ষে ভীষণ পরীক্ষা—এইখানেই প্রবল আশঙ্কা। গ্রামস্থ যাহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে—তাহাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ থাকিতে পারে, যাহাদের সহিত ভবেন্দ্র বিশেষ পরিচিত ছিল, অথচ 'আত্মজীবনী'তে সে লোক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সে লিপিবদ্ধ করে নাই।

কপাল ঠুকিয়া, বাহিরে গিয়া সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে রাখাল উপবেশন করিল। অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। দেওয়ানজি মাঝে মাঝে দুই একজনের পরিচয় বলিতে লাগিলেন। জীবনচরিত হইতে যেখানে যেটুকু সাহায্য পাইল, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে রাখাল ভুলিল না। সৌভাগ্যবশতঃ স্থানীয় মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ও আসিয়াছিলেন—তিনি নূতন লোক। কথাবার্ত্তাটা তাঁহারই সহিত রাখাল বেশী বেশী চালাইল। স্কুলের অবস্থা এখন কিরূপ, কতগুলি ছাত্র, কোন্ জাতীয় ছাত্র অধিক, বাৎসরিক ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদ অতি আগ্রহের সহিত রাখাল সংগ্রহ করিতে লাগিল। শীঘ্রই একদিন গিয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়া আসিবে প্রতিশ্রুত হইল। এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল। বেলা অধিক হয় দেখিলে ভদ্রলোকগণ একে একে গাত্রোত্থান করিলেন—রাখালও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সকলে উঠিয়া গেলে দেওয়ানজি বলিলেন, "বাবা, কর্ত্তামশাই আজ দু'বছর হল গত হয়েছেন—এ দু'বছর যা কিছু করেছি আমিই করেছি।—দেখবার শোনবার লোক ত কেউ ছিল না। আমি বুড়ো মানুষ, কি জানি যদি কিছু ভুল

চুকই হয়ে থাকে, এ ছ'বছরের কাগজপত্রগুলো তুমি একবার দেখে শুনে নিলে ভাল হত।"

রাখাল বলিল, "কাকা, আপনার কাগজপত্র আমি আর কি দেখব? আমি কিই বা জানি—কিই বা বুঝি? আপনি যা করেছেন তাই এতদিন হয়ে এসেছে; আর, আপনি যা করবেন এখনও তাই হবে।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "আমি—করছিই ত—আজ ত্রিশ বছর ধরে করছি। তুমি যে বছর হও, সেই বছরই দাদা আমায় দেওয়ানী পদে পাকা করে দেন। তবে, আমার ভুলচুক যদি কিছু হয়ে থাকে, তুমি হিসাবপত্রগুলো পরীক্ষা করলে হয়ত ধরা যেত।"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "কাকা, আমাকে আপনি হিসাবপত্রে যতটা পণ্ডিত মনে করেছেন, আমি তা নই। আর হতামই যদি? তাহলেই বা কি? ভুলচুকের কথা বলছেন, যদি কিছু ভুলচুক হয়েই থাকে ত হয়েছে। সে ভুল আপনার চক্ষু যদি এড়িয়ে গিয়ে থাকে, ধরা পড়ে ত একদিন আপনার চোখেই ধরা পড়বে।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "আর বাবা, চোখের তেজ কি চিরদিন মানুষের সমান থাকে? এদিকে ষাট বছর বয়স হল যে! তুমি একবার দেখেশুনে নিলে আমার মনটা নিশ্চিন্ত হত। টাকা জিনিষটে বড় ভাল নয় বাবা।"

রাখাল বলিল, "ভাল ত নয়ই। সেইজন্যেই ত সরে পড়েছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলাম কই? আপনাদের যে ভুলতে পারলাম না। তা কাকা, ধরা যখন দিয়েছি—হাতে পায়ে রূপোর শিকল পরতেই হবে—ছ'দিন যাক না!"

মুখে রাখাল এই কথা বলিল বটে—কিন্তু বিষয় সম্পত্তি, বিশেষ নগদ টাকা কি পরিমাণ মজুত আছে, জানিবার জন্য মনটা তাহার ধড়ফড় করিতেছিল।

দেওয়ানজি বলিলেন, "তা ছ'দিন যাক—আজই যে কাগজপত্র দেখাতে আরম্ভ করছি তা নয়। কর্ত্তার বার্ষিক শ্রাদ্ধটা হয়ে যাক। তারপর প্রথম কায, কালেক্টারিতে নাম খারিজের জন্যে আর জজসাহেবের কাছে সার্টিফিকেটের জন্যে দরখাস্ত দেওয়া। কোম্পানির কাগজ যা আছে তার জন্যে কোনও ভাবনা নেই, তাতে কর্ত্তা মহাশয়ের সই করা আছে। কেবল বোধ হয় বেঙ্গল ব্যাঙ্কে যে টাকাটা জমা আছে, সেটা সার্টিফিকেট না হলে তোমার নামে জমা হবে না।"

রাখাল যথাসাধ্য নির্লিপ্তভাব অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কত আছে?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "পঞ্চাশ হাজারের উপর।"

"আর কোম্পানির কাগজ ?"

"ছয় লক্ষ আন্দাজ।"

সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা !—শুনিয়া, মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনের ভূতপূর্ব্ব এই রেলওয়ে কেরাণীটার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ! সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা !"

রাখাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই নগদ টাকাটা আমার হস্তগত হইলেই—আর আমি কিছু চাহি না। জমিদারী কার্য্য বিশেষ জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য। কে ভূতের বেগার খাটিয়া মরে।—তাই সে নিম্নস্বরে বলিল, "কাকা, যদিও আমি গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এসেছি বটে, তবু বিষয়কর্ম্ম করা আমার যে বড় রুচিকর হবে, তা নয়। যে সময়টা বিষয়কর্ম্ম দেখতে আমার যাবে, সে সময়টা আমি পুজো আহ্নিক শাস্ত্রপাঠ তীর্থভ্রমণ করতে পেলে বেশী সুখে থাকব।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "সে কি বাবা ? তা বললে কি চলে ? তোমার বিষয় তুমি না দেখলে কি হয় ? আমি বুড়ো হয়েছি, আমি আর ক'দিন ? তুমি ফিরে এলে, এ সময় যদি দাদা বেঁচে থাকতেন, তা হলে তোমায় সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখিয়ে দিয়ে, আমরা দুই বুড়োতে গিয়ে কাশীবাস করতাম।" —এই সময় দেওয়ানজির কথাগুলি যেন ভারি ভারি হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বরটা একটু কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "কিন্তু তা ত হল না, আমি একলা পড়ে গেলাম।"

দেওয়ানজির ভাবান্তর দর্শনে রাখালও মুখখানি যথাসাধ্য বিষণ্ণ করিয়া রহিল। অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ নীরবে অতিবাহিত করিয়া বলিল—"কাকা, আপনি ধর্ম্মকর্ম্ম করবেন, পরকালের কায করবেন, তাতে আমি বাধা দেব, এমন পাষণ্ড আমি নই। তবে এইমাত্র বলছিলাম, আমারও প্রাণের টানটা ঐ দিকেই—টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তির দিকে নয়।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "বেশ ত বাবা—তোমার যখন সে বয়স হবে, তখন তুমিও তাই করবে বইকি। এখন সংসারধর্ম্ম কর ; ঈশ্বর যদি দু'চারটি ছেলেপিলে দেন, তাদের মানুষ কর ; তারপর তারা উপযুক্ত হলে—তখন তুমিও নিজের পরকালের কায কোরো—সে ত ভাল কথাই।"

ঈশ্বর যদি দুই চারিটি ছেলেপিলে দেন—এই কথা শুনিয়া, গত রজনীতে

দৃষ্ট বউরাণীর সেই হাসি ও অশ্রুপূর্ণ মুখখানি রাখালের মনে পড়িয়া গেল। তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিবার আশা করিয়া রাখাল অন্তঃপুরে অপেক্ষা করিয়া ছিল—কিন্তু সে আশায় বঞ্চিত হইয়াছে। আহারের পর হয়ত সেই মুখখানি আবার দেখিতে পাইবে—এই নূতন আশাটুকু তাহার মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, আহারের স্থান হইয়াছে। তখন দেওয়ানজিকে সঙ্গে করিয়া রাখাল অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ কলিকাতা যাইবার পরামর্শ

আহারান্তে দেওয়ানজিকে লইয়া রাখাল তাহার নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষখানিতে গিয়া বসিল। রামা খানসামা আলবোলাতে সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল। একখানি আরাম-কেদারায় হেলিয়া বসিয়া দেওয়ানজি ধূমপান করিতে লাগিলেন, রাখাল একটি সোফা অধিকার করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল। পাশে একটি তেপায়া টেবিলের উপর রূপার ডিবায় গোটাকতক পাণ—কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে এক একটা লইয়া রাখাল মুখে দিতেছে।

জমিদারী সংক্রান্ত কথাবার্ত্তাই বেশীর ভাগ হইল। দেওয়ানজি বলিলেন, কৃষ্ণনগরে গিয়া নামখারিজ প্রভৃতির জন্য দরখাস্তের পর, কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করা আবশ্যক।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি পোষাকে যাব?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছি।—গেরুয়া পোষাকে যেন কেমন কেমন মনে হয়।"

রাখাল বলিল, "যখন মঠে ছিলাম, তখন সাহেব-সুবোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হলে, গেরুয়া পোষাকেই যেতাম। তবে, তখন ছিলাম মোহান্ত—মানিয়ে যেত।"

"কি কি পরতে?"

"গেরুয়া ধুতির উপর গেরুয়া মেরজাই, তার উপর গেরুয়া রেশমী আলখাল্লা—মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, পায়ে গেরুয়া রঙের মোজা। জুতাটা কেবল গেরুয়া নয়—বাদামী।"

"সে সব আলখাল্লা-টালখাল্লা এনেছ ?"

"না।"

"তা হলে না হয় কলকাতা থেকে ফরমাস দিয়ে তৈরি করিয়ে নাও। কিছু আসবাবপত্রও ত কেনার দরকার।"

রাখাল বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কলকাতায় একবার যাওয়া দরকার। তবিলে কত টাকা আছে ? একখানা মোটর কারও কিনে আনবার ইচ্ছে আছে।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "মোটর কার ? সে ত অনেক দাম!"

দেওয়ানজির স্বর শুনিয়া রাখাল বুঝিল, ইনি বাধা দিবার চেষ্টায় আছেন। তাই একটু কৌশল করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, বেশী দামের এখন কিনব না ; আর এ সব পাড়াগেঁয়ে রাস্তায় পনেরো বিশ হাজারের মোটর নষ্ট হয়ে যাবে। আপাততঃ সাত আট হাজার টাকায় একখানি কিনে আনব।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "তা, ও টাকা মজুদী তবিল থেকেই হতে পারবে। কবে যাবে বল, আমিও কায কর্ম্মের সেই রকম বন্দোবস্ত করি। হাতে দু' একটি জরুরি কায আছে সেগুলো সেরে ফেলি।"

রাখাল ভাবিল—এ আবার কি কথা ?—উনি আমার সঙ্গে যাইতে চাহেন নাকি ? আরে সর্ব্বনাশ, সে ত হইবে না! কলিকাতায় কত পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে ; কেহ যদি হঠাৎ দেখিয়া, 'কি হে রাখাল' বলিয়া সব মাটি করিয়া দেয় ? তাই সে বলিল—"কবে যাব এখনও স্থির করিনি। হয়ত কালই যেতে পারি।" তাহার মনের আশা, হয়ত অত শীঘ্র হাতের কায সারিয়া, কলিকাতায় যাইতে দেওয়ানজি অক্ষম হইতে পারেন।

দেওয়ানজি বলিলেন, "কাল যদি যাত্রা কর, তা হলে আমার বিশেষ অসুবিধে হবে না ; ফিরে এসে সে কাযগুলোতে হাত দিলেও চলবে। পাঁচ সাত দিনের বেশী বিলম্ব হবে কি ?"

রাখাল একটু চিন্তা করিবার ভাণ করিল। শেষে বলিল—"হ্যাঁ—একটু বিলম্ব হবে বইকি। দশ বারোদিন লেগে যেতে পারে। কৃষ্ণাচতুর্থীর দিন বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সে সব যোগাড়যন্ত্র করতে হবে ত ? আপনি অতদিন ধরে এখানে না থাকলে চলবে কি ?"

দেওয়ানজি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইতে বাবু অনিচ্ছুক। মনে

মনে একটু বিস্মিত হইলেন। রাখাল নিজেকে অতীব সদাচার-পরায়ণ ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাই দেওয়ানজি রাখালের আপত্তিটুকুর কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন।—কিন্তু কি করিবেন উপায় নাই। অদ্য প্রাতেই রাণীমা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—বলিয়াছেন, "একটা বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে—এখন দিনকতক ভবেনকে একলা কোথাও যেতে দেওয়া হবে না। যদি কৃষ্ণনগর কি কলকাতা কি আর কোথাও যেতে চায়—বরাবর তুমি সঙ্গে সঙ্গে থেকো ঠাকুরপো। মনের গতি কখন কি রকম দাঁড়ায় তা ত বলা যায় না। আবার না পালায়!" সুতরাং দেওয়ানজিকেও কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। তিনি বলিলেন, "ভালকথা মনে করে দিয়েছ। কৃষ্ণাচতুর্থীর দিন শ্রাদ্ধ—ওটা আমার মনেই ছিল না। যোগাড়যন্ত্র যা কিছু, সে ত কলকাতা থেকেই অধিকাংশ করে নিয়ে আসতে হবে। ঘি, ময়দা, চিনি, মশলাপাতি—সবই ত কলকাতায়। কাযের দুই একদিন আগে হাজার পাঁচেক বোম্বাই আম, হাজার দশেক লিচু, গোলাপজাম অন্যান্য ফল-ফুলরি এসব কিনে পাঠাবার জন্যে কোনও লোককে ভার দিয়ে আসতে হবে। ভিয়েন করবার জন্যে লুচি ভাজার জন্যে জনকতক বামুন এখন থেকে বন্দোবস্ত না করে এলে সময় মত পাওয়া যাবে না।"

রাখাল বলিল, "লুচি ভাজবার জন্যে বামুন আনতে হবে কলকাতা থেকে? কেন, এখানে লোক পাওয়া যাবে না? ছেলেবেলায় ত দেখেছি, কায কর্ম্ম হলে গ্রামের লোকেই এসে লুচি ভাজত।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "বাবা, সে কথা আর বল কেন? ষোল বছর আগে যা দেখে গেছ, এখন কি আর তাই আছে? তখন প্রত্যেক পাড়াতেই দু'চার জন উৎসাহী পরোপকারী ব্রাহ্মণ ভদ্রসন্তান পাওয়া যেত, কোথাও কাযকর্ম্ম হলে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোমর বেঁধে লেগে যেত। আগে তারা মনে করত, আমি তৈরী করব, আমার হাতে পাঁচজন ভাল ব্রাহ্মণে খাবে—সে ত আমার সৌভাগ্য। এখন ভাবে—কি? আমি কি রসুয়ে বামুন?—এখন এ রকম কাযকে তারা অপমানজনক মনে করে।"

রাখাল ভাবিল, দেওয়ানজি ত কলিকাতায় সঙ্গে না গিয়া ছাড়িবেন না দেখিতেছি!—যাহা হউক, সে পরের কথা পরে দেখা যাইবে। এতক্ষণ বউরাণীর আহারাদি হইয়া গিয়া থাকিবে—ইনি এখন গাত্রোত্থান করিলে সে

বেচারি আসিতে পারে। তাই অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া রাখাল মুখের কাছে হাত আড়াল দিয়া ক্ষুদ্র একটি হাই তুলিল।

দেওয়ানজি ইহা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন—"এখন তা হলে উঠি, তুমি একটু বিশ্রাম কর। এইখানেই বিছানা করে দিতে বলব কি?"

রাখাল বলিল, "আচ্ছা বলুন।"

"রামা—ও রামা।"—বলিতে বলিতে দেওয়ানজি উঠিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ॥ "ভুলো না"

রাখালের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই আনমিতনয়না সলজ্জ-বদনা বউরাণী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানি জরিপাড় শাদা শাড়ী, গায়ে একটি হাফহাতা জ্যাকেট। হাতে চারিগাছি করিয়া আট-গাছি তারা-প্যাটার্ণ সোণার চুড়ী, পায়ে দুগাছি অমৃতী-পাকের জলতরঙ্গ মল—আর কোনও অলঙ্কার নাই।

বউরাণীকে দেখিয়া রাখাল একটু থতমত হইয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

বউরাণী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "কই কোথাও যাইনি ত।"

রাখাল একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা নয়। এতক্ষণ কোথা ছিলে, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"ঠাকুরঘরে ছিলাম।"—বলিয়া বউরাণী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, "বস।"

বউরাণী সলজ্জভাবে উন্মুক্ত দ্বারের পানে চাহিলেন। রাখাল তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া, উঠিয়া গিয়া পর্দ্দাটি টানিয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া, এক-খানি চেয়ারে বসিয়া, সোফাটি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"বস।"

বউরাণী উপবেশন করিয়া, নিজের একখানি হাত অন্য হাতে ধরিয়া অবনত বদনে বলিলেন, "তুমি নাকি কলকাতায় যাবে?"

রাখাল বলিল, "হ্যাঁ তাই ত মনে করছি।"

একটু নীরব থাকিয়া বউরাণা বলিলেন, "এখনি কেন যাবে?"—তাঁহার কণ্ঠস্বর কাতরতাসূচক।

রাখাল অপরাধীর মত বলিল, "কতকগুলো কাযকর্ম্ম রয়েছে কিনা।"

এবার বউরাণী মুখ তুলিলেন। ছলছল নেত্রযুগল রাখালের পানে স্থাপন করিয়া বলিলেন—"মা কাঁদছেন যে!"

রাখাল উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কাঁদছেন? কেন?"

বউরাণী বলিলেন, "তুমি এখনি কেন যাবে? দেওয়ানকাকা ত যাচ্ছেন। তোমার যা যা জিনিষপত্তর দরকার, তাঁকে লিখে দিও, তিনি কিনে আনবেন।"

রাখাল ধীরে ধীরে বলিল, "কতকগুলো—কাপড়-চোপড়—তৈরি করাতে হবে কিনা। নিজে—না গেলে—"

বউরাণী বলিলেন, "কাপড়-চোপড়ের জন্যে তোমার যাবার দরকার কি? দেওয়ানকাকা কলকাতার সবচেয়ে বড় দোকান থেকে, তাদের দর্জ্জিকে খরচ দিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসবেন—অনেক রকম কাপড়ের নমুনা নিয়ে আসবেন—তুমি এইখানে বসেই কাপড় পছন্দ করে দর্জ্জিকে মাপ দিও।"

রাখাল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা—তাই হবে। মা যদি দুঃখিত হন, আমি এখন যাব না।"—বলিয়া রাখাল একটা পাণ লইয়া মুখে দিল। ডিবাটি বউরাণীর দিকে সরাইয়া বলিল—"পাণ খাও।"

বউরাণী ধীরে ধীরে তাঁহার কম্পিত হস্তখানি বাড়াইয়া একটি পাণ লইলেন। সেটি হাতেই ধরিয়া রহিলেন—খাইলেন না।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে? মার খাওয়া হয়েছে?"

"না। আমরা খেতে যাচ্ছিলাম। দেওয়ানকাকার কাছে তোমার কলকাতা যাবার কথা শুনে, মা কাঁদতে লাগলেন।"

রাখাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তোমায় বুঝি তাই মা পাঠিয়ে দিলেন?"

বউরাণী শিরশ্চালনা করিয়া সঙ্কেতে জানাইলেন—হাঁ।

রাখাল বলিল, "না হলে তুমি এখন আসতে না বোধ হয়?"—বলিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

বউরাণী কোনও উত্তর করিলেন না। তাঁহার অধরপ্রান্তে একটুমাত্র সলজ্জ হাসি দেখা দিল।

এমন সময় রামা খানসামা বাহির হইতে বলিল, "বউরাণী, বাবুর বিছানা কোন্ ঘরে হবে?"

"আচ্ছা, আমি আসছি।"—বলিয়া বউরাণী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার ঘরে তোমার বিছানা করে দিতে বলব? না, এইখানে শোবে?"

রাখাল বলিল, "এইখানে শোব।"

এ ঘরে পালঙ্কাদি কিছুই ছিল না।

বউরাণী দ্বারের কাছে গিয়া বলিলেন, "রামচরণ, এই ঘরেই বাবু শোবেন। একখানা নেওয়ারের খাট আনিয়ে, বিছানা করে দাও।"

রামা চলিয়া গেল। বউরাণী ফিরিয়া আসিয়া আবার সোফায় উপবেশন করিলেন। দুই এক কথার পর রাখাল বলিল, "আবার কখন তোমার দেখা পাব ?"

"কেন ?"

কথাটি উচ্চারণ করিবার সময় বউরাণীর ঠোঁট দুখানি যেন ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল। এটুকু রাখালের চক্ষু এড়াইল না। সে বলিল, "তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে, তাই।"

বউরাণী আবার ঠোঁট ফুলাইয়া একটু হাসির সহিত বলিলেন, "ইস্।"

"কেন, বিশ্বাস হল না ?"

বউরাণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—না।

"অবিশ্বাসের কারণটা কি শুনি ?"

বউরাণী কথা কহেন না। রাখাল তখন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। শেষে তিনি বলিলেন—"আমাকে ছেড়ে তুমি ত কলকাতায় চলে যাচ্ছিলে !"

রাখাল বলিল, "দুদিনের জন্যে যাচ্ছিলাম বই ত নয়।"

"তবু ত যাচ্ছিলে !"

রামা বাহির হইতে বলিল, "বউরাণী, খাটবিছানা এনেছি।"

রাখাল বলিল, "যাও, তুমি খেতে বসগে—বেলা অনেক হল। আমি ঘণ্টা-দুই ঘুমিয়ে তারপর উঠব। ততক্ষণ রোদ্দুরটাও পড়ে আসবে। তুমি এসে অন্দরের বাগানে আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে ?"

"বাগানে বেড়াতে যাবে ?"

"তুমি এস, দুজনে যাব।"

বউরাণীর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। বলিলেন—"দুজনে একসঙ্গে ? না, ছি !"

"তবে ? আমি আগে যাব, তুমি পরে আসবে ?"

"না—ছি !"

রাখাল দুঃখিত হইয়া বলিল, "তুমি যাবে না ?—তা হলে আমি গিয়ে কি করব ?"

বউরাণী বলিলেন, "না, তুমি যেও। আমি আগে থাকতেই সেখানে থাকব এখন।"

"নিশ্চয় ?"

"নিশ্চয়।"

"বেশ—ভুলো না।"

"তুমি ভুলো না।"—বলিয়া বউরাণী মৃদুহাস্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঝির সহিত রামা খানসামা প্রবেশ করিয়া বাবুর জন্য শয্যা-রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ সুরবালার গুপ্তকথা

বিকালে রাখালের সহিত বাগানে বউরাণীর সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু সে কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য। রাখাল বউরাণীকে খুঁজিয়া বাহির করিলে পর তিনি লজ্জায় নিতান্তই জড়সড় হইয়া পড়িলেন। পাছে কোনও দিক হইতে কেহ আসিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় তাঁহার নয়ন চঞ্চল ও মন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবস্থা বুঝিয়া রাখাল তাঁহাকে মুক্তি দিল, তিনি গাছের আড়াল দিয়া পলায়ন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাখাল বাগানের শোভা দেখিতে দেখিতে পদচারণা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে অন্তঃপুরের পশ্চাদ্দ্বার হইতে, কনকলতা ও সুরবালা বাহির হইয়া গঙ্গার ঘাট অভিমুখে চলিল। কনক প্রথম প্রথম যখন আসিয়াছিল, তখন সে সুরবালার তত্ত্ব বড় লইত না। সুরবালা তখন নিজের দুঃখভারে বড়ই কাতর ও ম্রিয়মাণ, কনকও বউরাণীর মন যোগাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত। কিন্তু যখন হইতে বউরাণী কনকের প্রতি অপ্রসন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন হইতে অল্পে অল্পে কনকও সুরবালার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। এ কয়দিন ত কনক কিংবা সুরবালা বউরাণীর সঙ্গ অতি অল্পক্ষণই পাইয়াছে—সুতরাং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা একটু বৃদ্ধি হইয়াছে। কনক বড় বুদ্ধিমতী—সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, সুরবালার জীবন কোনও একটি গূঢ় রহস্যের যবনিকায়

আচ্ছন্ন—সে রহস্যটি যে কি, তাহা ভেদ করিতে এ কয়দিন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে কৃতকার্য্য হয় নাই।

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছেন। গঙ্গার শীতল জলরাশিতে অবগাহন করিয়া, যুবতী দুইজন তীরে উঠিল। সোপানের উপর বসিয়া, গাত্রমার্জ্জনাদিতে মনোনিবেশ করিল।

সুরবালা বলিল, "বউরাণী খুব খুসী হয়েছেন, না?"

কনক বলিল, "অমন জিনিষটি পেলে কে না খুসী হয়, তুমি হও না?"

কথাটা শুনিয়া সুরবালার ভাল লাগিল না। তাহার ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কনক গুন্ গুন্ স্বরে গাহিল—

"আজু রজনি হাম ভাগে পোহায়লুঁ,
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ…

আচ্ছা ভাই, বাবুর এ কি রকম আক্কেল? যদি ব্রতই ছিল, এখন ছ'মাস যদি এত নিয়মই রাখতে হবে, তবে তাড়াতাড়ি আসা কেন? না হয় ছ'মাস পরেই আসতেন। অন্যায় নয়?"

সুরবালা বলিল, "কেন, অন্যায় আর কি? বুড়ো মা বাড়ীতে রয়েছেন, ছ' মাসের মধ্যে তিনি যদি মরে যান, তা হলে ত ছেলেটির মুখখানি আর দেখতে পেতেন না।"

"মায়ের কথা ভেবে আমি বলিনি। বউরাণীর কথা ভেবেই বলছিলাম।"

সুরবালা বলিল, "ছ'মাস আগে বাড়ী এলেন, বউরাণীর পক্ষেও ভাল নয়? স্বামীসেবা করতে পাওয়া, স্বামীকে দেখতে পাওয়া, এই কি স্ত্রীলোকের পক্ষে কম সৌভাগ্য?"

কনক বলিল, "নাও নাও, আর ভট্‌চায্যিগিরি ফলাতে হবে না। আচ্ছা ভাই ও যদি ভবেন্দ্র না হয়, অন্য কেউ হয়?"

সুরবালা একথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল—"সর্ব্বনাশ!—অমন কথা বোল না। উনি ভবেন্দ্রবাবু না হলে বাড়ীর লোকে কি এতক্ষণ সন্দেহ করত না?"

কনক বলিল, "এ রকম হয় কিন্তু। কেউ অনেক দিন থেকে নিরুদ্দেশ আছে, হয়ত মরে গিয়েছে, কোনও জুয়াচোর বিষয় সম্পত্তির লোভে সেই লোক

সেজে এসেছে। একবার কমলা থিয়েটারে এই রকম একখানা নাটকে আমি—এই রকম একখানা নাটক আমি দেখেছিলাম।"

"কেউ প্রথমে চিনতে পারেনি ?"

"কেউ না।"

"ঘরে স্ত্রী ছিল ?"

"ছিল বইকি। যুবতী স্ত্রী।"

"যে এসেছিল, তার এ রকম কোনও ব্রত-ট্রত ছিল ?"

"না তা ছিল না।"

সুরবালা হাসিয়া বলিল, "ইনি যদি জুয়াচোর হতেন, তা হলে এঁরও কোন ব্রত থাকত না।"

কনক বলিল, "ইনি জুয়াচোর নন সে প্রমাণ এতে মোটেই হচ্চে না। বরং যদি ইনি জুয়াচোর হন তবে এই প্রমাণ হচ্চে, নাটকের সেই জুয়াচোর অপেক্ষা বাস্তব জীবনের এ জুয়াচোরটি বেশী বুদ্ধিমান।"

সুরবালা বলিল, "ছি! ও কথা মনেও আনতে নেই। বউরাণী আমাদের সতীলক্ষ্মী। ভগবান কি এমন নিষ্ঠুর হতে পারেন ?"

গাত্র মার্জ্জনা সমাপনান্তে শুষ্কবস্ত্রাদি পরিধান করিয়া উভয়ে সোপান আরোহণ করিল। মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, বাগান অতিক্রম করিয়া দুইজনে অন্তঃপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কনকলতা পশ্চাতে সুরবালা, অগ্রগামিনী।

কিয়দ্দূরে আসিয়া, উদ্যানপথের একটা বৃক্ষবহুল অংশের বাহির হইবামাত্র সুরবালা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কনক অগ্রসর হইয়া দেখিল, অল্পদূরে রাখাল দাঁড়াইয়া। সে ইহাদিগকে দেখিবামাত্র, ফিরিয়া, বিপরীত দিকে পদচালনা করিল।

কনক দেখিল, সুরবালার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহার হাত পা কাঁপিতেছে। কনকের পানে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করিল—"উনি কে ?"

সুরবালার ভাবভঙ্গি দেখিয়া কনক কিছু বিস্ময় বোধ করিল; বলিল—"কে আবার ? বাবু।"

সুরবালা বলিল, "বাবু ?—কোন্ বাবু ?"

"ভবেন্দ্রবাবু!—কিংবা যিনি ভবেন্দ্রবাবু সেজে এসেছেন, তিনি।"—বলিয়া কনক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুরবালার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সুরবালা বলিল, "যিনি ভবেন্দ্রবাবু সেজেছেন ? সেজেছেন নাকি ?"

কনকলতার মনের সন্দেহটি প্রায় নিশ্চয়তার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। উত্তর করিল—"সেজেছেন কি না আমি জানি ? তুমি জান আর উনি জানেন।"

সুরবালা স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কনকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—"বুঝতে পারলাম না। তুমি কি বলছ!"

কনক হাসিয়া বলিল, "না এমন কিছু বলিনি—বলছি যে আজ মাসের ক'দিন হল ?—চল চল, এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উভয়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। কনকলতা একাকিনী বসিয়া আকাশ পাতাল অনেক চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু অদ্যকার এই ঘটনাটির একটা নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না। ইহারা দুইজনে ষড়যন্ত্র করিয়া আসে নাই, তাহা কনকের ধারণা হইল। অথচ ইহারা পরস্পরের যে পরিচিত, সে বিষয়েও কোন সংশয় রহিল না। তবে লোকটা জুয়াচোর—অথবা বাস্তবিক ভবেন্দ্র, মোহান্ত অবস্থায় সুরবালার সহিত পরিচিত ছিল, তাহা কনক কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

রাত্রি নয়টার সময় রাখাল খাইতে বসিয়াছে। বড় গ্রীষ্ম বলিয়া খোলা ছাদে আহারের স্থান হইয়াছে। সম্মুখে একটা বড় ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কিয়দ্দূরে একটি অন্ধকার কক্ষে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সুরবালা একদৃষ্টে রাখালের পানে চাহিয়া ছিল। এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কনক আসিয়া তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিল।

সুরবালা বলিল, "কনক দিদি!"

কনক বলিল, "দিদি! দিদি!—আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় নাকি যে আমায় দিদি বলছ?"

সুরবালা অধীর হইয়া, নড়িয়া চড়িয়া বলিল, "চোখ ছাড় চোখ ছাড়।"

"চোখ ছাড়ব না। ভদ্দরলোকের ছেলে খেতে বসেছে, অমন করে দৃষ্টি দিচ্ছ কেন? আহা, বেচারির বদহজম হবে।"

সুরবালা বিরক্ত হইয়া বলিল, "চোখ ছাড় না। কি করছ—আঃ—"

কনক চোখ ছাড়িয়া বলিল, "দেখ—দেখ—প্রাণ ভরে দেখ। যার সঙ্গে যার ভাব, মুখ দেখলেও লাভ! কোথায় আলাপ হয়েছিল?"

সুরবালা বলিল, "আলাপ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—আলাপ—পরিচয়—বন্ধুত্ব—কোথায় হয়েছিল ?"

"কে বললে ?"

"কে বললে ? উনি নিজেই বলেছেন।"

"কার কাছে ?"

"বউরাণীর কাছে।"

সুরবালা সবিস্ময়ে বলিল, "কি বলেছেন বউরাণীকে ?"

"বলেছেন—আমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে এক সময় চিনতাম।"

দৃঢ়স্বরে সুরবালা বলিল, "বউরাণীকে ও কথা বলেছেন ? কক্‌খনো নয়।"

কনক বলিল, "তবে—আসল কথা খুলেই বল না ভাই !"

সুরবালা কিছু না বলিয়া, ক্ষিপ্রচরণে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। নিজের শয্যাকক্ষে গিয়া, বিছানায় পড়িয়া, বালিসে মুখ গুজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে জলযোগের পর, অনেক রাত্রি অবধি কনকলতার বদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়া আলোক বাহির হইয়াছিল। বিছানায় বসিয়া সোণার হরিণকে সে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া, রাত্রি প্রায় একটার সময় বাতি নিভাইল।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ চতুরে চতুরে

কলিকাতার উত্তরাংশে কোনও দ্বিতল গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া খগেন্দ্রনাথ ওরফে সোণার হরিণ, অতি নিবিষ্টচিত্তে একখানি পত্র পাঠ করিতেছিল। তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর ডাকের আর একখানি খোলা খাম পড়িয়া আছে। প্রথম পত্রখানি পড়িয়া, দ্বিতীয়খানি খগেন্দ্র তুলিয়া লইল। এখানি, প্রথমখানির মত বহুপৃষ্ঠাব্যাপী নহে—ক্ষুদ্র, নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে শেষ হইয়াছিল—

বাগুলিপাড়া
৫ই জ্যৈষ্ঠ

প্রিয় খগেনবাবু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমি যেরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম, আপনিও সেরূপ করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আমাকে যে সকল সংবাদ আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কিছুই আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কল্য দেওয়ানজি কলিকাতা যাত্রা করিবেন, সেখানে ৫।৭ দিন থাকিবেন। তাঁহার ঠিকানা ৬৫নং মানিকতলা ষ্ট্রীট। যদি পারেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার যাহা জ্ঞাতব্য জানিয়া লইবেন। আপনি লিখিয়াছেন আরও কিছুদিন আমার এখানে থাকা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল বউরাণী আমার প্রতি তেমন আর প্রসন্ন নহেন। তাঁহার "সহচর" যুটিয়াছে, সহচরী এখন নিষ্প্রয়োজন। আপনি দেওয়ানজিকে বলিয়া দেখিবেন। আজ তবে আসি।

আপনার অনুগত
কনক

পত্রখানি পাঠ করিয়া খগেন্দ্র দেওয়ালের ঘড়ির পানে চাহিল—দেখিল বেলা তিনটা বাজিয়াছে। ভাবিল—যাই, এখন গেলে নিশ্চয়ই দেখা পাইব। বিলম্বে হয়ত তিনি বাহির হইয়া যাইবেন।

খগেন্দ্র তখন উঠিয়া, আলমারি খুলিয়া কয়েকটা জামা বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল, একটার বুকের কাছটায় একটু ছেঁড়া

আছে। কয়েকখানি ধুতি বাহির করিল—যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন দিস্তা-পড়া, সেইখানি রাখিয়া আলমারি বন্ধ করিয়া দিল।

সেই ধুতিখানি পরিয়া, ছেঁড়া জামাটি গায়ে দিয়া, একখানি আধময়লা রেশমী চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া খগেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিল। বাহির হইবার পূর্ব্বে হস্তের ছাতাটির প্রতি চাহিয়া দেখে, সেটি উত্তম কাপড়ের ছাউনি-যুক্ত—বাঁটে রূপা লাগানো আছে। ভৃত্য ক্ষুদিরামকে সেইখানে দেখিয়া বলিল—"তোর ছাতা আছে?"

"আজ্ঞে হুজুর।"

"নিয়ে আয়।"

ক্ষুদিরাম ছুটিয়া গিয়া নিজের ছাতাটি আনিয়া দিল। খগেন দেখিল সেটি পুরাতন এবং অল্পমূল্যের বটে—পছন্দ হইল। নিজের ছাতাটি ক্ষুদিরামের হাতে দিয়া বলিল—"উপরে রেখে আয়, তোরটা আমি নিয়ে চললাম।"

ক্ষুদিরাম প্রভুর মুখপানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সহসা দেখিল, বাবুর গায়ের জামাটিও ছেঁড়া। তাই সে আরও বিস্মিত হইল। ব্যাপারটা কি, অনুমান করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় খগেন বলিল—"যা না—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"—বলিয়া খগেন বাহির হইয়া গেল।

ক্ষুদিরাম উপরে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল। সে এতদিন এখানে চাকরি করিতেছে—এরূপ বেশে ত বাবুকে কখনও বাহিরে যাইতে দেখে নাই! ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল তাহাদের গ্রামের শিবদাস মোদকও একবার এইরূপ করিয়াছিল। শিবদাসের দোকানের বিলক্ষণ চল্‌তি—তাহার কাঁচাগোল্লার বড়ই সুখ্যাতি—আশেপাশের পাঁচখানা গ্রামের লোক তাহার দোকানের বাঁধা খরিদ্দার। টাকার মত সাল্‌সা আর নাই—সেই সাল্‌সার প্রভাবে শিবদাসের চেহারাখানিও দিব্য মোটাসোটা গোলগাল তৈলচিক্কণ। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাহার উপর ইন্‌কাম ট্যাক্সের এক নোটিস আসিয়া উপস্থিত। শিবদাস বড় চতুর লোক। বিলক্ষণ বুঝিল, এ চেহারা দেখিলে হাকিম শুনিবে না, তাই সে গোটা দুইদিন অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থায় কাটাইয়া, ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিয়া সদরে যাত্রা করে। ইনকাম ট্যাক্স হাকিমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এরূপ কাতর ক্রন্দন করিতে থাকে যে, তিনি তাহার ট্যাক্স একেবারে মাফ করিয়া দেন।—এই ঘটনা স্মরণ

হওয়াতে ক্ষুদিরাম অকূলে কূল পাইল। বিজ্ঞভাবে ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল—"বুঝেছি। বাবু ইনকাম টেকসো হাকিমের কাছে দরবার করতে যাচ্ছেন।"

এদিকে খগেন্দ্র বড় রাস্তায় পৌঁছিয়া দেখিল, ধর্ম্মতলার দিকে একখানি ট্রামগাড়ী যাইতেছে। পকেটে পয়সা ছিল, তথাপি ট্রামে উঠিল না। সেই রৌদ্রে, ছাতাটি মাথায় দিয়া পদব্রজে চলিল।

যথাসময়ে খগেন্দ্র ৬৫নং মাণিকতলায় পৌঁছিল। একজন উড়িয়া খানসামাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ওহে, এ বাড়ী কার?"

খানসামা বলিল, "সুবোধবাবুর।"

"দেখ, রঘুনাথ মজুমদার মহাশয় এখানে থাকেন কি?"

"রঘুনাথ মজুমদার? কে তিনি?"

"বাগুলিপাড়ায় থাকেন।"

তখন খানসামা বলিল, "ওঃ—বাগুলিপাড়ার দাওয়ানজি?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ।"

"এসেছেন বটে।"

"তাঁকে একবার খবর দিতে পার?"

"কেন?"

"কায আছে।"

"আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

"এই কলকাতা থেকেই।"

"কি বলব?"

"বোলো যে খগেনবাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।"

"যদি জিজ্ঞাসা করেন খগেনবাবু কে?"

"বোলো খগেনবাবু উকিল।"

এই উকিল কথাটি শুনিয়া খানসামার মনে একটু সম্ভ্রম উপস্থিত হইল। বলিল—"আপনি উকিল!"

খগেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ—কিন্তু আমি না হয়ে তুমি উকিল হলেই ভাল হত। যে রকম জেরাটা করছ!"

খানসামা এ রসিকতাটুকু বুঝিতে পারিল না। বলিল—"আচ্ছা, আপনি বৈঠকখানায় বসুন—আমি দাওয়ানজিকে খবর দিচ্ছি।"

খগেন বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া টেবিলের নিকট একটি চেয়ারে বসিল। ভিত্তিগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্রে সজ্জিত—মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র আছে। মেঝেটি শতরঞ্চ মোড়া। টেবিলের অন্যদিকে জাজিমে মোড়া একখানি তক্তপোষ রহিয়াছে, স্থানে স্থানে কয়েকটি তাকিয়া বালিস। টেবিলের উপর কয়েকখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্র পড়িয়া ছিল—তাহারই একখানি তুলিয়া খগেন্দ্র পাঠ করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে খানসামা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু, দাওয়ানজি ঘুমুচ্ছেন।"

"কখন উঠবেন?"

"আর বেশী দেরী নেই। আপনি বসবেন কি?"

"হ্যাঁ আমি রইলাম। তিনি জাগলেই তাঁকে বোলো।"

"তামাক দেব?"

"না। বড় গ্রীষ্ম, পাখাটা খুলে দাও।"

বৈদ্যুতিক পাখার চাবি খুলিয়া দিয়া খানসামা প্রস্থান করিল।

খগেন্দ্র তখন মাসিকপত্রখানি ফেলিয়া, টেবিলে হেলান দিয়া, হাতের উপর মাথা রাখিয়া চিন্তামগ্ন হইল। ভাবিতে লাগিল, যা মনে করেছিলাম তা ত হল না। বউরাণীকে বিধবা বিয়ে করাটা ত ফস্কেই গেল। কোথাকার কে তার ঠিক নেই—উড়ে এসে জুড়ে বসল! কনক ত লিখেছে, তার দৃঢ় বিশ্বাস সে লোকটা ভবেন্দ্র নয়। আর, ঐ সুরবালাটাই বা কে?—গঙ্গায় ভেসে এসে উপস্থিত! অথচ দুইজনে ষড়যন্ত্র করে আসেনি, তাও কনকের বিশ্বাস। আমার বোধ হয় ওটি কনকের ভুল। নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র করে এসেছে। বিধবা বিয়ে ত অদৃষ্টে নেই দেখছি—তবু, ঐ ভবেন্দ্রটা যে কে, যদি ধরতে পারি—তা হলেও কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। আপাততঃ লাখখানেক টাকার আমার ত বিশেষ দরকার। এ রহস্যটি যদি ভেদ করতে পারি, তবে ভবেন্দ্রকে গিয়ে বলি—'বাপু হে—আমি সবই জেনেছি—সাক্ষী-সাবুদও সব মজুত। এখন বার কর দিকিন একটি লাখ টাকা। এখন নগদ এক লক্ষ সেলামী—আর মাসিক হাজার টাকা পেন্সন হলেই আমার হবে। স্বীকার হও, উত্তম—না হও, বল

থানায় যাই।' তা মাসে হাজার টাকা হলে আমার এক রকম করে চলে যাবে। বউরাণীকে বিয়ে করতে পারতাম—ষোল আনার মালিক হতাম। তা যখন হল না—এই হলেই বাঁচি। ঘরপোড়া বাঁশ যা লাভ!

চিন্তাস্রোতে এইরূপ গা ভাসাইয়া খগেন্দ্র কত কি অভিসন্ধি করিতে লাগিল। ক্রমে ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল। বাহিরে বরফওয়ালা তাহার সাধা গলায় হাঁকিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকথিত খানসামা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল, "দাওয়ানজি উঠেছেন। খবর দিয়েছি।"

প্রায় দশ মিনিট পরে, দেওয়ানজি তাঁহার বিপুল দেহখানি লইয়া চটিজুতা পায়ে খালি গায়ে হেলিতে দুলিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

খগেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পারেন?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "খগেন্দ্রবাবু? প্রণাম। বোসো বোসো। তারপর, খবর ভাল ত?"

খগেন্দ্র বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কি আজই আসা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, আজ বেলা ৯টার সময় এসে পৌঁছেছি। তা, তুমি আমার সন্ধান পেলে কি করে? কনকলতা লিখেছিলেন বুঝি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার শরীর বেশ ভাল আছে?"

"আর বাবা, ষাট বৎসর বয়স হল, এখন শরীর ভাল আর মন্দ! তোমার খবর কি বল। পশ্চিমে কোথাও যাবার ঠিক করলে?"

"কই আর করলাম?"

"দেরী করছ কেন?"

খগেন্দ্র মুখখানি বিমর্ষ করিয়া বলিল, "অর্থাভাব। পশ্চিমে গিয়ে ওকালতী ব্যবসা ফেঁদে বসতে হলে কিছু টাকা চাই ত। আইনের বই-ই অন্ততঃ দু'তিনশো টাকার লাগবে। তা ছাড়া, কাপড়-চোপড়, টেবিল চেয়ার আলমারি—এ সবই ত চাই। তার পর কোথাও গিয়ে বসবামাত্রই কিছু মক্কেলের ভীড় লেগে যাবে না। অন্ততঃ পাঁচ ছ'মাসের বাসাখরচটা ত হাতে করে নিয়ে যেতে হবে।"

দেওয়ানজি মনে মনে বলিলেন, 'তোমার যে রকম আইনজ্ঞান, পাঁচ ছ'মাসের কেন, পাঁচ ছ'বছরের বাসাখরচটা হাতে করে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল হয়!' প্রকাশ্যে বলিলেন—"একটি মাষ্টারি করতে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ৪০৲ মাইনের একটি মাষ্টারি করতাম এখন বেড়ে ৫০৲ টাকা হয়েছে। মেসের বাসায় থাকি, কায়ক্লেশে যতদূর কম খরচে পারি, চালাচ্ছি। টাকাটা হাতে হলেই বেরিয়ে পড়ব।"

"কোথা যাবে কিছু স্থির করেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা একরকম স্থিরই আছে। গয়া যাব।"

"গয়া? ওহে কেষ্টদাস, কোথা গেলে, এক ছিলিম তামাক সাজ ত বাপু। গয়া যাবে? বেশ জায়গা—তীর্থস্থান। ওদিকে মামলা মোকদ্দমা খুব হয়?"

খগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "তা মন্দ নয়। তবে সেখানে একটা ভারি সুবিধে আছে।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "তামাক সেখানকার উৎকৃষ্ট।"

খগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, তামাকের কথা বলিনি। একটা খুব সুবিধে সেখানে এই যে, প্র্যাক্‌টিস যদি জমে গেল, তা হলে ত কথাই নেই; আর তা যদি না জমল, কমিশন করেও খেতে পারব। সেখানে খুব বাঁটোয়ারা মোকৰ্দ্দমা হয়—উকিলেরা বড় বড় কমিশন পায়। শুনেছি সেখানে জুনিয়ার উকিলেরাও নাকি অনেকে কমিশন করে মাসে দু'তিনশো টাকা রোজগার করে। এমন সুযোগটি আর কোনও জেলায় নেই।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "তবে সেই ভাল। গয়াতেই যেও।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই আপনার কাছে এসেছিলাম একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে।"

এই সময় কৃষ্ণদাস ভৃত্য, গড়গড়া হাতে করিয়া কলিকায় ফুৎকার দিতে দিতে প্রবেশ করিল।

নল মুখে দিয়া, দুই চারি টান টানিয়া দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলে?"

"আজ্ঞে জিজ্ঞাসা করছিলাম, এখন বাবু বাড়ী এসেছেন, কনককে আর বউরাণীর দরকার হবে কি?"

দেওয়ানজি গড়গড়ায় আরও দুই চারি টান টানিয়া বলিলেন, "তা আমি কি করে বলব বাপু, সে বউরাণী জানেন।" বউরাণী যে কনকলতার উপর ইদানীং অসন্তুষ্ট তাহা দেওয়ানজি শুনিয়াছিলেন।

মুখখানি ম্লান করিয়া খগেন্দ্র বলিল, "আপনারা বড়লোক, আমার বোনটি

আপনাদের আশ্রয়ে ছিল, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কনক যতদিন সেখানে আছে, ততদিন মেসে থেকে কষ্টে স্বষ্টে কিছু টাকা জমাতে পারি। সে যদি সেখান থেকে চলে আসে, আমায় মেস ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ভাড়া করতে হবে; পঞ্চাশটি টাকায় সংসার খরচই কুলোবে না, বরং যা দু'পয়সা জমিয়েছিলাম তাও যাবে। তা হলে আমার ওকালতী করা, অবস্থার উন্নতি করা এ সবই আকাশকুসুম হয়ে যাবে। মাষ্টারি করে আধপেটা খেয়েই জীবন কাটাতে হবে।"—বলিয়া খগেন্দ্র মাথাটি নীচু করিয়া একটি বড় রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া দেওয়ানজির মনে দুঃখ হইল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন—"আচ্ছা তুমি সে জন্যে ভেব না। আমি গিয়ে বউরাণীকে জিজ্ঞাসা করব এখন। যদিও বা তিনি বলেন যে কনকলতাকে আর আবশ্যক নেই, আমি তাঁকে অনুরোধ করব, যাতে তোমার ভগিনী এখন দু' এক বছর থাকতে পারেন সে বন্দোবস্ত করে দেব। তার পর তুমি গয়ায় গিয়ে প্র্যাকটিস জমিয়ে, তোমার বোনকে নিয়ে যেও।"

খগেনের মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল একটা কায হাঁসিল হইয়াছে, এখন তথাকথিত ভবেন্দ্র সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক। তাই, দুই চারিটি অন্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু বরাবরই কি কাশীতে ছিলেন?" কাশী হইতেই যে প্রথম সংবাদ আসে, ইহা খগেন্দ্র কনকলতার পত্রে জানিয়াছিল।

দেওয়ানজি বলিলেন, "না কাশীতে বেশী দিন ছিলেন না। বাড়ী আসবার আগে দিনকতক কাশীতে ছিলেন মাত্র।"

খগেন্দ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "কাশী—আহা কাশী বড় সুন্দর স্থান। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, মাস ছয় আমরা কাশীতে ছিলাম কিনা। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই আমাদের বাসা ছিল। সন্ধ্যার পর দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে বসলে আর উঠে আসতে ইচ্ছে করত না। তা, বাবু কাশীতে কোন্‌খানে ছিলেন?"

"দশাশ্বমেধের কাছাকাছি। এক যাত্রীবাড়ীতে।"

"যাত্রীবাড়ীতে? দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে আমাদের একজন চেনা লোক আছেন যাত্রীওয়ালা—তাঁর নাম রামদাস। বড় ভাল লোক। বাবু কোন্ বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে ছিলেন?"

এই প্রশ্নটি শুনিয়া দেওয়ানজির গড়গড়ার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি

একটু সন্দিগ্ধ ভাবে খগেন্দ্রের মুখের পানে চাহিলেন। শেষে বলিলেন—"সে কথা ত বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করিনি। কেন? কোনও প্রয়োজন আছে?"—তখনও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি খগেন্দ্রের উপর স্থাপিত।

খগেন্দ্র বুঝিল। তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পাড়িল। প্রায় দশ মিনিট পরে বলিল—"তা হলে এখন উঠি। আপনি এখন আছেন ত?"

"হ্যাঁ, দিন চার পাঁচ আছি। কতকগুলো কাযকর্ম্ম আছে সেগুলো সেরে তবে বাড়ী যাব।"

"আচ্ছা—আবার এসে দেখা করব এখন। আপনি বোধ হয় এ ক'দিন ব্যস্ত থাকবেন। যদি এসে দেখা না পাই—ফিরে যাই—বলা রইল গরীবের কথা ভুলবেন না।"—বলিয়া খগেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উঠলে?—আচ্ছা, এস, প্রণাম।"

খগেন্দ্র তখন বিদায় লইল। দেওয়ানজি আর এক ছিলিম তামাকের হুকুম করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ "বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর"

বাড়ী গিয়া খগেন ভাবিতে লাগিল, এ দেওয়ানজি লোকটি সহজ নয়—ইহাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করা একেবারে অসম্ভব। জমিদারীর কার্য্য করিয়া যে ব্যক্তি চুল পাকাইয়াছে—কত লোককে ঠকাইয়াছে—কত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছে—তাহার চক্ষে ধূলি দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং অন্য উপায় দেখিতে হইবে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর খগেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইত, নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিত। আজ আর সে বাহির হইল না। আপনার বসিবার কক্ষে, একখানি ঈজিচেয়ারে পড়িয়া চক্ষু মুদিত করিয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল।

তাহার যে মহা বিপদ উপস্থিত। কলিকাতা সহরে এমন ধনী মহাজন অল্পই আছে যাহার কাছে খগেন্দ্র ঋণগ্রস্ত নহে। কেহ কেহ নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইয়াছে, কাহারও কাহারও নালিশ এখন বিচারাধীন, অনেকে নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইতেছে। যাহারা ডিক্রী পাইয়াছে তাহারা কোন্‌দিন আসবাবপত্র ও বাড়ীখানি ক্রোক করিতে আসে ঠিকানা নাই। দুই একমাসের

মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহার উপায় নাই।—খগেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কেবল এই সকল কথাই চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্ষুদিরাম চা আনিয়া দেখিল, বাবুর এই অবস্থা! মনে মনে বলিল—"সুবিধে হয়নি!—সুবিধে হয়নি!"

রাত্রে খগেন্দ্র নাম-মাত্র আহারে বসিল। বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইল না—কেবল এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল।

রাত্রি যখন বারোটা তখন সে মহা উৎসাহের সহিত উঠিয়া বসিল। আপন মনে বলিতে লাগিল—"হয়েচে—এইবার নির্ঘাত।" বাতি জ্বালিয়া, কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিল।

বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর

অচিন্তিতপূর্ব্ব, অভাবনীয়, স্বপ্নাতীত

নূতন কাণ্ড

ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জীবনচরিত

ও কিম্বদন্তীর অপূর্ব্ব সমন্বয়!

বঙ্গীয় জমিদার-চরিতমালা

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বঙ্গভূমিতে, কমলার বরপুত্র ভূম্যধিকারিগণই প্রকৃত ভূষণস্বরূপ। ইঁহাদের বংশাবলীর ইতিহাস, বঙ্গদেশের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান অংশ। আজ আমরা সেই ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই মহাগ্রন্থে, বঙ্গের বহুসংখ্যক জমিদার-বংশের আমূল ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে, উক্ত মৃত মহানুভবগণের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির, জলাশয়, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি এবং অন্যান্য পূর্ত্ত কার্য্যেরও সচিত্র বিবরণ প্রদত্ত হইবে। আমাদের প্রতিনিধিগণ বঙ্গের গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। প্রধান প্রধান জমিদার বংশের বর্ত্তমান বংশধরগণের সচিত্র জীবনচরিতও পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। দেড় সহস্র পৃষ্ঠার অধিক, প্রায় তিনশত হাফটোন ছবি সহ বিপুল ও মহা প্রয়োজনীয় গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ বহু ব্যয়সাধ্য! আমরা অকাতরে যেরূপ পরিশ্রম ও রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতেছি—তাহাতে পুস্তকের মূল্য ১০৲ ধার্য্য করিলেও অধিক হইত না। কিন্তু বহি বিক্রয় করিয়া আমরা লাভের প্রত্যাশী নহি,

দেশের উপকারই আমাদের উদ্দেশ্য। মুদ্রণাদির ব্যয় স্বরূপ ৪৲ মাত্র লইয়া এই মহাগ্রন্থ আমরা জনসমাজে বিতরণ করিব। ভাদ্র সংক্রান্তির মধ্যে পত্র লিখিয়া যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের পক্ষেই এই নিয়ম, তাহার পর মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ১লা আশ্বিন পুস্তক প্রচারিত হইবে। যাঁহারা হাতে লইবেন, তাঁহারাই ৪৲ টাকায় পাইবেন। ডাকমাশুল ও ভি-পি খরচ স্বতন্ত্র।

ক্যালকাটা পাবলিশিং কোং
৪৫, হরিমোহন পালের লেন,
কলিকাতা।

এই মুসাবিদাটি প্রস্তুত করিবার পর খগেন্দ্রের তপ্ত মস্তিষ্ক কতকটা শীতল হইল। তখন সে বাতি নিভাইয়া ঘুমাইল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, চা পান শেষ করিয়াই খগেন্দ্র বাহির হইয়া পড়িল। মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের একটি ছাপাখানায় গিয়া, প্রিণ্টারকে ডাকিয়া বলিল, "মশায়, আমায় এইটি শীগ্‌গির ছেপে দিতে পারেন?"—বলিয়া পূর্ব্বোক্ত হ্যাণ্ডবিলখানি প্রিণ্টারের হাতে দিল।

প্রিণ্টার সেটি দেখিয়া বলিল, "কবে চাই?"

"আজই দশটার মধ্যে।"

প্রিণ্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দশটার মধ্যে হয়ে উঠবে না। সন্ধ্যার সময় দিতে পারি। কত হাজার ছাপতে হবে?"

"একশো।"

"মোটে একশো?"

"হ্যাঁ।"

প্রিণ্টার লোকটি কিছুক্ষণ ভাবিল, মাঝে মাঝে খগেন্দ্রের মুখের পানে চাহিতে লাগিল। ক্রমে বলিল—"বুঝেছি। এখন একশো ছেপে বিলি করে দেখবেন—যদি তেমন ফল হয়, তবে বেশী ছাপবেন, নয়?"

খগেন হাসিয়া বলিল, "ঠিক ধরেছেন।"

নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া, প্রিণ্টারের মনে একটা আত্ম-গৌরব উপস্থিত হইল। বলিল—"আচ্ছা আর একটা কথা বলব?"

"কি?"

"এই যে লিখেছেন পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—একটা ব্যবসা-

দারী মাত্র। ছাপা মোটেই আরম্ভ হয়নি। যদি তেমন অর্ডার আসতে থাকে তবেই ছাপতে আরম্ভ করবেন, নইলে এই পর্য্যন্ত।"

খগেন্দ্র মনে মনে হাসিল। বলিল—"উঃ—আপনার কি বুদ্ধি! ঠিক অবিকলটি ধরেছেন।"

প্রিণ্টার অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিল। বলিল—"আজ্ঞে, এই কায করতে করতে চুল পাকালাম। আচ্ছা, এগারোটার সময় আপনি আসবেন। এরি মধ্যে ছুটো প্রুফ আমরা দেখে রাখব। আপনি শেষ প্রুফ দেখে দিয়ে বসে থাকবেন—আপনার সামনেই ঝড়াঝড় করে বারোটার মধ্যে ছেপে দেব। কাগজের জন্যে একটা টাকা দিয়ে যান।"

খগেন্দ্র একটা টাকা দিয়া সেখান হইতে বাহির হইল। চিৎপুর রোডে তাহার পরিচিত একজন ফোটোগ্রাফার ছিল। তাহার নাম ভুবন। খগেন্দ্র সেই ফোটোগ্রাফারের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

খগেন্দ্র প্রবেশ করিবামাত্র ভুবন বলিল, "আসুন—আসুন—অনেক দিন পরে যে!"

খগেন্দ্র একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। মফস্বলে যেতে পারবে?"

"কবে?"

"আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে। রীতিমত দক্ষিণা পাবে।"

"পারব। কি করতে হবে?"

"একজন জমিদারের ফটো তুলে আনতে হবে—আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর জীবনচরিতও লিখে আনতে হবে।"

ভুবন বলিল, "ব্যাপার কি?"

খগেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেশ সুদ্ধ হৈ হৈ পড়ে গেছে—আজ তুমি বললে ব্যাপার কি? আমি যে বই ছাপাচ্ছি—জান না?"

"না—কি বই ছাপাচ্ছেন?"

"বঙ্গীয় জমিদার-চরিতমালা। যত সব বড় বড় জমিদারের তাতে জীবন-চরিত থাকবে—আর ছবি থাকবে।"

"বিক্রী হবে?"

"এরই মধ্যে পাঁচ সাতশো অর্ডার এসে গেছে। অনেক জমিদার উপযাচক

হয়ে নিজের নিজের ছবি আর জীবন-চরিত লিখে পাঠাচ্ছে। কোন জমিদার দশ, কেউ বিশ, কেউ পঞ্চাশ কপি বইয়ের অর্ডার দিয়েছে।"

ভুবন হাসিয়া বলিল, "বন্ধুবান্ধবদের বিলোবে। ফন্দি করেচেন ভাল। আপনার খুব মাথা কিন্তু! তা, আমায় কোথা যেতে হবে?"

"বাগুলিপাড়া।"

"সে কোথা?"

খগেন তখন ভুবনকে বাগুলিপাড়া যাওয়া সম্বন্ধে সমস্ত উপদেশ দিল। জমিদারের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বলিল, "তুমি কাল গিয়ে পৌঁছবে। যত শীঘ্র পার কায সেরে চলে আসবে, দু'চার দিনের বেশী দেরী না হয়।"

"কেন বলুন দেখি?"

"সেই জমিদারের এক বুড়ো দেওয়ান আছে—ভারি ধড়িবাজ। সে থাকলে সব পণ্ড করে দেবে। সে না থাকলে যদি পঁচিশখানা বইয়ের অর্ডার আনতে পারতে, সে গিয়ে পৌঁছলে, একখানার বেশী অর্ডার পাবে না।"

"বুঝেছি। তা, কি কি জিজ্ঞাসা করে লিখে আনব বলে দিন।"

খগেন্দ্র বলিল, "হ্যাণ্ডবিল ছাপা হচ্ছে—একটার সময় তোমায় এনে দেব এখন। প্রথমে হ্যাণ্ডবিল খানকতক বাবুকে পাঠিয়ে দেবে। তারপর তাঁর ছবি তুলে নেবে—খান চার পাঁচ—নানা রকম পশ্চারে। আর জীবনচরিত সম্বন্ধে এই এই কথাগুলি বিশেষ করে জেনে এস।"—বলিয়া খগেন তাহাকে উপযুক্ত উপদেশ দিতে লাগিল।

উঠিবার সময় বলিল—"আর একটা কথা। খবর্দ্দার যেন ঘুণাক্ষরে আমার নামটি কোরো না। যদি জিজ্ঞাসা করে কারা এ সব করছে—যা মনে আসে একটা বলে দিও, বুঝলে?"

"বুঝেছি।"

"যদি আমার কাযটি করে আসতে পার, তা হলে ফী যা তা'ত পাবেই তার উপর ভাল করে তোমায় খুসী করব। আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে তোমার যাওয়া নিশ্চয় ত?"

"নিশ্চয়।"

"এই নাও খরচের টাকা। আর ফীর বাবদ কিছু।"—বলিয়া খগেন ভুবনের হাতে কয়েকখানি নোট দিল।

চতুর্থ দিবসে ভুবন ফিরিয়া আসিয়া ষ্টেশন হইতে একেবারে খগেন্দ্রের বাড়ীতে গিয়া নামিল। বলিল—"মশাই এমন জায়গাতেও পাঠিয়েছিলেন!"

"কেন, কি হল?"

"কিছুই হল না। প্রথমে দু'দিন ত বাবুর দেখাই পেলাম না। যখনই খোঁজ নিই, তখনই শুনি বাবু অন্দরমহলে। কাল সকালে বাবুর সঙ্গে দেখা হল। আমাকে ত যাচ্ছেতাই বললেন। আগেই হ্যাণ্ডবিলগুলো তাঁকে পাঠিয়েছিলাম কিনা।"

"কি বললেন?"

"বললেন, ও সব তোমাদের জুয়াচুরি। দেশে এত বড় বড় রাজা জমিদার থাকতে আমার কাছে এসেছ কেন?—ছবি ছাপাতে হয়, জীবনচরিত লিখতে হয় বড় বড় রাজা মহারাজের কাছে যাও। বর্দ্ধমান রয়েছেন, কুচবেহার রয়েছেন, নাটোর রয়েছেন, কাশিমবাজার, দীঘাপতিয়া—সেখানে না গিয়ে আমার কাছে এসেছ কেন? আমি ছবিও তুলতে দেব না, জীবনচরিতও বলব না।"

অতঃপর ভবেন্দ্র যে জুয়াচোর, সে সম্বন্ধে খগেন্দ্রের আর কোনও সন্দেহই রহিল না।

সেইদিন বৈকালে দেওয়ানজিকে গিয়া বলিল, "গ্রীষ্মের ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ হয়েছে। কনককেও অনেকদিন দেখিনি। যদি অনুমতি করেন তবে আপনার সঙ্গে বাগুলিপাড়ায় যাই।"

দেওয়ানজি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "যাবে? বেশ ত। আমি পরশু যাব। আমার সঙ্গে চল।"

যথাদিনে খগেন্দ্র দেওয়ানজির সহিত বাগুলিপাড়ায় গিয়া পৌঁছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পাপের মন

খগেন্দ্র যে সময় বাগুলিপাড়ায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বৈঠকখানা বাড়ীতে যে কক্ষে পূর্ব্বে সে বাস করিয়া গিয়াছে, সেইখানে নিজের জিনিষপত্র রাখিল। একজন ভৃত্য তাহার হস্তপদাদি ধৌত করিবার জন্য জল আনিয়া দিল। অন্তঃপুর হইতে থালায় করিয়া জলযোগের উপকরণ আসিল। আহারাদি করিয়া খগেন্দ্র কাছারির বারান্দায় একখানি বেঞ্চিতে একাকী চুপ

করিয়া বসিয়া রহিল। কনকের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা—কিন্তু কেই বা অন্তঃপুরে সংবাদ দেয়, কেই বা বন্দোবস্ত করে! দেওয়ানজি নাই, বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিজ বাটীতে প্রস্থান করিয়াছেন। শুনিল, আজ আর তিনি আসিবেন না, কল্য প্রাতে আবার তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে।

একাকী বসিয়া বসিয়া খগেন্দ্রের বিরক্তি ধরিয়া গেল। উঠিয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী—কিন্তু আকাশে অল্প অল্প মেঘ থাকাতে জ্যোৎস্নাটি ম্লান দেখাইতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল, যাই গ্রামের পথে পথে একটু বেড়াইয়া আসি। কিন্তু অধিকাংশ পথেরই দুই পার্শ্বে জঙ্গল, পল্লীগ্রামে সর্পভয়—তাই সে কার্য্য কলিকাতাবাসী যুবকের সাহসে কুলাইল না। পদচারণা করিয়া শ্রান্ত হইয়া খগেন্দ্র আবার বেঞ্চিতে উপবেশন করিল। আপন মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। সুরবালার গঙ্গায় ভাসিয়া আসা, বাগানে হঠাৎ ভবেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার ভাবপরিবর্ত্তন, আহারে উপবিষ্ট ভবেন্দ্রের পানে সে রাত্রে সুরবালার একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা, পরে কনকের সহিত তাহার কথোপকথন—কনকের পত্রে এ সমস্ত খগেন্দ্র অবগত হইয়াছিল। সকল কথা বারম্বার পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সুরবালার ভাসিয়া আসাটা দৈবাধীন ঘটনা নহে—তথাকথিত ভবেন্দ্র ও তাহার মধ্যে চক্রান্তেরই অংশ বিশেষ। ভবেন্দ্রের পরিচয় আবিষ্কার করা যদি কঠিনও হয়, সুরবালা কে, তাহা ধরিতে পারিলেই ভবেন্দ্রের প্রকৃত ব্যাপার ধরা পড়িয়া যাইবে। কনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ একবার বিশেষ আবশ্যক—তাহার কোনও সুযোগ না পাইয়া খগেন্দ্র ছটফট করিতে লাগিল।

খগেন্দ্র যেখানে ছিল, তাহার অল্প দূরেই কাছারি বাড়ী। সেখানে দুই চারিজন লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিল। ভাবিল, এখানে একাকী বসিয়া কি করিব—যাই উহাদের সঙ্গে গল্পগুজব করি।

এইরূপে বৃথা কাযে সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। রাত্রি দশটার সময়, কাছারি বাড়ীতে আমলাদের সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়া খগেন আবার বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল। দেখিল, ভৃত্যগণ কেহ সিঁড়িতে আলো জ্বালিতেছে, কেহ ব্যস্তভাবে উপরে উঠিতেছে, কেহ নামিয়া আসিতেছে। খগেন্দ্র বুঝিল, উপরে বাবুর জন্য শয্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই লণ্ঠনধারী বর্কন্দাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের দিক

হইতে কে আসিতেছে দেখা গেল। ভৃত্যগণ বলাবলি করিয়া উঠিল—হুজুর আসিতেছেন।

রাখাল, বারান্দায় পৌঁছিতেই খগেন্দ্র সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল। নিকটে আসিলে মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া বাবুকে নমস্কার করিল।

রাখাল বলিল, "আপনি কে ?"

বর্কন্দাজ আলোটা একটু উচ্চ করিয়া ধরিল। রাখাল দেখিল, এ ব্যক্তি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যশালী।

খগেন্দ্র নিজের নাম বলিল। রাখাল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "দেওয়ানজির সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।—আমার ভগ্নী—"

রাখাল বাধা দিয়া বলিল, "আমি জানি। তা—আপনার আহারাদি হয়েছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভৃত্যগণের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুর বিছানা-টিছানা করে দিয়েছিস ?"

ভৃত্যগণ বলিল, "হুজুর।"

"কোথা ?"

"ঝাড়লণ্ঠনের গুদামের পাশে সেই কোণের ঘরটায়। বাবু আরও একবার এসেছিলেন, সেই ঘরেই শুতেন।"

রাখাল বলিল, "হ্যাঁ—তা জানি ! আপনার কোনও রকম অসুবিধা হচ্ছে না ত ?"—খগেন্দ্রকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই রাখাল বর্কন্দাজকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"চলুন দেখি বিছানা-টিছানা কি করেছে।"

রাখালের এই ব্যবহার খগেন্দ্রের একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বাবুকে আসিতে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, তিনি নমস্কার প্রত্যর্পণ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যাইবেন। বার্ষিক লাখ টাকা যাঁহার আয়, তিনি, যাহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ইস্কুলের মাষ্টার বলিয়া জানেন, তাহার ভোজন ও বাসস্থানের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইবেন, ইহা খগেন্দ্র কল্পনাই করে নাই। মূঢ়ের ন্যায় বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাখাল কক্ষখানির চতুর্দ্দিকে মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিল। শয্যার দিকে চাহিয়া বলিল—"একটা পুরোনো মশারি দিয়েছিস কেন? আর মশারি ছিল না?"

ভৃত্য বলিল, "কাল বদলে দেব এখন।"

"আর, এক কলসী জল রাখিসনি? এই গ্রীষ্মকাল—রাত্রে যদি পিপাসা পায়, একটু জলের জন্যে কাকে ডাকাডাকি করতে যাবেন? যা—এক কলসী ভাল জল, একটা গেলাস, এনে রেখে দে। আর তক্তপোষখানা আর একটু সরিয়ে ঐদিকে করে দিলে, দু'দিকে দু'টো জানালার হাওয়া পেতেন—যে গরম!"

ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তক্তপোষ সরাইয়া দিল। দুই তিন হস্তের ব্যবধানে মাথার কাছে একটা এবং পার্শ্বে একটা লোহার গরাদেযুক্ত বড় জানালা পড়িল।

দেখিয়া শুনিয়া রাখাল বলিল, "এবার বিশ্রাম করুন—অনেক রাত্রি হয়েছে।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

বাবু চলিয়া গেলে, খগেন্দ্র অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, বাবু এ রকম ব্যবহার করিলেন কেন? তাঁহার মনে কোনও গূঢ় অভিসন্ধি নাই ত? তিনি আমার গোপন অভিপ্রায়টি কোনও সূত্রে অনুমান করিয়াছেন কি? আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—অর্দ্ধেক কথা আমি বলিতে না বলিতেই, তিনি বলিলেন, 'জানি'। আমি পূর্ব্বে আসিয়া যে এই কক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম, ভৃত্য তাহা ইঙ্গিত করিবামাত্র আবার বলিলেন, 'জানি'। এতবড় একটা জমিদারের বৈঠকখানা বাড়ী, নিত্য কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, কোন্ ঘরে কে শয়ন করিল তাহার সংবাদ রাখা বাবুর পক্ষে একটু অস্বাভাবিক নহে কি?—যদি বাবু কিছু সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে সহজে ত ছাড়িবেন না! হয়ত আমার প্রাণহানি পর্য্যন্ত করিতে পারেন।

খগেন সেই মানুষ-সমান খোলা জানালা দুটির পানে চাহিয়া দেখিল। মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না টক্ টক্ করিতেছে। এক দিকের জানালার বাহিরে পতিত জমি—কতকগুলা আগাছা জন্মিয়াছে। অল্পদূরেই গোটা দুই তিন বাঁশঝাড়। বাতাসে বংশপত্রগুলার পরস্পর সঙ্ঘাতে চিট্ পিট্ শব্দ উত্থিত হইতেছে। অপর দিকের জানালাটির বাহিরে চারি পাঁচ হাত অন্তরেই জঙ্গল। কতকগুলা গাব্‌ ভেরাণ্ডা ও শেওড়া গাছ ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তাহার পশ্চাতে, উচ্চতর বৃক্ষ—অল্প আলোকে ভাল চেনা যাইতেছে না। সেই দিকটা হইতে ঝিঁঝিঁপোকার অবিশ্রান্ত শব্দ শুনা যাইতেছে। একটা কি রকম গন্ধও সেদিক হইতে আসিতেছে—খগেন্দ্র পল্লীবাসী হইলে বুঝিতে পারিত তাহা ঘেঁটুফুলের গন্ধ। সে দিকটায় চাহিয়া খগেনের মনে একটু একটু ভয় হইতে লাগিল। ভাবিল, আচ্ছা ধর—অনেক রাত্রে, আমি ঘুমাইয়া আছি, ঐ জঙ্গল হইতে বাবুর বেতনভোগী, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ষণ্ডামার্ক একজন বাগ্দী কি দুলে যদি সড়্‌কী হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসে—এই খোলা জানালার গরাদের ভিতর দিয়া, সড়কী চালাইয়া আমার মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়?—ভাবিতে, খগেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

একাকী সেই গভীর রাত্রে—তাহার পাপ মনে সন্দেহ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভাবিল—ভুবন ফটোগ্রাফওয়ালা আসিয়া নিষেধসত্ত্বেও কোন কথা প্রকাশ করে নাই ত? হয়ত বা দেওয়ানজিই আসিয়া বাবুর কাছে গল্প করিয়াছেন—'তোমার সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি কথা খগেন্দ্র আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।' তবে ত আর রক্ষা নাই! নিশ্চয়ই আমাকে গোপনে হত্যা করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমার শয়নের কি ব্যবস্থা হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাই দেখিবার জন্য—আমার অসুবিধা নিবারণের জন্য—বাবু আসেন নাই। শুধু আমার গায়ে বাতাস লাগিবে বলিয়াই তক্তপোষ সরাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। জানালার কাছে হইলে সড়কী চালাইবার সুবিধা হইবে, এই তাঁহার অভিসন্ধি।—ভয়ে, উৎকণ্ঠায় খগেন্দ্রের গাত্রময় ঝর্ ঝর্ করিয়া ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল।

বসিয়া বসিয়া খগেন্দ্র আবার ভাবিল, এখন কি করা যায়? দুয়ারটি খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া, পলায়ন করিব?—আবার মনে হইল, যদি ইহারা আমায় খুন করিবার মৎলবই করিয়া থাকে—তবে নিশ্চয়ই পাহারা আছে। পলাইতেছি দেখিলেই লাঠির ঘায়ে আমার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। যদি পলাইতে হয়, তবে সে বরং কল্য দিবাভাগে।—ভাবিয়া চিন্তিয়া, খগেন্দ্র উঠিয়া জানালা দুইটি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাতি ধরিয়া দেখিল, জানালার কপাটগুলি মজবুত শাল কাষ্ঠের নির্ম্মিত—কব্জা ছিটকিনি প্রভৃতিও হাল্কা নহে। বন্ধ দ্বারের নিকটে আলোক লইয়া গিয়া দেখিল, দ্বার ও অর্গলটিও জানালারই মত সুদৃঢ়; হঠাৎ বাহির হইতে কেহ ভাঙ্গিতে পারিবে না। তখন দ্বার বন্ধ

করিয়া খগেন্দ্র মশারির ভিতর প্রবেশ করিল। শয়ন করিল না—বিছানায় বসিয়া রহিল। আবদ্ধ ঘরে জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমটে হঠাৎ নিদ্রা আসিবারও সম্ভাবনা ছিল না। হাতপাখা দিয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে, ঢুলিতে ঢুলিতে, কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া, কাছারির পেটা ঘড়িতে ক্রমে বারোটা, একটা, দুইটা এবং তিনটা বাজা সে শুনিল।

তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু সেও অধিকক্ষণ নহে। একটা বিভীষিকা-ময় স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল। বাহিরে তখন কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। জানালার ফাঁক দিয়া প্রভাতের আলোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ সাবাস্ কনক—সাবাস্

বেলা সাতটার সময় দেওয়ানজি আসিলেন। খগেন তাঁহার নিকট "ভগ্নী"র সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জানাইল। দেওয়ানজি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

ঘণ্টাখানেক পরে অন্তঃপুরের ঝি আসিয়া খগেন্দ্রকে লইয়া গেল। একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একখানি চেয়ার রহিয়াছে, তাহার নিকটে কনক সহাস্যবদনে দাঁড়াইয়া আছে।

"এই যে—আসুন!"—বলিয়া কনক তাঁহাকে সস্মিত বদনে অভিবাদন করিল। পৌঁছিয়া দিয়া ঝি চলিয়া গেল।

খগেন কাছে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "গৃহস্থ বাড়ীতে থেকে থেকে অভিনয় করাটা ভুলে গেলে?"

কনক অল্প হাসিয়া বলিল, "কেন?"

"আমি তোমার দাদা—গুরুজন—পূজনীয় ব্যক্তি। কতদিন পরে এসেছি—আমায় প্রণাম করলে না?—ঝি কি মনে করলে?"

কনক হাসিয়া বলিল, "ঝি মনে করলে—কলকাতার লোকদের কেতাই বুঝি এই রকম; গুরু লঘু জ্ঞান ক্রমেই তাদের লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।—বসুন।"—বলিয়া চেয়ারখানি দেখাইয়া দিল।

নিকটে শতরঞ্জ মোড়া এক তক্তপোষ ছিল, তাহারই প্রান্তে কনক উপবেশন করিয়া বলিল, "আমাকে আর কতদিন এখানে রাখবেন? আমার প্রাণ যে হাঁপিয়ে উঠলো!"

"কেন, এখানে তোমার কিছু কষ্ট হচ্ছে ?"

কনক মুক্তদ্বারের পানে নিমেষের জন্য চাহিয়া, অভিনয় ভঙ্গিতে বলিল, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায় !"

খগেনও চকিতভাবে দ্বারের পানে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "হয়েছে—হয়েছে, তুমি অভিনয় ভোলনি ! এখনও বেশ পার।"

কনক, বাইজীর অনুকরণে সেলাম করিয়া বলিল, "ওস্তাদজী—আপ্ হি কা কুদরৎ।"

পরস্পরের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই চারিটা বচন-বিনিময়ের পর খগেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল।

কনক বলিল, "ভাবছেন কি ?"

"না—ভাবিনি কিছু। তোমাদের বউরাণীর খবর কি বল।"

"বউরাণী ত মশগুল হয়ে রয়েছেন।"

"কি রকম ?"

"কি রকম আর ? নতুন প্রেমে পড়লে যে রকম হয়।"

"তবে যে শুনলাম ওদের দেখাশুনো নেই।"

"রাত্রে নেই—দিনে ত আছে। দু'তিন দিন থেকে দেখছি, বিকেল থেকে সন্ধ্যের পর পর্য্যন্ত, অন্দরের বাগানে চাঁদের আলোয় দুজনে পাইচারি করে বেড়ান।"

খগেন বলিল, "তাতে দোষ কি ?"

"না—দোষ নেই, তবে আপনি বড় আশাটা করেছিলেন—হতাশ হলেন। হতাশের আক্ষেপ-টাক্ষেপ একটা কিছু লিখে ফেলুন।"—বলিয়া অভিনয়ের সুরে উর্দ্ধমুখী হইয়া বলিল—

"ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি খগেন দাদার,
কার ধন কারে দিলি, তাঁহার সে হল না।"

আবার কৃত্রিম দুঃখে মুখখানি অবনত করিয়া, অঞ্চলপ্রান্ত চক্ষে দিয়া, কাল্পনিক অশ্রু মুছিতে লাগিল।

খগেন্দ্র বলিল, "এখন অভিনয় থাক। কাযের কথা বল দেখি। এ লোকটা কে, কিছু সন্ধান পেলে ?"

"কি করে পাব ? আমি কি ডিটেকটিভ ?"

"আগে কোথায় থাকত, এ সব কিছু শোননি ?"

"পশ্চিমের কোন্ এক মঠের মোহান্ত ছিল।"

"সে মঠের নাম কি ? কোথা সে মঠ ?"

"কি করে জানব বলুন ?"

বউরাণীর সঙ্গে এত গল্প হয়—নিশ্চয়ই এতদিন বলেছে। বউরাণীর কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নিতে পার না ? মঠের মোহান্ত ছিল, এ কথাই বা তুমি জানলে কি করে ?"

"কাশী থেকে উনি দেওয়ানজিকে প্রথম যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেই ছিল। সে চিঠি দেওয়ানজি রাণীমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন।"

"সে চিঠিতে মঠের নাম ঠিকানা লেখা ছিল ?"

"চিঠি ত আমি শুনিনি। রাণীমাই বলেছিলেন, মঠের মোহান্তগিরি ছেড়ে দিয়ে কাশীতে এসে রয়েছেন।"

"সে চিঠি কোথা ? দেওয়ানজি রাণীমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন ?"

"তা ত বলতে পারিনে।"

"রাণীমা কোন্ ঘরে শোন ? তাঁর বাক্স-টাক্স কোথা থাকে ?"

কনক হাসিয়া বলিল, "কেন, আমাকে কি রোহিণী হতে হবে ?"

"দেখই না চেষ্টা করে।"

"যখন ধরা পড়ব—গোবিন্দলাল কোথা পাব ? আমায় থানায় পাঠিয়ে দেবে যে !"

খগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "গোবিন্দলাল ত হাতের কাছেই রয়েছে। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য—বছরে লক্ষ টাকা আয়—তোমার মত একটি রোহিণী পেলে সে ত বেঁচে যায়।—সে কথা যাক। আচ্ছা, ঐ সুরবালা সম্বন্ধে তোমার কি এখনও বিশ্বাস, ও আগে থেকে এই জাল ভবেন্দ্রকে চিনত ?"

"আমার তাই বিশ্বাস।"

"তা হলে নিশ্চয়ই ওরা দু'জনে ষড়যন্ত্র করে এসেছে। একজন জুয়া-চোর এতবড় একটা ফন্দী করে আসবে, সে একলা কখনই আসবে না। অন্তঃপুরের মধ্যে তার একজন গোয়েন্দা আবশ্যক। সুরবালাই সেই গোয়েন্দা।"

কনক বলিল, "তা যদি হয়, তা হলে সেদিন বাগানে প্রথমে বাবুকে দেখে

সুরবালা অমন চমকে উঠবে কেন ? যা অভাবনীয়, তাই দেখেই না মানুষ চমকায় !"

খগেন্দ্র বলিল, "আমারও প্রথম প্রথম তাই মনে হত বটে। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে, আমি ও সমস্যার একটা উত্তর বের করেছি।"

"কি বলুন দেখি ?"

"ওরা দু'জনে যে সময় ষড়যন্ত্র করেছিল, সে সময় এটা স্থির হয়নি যে ঐ জুয়াচোর সন্ন্যাসী সেজে আসবে। এই স্থির হয়ে থাকবে যে, সাধারণ বেশেই এখানে আসবে—বলবে আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, সে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলাম। ওদের এ পরামর্শ হবার পরেই, সুরবালা নৌকায় এসে, অন্দরের ঘাটে নেমে জলে ডোবা মড়া সেজে শুয়েছিল। তার মাস দুই পরে জাল ভবেন্দ্র এসেছে। সুরবালার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর হয়ত সে মনে মনে করেছে, এখন সন্ন্যাসী বেশে যাওয়াই ভাল—মাস ছয় এখন জপ তপ ব্রহ্মচর্য্য বুজরুকি দেখালে, কেউ আর কোনও সন্দেহ করবে না। সুরবালা যে চমকে উঠেছিল, সে জাল ভবেন্দ্রকে দেখে নয়, তার সন্ন্যাসী বেশ দেখে।"

খগেনের কথা শেষ হইলে, কনক দুই মিনিট কাল গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিল। শেষে বলিল—"ঠিক বলেছেন খগেনবাবু।"

খগেন বলিল, "তুমি যদি কথায় কথায়, কৌশলে, অন্ততঃ সুরবালার কিছু পরিচয় আদায় করতে পার—"

কনক বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তা হলে আপনার কার্য্যসিদ্ধি হয় ?"

"নিশ্চয়। দু'জন ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে একজনের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারলেই, অন্যজনেরও সব কথা ধরা পড়বে।"

উত্তেজিত স্বরে কনক বলিল, "তা যদি হয়, তবে তা হলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

খগেনও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "পার ?"

"পারি। সুরবালার বাপের বাড়ী কোথা তা জানি।"

"কোথা ? কোথা ? কেমন করে জানলে ?"

"একদিন কথায় কথায় ও বলে ফেলেছিল—আমাদের বসন্তপুরে ছেলে-বেলায় দেখেছি—বলেই সামলে নিলে।"

"সেখানে ওর বাপের বাড়ী কি শ্বশুরবাড়ী কি করে জানলে ?"

"ঐ যে বললে—ছেলেবেলায়।"

খগেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, "হ্যাঁ—বাপের বাড়ী হতেও পারে। যদি শ্বশুরবাড়ী হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। বসন্তপুর কোথা, কিছু আন্দাজ করতে পার ?"

"ওর কথাবার্ত্তায় ওকে বর্দ্ধমান জেলার লোক বলেই বোধ হয়। 'র'কে বলে 'ড়'—'ড়'কে বলে 'র'। আমরা কাপড় পরি, ও কাপর পড়ে।"—বলিয়া কনক হাসিতে লাগিল।

খগেন্দ্র একমিনিট কাল চিন্তা করিল। তাহার পর, সহাস্যমুখে কনকের পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, "সাবাস্ কনক—সাবাস্। এইবার অন্ধকারে পথ পেলাম।"

"কি করবেন এখন ?"

"আমি আজই কলকাতায় ফিরে যাব। পোষ্ট আফিসের বই থেকে এই বসন্তপুর কোথা, বের করে, সেখানে গিয়ে গোপন অনুসন্ধান করব।"

"কিন্তু মনে রাখবেন, হয়ত ওর আসল নাম সুরবালা নয়।"

"সে আমায় বলতে হবে না। সেই গ্রামের কোন্ স্ত্রীলোক, চৈত্রমাসের পূর্ব্বে ছিল, চৈত্রমাস থেকে আর গ্রামে নেই—এই খবরটি পেলেই সবই ক্রমে জানতে পারব।"

কনক একটু ভাবিয়া বলিল, "যদি এ রকম হয়—পাঁচ সাত বছর সে গ্রাম ও পরিত্যাগ করেছে—এখানে অন্যত্র থেকে এসেছে—কলকাতা কি কৃষ্ণনগর ?"

কপাল টিপিয়া ধরিয়া খগেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ—তা হলে মুস্কিল বটে। আচ্ছা—যে শাড়ীখানা পরে ও ভেসে এসেছিল, সে শাড়ীখানা কোথা ?"

"আছে। কেন ?"

"সে শাড়ীখানা আমায় দিতে পার ?"

"সে শাড়ীখানা ওর ঘরে আলনায় কালও আমি দেখেছি।"

"কোনও অছিলা করে সেখানি চেয়ে এনে আমায় দিতে পার না ?"

"কি করবেন ?"

"বসন্তপুরের ধোপাদের সে শাড়ী দেখালেই, কার শাড়ী তারা বলে দিতে পারবে। শাড়ীখানা আমার চাই-ই চাই।"

"আমি "বিধবা" মানুষ। পাড়ওয়ালা শাড়ী কি অছিলায় চেয়ে আনব ?"

"আচ্ছা, একবার এনে আমায় দেখাও শুধু।"

"হ্যাঁ—তা অনায়াসে পারি।"—বলিয়া কনক উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শাড়ীটি বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া আনিয়া দিল।

খগেন আগ্রহের সহিত শাড়ীটির চারিকোণ পরীক্ষা করিল। এককোণে ধোপার চিহ্ন পাইল। নিমেষ মধ্যে, পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া, সেই অংশটুকু তির্য্যক্‌ভাবে কাটিয়া লইল।

কনক বলিল "ও কি করলেন?"

খগেন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া কর্ত্তিত অংশটুকু নিজের পকেটে পুরিল। তাহার পর শাড়ীর ছিন্ন প্রান্তটি আঙুলে টানিয়া টানিয়া খানিক স্থতা বাহির করিয়া ফেলিল। বলিল—"এখন আর কাটার মত দেখাচ্ছে না, ছেঁড়ার মত দেখাচ্ছে। যাও যেখানকার শাড়ী সেখানে রেখে এস। আমি এখন উঠি। বিকেলে এখান থেকে রওনা হব।"

"আজই চললেন?"

"হ্যাঁ—আজই।"

"আমায় আর কতদিন এখানে থাকতে হবে?"

"বড় জোর দু'মাসের মধ্যে এই জাল ভবেন্দ্রের সমস্ত নাড়ী-নক্ষত্র আমি যদি জানতে না পারি, তবে আমার নাম খগেন্দ্র নয়।"—বলিয়া খগেন্দ্র উৎসাহ-দীপ্ত মুখে দণ্ডায়মান হইল। পকেট হইতে কতকগুলি নোট বাহির করিয়া বলিল—"এই নাও কনক তোমার দু'মাসের মাইনের টাকা। আর দু'টো মাস তুমি অপেক্ষা করে থাক। তা হলেই কার্য্যসিদ্ধি।"

পরদিন কলিকাতায় পৌছিয়া অনুসন্ধানে খগেন্দ্র আবিষ্কার করিল, বর্দ্ধমান জেলায় একটা, ছাপরা জেলায় একটা এবং পূর্ণিয়া জেলায় একটা—সর্ব্বসুদ্ধ তিনটা মাত্র বসন্তপুর আছে। সুতরাং তৎপরদিন সে নিঃসংশয়ে বর্দ্ধমান জেলার বসন্তপুরে গিয়া উপনীত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ বসন্তপুরে সোণার হরিণ

বসন্তপুর গ্রামের ডাকঘরটি ঠিক বাজারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তখন বেলা একটা বাজিয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়াছে, বায়ু বন্ধ, গ্রীষ্মে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। ডাক আসিবার সময় হইয়াছে, আপিস কক্ষের বাহিরে বারান্দায়

বসিয়া ডাকবাবু অপেক্ষা করিতেছিলেন। ডাকটা আসিলেই চিঠিপত্রগুলা পিয়নের জিম্মা করিয়া দিয়া বাসায় গিয়া তিনি একটু বিশ্রাম করিবেন। মেমারি ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক আসে—চারিজন যাত্রীর বসিবার স্থান সে গাড়ীতে আছে, প্রত্যেককে দুই টাকা ভাড়া দিতে হয়। জানালার ভিতর দিয়া আপিস কক্ষের ঘড়িটি দেখা যাইতেছে। একটা বাজিয়া দশ মিনিট হইল, পনেরো মিনিট হইয়া গেল, তথাপি ডাকগাড়ীখানির দেখা নাই। পোষ্টমাষ্টার চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছেন, মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিয়া ঘড়ির পানে চাহিতেছেন, টেবিলের উপর হইতে ভি-পি রেজিষ্টার বহিখানি তুলিয়া নিজেকে বাতাস করিতেছেন, হাই তুলিতেছেন, আবার ঢুলিয়া পড়িতেছেন।

গ্রীষ্ম ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, দেড়টাও বাজিয়া গেল। খড়মের খট্‌খট্ শব্দে হঠাৎ ডাকবাবুর তন্দ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, মুখুয্যে মহাশয়। আজ শনিবার—বঙ্গবাসী আসিবার দিন। গায়ে সেই হাতকাটা পিরাণ, বগলে ছাতি, আহারান্তে পাণ চিবাইতে চিবাইতে মুখোপাধ্যায় আসিয়া দর্শন দিলেন। বলিলেন—"ডাকগাড়ী এল ভায়া?"

ডাকবাবু ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আসুন মুখুয্যে মশায়, বসতে আজ্ঞা হোক। ওহে পিয়ন, ভিতর থেকে বাবুকে একখানা চেয়ার এনে দাও ত। কই না, ডাকগাড়ীর ত এখনও দেখা নেই।"

মুখোপাধ্যায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আজ এত দেরী কেন?"

"কি জানি, রেলগাড়ী বোধ হয় লেট করে এসেছে।"

দুই এক কথার পর পিয়নের দিকে চাহিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "ওহে, এক ছিলিম তামাক খাওয়াও না।"

পিয়ন তামাক সাজিতে গেল। মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "গেল সপ্তাহের বঙ্গবাসী পড়েছ?"

ডাকবাবু বলিলেন, "না।"

"লেডি ইস্মিথে যে ভয়ানক কাণ্ড! ইংরেজদের অবস্থা বড় সঙ্গীন।"

ডাকবাবু নিতান্ত ঔদাস্যের সহিত বলিলেন, "বটে!"

"হ্যাঁ হে, কখন কি হয় বলা যায় না। হয়েছে কি জান?"—বলিয়া ফস করিয়া মনি অর্ডারের একখানা শাদা ফর্ম্মে, মুখোপাধ্যায় তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রের একটা নক্সা আঁকিয়া ফেলিলেন। গত সপ্তাহের বঙ্গবাসী অনুসারে ইংরাজ

সৈন্য কিরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত, তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। ডাক আসিতে বিলম্ব হওয়ায় নিজের অবস্থা কিরূপ সঙ্কটাপন্ন, সেই চিন্তাতেই ডাক-বাবু ব্যস্ত ছিলেন—ইংরাজ সৈন্যের সঙ্কটে তাদৃশ মনোযোগ দিলেন না। বুঝান শেষ হইলে মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, ইংরেজদের কি হল কি হল ভেবে ভেবে এ একসপ্তাহ রাত্রে আমার ঘুম হয়নি।"

ইতিমধ্যে তামাক আসিয়াছিল, ডাকবাবু তাহার সদ্ব্যবহারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া মুখোপাধ্যায় দুশ্চিন্তা দমনে যত্নবান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দূরে ডাকগাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ উত্থিত হইল।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া পোষ্ট আপিসের সম্মুখে দাঁড়াইল। পক্ষিরাজের সুযোগ্য বংশধর দুইটি, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। গাড়ীর ভিতর হইতে তিনজন আরোহী অবতরণ করিল—দুইজন গ্রামের লোক, এক ব্যক্তি অপরিচিত। শেষোক্ত লোকটির সোণার চশমা, আলবার্ট টেরি, সুগৌর কান্তি এবং সুন্দর গঠন দেখিয়া ডাকবাবু ও মুখোপাধ্যায় তাহার মুখের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য সে খগেন্দ্র।

গাড়ীর ছাদ হইতে পিয়ন ডাকের ব্যাগ নামাইয়া লইল, ক্যোচমান ও তাহার সহকারী আরোহিগণের জিনিষপত্র নামাইয়া দিল। অপর দুইজন আরোহীকে খগেন্দ্র বলিল, "একটু দাঁড়ান।" নিজের তোরঙ্গ খুলিয়া একতাড়া কাগজ বাহির করিল। তাহাদের হস্তে এক একখানি কাগজ দিয়া বলিল—"এই বইখানি বেরুচ্ছে। ভারি ভাল বই, বিজ্ঞাপনটি অনুগ্রহ করে পড়ে দেখবেন।" তাহার পর ডাকঘরের বারান্দায় উঠিয়া, বিনীতভাবে শিরোনমন করিয়া বলিল—"মশায়"—সঙ্গে সঙ্গে ডাকবাবুকে একখানি, মুখোপাধ্যায়কে একখানি সেই বিজ্ঞাপন দিল। একখানি টুল সেখানে ছিল, বিনা আহ্বানেই তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

হাতকাটা পিরাণের বুক-পকেটে চশমার খোল অনুসন্ধান করিতে করিতে মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "মশায়ের নাম?"

"আমার নাম শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"নিবাস?"

"কলকাতা।"

"কোথায় যাওয়া হবে?"

"আপাততঃ আপনাদের এই গ্রামেই এসেছি।"

"কাদের বাড়ী ?"

"কারু বাড়ীতে নয়।"

"কি মনে করে আসা হয়েছে ?"

"আজ্ঞে একখানা বই বের করেছি, বিজ্ঞাপনটি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। সেই বইয়ের জন্যে মাল মশলা সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য। আর যদি দু'চারটে গ্রাহকও জোটাতে পারি।"—বলিয়া খগেন্দ্র পোষ্টমাষ্টার ও মুখোপাধ্যায়ের মুখের দিকে পর্য্যায়ক্রমে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পোষ্টমাষ্টার বিনা বাক্যব্যয়ে ডাকের ব্যাগ কাটিতে নিযুক্ত রহিলেন।

মুখোপাধ্যায় তখন চশমাটি পরিয়া, বিজ্ঞাপনের কাগজখানি চোখের সম্মুখে ধরিয়া পড়িতে লাগিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর

অচিন্তিতপূর্ব্ব অভাবনীয় স্বপ্নাতীত

নূতন কাণ্ড

ইত্যাদি। পাঠশেষে মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "পয়লা আশ্বিন বেরুবে ?"

"আজ্ঞে হঁ্যা।"

"যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় মুখখানি গম্ভীর করিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবটা যেন—উঃ কলিকালে কি সব অনাচার আরম্ভ হইল!

"কি ?"

"মাসের পয়লা তারিখটে ত ভাল দিন নয়, অগস্ত্য-যাত্রা কিনা!"

"খগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে সেই জন্যেই ত ঐ তারিখে বের করা।"

মুখোপাধ্যায় একটা দ্বিধায় পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম ?"

"অগস্ত্য-যাত্রায় যে বেরোয় সে আর ফেরে না—এই শাস্ত্র ত ?"

"হঁ্যা।"

"আমার বইখানি, ১লা তারিখে অগস্ত্য-যাত্রায় বেরিয়ে, সবগুলি বিক্রী হয়ে যায়—পাঁচ সাত বছর পরে বইওয়ালাদের আলমারি থেকে, দপ্তরী মিঞার গুদাম থেকে দাগী হয়ে পোকায় কাটা অবস্থায় আমার বাড়ীতে আর ফিরে না

আসে—সেই আমার কামনা।”—বলিয়া খগেন্দ্র যোড়হস্ত হইয়া মুখোপাধ্যায়ের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

লোকটির সরস কথাবার্ত্তা ও বিনীতভাব দেখিয়া মুখুয্যে মহাশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন—“তা এখানে কি মাল মশলা সংগ্রহ করবেন?”

ঘোড়ার গাড়ীতে সহযাত্রিগণের নিকট হইতে খগেন্দ্র কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল। বলিল—“শুনেছি আপনাদের জমিদার রায় মশায়েরা খুব বনিয়াদি বংশ। সারদাবাবুর বংশের একটি ইতিহাস—বেশী নয় এই পাতা দুই—আর তাঁর একটু জীবনচরিত—ধরুন এই পাতা চার পাঁচ—সংগ্রহ করতে হবে। তাঁর কাছে কখন গেলে দেখা পাওয়া যেতে পারে?”

এই সময় একব্যক্তি পোষ্টকার্ড কিনিতে আসিল, তাহার হাতে খগেন্দ্র একখানি বিজ্ঞাপন দিল। মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন, “সকালে আটটা ন'টার পর প্রায়ই বাবু বৈঠকখানায় বসেন, সেই সময় যাওয়াই সুবিধা। আপনি আছেন ক' দিন?”

“দিন চার পাঁচ থাকতে হবে। আসেপাশের গ্রামগুলোতেও গিয়ে গিয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করব। এখানে একটা বাড়ী-টাড়ী ভাড়া পাওয়া যাবে না?”

“বাড়ী? এখানে ভাড়ার বাড়ী কোথায় পাবেন? এ কি মশায় আপনার কলকাতা সহর?”

পোষ্টমাষ্টারবাবু ডাক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “কই, কৃষ্ণদাসবাবুর বঙ্গবাসী ত আজ আসেনি।”

মুখোপাধ্যায় বলিয়া উঠিলেন, “অ্যাঁ!—আসেনি?”

“না। কেবল সারদাবাবুর বেঙ্গলী এসেছে। আর কারু কোনও কাগজ আসেনি।”

ইংরাজি-অনভিজ্ঞ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারি হতাশ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—“আসেনি?—তাই ত!”

খগেন্দ্র বলিল, “আপনি কি এবারকার বঙ্গবাসী খুঁজছেন?”

“হ্যাঁ। আছে?”

“আছে। বঙ্গবাসী আছে, বসুমতী আছে, হিতবাদীও আছে—কাল আসবার সময় গাড়ীতে সময় কাটাবার জন্যে হ্যারিসন রোডের মোড়ে এক একখানা কিনেছিলাম যে।”

মুখোপাধ্যায় যেন কত কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "আছে ? আছে ? কই ?"

"আমার ট্রাঙ্কে আছে।"—বলিয়া খগেন্দ্র বাক্স খুলিয়া কাগজ তিনখানি বাহির করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দিল। পাইয়া তাঁহার মুখে হাসি আর ধরে না। বলিলেন—"দেখ, একেই বলে, যব মালিক দেতা তব ছাপ্পর ফোঁড়কে দেতা হায়।—একখানি কাগজের জন্যে আকুলি বিকুলি করেছিলাম—একেবারে তিন তিনখানা। অ্যাঁ !—তা ভায়া, এ কাগজগুলি আমি এখন বাড়ী নিয়ে গিয়ে পড়িগে। কেমন ? পড়ে' তোমায় দেব। তুমি কোথায় থাকবে ?"

খগেন্দ্র বলিল, "কোথায় থাকব—তাই ত ভাবছি। ভাড়ার বাড়ী পাওয়া যায় না বল্লেন—"

মুখোপাধ্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন—"হয়েছে। সে ঠিক হবে এখন। ভায়া, তুমি যে রকম সজ্জন ব্যক্তি, আমার বাড়ীতেই তোমায় নিয়ে যেতাম। আমার বৈঠকখানায় একটি মোটে ঘর, আবার ক'দিন হল আমার ভাগ্নীজামাইটি এসেছে, সঙ্গে তার একটি বন্ধুও আছে। সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট হবে। ঐ যে গাছগুলো দেখছ—ঐ—ঐগুলোর আড়ালে একটা শাদা মত বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐটি আমাদের ইস্কুলঘর। আমি ইস্কুল কমিটির একজন মেম্বর। মাইনর ইস্কুল, বেশ ভাল রেজল্ট হয়, গত বৎসর একটি ছেলে পাস করে চার টাকা জলপানি পেয়েছে। তা এখন গ্রীষ্মের বন্ধ, ইস্কুল নেই, চল ইস্কুলে একটা ঘর আমি তোমায় ঠিক করে দিচ্ছি। ঐখানে থাকবে, আর আমার বাড়ীতে গরীবের ক্ষুদকুঁড়ো যা জোটে চারটি চারটি খাবে। আমিও ব্রাহ্মণ—আমার নাম শ্রীরামতারণ মুখোপাধ্যায়।"—বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ স্বরূপ, হাতকাটা পিরাণটির বোতামগুলি পটাপট্ খুলিয়া যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া দেখাইলেন।

খগেন্দ্র তাঁহাকে নমস্কার করিল। বলিল—"বেশ ত আমি ইস্কুলে থাকব এখন, কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে আপনাকে কষ্ট দেওয়া—"

মুখোপাধ্যায় বাধা দিয়া বলিলেন "কিছু কষ্ট নয়। আমি ত আর তোমায় কালিয়ে পোলাও কাবাব কোফ্তা খাওয়াচ্ছিনে—সে সব এ পাড়াগাঁয়ে পাবই বা কোথায় ? আমরা যেমন খাই সেই রকম ডাল-ভাতই খাওয়াব। আমাদের কোনও কষ্ট নেই—তবে তোমার কষ্ট হতে পারে বটে।"

খগেন্দ্র বলিল, "আমিও ত ডাল-ভাতই খেয়ে থাকি মশায়। রোজ রোজ

কালিয়া পোলাও আর পাব কোথা? আমিও গরীব মানুষ—নইলে আর বই ছাপাচ্ছি কেন? পেটের দায়েই ত ছাপাচ্ছি।"

"আচ্ছা তবে চল। একটা ঘর খালি করে দেব এখন। বিছানা ত তোমার সঙ্গেই রয়েছে। খান তিন চার বেঞ্চি একত্র করে নিলেই তক্তপোষের কায হবে। ইস্কুলে দরোয়ান আছে, জেতে কৈবর্ত্ত, তোমার জলটা আসটা এনে দিতে পারবে। আমার বাড়ীও বেশী দূরে নয়—এস।"

একজন লোক ডাকিয়া বাক্স বিছানা তাহার মাথায় দিয়া, খগেন্দ্রকে লইয়া মুখুজ্যে মহাশয় অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে ভদ্র বেশধারী যাহাকে দেখিল, তাহাকেই খগেন্দ্র একখানি করিয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিল।

স্কুলঘরে পৌঁছিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "এখন তবে আমি চললাম। ভাত চড়িয়ে দিতে বলিগে। ভাত হলেই ডেকে পাঠাব এখন।"

খগেন্দ্র বলিল অসময়ে এখন আর সে ভাত খাইবে না। একেবারে রাত্রে যথাসময়ে আহার করিবে।

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বেশ। সন্ধ্যার পর হ্যারিকেন নিয়ে আমার ছেলে আসবে এখন। তার সঙ্গে যাবে। এখন তবে আসি।"

খগেন্দ্র বলিল, "আপনাকে অনেক কষ্টই দিলাম। আর একটা উপকার যদি করেন।"

"কি?"

"অনেকগুলো কাপড় ময়লা হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে আসবার সময় ধোপা বেটাও এসে পৌঁছল না—এখানে ভাল ধোপা আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে ধোপা আছে একজন, তার নাম নীলমণি। নামেও নীলমণি কাযেও নীলমণি।"

"কি রকম?"

"সবে ধন নীলমণি। কাপড় নেহাৎ মন্দ কাচে না। তবে তোমাদের কলকাতার ধোপার মত কি পারবে?"

"তা হোক—এখন কায-চলা গোছ হলেই হল। অনুগ্রহ করে সেই নীলমণিকে যদি খবর দেন।"

"আচ্ছা, বাড়ী গিয়েই তাকে ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি। আসি তবে।"—বলিয়া দুর্লভ রত্নের মত সেই সংবাদপত্রগুলি হস্তে করিয়া মুখোপাধ্যায় গৃহাভিমুখে চলিলেন।

খগেন্দ্র ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জন্য জল চড়াইয়া দিল। রুটি, মাখন, পটেড্ মীট্ তাহার টিফিন-বাক্সেই ছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ নব্য দারোগাবাবু

তিনটি দিন কাটিল। এ তিনদিন খগেন্দ্র অদম্য উৎসাহে বঙ্গসাহিত্যে-যুগান্তরের বিজ্ঞাপন বিলি করিতেছে, ভদ্র শূদ্র ছোট বড় অনেক লোকের সহিত মিশিয়াছে—কয়েকটি আড্ডাতে গিয়াও বসিয়াছে। এখনও জমিদার সারদা-চরণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই—তাঁহার শরীর অসুস্থ। তাঁহার স্বমুখে জীবনচরিত শ্রবণ করিবার অছিলায় খগেন্দ্র বিলম্ব করিতে লাগিল। এ তিন দিনে সে দুইটি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথম, গত মাঘ মাস হইতে জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র এবং কৃষ্ণদাস ঘোষালের যুবতী কন্যা লীলাবতী নিরুদ্দেশ, দ্বিতীয়তঃ যে দিন হইতে ইহারা নিরুদ্দেশ, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে এই গ্রামের দুলেদের সৈরভির মাকে নবীনবাবুর সহিত গাজনতলার হাটের নিকট একত্র দেখা গিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের বয়স আকার প্রকার প্রভৃতি সম্বন্ধেও খগেন্দ্র অনুসন্ধান করিয়াছে। ফলে, তাহার মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে, গঙ্গায় ভাসিয়া আসা সেই সুরবালা লীলাবতী ভিন্ন আর কেহই নহে এবং নবীনচন্দ্রই ভবেন্দ্র সাজিয়া বাগুলিপাড়ায় জমিদারী করিতেছে। এসব এখনও অনুমানমাত্র। তেমন বিশ্বাসজনক প্রমাণ খগেন্দ্র এখনও কিছুই পায় নাই। এমন কি নীলমণি রজককে শাড়ীর সেই ছিন্ন প্রান্তটুকু দেখাইবার অথবা সৈরভির মাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার সুযোগও তাহার হইতেছিল না।

এ কয়দিন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহেই খগেন্দ্র দিবাভাগে আহার করিয়াছিল। রাত্রে দোকান হইতে গরম গরম লুচি এবং আলু বেগুন ভাজাইয়া আনিয়া তাহাই খায়। এ সপ্তাহের বঙ্গবাসী সঞ্জীবনী হিতবাদী ও বসুমতী—এই চারিখানি সংবাদপত্র বাহির হইবামাত্র পাঠাইয়া দিবার জন্য খগেন্দ্র কলিকাতায় পত্র লিখিয়া দিয়াছে—মুখোপাধ্যায়ও দিবস গণনা করিতেছেন।

চতুর্থ দিন দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া খগেন্দ্র পোষ্ট আপিসে গেল,

কলিকাতা হইতে আর এক প্যাকেট বিজ্ঞাপন ছাপিয়া আসিবার কথা ছিল। ডাকবাবু সেইমাত্র আহার করিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। ডাকগাড়ী আসিবার এখনও বিলম্ব আছে—দুইজনে বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গাজনতলা থানার দারোগাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"দারোগাবাবু যে—আসুন আসুন—ওরে, আপিসের ভিতর থেকে বড় চেয়ারখানা বের করে আন্।"—বলিতে বলিতে ডাকবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন। একজন রাণার গিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল। দারোগাবাবু নামিয়া আসিলেন।

খগেন্দ্র দেখিল, দারোগাবাবুটির বয়স অল্প—চতুর্ব্বিংশতির অধিক হইবে না। সরকারী খাকী পোষাকটার জন্যই একটু ভীষণ দেখাইতেছে, নতুবা হাস্যবদন প্রিয়দর্শন যুবক।

ডাকবাবু বলিলেন, "এখন আসছেন কোথা থেকে ?"

"নিকটেই একটা গ্রামে গিয়েছিলাম—একটা তদন্ত ছিল।"—বলিয়া খাকী পোষাকের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দারোগাবাবু ললাট ও হস্তদ্বয় হইতে ঘর্ম্মজল অপনোদন করিতে লাগিলেন।

"আহারাদি এখনও হয়নি বোধ হয় ?"

"না।"

"এইখানেই স্নানটান করুন না—চারটি ভাত চড়িয়ে দিতে বলি।"

দারোগাবাবু বিনীত হাস্যের সহিত বলিলেন, "না না—সে সব কায নেই। বড় তেষ্টা পেয়েছে—এক গেলাস ঠাণ্ডা জল যদি আনিয়ে দেন।"

"জল ?—কেন তার চেয়ে খানিকটে সরবৎ—বেশ করে নেবু দিয়ে।"

"আবার অত কষ্ট করবেন ?"

"কিছু কষ্ট না। আমি বাড়ীতে বলে আসি।—খগেনবাবু ততক্ষণ আপনি দারোগাবাবুর সঙ্গে আলাপ করুন।"—বলিয়া ডাকবাবু অদৃশ্য হইলেন।

দারোগাবাবু খগেনের দিকে চেয়ারখানি ফিরাইয়া বলিলেন, "আপনার পুরো নাম কি ?"

খগেন্দ্র নাম বলিল।

দারোগাবাবু বলিলেন, "আমার নাম শ্রীঅবনীমোহন মিত্র। আপনাকে ত কখনও দেখিনি !"

"আমি আজ চারদিন মাত্র এখানে এসেছি। আপনি কতদিন আছেন?"

"আমি? দু'বছর হল। প্রথম দারোগাগিরিতে পাকা হয়েই এখানে এসেছি।"

এই প্রকার কথোপকথন হইতে হইতে ডাকবাবু ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—"সরবৎ করে আনছে। খগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ হল? দিন না খগেন্দ্রবাবু, আপনার একখানা বিজ্ঞাপন দারোগাবাবুকে দিন। ইনি সেকালের মুখ্যু দারোগা নন—নব্যতন্ত্রের দারোগা—রীতিমত লেখাপড়া জানা লোক, বি-এ ফেল।"

খগেন্দ্র বলিল, "বিজ্ঞাপন আর নেই। আজ ডাকে আসবার কথা আছে।"

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিজ্ঞাপন মশায়?"

ডাকবাবু বলিলেন, "উনি যে একখানা বই ছাপাচ্ছেন।"

দারোগা বলিলেন, "কি? আপনি গ্রন্থকার? কাব্য না উপন্যাস?"

খগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কাব্যও নয় উপন্যাসও নয়। বরং কতকটা ইতিহাসের ধরণের—বঙ্গীয় জমিদার-চরিতমালা।"

পোষ্ট মাষ্টারের ভৃত্য একটি গেলাসে লেবুর সরবৎ আনিয়া দাঁড়াইল। দারোগাবাবু তাহা পান করিয়া সুস্থ হইয়া বলিলেন—"আঃ।"

খগেন্দ্র পকেট হইতে নিজের পাণের ডিবাটি বাহির করিয়া, খুলিয়া দারোগা-বাবুর সম্মুখে ধরিল।

দারোগা বলিলেন, "থ্যাঙ্কস্। আমি পাণ খাইনে।"

খগেন্দ্র বলিল, "সে কি মশায়, পাণ খান না কি রকম? পাণ খাওয়াই হল পুলিশের প্রধান কার্য্য।"

ডাকবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না—আমাদের দারোগাবাবু এ পাণও খান না সে সব পাণ-টানও খান না। গভর্ণমেণ্ট এইসব লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক পুলিশে ঢুকিয়ে ডিপার্টমেণ্টটাই মাটি করে ফেললে!"—বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া বলিলেন—"কে একজন পয়সা-কড়ির অভাবে কোন্ দারগাকে পাণ খাবার জন্যে একটি বাছুর দিয়েছিল না?"

দারোগাবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ—সে একটা পুরোনো গল্প আছে বটে।"

এমন সময় ডাকগাড়ীখানি আসিল। খগেন্দ্রের নামে একতাড়া বিজ্ঞাপন ছাপিয়া আসিয়াছিল, প্যাকেট খুলিয়া খগেন্দ্র দারোগাবাবুকে একখানি দিল।

দারোগাবাবু সেখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া, একটু খুঁটিনাটি ভাবেই খগেন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এখানে কতদিন আসা হইয়াছে, আর কতদিন থাকা হইবে, এ কয়দিনে কায কতদূর অগ্রসর হইল—ইত্যাদি। প্রস্তাবিত পুস্তক সম্বন্ধেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন—"ইচ্ছা করেন ত খানকতক বিজ্ঞাপন আমাকে দিতে পারেন। গাজনতলায় অনেক লোকজন আসে—থানায়, পোষ্ট আপিসে, ইস্কুলে—এই রকম জায়গায় টাঙ্গিয়ে দেওয়াব এখন।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দারোগাবাবুকে বহু ধন্যবাদ দিয়া খগেন্দ্র তাঁহার হাতে একগোছা বিজ্ঞাপন দিল। সেগুলি পকেটে লইয়া, পোষ্ট মাষ্টারকে অভিবাদনান্তর তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ জমিদার গৃহে

তিনদিন পরে সংবাদ আসিল, সারদাবাবু একটু ভাল আছেন, আজ বিকালে খগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

নিজে সঙ্গে করিয়া বাবুর নিকট লইয়া যাইবেন, পূর্ব্ব হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় খগেন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ ডাকে তিন-তিনখানি সংবাদপত্র আসিয়াছে। মুখোপাধ্যায় যুদ্ধকাহিনী পাঠে এমন মশগুল হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার আর মাথা তুলিবার অবকাশ নাই; সুতরাং বেলা চারিটার সময় খগেন্দ্র একাকীই জমিদার বাটী অভিমুখে যাত্রা করিল। ইতিমধ্যে লোকমুখে শুনিয়া সারদাবাবুর জীবন-চরিত কতকটা লিখিয়া রাখিয়াছিল, সে কাগজগুলি সঙ্গে করিয়া লইল।

দ্বিতলের একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে বাবুর বৈঠকখানা। মেঝের উপর ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। মধ্যস্থলে পুরু গালিচার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বাবু উপবিষ্ট। রূপার গুড়গুড়িতে বিষ্ণুপুরের সুগন্ধি তামাক পুড়িতেছে, নলটি হাতে করিয়া বাবু পাত্রমিত্রগণের সহিত গল্প করিতেছেন—মধ্যে মধ্যে ধূমপানও করিতেছেন। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবি—দুইখানি বৃহদাকার দর্পণ এবং একটি মার্ব্বেল পাথরের ক্লকঘড়ী শোভা পাইতেছে। খগেন্দ্র সেখানে নীত হইয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারই নাম খগেন্দ্রবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আসুন। বসুন। এ ক'দিন আমার শরীরটে বড়ই খারাপ ছিল, তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎও করতে পারিনি, আপনার কোনও তত্ত্বও নিতে পারিনি। শুনলাম আমাদের ইস্কুল ঘরেতে আপনি আছেন, কোনও কষ্ট হচ্ছে না ত?"

"আজ্ঞে না—কোনও কষ্ট হয়নি, বেশ আছি।"—বলিয়া খগেন্দ্র বিনীতভাবে সারদাবাবুর পানে চাহিল।

বাবু দুই চারি টান ধূমপান করিয়া বলিলেন, "আপনার বাড়ী কলকাতাতেই বুঝি? আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। আপনি বই বের করছেন—বঙ্গীয় জমিদার-চরিতমালা। কেমন?"

খগেন্দ্র মাথা নোয়াইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সারদাবাবু ওষ্ঠযুগল গুটাইয়া, মাথাটি একদিকে হেলাইয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "বঙ্গীয় জমিদার-চরিতমালা। মালা! মালা!"

পারিষদগণ এই ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিল বাবু শ্লেষ করিতেছেন; কিন্তু শ্লেষের প্রকৃত কারণটি কেহই অনুধাবন করিতে পারিল না। তথাপি তাহারা পরস্পরের প্রতি চাহিয়া চাপা হাসির দৃষ্টি বিনিময় করাটাই সুযুক্তি মনে করিল।

বাবু বলিলেন, "মালা!—আচ্ছা মালা কিসের হয় খগেন্দ্রবাবু? ফুলেরই ত হয়?"

খগেন্দ্র বলিল, "ফুলের হয়—মুক্তার হয়—আরও—"

বাধা দিয়া বাবু বলিলেন, "অর্থাৎ ভাল জিনিষেরই হয়। সুন্দর সুন্দর জিনিষেরই হয়। কেমন কিনা? কিন্তু ধরুন এই ঘুঁটে, ছেঁড়া জুতো, তালের আঁটি, ছাই ফেলার কুলো—এমন সব চীজের কি মালা হয় মশায়? আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে যত সব জমিদারবাবুরা আছেন, তাঁদের 'চরিত'গুলি কি মালা তৈরী করবার মতন সুন্দর পবিত্র জিনিষ বলে আপনি মনে করেন?"—বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া, বাবু ধূমপানে মনোযোগ করিলেন।

খগেন্দ্র মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি ঠিক বলেছেন, সুন্দর পবিত্র জিনিষেরই মালা হয়, কুৎসিত জিনিষের হয় না। কিন্তু মালা যে গাঁথে সে নির্ব্বাচনও করে। হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়েই গেঁথে ফেলে না। ফুলও ত কত রকমের আছে। গোলাপ, বেল, যূঁই থেকে আরম্ভ করে, ঘেঁটু

কাঠমল্লিকা পর্য্যন্ত। কিন্তু মালীরা বেল যূঁই গোলাপ এই সবগুলিই নিয়ে কায করে। আমিও সেই রকম নির্ব্বাচন করেই এ মালা গাঁথতে বসেছি। এই ধরুন, আমি আপনাকে পূর্ব্বে কখনও চক্ষেও দেখিনি, কিন্তু আপনার সৌরভ, আমি সেই কলকাতায় বসেই পেয়েছি। আপনি এই পাড়াগাঁয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ফুটে আছেন বটে—কিন্তু সৌরভটুকু লুকোবেন কি করে?"

শুনিয়া সারদাবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। স্পষ্ট বুঝা গেল, তাঁহার মনটা বেশ খুসী হইয়া উঠিয়াছে। পারিষদগণ প্রশংসমান চক্ষে খগেন্দ্রের পানে চাহিতে লাগিল। একজন বলিল, "বাঃ বাঃ অতি সুন্দর উপমাটি হয়েছে। ইনি অতি যথার্থ কথাই বলেছেন। আমাদের বাবুমশায়ের তুল্য গুণবান ভূস্বামী এ অঞ্চলেই নেই।"

অতঃপর বিশেষ সহৃদয়তার সহিত বাবু পুস্তকের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পাঁচ খণ্ড পুস্তকের গ্রাহক হইতে স্বীকৃত হইলেন। জীবনী সম্বন্ধে, খগেন্দ্র যেটুকু লিখিয়া আনিয়াছিল, তাহা পড়িয়া শুনাইল। বাবু মাঝে মাঝে যে সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিবার প্রস্তাব করিলেন, খগেন্দ্র সেগুলি নোট করিয়া লইতে লাগিল। দুই তিন বৎসরের পুরাতন একখানি ফোটোগ্রাফ অন্তঃপুরে আছে, সেখানি কল্য প্রাতে খগেন্দ্রকে পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন।

অবশেষে খগেন্দ্র বলিল, "আপনার কনিষ্ঠ নবীনবাবুর কথা এতে তেমন কিছুই লেখা হয়নি। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?"

বাবু যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "নবীন? সে ত এখানে নেই।"

"তিনি কোথায়?"

"কলকাতায়।"

"কলকাতায়?—তা হলে ত আমি নিজে গিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব। তাঁর ঠিকানাটি যদি অনুগ্রহ করে—"

বাবু বলিলেন, "সেদিন তার একখানা চিঠি এসেছে। কি একটা ঠিকানা দিয়েছে। কি ঘোষের লেন লিখেছে ভুলে যাচ্ছি। ওহে মাষ্টার—"

অন্য কক্ষ হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। সারদাবাবু বলিলেন, "ছোটবাবু এবার চিঠিতে যে ঠিকানাটি লিখেছেন, একটি কাগজে সেটি টুকে এই বাবুকে এনে দাও ত।"

কাগজখানি লইয়া খগেন্দ্র বলিল, "ওদিকে আমি প্রায়ই যাই। কলকাতায়

ফিরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। কাল সকালে তা হলে, মনে করে, ফটোগ্রাফ-খানি পাঠিয়ে দেবেন। এখন তা হলে আসি। নমস্কার।”—বলিয়া খগেন্দ্র প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ গাছে না উঠতেই এক কাঁদি

বাসায় ফিরিয়া খগেন্দ্র বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতে বসিয়া গেল। নবীনচন্দ্র কলিকাতায় রহিয়াছে? তবে ত খগেন্দ্রের সকল অনুমানই মিথ্যা হইয়া যায়! সে জাল ভবেন্দ্র তবে কে? সুরবালাই বা কে? জাল ভবেন্দ্র যদি নবীন না হয়, তাহা হইলে সুরবালার লীলাবতী হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? আর, সুরবালা যদি বাস্তবিকই লীলাবতী হয়, তবে ভবেন্দ্র নবীনচন্দ্র ছাড়া আর কে হইতে পারে? এ কয়দিন খগেন্দ্র যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, সমস্তই ওলট পালট হইয়া গেল।

রাত্রে তাহার লুচি ও বেগুনভাজা আসিল বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

অনেক রাত্রে তাহার হঠাৎ মনে হইল, আমি ত একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছি। সুরবালার পিত্রালয় বা শ্বশুরালয় বসন্তপুরে, শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়া আমি এই পোষ্ট অফিস বসন্তপুরে আসিয়াছি। সুরবালার সে বসন্তপুর যদি এমন কোনও বসন্তপুর হয় যেখানে ডাকঘর নাই?

পরদিন প্রাতে উঠিয়া খগেন্দ্র নীলমণি রজককে ডাকিয়া পাঠাইল। ছিন্ন বস্ত্রটুকু আজ তাহাকে দেখাইয়া সংশয় ভঞ্জন করিবে। সৈরভির মাতার সহিত কথোপকথনের কি উপায় হয়, তাহাও খগেন্দ্র বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে থানা হইতে একজন কনেষ্টবল, দারোগাবাবুর একখানি পত্র আনিয়া খগেন্দ্রকে দিল। দারোগাবাবু লিখিয়াছেন, বিজ্ঞাপনগুলি পাঠ করিয়া অনেকেই পুস্তকখানির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, খগেন্দ্রবাবু যদি আসিয়া দুই চারিদিন গাজনতলায় থাকেন, তবে কিছু গ্রাহক সংগ্রহ হইতে পারে।

দারোগাবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া খগেন্দ্র পত্র লিখিয়া দিল, শীঘ্র একদিন গিয়া সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। কনেষ্টবল পত্র লইয়া চলিয়া গেল। ধোপাবাড়ী হইতে লোক ফিরিয়া বলিল—বাবুর বস্ত্রাদি এখনও প্রস্তুত হয় নাই। প্রস্তুত করিয়া বিকালে নীলমণি লইয়া আসিবে।

সারাদিন কাটিল। বিকালে গাজনতলা থানা হইতে একজন কনেষ্টবল, দারোগাবাবুর দ্বিতীয় পত্র লইয়া পৌঁছিল। তিনি লিখিয়াছেন, আগামী কল্য প্রাতে দুইজন বড় জমিদার থানায় আসিবেন—তাঁহারা অনেক খণ্ড পুস্তকের গ্রাহক হইবেন আশা আছে। এতএব কল্য বেলা নয়টা দশটার মধ্যে খগেন্দ্র নিশ্চয়ই যেন থানায় যায়। কোনও মতে অন্যথা না হয়—পত্র পড়িয়া খগেন্দ্র কনেষ্টবলকে বলিল, "তুমি বাইরে একটু বস। আমি চা খেয়ে জবাব লিখে দিচ্ছি।"—কনেষ্টবল গিয়া বাহিরে বসিল।

খগেন্দ্র চা পান করিতেছে, এমন সময় নীলমণি রজক ধৌত-বস্ত্রের মোট কাঁধে করিয়া প্রবেশ করিল।

বস্ত্র মিলাইয়া খগেন্দ্র বলিল, "ওহে রজক, এই টুকরোটি দেখ দেখি। এর কোণে এই যে চিহ্ন রয়েছে, এটি কি তোমার দেওয়া চিহ্ন ?"

টুকরাটি হাতে করিয়া নীলমণি চিহ্ন দেখিল। বাহিরে চাহিয়া দেখিল কনেষ্টবল বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। সন্দিগ্ধভাবে খগেন্দ্রের মুখপানে সে চাহিতে লাগিল।

খগেন্দ্র বলিল, "এ চিহ্ন তোমার দেওয়া ত ? এ কার বাড়ীর চিহ্ন সেইটি আমি জানতে চাই।"

শাড়ীর পাড়টিও নীলমণি চিনিয়াছিল—উহা কৃষ্ণদাস ঘোষালের নিরুদ্দিষ্ট কন্যা লীলাবতীর। তাহার সম্বন্ধে গ্রামে যে সব গুজব আছে, তাহাও সে বিলক্ষণ জানিত। সুতরাং মনে মনে প্রমাদ গণিল। ঢোক গিলিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞে এ মার্কা—কার তা কি করে বলব ?—আপনি এ পেলেন কোথায় ?"

খগেন্দ্র বিরক্ত স্বরে বলিল, "যেখানেই পাই, তোমার সে খোঁজে কায কি ? যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও না।"

নীলমণি হাতজোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি গরীব মানুষ—"

খগেন্দ্র রাগিয়া উঠিল। কঠোরস্বরে বলিল—"আ মর্ বেটা! তুই গরীব কি তালেবর তা কে জিজ্ঞাসা করছে ? তোর দেওয়া মার্কা কি না সত্যি করে বল্।"

ধমক খাইয়া নীলমণি কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কাতরস্বরে বলিল—"বাবুমশায়, কি হয়েছে ?"

খগেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "খুন হয়েছে।"

নীলমণি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "অ্যাঁ—অ্যাঁ? দিদিঠাকরুণকে খুন করেছে?"

খগেন্দ্র যাহা জানিতে চাহিয়াছিল, তাহা জানিল। তথাপি কৃতনিশ্চয় হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ খুন করেছে। তোমাদের দিদিঠাকরুণের নাম কি বল দেখি?"

"নীলেবতী। ঘোষালদের মেয়ে নীলেবতী দিদি। আহাহা, কে খুন করলে বাবুমশায়?"

খগেন্দ্রের মনের সকল সন্দেহ দূর হইল। একটু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "কে আর খুন করবে? তোমাদের জমিদারের ভাই।"

"ছোটবাবু?—আহাহা!—তা আমরা সেই কালেই জানি। তা বাবুমশায়, কি হবে এখন? আপনি কি ফুলুস্?"

খগেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "হ্যাঁ—আমি পুলিশের ডিটেকটিব।"

"আজ্ঞে কি বললেন?"

"ডিটেকটিব—ডিটেকটিব—তোরা যাকে টিকটিকি বলিস।"—বলিয়া খগেন্দ্র নিজের গোঁফযোড়াটি মুচড়াইতে লাগিল।

নীলমণি বাহিরে কনেষ্টবলের পানে আবার চাহিয়া দেখিল। শেষে খগেন্দ্রের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিল, "দোহাই হুজুর—আমি গরীব মানুষ—কিছু জানিনে। আমায় যেন সাক্ষীর ফেসাদে ফেলবেন না। বরং হুজুরের কাপড় যা কেচেছি তার দাম চাইনে—সে টাকাটা হুজুরের পাণ খাবার জন্যে দিলাম। দোহাই টিকটিকিবাবু, দয়া করুন।"

খগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা—যা যা। এসব কথা খবর্দার কাউকে যেন বলিসনে।"

নীলমণি নিজের দুই কাণ ধরিয়া মর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "কখনই না হুজুর—কাউকে বলব না—জিভ্যে কেটে ফেললেও না।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

বাহির হইয়া নীলমণি ধীরপদে অগ্রসর হইল। পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে ঘুরপথ দিয়া, একেবারে জমিদার-বাটির খিড়কী দ্বারে উপস্থিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সারদাবাবু বারান্দায় বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবার জন্য হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতেছেন।

নীলমণি ধপাস্ করিয়া উঠানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হুজুর মা বাপ— আপনার অন্নেই প্রতিপালিত হয়েছি, একটা খবর দিতে এলাম—বড়ই বিপদ।"

সারদাবাবু বলিলেন, "কি রে নীলমণি, কি হয়েছে ?"

ক্রন্দনের স্বরে নীলমণি বলিল, "আজ্ঞে—খুনী মামলা। গাঁয়ে, ফুলুসের কি বলে, সেই তাই এসেছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া সারদাবাবু বলিলেন, "কি এসেছে রে ? ব্যাপার কি ? পুলিশের কি এসেছে ?"

"আজ্ঞে নামটা ভুলে গেলাম হুজুর। সেই যে দেওয়ালে পাঁচিলে বেড়ায়, মাথা নাড়ে, ন্যাজ নাড়ে।"

সারদাবাবু অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন. "মাথা নাড়ে ন্যাজ নাড়ে কি বলছিস রে ? ক্ষেপে গেলি নাকি ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীলমণি বলিল, "আজ্ঞে ক্ষেপে যাওয়ারই দাখিল। হ্যাঁ মনে পড়েছে—টিকটিকি। ফুলুসের টিকটিকি গাঁয়ে এসেছে।"—বলিয়াই স্কুলঘরে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সমস্তই নীলমণি বর্ণনা করিল। শেষে কর-যোড়ে বলিল—"এ খবরটি যে আমি দিলাম, সেটা যেন প্রকাশ না হুজুর—তা হলে গরীব মারা যাবে। চিরকাল নুন খেয়েছি, সেটা ভুলতে না পেরেই খবরটা দিয়ে গেলাম। ছোটদাদা ঠাকুরের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যা করতে হয় তা করুন। এখন প্রণাম হই।"

নীলমণি চলিয়া গেলে সারদাবাবুর সায়ংসন্ধ্যা করা ঘুরিয়া গেল। পোষ্ট আপিসে দারোগার সহিত খগেন্দ্রের সাক্ষাৎ হওয়া, অন্য প্রাতে থানা হইতে তাহার নিকট কনেষ্টবল আসা সারদাবাবু শুনিয়াছিলেন। নবীনের কলিকাতার ঠিকানা জানিবার জন্য খগেন্দ্র যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও মনে পড়িল। সুতরাং নীলমণির দেওয়া সংবাদ অবিশ্বাস করার কোনই কারণ পাইলেন না। দ্বিতলের উপরে উঠিয়া জননী ভগিনী প্রভৃতির সহিত কিয়ৎক্ষণ গোপন পরামর্শ করিলেন। অবশেষে বৈঠকখানায় আসিয়া একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অল্পক্ষণ পরামর্শের পর, রাত্রি নয়টার সময় কর্ম্মচারী বাহির হইয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"সে ত পাঁচ হাজারের কম কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। বলছে খুনের বিশিষ্ট প্রমাণ তার হাতে আছে—কেবল

স্ত্রীলোকটি কে, সেইটুকু জানতে বাকী ছিল, তাও এখানে এসে জেনেছে। বললে এখন অর্দ্ধেক টাকা—আড়াই হাজার দাখিল করতে হবে—প্রমাণ অভাবের খাতেমা রিপোর্ট দিয়ে বাকী আড়াই হাজার নেবে।"

সারদাবাবু অন্তঃপুরে গিয়া আবার পরামর্শ করিলেন। একটা পুঁটুলিতে, দশ টাকার নোটে গিনিতে আড়াই হাজার টাকা বাঁধিয়া আনিয়া কর্ম্মচারীর হস্তে দিলেন।

গভীর রাত্রে খগেন্দ্র টাকাগুলি গণিয়া লইয়া, কর্ম্মচারীকে অভয় দিয়া বিদায় করিল। শয়ন করিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'একেই বলে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।'

নবম পরিচ্ছেদ ॥ বন্ধুলাভ

অনেক রাত্রি অবধি খগেন্দ্র ঘুমাইল না। সে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল—যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন কোন মতেই ছাড়া হইবে না—ঐ জাল ভবেন্দ্র যে কে তাহা আবিষ্কার করিতেই হইবে। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, সে নবীন নহে—কিন্তু ইহা ঠিক কি? কলিকাতা হইতে একখানা চিঠি আসিয়াছে, তাহাতে ঠিকানাটা দেওয়া আছে, কেবলমাত্র এইটুকু হইতেই কেন সিদ্ধান্ত করিব যে নবীন বাগুলিপাড়ায় গিয়া ভবেন্দ্র সাজে নাই। আমি ত এই বসন্তপুরে রহিয়াছি; কলিকাতার ঠিকানা দিয়া কাহাকেও একখানা চিঠি যদি লিখি—অপর খামের মধ্যে তাহা ভরিয়া যদি কলিকাতায় কোনও বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিই এবং তাহাকে ঐখানি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিতে বলি—তাহা হইলে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না। সুতরাং এবার কলিকাতায় গিয়াই অনুসন্ধান করিতে হইবে—ঐ ঠিকানায় নবীন যথার্থ বাস করে কিনা। আচ্ছা—যদি গিয়া দেখি—নবীন সেখানে সশরীরে বর্ত্তমান আছে—তাহা হইলে কি করিব? এই লীলাবতী এখান হইতে কোথা দিয়া কোথায় কোথায় গেল, কি করিল, সেই সমস্ত অনুসন্ধান করিলেই জাল ভবেন্দ্রের আসল পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেটা এখান হইতে সারিয়াই যাওয়া কর্ত্তব্য। সৈরভির মাকে জিজ্ঞাসা-বাদ করিতে হইবে। কিন্তু সে প্রকৃত কথা বলিবে কি?—লীলাবতী খুন হইয়াছে, আমি ডিটেকটিব এখানে তদন্তে আসিয়াছি, একথা কল্য গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং সৈরভির মার কাছে

কোনও কথা বাহির করা শক্ত হইবে। এক, যদি আমি সত্য সত্যই পুলিশ হইতাম, সঙ্গে দুই চারিজন কনেষ্টবল চৌকিদার থাকিত, হাতকড়ি থাকিত, হাজতে বন্ধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভয় দেখাইয়া, স্তোক দিয়া, কোনও রকমে তাহাকে স্বীকার করাইতে পারিতাম। সে সব কিছুই নাই—আমি হইয়াছি ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দ্দার। এখন কি করা যায় ?

বিছানা হইতে উঠিয়া খগেন্দ্র আলো জ্বালিল। ঘরের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইল। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ দারোগার লিখিত শেষ চিঠিখানির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সেখানি খুলিয়া খগেন্দ্র আর একবার পাঠ করিয়া শেষে আপন মনে বলিতে লাগিল, 'এই ত এই ত একজন আসল পুলিশ রহিয়াছে। বাক্সে আমার টাকাও যথেষ্ট রহিয়াছে। টাকায় বশীভূত করিয়া এই দারোগার দ্বারাতেই ত কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিতাম! কিন্তু ইনি যে আবার 'পাণ' খান না'—কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিয়া, দীপ-নির্ব্বাণ করিয়া খগেন্দ্র আবার শয়ন করিল।

শয়ন করিয়া খগেন্দ্র আবার ভাবিতে লাগিল, পাণ খান না—আবার কবিতা পড়েন। আমি পুস্তক ছাপাইতেছি শুনিয়াই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন কাব্য না উপন্যাস। আচ্ছা, এক কায করিলে হয় না? লোকটা ত নব্যতন্ত্রের কলেজ-পড়ুয়া শুনিলাম। আমি যদি একটি বেশ প্রণয়ের গল্প বানাইয়া উহাকে বলিতে পারি—আমি নিজেই যেন নায়ক—এই রহস্যটি উদ্ঘাটন করিতে পারিলেই যেন আমাদের মিলন সম্পন্ন হয়—তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার মন ভিজিবে এবং তাহার কনেষ্টবল হাতকড়ি ও হাজত সমস্ত লইয়া আমায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। এই ঠিক হইয়াছে। এখন গল্পটি কিরূপ তৈয়ারি করা যায়?—ঐ সব কথাই কেবল—একটু উলট পালট—কোথাও বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন, কোথাও বা একটু পরিবর্দ্ধন, আবশ্যক মতে অল্পবিস্তর পরিবর্জ্জন। সে ঠিক হইবে এখন।

সে রাত্রে খগেন্দ্র যখন নিদ্রা গেল তখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছে।

পরদিন বেলা সাতটার সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। চা পান ইত্যাদি শেষ করিয়া পদব্রজে গাজনতলার থানা অভিমুখে সে যাত্রা করিল।

গাজনতলা, বসন্তপুর হইতে দেড়ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আট ঘটিকার পর থানায় পৌঁছিয়া শুনিল দারোগাবাবু তখনও অন্তঃপুর হইতে বাহির হন নাই।

ভৃত্যমুখে নিজ আগমন সংবাদ পাঠাইয়া, দারোগাবাবুর বৈঠকখানায় খগেন্দ্র উপবেশন করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দারোগাবাবু গেঞ্জি গায়ে, চটিজুতা পায়ে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে একখানি নূতন মাসিকপত্র। খগেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"এক পেয়ালা চা খাবেন?"

খগেন্দ্র বলিল, "ধন্যবাদ। আমি একদফা চা খেয়ে বেরিয়েছি যে!"

"এতখানি পথ হেঁটে এসেছেন, শ্রান্ত হয়েছেন, আরও এক দফা হোক না মশায়।"

খগেন্দ্র সম্মতি জানাইলে, দারোগাবাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া চা আনিতে আদেশ করিলেন।

দুই চারিটি শিষ্টাচারের কথার পর দারোগাবাবু বলিলেন, "আপনি এত সকালে এসে পড়েছেন! আপনার জমিদার-চরিতমালার খদ্দেররা ত দশটার আগে এসে পৌঁছবে না।"

ঈষৎ হাসিয়া খগেন্দ্র বলিল, "আমি এই বঙ্গীয় জমিদার-চরিতমালার বিজ্ঞাপন নিয়ে বেরিয়েছি, এটা একটা ভাণ মাত্র।"

দারোগাবাবু কয়েক মুহূর্ত্তকাল খগেন্দ্রের মুখপানে সকৌতুকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"আমি তা জানি।"

এই উত্তরে খগেন্দ্র একটু বিস্মিত ও শঙ্কিত হইল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি জানেন? কেমন করে জানলেন?"

দারোগাবাবু বলিলেন, "সেদিন পোষ্ট আপিসে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আমার মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমি তাই আপনার বিজ্ঞাপনের কাগজখানি সেইদিনই কলকাতায় পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দিই। কাল রাত্রে তাঁর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি, ও ঠিকানায় কোন পাবলিশিং ফারম নেই এবং কলকাতার কোনও ছাপাখানায় ও রকম কোন বই কেউ ছাপতে দেয়নি।"

খগেন্দ্রের বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাবটা যথা-সাধ্য গোপন করিয়া বলিল, "আর কি জেনেছেন?"

দারোগাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আর জেনেছি যে আপনি ফেরারী আসামী নন—বদমায়েসের তালিকাতেও আপনার নাম নেই।"

খগেন্দ্র ক্ষীণস্বরে বলিল, "আর ?"

"আর কিছু এখনও জানতে পারিনি।"

শুনিয়া খগেন্দ্র মনে কতকটা আশ্বাস পাইল। বলিল—"আচ্ছা, আমার প্রতি আপনার এরকম গুরুতর সন্দেহই যদি ছিল, তবে আমার কেতাবের খদ্দের জোটাবার জন্যে আপনি চেষ্টা করলেন কেন ?—আমাকে ডেকেই বা পাঠালেন কেন ?"

দারোগা বলিলেন, "যখন ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তখনও কলকাতা থেকে তার পাইনি। তেমন তেমন টেলিগ্রাম এলে আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে কোথায় খুঁজে বেড়াব—তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কেতাবের খদ্দের-টদ্দের—আপনার ভাষাতেই বলি, ওগুলো আমার ভাণ মাত্র।"—বলিয়া দারোগাবাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খগেন্দ্র কিন্তু হাসিল না। মুখখানি মলিন করিয়া আনত নেত্রে সে নীরব রহিল।

দারোগাবাবু মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতে লাগিলেন। শেষে অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"খগেনবাবু—আপনি কি রাগ করলেন ? দেখুন, আমরা পুলিশের লোক, সন্দেহ করাই আমাদের ব্যবসা। আমি সরকারী চাকরের কর্ত্তব্য পালন করেছি মাত্র। আপনি তাতে দুঃখিত হচ্ছেন কেন ?"

খগেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই বলিল, "সে ত ঠিক কথা।"

দারোগাবাবু কোমল স্বরে বলিলেন, "তবে আপনি মুখখানি অমন বিমর্ষ করে রয়েছেন কেন ?"

খগেন্দ্র এবার চোখ তুলিল—ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমায় চোর বদমায়েস বলে সন্দেহ করেছিলেন—তার জন্যে আমি দুঃখিত হইনি। আমি একটা আশা করে আপনার কাছে এসেছিলাম—সেই আশা ভঙ্গ হবার উপক্রম দেখেই আমার মনটা কিছু ব্যাকুল হয়েছে।"

দারোগাবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার কাছে আশা করে এসেছিলেন ? কি বিষয় ?"

"কতকগুলি বিষয়ের অনুসন্ধান করবার জন্যেই আমার এ অঞ্চলে আসা। তার উপর আমার সারা জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করছে। আপনি পুলিশের কর্ম্মচারী—আপনি মনে করলেই তদন্ত করে খবরগুলি আমায় দিতে পারতেন।"

দারোগাবাবু বলিলেন, "আমি তদন্ত করে আপনাকে খবর দিতে পারতাম ?—ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছিনে। আচ্ছা, খগেনবাবু, যদি আপনার প্রকৃত নাম খগেনবাবুই হয়—আপনার আশাভঙ্গ হবার কারণটি কি আমায় যদি খুলে বলেন, তা হলে আমি বুঝতে পারি—আপনার কোনও সাহায্য আমার দ্বারা হবে কি না।"

খগেন্দ্র বলিল, "আপনার মনে এখনও যখন সন্দেহ যে আমি নিজের নাম যা বলেছি তা আমার প্রকৃত নাম নয়, তখন আপনার কাছে আমার সাহায্য লাভের আশা কি ?"

ভৃত্য চা আনিল। খগেন্দ্র পেয়ালাতে চামচ সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "আমি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত—কাকেই বা ডেকে এনে প্রমাণ করি যে আমার নাম প্রকৃতই খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় !"

দারোগাবাবু অল্পক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার দ্বারায় যদি আপনার কোনও উপকার হয়—আর, আমি ধর্ম্মপথে থেকে উপকারটুকু করতে পারি—তা হলে নিশ্চয়ই করব। আপনার নামের জন্যে আটকাবে না।"

খগেন্দ্র আগ্রহের সহিত বলিল, "আপনি ধর্ম্মপথে থেকেই আমার উপকার করতে পারেন। শুধু আমার উপকার নয়—বাঙ্গালা দেশের একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারও আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে।"

দারোগাবাবু বলিলেন, "ব্যাপারটা তা হলে আমায় খুলে বলুন।"

খগেন্দ্র চায়ের পেয়ালায় মুখ দিল। তিন চারি চুমুক পান করিয়া বলিল—"সমস্তই আমি খুলে বলছি।"—বলিয়া চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া, রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে আরম্ভ করিল—"একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক কোন স্থানে গিয়ে—একটা বিষম জুয়াচুরি করবার ফন্দীতে আছে। আমি তাদের সে জুয়াচুরিতে বাধা দিতে চাই। স্ত্রীলোকটি যে কে তা আমি এখানে এসে জানতে পেরেছি—কিন্তু পুরুষটি যে কে তা এখনও নিশ্চিত ভাবে জানতে পারিনি।"

দারোগাবাবু বলিলেন, "কোথায় এ জুয়াচুরি হচ্ছে ?"

খগেন্দ্র বলিল, "সেইটি এখন বলব না—মাফ করবেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, এখান থেকে সে স্থান বহুদূর। এ জেলাতে নয়—এ ডিভিজনেও নয়।"

"স্ত্রীলোকটি কে?"

"বসন্তপুরের কৃষ্ণদাস ঘোষালের মেয়ে লীলাবতী। কি করে জানতে পারলাম তাও বলি।"—বলিয়া, শাড়ীর আঁচল হইতে টুকরা কাটিয়া আনা, নীলমণি রজককে তাহা দেখান, এবং নীলমণির স্বীকারোক্তি খগেন্দ্র বর্ণনা করিল।

দারোগা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি ইংরেজি ডিটেকটিবের গল্প খুব পড়েন বুঝি?—আপনি দেখছি একজন দ্বিতীয় শার্লক হোম্!"

খগেন্দ্র বলিল, "শার্লক হোমের প্রতিভা আমাতে থাকলে আর ভাবনা কি ছিল!"

দারোগাবাবু মাসিক-পত্রখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বললেন পুরুষটি যে কে, তা আপনি নিশ্চিত জানতে পারেন নি। কাউকে আপনার সন্দেহ হয় কি?"

খগেন্দ্র বলিল, "হয়। যে রাত্রে লীলাবতী তার শ্বশুরবাড়ী ময়নামতী গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয় সেই রাত্রেই আপনার এই গাজনতলার কাছেই, বসন্তপুরের সৈরভির মা বলে একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে, জমিদার সারদাবাবুর ছোট ভাই নবীনকে একত্র পথ চলতে দেখা গিয়েছিল। নবীনও সেই রাত্রি থেকে নিরুদ্দেশ তাই আমার সন্দেহ, হয়ত বা ঐ নবীনের সঙ্গেই লীলাবতী গৃহত্যাগ করে গিয়েছে—আর তারাই গিয়ে ঐ জুয়াচুরিটি করবার চেষ্টায় আছে।"

দারোগাবাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে—যা ত—মুন্সীবাবুর কাছ কাছ থেকে চার পাঁচ মাসের পুরোণো ষ্টেশন-ডায়রিগুলি সব নিয়ে আয়।"

খগেন বলিল, "আপনার ষ্টেশন-ডায়রিতে এ সম্বন্ধে কিছু আছে নাকি?"

দারোগাবাবু সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনি যে জুয়াচুরিতে বাধা দিতে চাইছেন—এ সব অনুসন্ধান করছেন—এ কি শুধু ধর্ম্ম ভেবে—পরের উপকার করবার জন্যে?"

খগেন্দ্র বলিল, "মোটেই নয়। আমার ঘোর স্বার্থ আছে।"

"কি রকম?"

খগেন্দ্র তখন যে কল্পিত উপন্যাসটি আরম্ভ করিল তাহা সংক্ষেপে এই—এই জমিদারের একটি মাত্র পুত্র ছিল, পিতামাতার সহিত পুরীধামে রথযাত্রা দেখিতে যাইয়া সে হারাইয়া যায়। সে আজ পঁচিশ বৎসরের কথা। জমিদার-

বাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইলে অধিক বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন—সে স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা জন্মে। খগেন্দ্রের সহিত সেই মেয়েটির পরিচয় এবং ভালবাসা। বাড়ীতে মেম রাখিয়া জমিদারবাবুর মেয়েটিকে ইংরাজি পড়াইতেন, খগেন্দ্র তাহাকে বাংলা শিক্ষা দিত। দুই বৎসর হইল জমিদারবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি উইল করিয়া গিয়াছেন, কন্যাটির ষোল বৎসর বয়স হইলে খগেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইবে এবং উভয়ে সম্পত্তি সমভাবে পাইবে। ইতিমধ্যে দেওয়ান বালিকার অভিভাবক স্বরূপ সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। মেয়েটির বয়স এখন পনেরো বৎসর, আর এক বৎসর পরেই তাহাদের দুইজনের বহুদিন পোষিত মিলনাশা সফল হইত, কিন্তু দুইমাস হইল এক ব্যক্তি আসিয়া বলিতেছে, আমিই সেই পুরীতে হারাইয়া যাওয়া বংশধর। গ্রামের দুই চারিজন প্রধান লোক ও কয়েকজন অসন্তুষ্ট আমলাকে বশ করিয়া বিষয় সম্পত্তি দখলের জন্য সে মোকর্দ্দমা করিবার আয়োজন করিতেছে। সে আসিবার কিছু পূর্ব্বে অন্তঃপুরে এক অপরিচিত স্ত্রীলোক নিজেকে অনাথা বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল এবং আশ্রয়ও পাইয়াছিল। সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে যে ঐ স্ত্রীলোকটা সেই পুরুষকে গোপনে গোপনে নানা সংবাদ দিয়া পত্র লেখে। স্ত্রীলোকটা যে লীলাবতী ইহা নীলমণি রজকের দ্বারায় প্রমাণ হইতেছে; কিন্তু পুরুষটা যে কে সেইটি জানিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

নব্য দারোগাবাবু এই কাহিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে শুনিয়া যাইতেছিলেন। শেষ হইলে বলিলেন—"এ যে মশাই রীতিমত একখানি উপন্যাস! আশ্চর্য্য কাণ্ড ত!"

খগেন্দ্র দেখিল ঔষধটি বেশ ধরিয়াছে।

একজন কনেষ্টবল এই সময় খানকয়েক ষ্টেশন-ডায়রি বহি আনিয়া দারোগাবাবুর সম্মুখে রাখিল। তিনি কিছুক্ষণ সেগুলার পাতা উল্টাইয়া একটা স্থান অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে লাগিলেন। বহি হইতে চক্ষু না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে স্ত্রীলোকটার কি নাম বললেন? কার মা?"

খগেন্দ্র বলিল, "সৈরভির মা।"

দারোগাবাবু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেল, "এই দেখুন।"

খগেন্দ্র দেখিল, ময়নামতী গ্রামের চৌকিদার বছিরদ্দি শেখ লিখাইয়াছে—গত রাত্রে রোঁধ দিতে বাহির হইয়া ময়নামতী ও গাজনতলায় সরহদ্দের নিকট

দুইজন স্ত্রীলোককে সন্দেহজনক অবস্থায় যাইতে দেখে এবং চৌকিদারের জিজ্ঞাসায় তাহারা যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহাও ডায়রিভুক্ত করা হইয়াছে।

খগেন্দ্র পরিশেষে বলিল, "তবে ত দেখছি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম। নবীনের সঙ্গে লীলাবতী পালিয়েছে।"

দারোগা বলিলেন, "আমারও তাই বিশ্বাস।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া এই প্রসঙ্গ চলিল। "যদি মাফ করেন ত জিজ্ঞাসা করি।"—ইত্যাকার সসঙ্কোচ ভূমিকা করিয়া মাঝে মাঝে দারোগাবাবু সেই কাল্পনিক মেয়েটির কথাও খগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লজ্জায় রাঙা হইয়া, কণ্ঠের স্বর সাধ্যমত কম্পিত করিয়া খগেন্দ্র যে সকল উত্তর দিতে লাগিল, তাহা হইতে দারোগাবাবুর স্পষ্টই ধারণা জন্মিল, মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী গুণে স্বরস্বতী ; এবং এ দুজনের প্রেমটি স্বর্গেরই জিনিষ—মর্ত্ত্যে তাহার তুলনা নাই।

ফলে দারোগাবাবু প্রতিশ্রুত হইলেন, বে-আইনি না করিয়া, নিজ এলাকা মধ্যে খগেন্দ্রকে যতদূর সাহায্য তিনি করিতে পারেন তাহা করিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ কয়েকখানি পত্র

(১)

বসন্তপুর
২৫শে জ্যৈষ্ঠ

প্রিয় ভগ্নী কনকলতা,

তোমায় শেষ পত্র লিখিবার পর অনেকগুলি নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। এখানকার দারোগাবাবু আমার একজন পরম বন্ধু। তাঁহার সাহায্যে সৈরভির মাকে রীতিমত জেরা করিয়া অনেক কথা বাহির করা গিয়াছে। মাগী কি সহজে বলে!—যখন কনেষ্টবল তাহাকে হাতকড়ি পরাইতে উদ্যত হইল তখন সকল কথা সে প্রকাশ করিল। নবীনচন্দ্র তাহাকে টাকা খাওয়াইয়া ময়নামতী পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেখানে সন্ধ্যার পর পৌঁছিয়া নির্জ্জন পুকুর ঘাটে লীলাবতীকে পাইয়া সে বলে, তোমার মা অত্যন্ত পীড়িতা, ইঁহারা পাঠাইবেন না জানিয়া গোপনে তিনি পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছেন, ষোলজন বেহারা ও পাল্কী গ্রামের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, রাত্রি দশটার সময় আমি খিড়কীর দরজার

নিকট দাঁড়াইয়া থাকিব, তুমি বাহির হইয়া আসিও, মার সঙ্গে দেখা করাইয়া আবার তাড়াতাড়ি তোমায় ফিরাইয়া আনিব। বোকা মেয়ে সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া সৈরভির মার সহিত বাহির হয়। গ্রাম হইতে কিছুদূরে, বটবৃক্ষের ছায়ায় গরুর গাড়ী লইয়া নবীন লুকাইয়া ছিল—সে লীলাবতীকে ধরিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া গরুর গাড়ীতে তুলিয়া প্রস্থান করে। সৈরভির মা বলিল সে গাড়োয়ানের নাম বলাই ঘোষ। দারোগাবাবু বলাই ঘোষকে আনাইয়াও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। সেও সৈরভির মার উক্তি (মুখে কাপড় গুঁজিয়া জোর করিয়া গাড়ীতে উঠান প্রভৃতি) সমর্থন করে। তাহার নিকট হইতে আরও জানা গিয়াছে, নয়নপুরের নিকট এক বাগানবাড়ীতে ইহারা গিয়া উঠিয়াছিল। আগামী কল্য দারোগাবাবু সহ আমি নয়নপুর যাত্রা করিব। সেখানে যেরূপ শুনিতে পাই তাহা পরে জানাইব।

তোমার স্নেহের
খগেন দাদা

(২)

বসন্তপুর
২৭শে জ্যৈষ্ঠ

কল্যাণবরাসু,

গত পরশু দিবস তোমায় একখানি পত্র লিখিয়াছি, পাইয়া থাকিবে। দারোগাবাবু আমায় সঙ্গে লইয়া যান নাই—তিনি একাই নয়নপুরের বাগান বাড়ীতে অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া অদ্য বলিলেন, লীলাবতী প্রায় মাসাবধি কাল ঐ বাগানবাড়ীতে আবদ্ধ ছিল। নবীন মাঝে মাঝে আসিত এবং লীলাবতীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিত। লীলা কিন্তু সর্ব্বদা কাঁদাকাটা করিত এবং নবীনকে দেখিলেই বলিত—যদি আমার কাছে আসিবে ত আমি ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িব। মাসখানেক পরে, এখান হইতে নবীন লীলাবতীকে রাত্রিকালে কালনায় লইয়া যায় এবং নৌকাযোগে সেখান হইতে কোথায় যাত্রা করে তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। দারোগাবাবুর সাহায্য না পাইলে আমি এ সকল কিছুই জানিতে পারিতাম না। সৌভাগ্যক্রমে কালনা থানার ইন্‌স্পেক্টরবাবু আমাদের এই দারোগাবাবুর বন্ধু।

তিনি আমায় চিঠি দিয়া সেখানে পাঠাইতেছেন। কালনায় গিয়া তাঁহার সাহায্যে আমি যদি সেই সকল মাঝি-মাল্লাকে বাহির করিতে পারি, তবে সেখান হইতে তাহারা কোথায় গেল কি করিল সবই জানা যাইবে।

এখন যতদূর দেখিতেছি, সম্ভবতঃ সুরবালা ওরফে লীলাবতী ক্রমে নবীনের কবল হইতে পলাইয়া গিয়াছিল এবং পরে ঐ জাল ভবেন্দ্রের সহিত কোথাও একত্র হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়া তোমাদের ওখানে পৌঁছিয়াছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে কোনও সংবাদ পাইয়া থাক তবে তুমি আমায় কালনার ঠিকানায় পুলিশের ইন্‌স্পেক্টরবাবুর কেয়ারে পত্র লিখিবে।

তোমার স্নেহের
খগেন দাদা

(৩)

বাগুলিপাড়া
৩১শে জ্যৈষ্ঠ

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং,

পরম পূজনীয় দাদামহাশয় পত্রদ্বারা আমার বহু বহু প্রণাম জানিবেন। পরে আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ জনার প্রাণগতিক মঙ্গল হয় বিশেষ।—দেখুন ঠিক হল ত ? এবার আর বলিতে পারিবেন না যে আপনাকে জ্যেষ্ঠোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনে আমি ত্রুটি করিতেছি।

আপনার পত্র দুইখানি পাইয়াছি। একটি সংবাদ আমি জানিতে পারিয়াছি। যিনি ভবেন্দ্র সাজিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে নাকি তিন্‌তারিয়া মঠের মোহান্ত ছিলেন। বাবু একদিন দেওয়ানজির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, আমি আড়ালে থাকিয়া শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এই তিন্‌তারিয়া কোথায় তাহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

এ বাটীর সমস্ত মঙ্গল। ভবেন্দ্রবাবু যেই হউন—সত্যই হউন আর জালই হউন—তিনি বউরাণীর সহিত সত্যকার প্রেমেই পড়িয়া গিয়াছেন। মাঝে বউরাণীর জ্বর হইয়াছিল, একদিন অবস্থা একটু শঙ্কাজনক হইয়া উঠে। সেদিন বউরাণীর বিছানার নিকট চেয়ার পাতিয়া তিনি বসিয়াছিলেন—আমি হঠাৎ ঢুকিয়া দেখি তাঁহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। কেহ যদি

কাহাকেও সত্য সত্য ভালবাসে, দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে। আপনার কুশল সংবাদ লিখিবেন। ইতি

আপনার স্নেহের ভগ্নী
কনকলতা

(৪)

কালনা
৬ই আষাঢ়

কল্যাণীয়াসু,

কয়েক দিন হইল তোমার একখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি লিখিয়াছ যে জাল ভবেন্দ্র পূর্ব্বে তিন্‌তারিয়া মঠে থাকিত, কিন্তু সে যে কোথায় তাহা আমি কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। সেখানে কোনও ডাকঘর নাই, থাকিলে পোষ্টাল গাইডেই নাম খুঁজিয়া পাইতাম।—যাহা হউক সে অনুসন্ধান শীঘ্রই আমাকে করিতে হইবে।

এখানে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবুর সাহায্যে মাঝি-মাল্লাগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে রহস্য গভীরতর হইয়া পড়িয়াছে। দরিবুল্লা মাঝির কথায় ইহাই প্রকাশ হইতেছে যে, একজন বাবু একটি রুগ্না স্ত্রীলোককে লইয়া তাহার নৌকায় আরোহণ করেন। স্ত্রীলোকটি ঐ বাবুর প্রতি অত্যন্ত বিমুখ ছিল, এবং সর্ব্বদা কাঁদাকাটা করিত। কোনও দিন বা আহার করিত, কোন দিন করিত না। বাবুকে কাছে যাইতে দিত না। একদিন অপরাহ্ন-কালে হঠাৎ নৌকায় গোল উঠে, ছুরি আন্ ছুরি আন্। স্ত্রীলোকটি আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে গলায় দড়ি দিয়াছিল। বাবু তাহা দেখিতে পাইয়া গোল করেন। তখন সকলে গিয়া দড়ি কাটিয়া তাহাকে নামাইল। স্ত্রীলোকটি প্রথমতঃ অজ্ঞান অবস্থায় ছিল, অনেক শুশ্রূষায় সন্ধ্যার পরে তাহার চৈতন্য হয়। নৌকার ভিতর একা শয়ন করিত, সেদিনও একাকী ছিল। বাবুটি ছত্রীর বাহিরে শয়ন করিতেন। প্রাতে উঠিয়া স্ত্রীলোকটিকে নৌকায় আর দেখা যায় নাই। একজন দাঁড়ি বলে, দেওয়ানগঞ্জ বা ঐরূপ কোন স্থানের নিকট রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় জলে ঝপাস্ করিয়া কি একটা পড়িবার শব্দ সে শুনিয়াছিল, কিন্তু শুশুক লাফাইতেছে ভাবিয়া ওদিকে আর খেয়াল করে নাই।

সুতরাং অনুমান হইতেছে, পলায়ন বা আত্মহত্যা অভিপ্রায়ে লীলাবতীই রাত্রে জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল; ভাসিয়া গিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়াছিল। দরিবুল্লা আরও বলে, সেদিন দোল ছিল। পঞ্জিকায় দেখিলাম উহা ২৯শে ফাল্গুন। কোন্ দিন সুরবালাকে বাগানের ঘাটে পাওয়া গিয়াছিল অনুসন্ধান করিয়া আমায় লিখিবে। তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, মাঝিগণ বর্ণিত এই বাবু ও স্ত্রীলোক, নবীন ও সুরবালা কি না।

তোমার দাদা

(৫)

বাগুলিপাড়া
১০ই আষাঢ়

প্রিয় খগেনবাবু,

পত্র পাইলাম। তাড়াতাড়ি এক ছত্র লিখিয়া দিতেছি। দোলের পরদিন প্রাতেই সুরবালাকে বাগানের ঘাটে পাওয়া গিয়াছিল।

আপনার
কনক

(৬)

কলিকাতা
২০শে আষাঢ়

প্রিয় কনক,

তোমার পত্র পাইয়া অনেকটা হতাশ হইতে হইল। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সুরবালা ঐ জাল ভবেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া আসে নাই। উহার সম্বন্ধে যত কিছু অনুসন্ধান করিলাম, সকলই ব্যর্থ হইল—জাল ভবেন্দ্র যে কে, তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না।

এখানে ফিরিয়া নবীনচন্দ্রের সন্ধানে আমি গিয়াছিলাম। তাঁহার ঠিকানায় গিয়া শুনিলাম, কয়েকদিন পূর্ব্বে ঘোড়ার গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়া তিনি বিষম আঘাত পান এবং মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে আছেন। সেখানে কয়েকদিন উপর্য্যুপরি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। গতকল্য তাঁহার মৃত্যু

হইয়াছে। মরিবার পূর্ব্বে তিনি উকীল ডাকাইয়া হাঁসপাতালে এক উইল করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন, লীলাবতীর উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই পাপেই তাঁহার এই অপঘাত মৃত্যু হইল। আরও লিখিয়াছেন, ঈশ্বরকৃপায় তিনি তাঁহার দুশ্চেষ্টায় সফল হন নাই—লীলাবতী সতী—নিষ্পাপ শরীর। তাঁহার প্রাপ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ, নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি লীলাবতীকে দান করিয়াছেন। অপরার্দ্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। আমিও সেই উইলে সাক্ষী হইয়াছি।

আমি আগামী কল্য প্রাতে কাশী যাত্রা করিব। সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী থাকেন। তিন্‌তারিয়া মঠ কোথায়—আমি সেখানে থাকিয়া অনুসন্ধান করিব। সে মঠে গেলে, ভবেন্দ্র যে কে হয়ত নির্ণীত হইতে পারে।

তোমার স্নেহের

খগেন্দ্র

(৭)

কলিকাতা

১৫ই শ্রাবণ

প্রিয় কনক,

আমার এতদিনের পরিশ্রম সফল হইয়াছে। কাশী হইতে সন্ধান পাইয়া আমি তিন্‌তারিয়া মঠে গিয়াছিলাম। সেখানে জানিলাম, তাহাদের ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত বাগুলিপাড়া নিবাসী ভবেন্দ্রই ছিলেন। অল্পদিন পরে ফিরিয়া আসিব এইরূপ বলিয়া, গত ফাল্গুন মাসে তিনি বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। একমাসের অধিক কাল কোনও সংবাদ না পাইয়া তাহার চেলারা অনুসন্ধান করিতে কলিকাতায় আসে। পুলিশ, রেল আপিস প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করিয়া তাহারা জানিতে পারে, ঐ সময় খুক্রুপুর ষ্টেশনে এক সন্ন্যাসীর মৃতদেহ ট্রেণ হইতে নামিয়াছিল। সেই সন্ন্যাসীর পরিত্যক্ত বাক্স প্রভৃতি রেল আপিসে জমা ছিল, তাহা দেখিয়া তাহারা সেই মোহান্তের জিনিষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে।

এ সম্বন্ধে আরও অধিক অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি খুক্রুপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে সন্ন্যাসীর মৃতদেহ নামার সংবাদ পাইলাম—আরও জানিলাম—যে সময় ঐ মৃতদেহ নামিয়াছিল, সে রাত্রে ময়নামতীর রাখাল ভট্টাচার্য্য—

লীলাবতীর স্বামী—ডিউটিতে ছিল। মৃতদেহ সমস্ত রাত্রি তাহারই জিম্মায় থাকে। কয়েকদিন পরেই চাকরি হইতে অবসর লইয়া রাখাল কাশী যাত্রা করে।

খুস্রুপুর হইতে আমি ময়নামতীতে গিয়াছিলাম। সেখানে রাখালের এক দাদা আছেন। তিনি অদ্যাবধি রাখালের কোনও সংবাদ পান নাই। সে জীবিত কি মৃত তাহাও তিনি অবগত নহেন।

সুতরাং এখন দিনের আলোর মত স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, ঐ রাখালই, মৃত সন্ন্যাসীর কাগজপত্র হইতে তাহার নামধাম এবং অন্যান্য কথা অবগত হইয়া ভবেন্দ্র সাজিয়া বাগুলিপাড়ায় গিয়াছে। সেদিন বিকালে গঙ্গার ঘাট হইতে ফিরিবার সময় বাগানে হঠাৎ জাল ভবেন্দ্রকে দেখিয়া "সুরবালা" কেন চমকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও বেশ বোঝা যাইতেছে।

আরও কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে এখনও বাকী আছে—তাহা শেষ করিয়া আমি বাগুলিপাড়ায় গিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব।

তোমার স্নেহের

খগেন্দ্র

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ জমিদারীর কর্ম্মভোগ

শ্রাবণের অপরাহ্ণ। আজ এক সপ্তাহ ধরিয়া বৃষ্টির বিরাম নাই। দেওয়ানজি একটি ফ্ল্যানেলের কামিজ গায়ে দিয়া বসিয়া কাছারির কায করিতেছেন এবং খুক্ খুক্ করিয়া কাসিতেছেন। মাঝে মাঝে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিতেছেন। এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। বড় জরুরী একটা সংবাদ আসিয়াছে—সেই জন্য দর্শনপ্রার্থী হইয়া অন্তঃপুরে বাবুর কাছে এত্তেলা পাঠাইয়াছিলেন। বাবু বলিয়াছেন, শীঘ্র কাছারিতে আসিতেছি। এক ঘণ্টা হইয়া গেল, কই এখনও ত বাবুর দেখা নাই।

একজন ঝি কাছারিবাড়ীর প্রাঙ্গণ দিয়া যাইতেছিল, দেওয়ানজি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু কোথায় ঝি ?"

"অন্দরে।"

"কি করছেন ?"

"বউরাণীর কাছে বসে আছেন।"

"কেমন আছেন বউরাণী এবেলা ?"

"ভাল আছেন।"

"আচ্ছা—যা।"

ঝি চলিয়া গেল।

একটু অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। চশমার সাহায্যেও দেওয়ানজি কাগজে কালির রেখা আর স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। কলমটি তুলিয়া মনে মনে বাবুর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'ক্রমে যে রকম স্ত্রৈণ হয়ে উঠছে—বিষয় সম্পত্তি রাখবে কি করে ? তদারক অভাবেই যে সব নষ্ট হবে দেখছি ! যে রকম শুনছি, ছুটিতে জোটের পায়রার মত অষ্টপ্রহর এক সঙ্গে আছে। ব্রত করছেন না আমার মুণ্ড করছেন ! স্ত্রীকে ছুঁতে বারণ—কিন্তু এ যে ছোঁয়ার বাবা ! এর চেয়ে যে ছোঁয়া ভাল ছিল। স্ত্রীই এখন জপ-তপ—স্ত্রীই এখন ছোকরার ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে !'

গুরু গুরু ধ্বনিতে আকাশে মেঘগর্জ্জন হইল। অন্ধকার বাড়িয়া উঠিল। বনের মধ্যে দুই একটা ঝিঁঝিঁ পোকাও রাগিণী ভাঁজিতে সুরু করিয়াছে। যুবকের এই দাম্পত্যলীলার কথা চিন্তা করিতে করিতে, দেওয়ানজির নিজ যৌবনের স্মৃতিও জাগিয়া উঠিল। বাবুর কথা ছাড়িয়া, তখন তিনি নিজ জীবনের মিষ্ট মিষ্ট পুরাতন টুকরাগুলি মনের মধ্যে উলট-পালট করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন। বলিলেন—"অন্দরমহলে বাবুমশায়ের কাছে খবর দে যে দেওয়ানজি আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল। ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু শীঘ্র আসিবেন।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তথাপি বাবুর দেখা নাই। দেওয়ানজির সম্মুখে এখন আলো জ্বলিতেছে। ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিলেন, প্রায় সাড়ে ছয়টা। সায়ংসন্ধ্যা করিবার সময় বহিয়া যায়—সুতরাং দেওয়ানজি উঠিলেন। একজন কর্ম্মচারীকে বলিলেন—"তুমি এইখানে বসে থাক। বাবু যদি আসেন ত বোলো আমি সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে রাত্রি আটটার মধ্যে ফিরে আসব।"

যথাসময়ে ফিরিয়া দেওয়ানজি শুনিলেন বাবু এখনও বাহির হন নাই। একবার ভাবিলেন, তাঁহাকে কথাটা স্মরণ করাইবার জন্য পুনরায় লোক পাঠাইবেন। আবার ভাবিলেন, আটটা ত বাজিয়াছে, নয়টার সময় বাবু বৈঠকখানা বাড়ীতে শয়ন করিতে আসিবেন, সেই সময়ই সাক্ষাৎ হইবে। সুতরাং দেওয়ানজি সবুর করিলেন।

বাবুর আচরণে দেওয়ানজি আজ মনে মনে বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, আমার ষাট বছর বয়স হইয়াছে—আমি আর কয়দিন? এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না লইলে, বিষয় কেমন করিয়া রক্ষা হইবে? আমার অবর্ত্তমানে অন্য দেওয়ান নিযুক্ত হইবে—কিন্তু সে কি আমার মত প্রাণ দিয়া মনিবের স্বার্থরক্ষা করিবে? কর্ত্তার এরূপ অমনোযোগ পাইলে সে ত দুই হাতে লুটিবে।

বাবুর মন বিষয়কার্য্যের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহাই দেওয়ানজি এখন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। জলে না পড়িলে লোকে সাঁতার শিখে না।—অতএব তিনি স্থির

করিলেন, নিজে দিনকতকের জন্য কোনও অছিলায় সরিয়া যাইবেন। বিষয়ের সমস্ত বোঝাটি নিজের মাথায় পড়িলে, তখন নিশ্চয়ই বাবুর চেতনা হইবে।

রাত্রি নয়টার পর লণ্ঠনবাহী ভৃত্যের পশ্চাতে অন্তঃপুর হইতে রাখাল ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইল। তখন আবার বৃষ্টি পড়িতেছিল। বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চির উপর দেওয়ানজি বসিয়া ছিলেন, বাবুর আগমনে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

রাখাল বলিল, "কাকা—এখনও বাড়ী যান নি ?"

ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব যথাসাধ্য দমন করিয়া নরম স্বরে দেওয়ানজি বলিলেন, "না বাবা—একটু জরুরী কায ছিল তাই—"

রাখাল বলিল, "ওহো—আপনি আমায় বিকেলে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন—নয় কাকা ?"

"হ্যাঁ বাবা—প্রথম একবার চারটের সময় বলে পাঠিয়েছিলাম—তুমি বলেছিলে শীগ্‌গির আসছি। সাড়ে পাঁচটা অবধি অপেক্ষা করে—তোমায় মনে করিয়ে দেবার জন্যে আবার একবার লোক পাঠিয়েছিলাম।"

রাখাল বলিল, "ঠিক ঠিক। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—ও কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমায় মাফ করুন কাকা। আপনার ভারি কষ্ট হয়েছে।"

দেওয়ানজির মন এবার যথার্থই নরম হইল। বলিলেন—"না বাবা—কষ্ট আর কি ?"

রাখাল বলিল, "এই শ্রাবণ মাসের রাত্রি—অন্ধকার ঘুট ঘুট করছে, বৃষ্টি পড়ছে। এত রাত্রে জলকাদায় আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। সন্ধ্যার আগেই বাড়ী গেলেন না কেন ? বড় কি জরুরী কায ছিল ?"

"হ্যাঁ বাবা—বিশেষ জরুরী কায।"

"আচ্ছা তবে উপরে আসুন। সেখানেই শুনব।"—বলিয়া রাখাল সিঁড়ি দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

দেওয়ানজি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউরাণী এখন কেমন আছেন ?"

কথাটা শুনিয়া রাখাল একটু লজ্জানুভব করিল। বুঝিল, আমি যে বউরাণীকে লইয়া মত্ত হইয়া পড়িয়াছি—কর্ত্তব্যের অবহেলার কারণ যে

বউরাণীই—তাহা বুড়া ধরিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর করিল—"দিনের বেলায় ত ভালই ছিলেন। বিকেল থেকে গা-টা আবার গরম হচ্ছে। এই এখন উত্তাপ দেখে এলাম—১০১ উঠেছে।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "ও আর বেশী কি ? ভারি বর্ষাটা পড়েছে—জোলো হাওয়ায় এসময় একটু আধটু জরজাড়ি হয়েই থাকে। তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই।"

রাখাল নীরবে উঠিয়া নিজ শয়নকক্ষে উপনীত হইল। একটা চেয়ারে বসিয়া ভৃত্যকে বলিল—"শুকনো তোয়ালে দিয়ে আমার পা বেশ করে মুছে দে।"—দেওয়ানজিকে বলিল—"বসুন কাকা। ব্যাপার কি বলুন।"

দেওয়ানজি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আজ সদর থেকে মতিবাবু পেস্কার চিঠি লিখেছেন যে পরশু তারিখে কালেক্টরসাহেব মির্জ্জাহাটের ডাকবাঙ্গলায় এসে পৌঁছবেন, সেখানে তিনদিন থাকবেন।"

রাখাল বলিল, "এই ঘোর বর্ষায় সাহেব সফরে বেরিয়েছেন ?"

"মির্জ্জাহাটের কাছেই একটা বড় জলা আছে, সেখানে সাহেব পাখী শিকার করবেন—পেস্কার লিখেছেন। গত বৎসরও এসেছিলেন।—আমাদের এলাকায় আসছেন, ভাল রকম অভ্যর্থনা করতে হবে ত ?—জেলার মালিক—যে সে হাকিম ত নয় !"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "ডালি-টালি দিতে হবে বোধ হয় ?"

"ডালি ত দিতে হবেই। সে বন্দোবস্ত করেছি। তোমায় জিজ্ঞাসা না করেই, হরিচরণকে বিকেলে কলকাতা রওয়ানা করে দিয়েছি। এ সকল বিষয়ে সে ভারি হুঁসিয়ার। উইলসনের হোটেল থেকে খাবার জিনিষপত্র, দু' বোতল শ্যাম্পেন, আধ ডজন হুইস্কি—আরও সব কি কি—আমাদের পাকা ফর্দ্দই তৈরি করা আছে—সেই অনুসারে সব জিনিষ কিনে, কাল সন্ধ্যের গাড়ীতে হরিচরণ কলকাতা থেকে সোজা একেবারে মির্জ্জাহাট রওনা হবে।"

রাখাল বলিল, "মির্জ্জাহাটে আমাদের কাছারি-টাছারি আছে ?"

দেওয়ানজি ভাবিলেন, প্রায় তিনমাস আসিয়াছেন—এখনও কোথায় আমাদের কোন্ কাছারি আছে অবগত নহেন। এমনি করিয়াই কি জমিদারী চলিবে ? প্রকাশ্যে বলিলেন—"না, মির্জ্জাহাটে আমাদের কাছারি নেই ; তবে সেখান থেকে দেড় ক্রোশ অন্তরে ভদ্রকালী বলে একটা গ্রাম আছে,

সেখানে আমাদের বেশ ভাল কাছারিই আছে। ও অঞ্চলে ঐটাই আমাদের প্রধান কাছারি। বেশ দোতলা বাড়ী। ছেলেবেলায় তুমি কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দু'একবার গিয়েছিলে, বোধ হয় স্মরণ নেই।"

রাখাল মনে মনে হাসিয়া বলিল, "কই মনে পড়ে না।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "সেখানকার নায়েবের নামেও পরোয়ানা পাঠিয়েছি। সাহেবের জন্যে মুর্গী, ডিম, ঘি, দুধ, মাছ, শাকসব্জী এই সব যোগাড় করে রাখবে।"

রাখাল বলিল, "তবে ত সব বন্দোবস্তই হয়ে গেছে।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা ভাবছি। নায়েবের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা কি ঠিক?"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নিজে যাবেন? সে হলে ত ভালই হয়।"

দেওয়ানজি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি—নিজে অবশ্য যেতে পারি। কিন্তু তুমি গেলেই ভাল হয় বাবা।"

রাখাল বলিল, "আমি? আমি এখন কি করে—"

দেওয়ানজি বলিলেন, "বউরাণী এখন ত ক্রমেই ভাল হয়ে উঠছেন। ঐ সামান্য জ্বরটুকু কবিরাজ দু'দিনেই ভাল করে দেবে এখন। আমি রইলাম, সর্ব্বদাই খবর নেব। তোমার না যাওয়াটা ভাল দেখায় না বাবা।"

রাখাল নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে ভৃত্য পা মুছাইয়া তাহাকে শুষ্ক চটিজুতা পরাইয়া দিয়াছিল।

দেওয়ানজি, বাবুর মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "এ সময় তোমায় যেতে বলতাম না। কিন্তু একে ত এসে অবধি তুমি কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করনি। তার উপর তোমার এলাকায় তিনি আসছেন, তুমি স্বয়ং গিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করবে না—এতে সাহেব হয়ত মনে মনে চটে যাবেন। হাকিমের মেজাজ, বলা ত যায় না।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি করতে হবে?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "বেশী কিছু নয়। তুমি কাল আহারাদির পর পাল্কীতে রওনা হয়ে ভদ্রকালী কাছারিতে যাও। সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে যাবে এখন। হরিচরণও ডালি নিয়ে রাত দুপুরে সেখানে পৌঁছবে। মুর্গী-টুর্গী, ঘি-দুধ, শাক-সব্জীগুলো, আর ডালির জিনিষপত্র সকালবেলাই নায়েবের

সঙ্গে রওনা করে দিও। তারা ডাকবাঙ্গলায় গিয়ে বসে থাকবে। বেলা ৮টা ৯টার আগে সাহেব পৌঁছবেন না।—সাহেব পৌঁছলে, ঘি-দুধ, শাক-সব্জীগুলো নায়েব গিয়ে সাহেবের খানসামাকে দেবে এখন। কলকাতার ডালিটে রেখে দেবে। একজন ঘোড়সওয়ার সেখানে হাজির থাকবে—এদিকে কাছারিতে তোমার পাল্কী বেহারা প্রস্তুত রাখবে। সাহেব এসে ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছলেই, ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে তোমায় খবর দেবে। তুমি পাল্কীতে বেরিয়ে পোড়ো। সাহেবের কাছে নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিও। দিলেই সাহেব তোমায় ডেকে পাঠাবেন—শেক্‌হ্যাণ্ড করে চেয়ারে বসাবেন। হুজুর কেমন আছেন, মেমসাহেব কেমন আছেন, তিনি এলেন না কেন, পথে হুজুরের কোনও কষ্ট হয়নি ত—এই সব তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে।"

রাখাল বলিল, "বাঙ্গলায় ?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "না—না—ইংরেজিতেই বলবে। ওটা ভুলে যাচ্ছিলাম। কর্ত্তামশায় বাঙ্গলাতেই ঐ রকম করে বলতেন কিনা, তাই আমার মাথায় ঘুরছিল। তুমি ইংরেজিতেই বলবে। ইংরেজিতে আর 'হুজুর' বলতে হবে না। দু'চারবার বা 'ইওর অনার' বললে—দু' একবার বা 'সার' বললে। 'ইওর অনার'টাই বেশী। এসব হয়ে গেলে তখন বলবে, হুজুরের সেবার জন্যে কিঞ্চিৎ মুর্গী, ডিম, শাক-সব্জী পূর্ব্বেই পাঠিয়েছিলাম—আমার কর্ম্মচারীরা সে সব খানসামার জিম্মা করে দিয়েছে। আর হুজুরের জন্যে যৎসামান্য একটি ডালি নিয়ে এসেছি, এইটি গ্রহণ করলে কৃতার্থ হই। হরিচরণকে ইসারা করবে, সে ঢুকে ডালিটি সাহেবের সম্মুখে রেখে দেবে।"

রাখাল বলিল, "বাবা!—এত কাণ্ড করতে হবে ? কর্ম্মভোগও কম নয়!"

ঈষৎ হাসিয়া দেওয়ানজি বলিলেন, "তা কি আর আমি বুঝিনে বাবা ? কিন্তু কি করবে ?—হাকিমেরা হলেন কলির দেবতা ; তাঁদের পূজা স্তব না করলে কি রক্ষে আছে ?"

রাখাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তারপর—পূজো করে আমি এখানে ফিরে আসতে পারব ত ?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "না—সেটা ভাল দেখায় না। তিনদিন সাহেব থাকবেন, রোজ সকালে একবার করে গিয়ে দেখাটা করা উচিত।"

"কি বলব রোজ রোজ ?"

"দেখা করে বলবে, হুজুরের কোনও কষ্ট হচ্ছে না ত? কোনও বিষয়ের অসুবিধে হয় ত বলুন, আমি বন্দোবস্ত করি। এই রকম দুটো চারটে শিষ্টাচারের কথা বলে' চলে আসবে। একটু খোসামোদ করা আর কি!"

অগত্যা রাখাল সম্মত হইল। বলিল—"আচ্ছা, আমার যাওয়াটা নিতান্তই দরকার যখন আপনি বলছেন—তখন যেতেই হবে। সব বন্দোবস্ত করে দিন।"

রাত্রি হইয়াছিল, দুই চারিটা কথায় পর দেওয়ানজি বিদায় লইলেন।

রাখাল শুইয়া শুইয়া অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে লাগিল, আড়াই মাস এসেছি, এখনও একদিনের জন্যেও ছাড়াছাড়ি হইনি। তাকে না দেখে, এ তিনদিন কেমন করে বাঁচব?

বউরাণীর রোগপাণ্ডুর মুখখানি মনে করিয়া, ভাবী বিরহের যন্ত্রণা রাখালের আরও বাড়িয়া গেল। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, 'যদি একখানা মোটরকার থাকত, তাহলে এ কষ্টটি পেতে হত না। রোজ ভোরে উঠে বোঁ করে বেরিয়ে যেতাম। খোসামোদ বরামদ উঞ্ছবৃত্তি যা করবার করে, বেলা দুপুর নাগাদ আবার বাড়ী ফিরে আসতাম। এখন, এ তিনদিন সে ভাল থাকলে বাঁচি।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ঘাত-প্রতিঘাত

পরদিন প্রাতে উঠিয়া অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আনাইয়া রাখাল জানিল, বউরাণী একটু ভাল আছেন।

স্নানাদি সমাপন করিয়া, বেলা আটটার সময় রাখাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বউরাণীর কক্ষের দ্বারের নিকট গিয়া দেখিল, দুইটি স্ত্রীলোক তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে, রাখালকে দেখিয়া তাহারা সরিয়া গেল।

প্রবেশ করিয়া রাখাল দেখিল, তিনটি বালিস উপর্য্যুপরি রাখা, তাহাতে হেলান দিয়া বউরাণী বসিয়া আছেন। রাখালকে দেখিয়া তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন।

শয্যার নিকট চেয়ারে বসিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ ইন্দু?"

ক্ষীণস্বরে বউরাণী বলিলেন, "ভাল আছি।"

"গা এখন গরম নেই ত?"

পাণ্ডুবর্ণ ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বউরাণী উত্তর করিলেন, "আমি কি জানি? গা জানে।"

রাখাল তাঁহার মনোভাব বুঝিল। বউরাণীকে সে স্পর্শ করিল না, তাঁহার ললাটে অথবা হস্তে হস্ত রাখিয়া উত্তাপ পরীক্ষা না করিয়া মৌখিক প্রশ্ন করিল, তাই তাঁহার অভিমান। বিষাদপূর্ণ নেত্রে একবার বউরাণীর পানে চাহিয়া, পরক্ষণেই দৃষ্টি আনত করিয়া রাখাল ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। বলিল—"তুমি ত জান ইন্দু!"

"আমি কি জানি?"

"জান ত—আমার দুর্ভাগ্য কি।" রাখালের কণ্ঠস্বর অশ্রুবাষ্পে আর্দ্রপ্রায়।

বউরাণীও একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর চেষ্টাকৃত হাসির সহিত বলিলেন—"না—না তুমি রাগ কোরো না। আমি তামাসা করে বলেছি বই ত নয়। দুর্ভাগ্য কেন? যে ব্রত ধারণ করেছ, সে ব্রত পালন করার মত শক্তি সংযম তোমার আছে, সে কি দুর্ভাগ্য?—আমার গা এখন বেশ আছে। গরম নেই।"

ঔষধ পথ্যাদির কথা, কবিরাজের কথা প্রভৃতির পর বউরাণী বলিলেন, "তুমি এখনও মুখখানি অমন বিষণ্ণ করে রয়েছ কেন? আমি ঐ কথা বলেছি বলে?"

রাখাল বলিল, "না।"

"তবে তুমি কি ভাবছ?"

রাখাল বলিল, "দেখ ইন্দু, তুমি আজ ঐ কথা বলেছ বলেই যে আমার মন বিষণ্ণ হয়েছে, তা নয়। আমার ভারি অসহ্য হয়ে পড়েছে। এই ব্রতের ফেরে পড়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। যতদিন তুমি সুস্থ ছিলে, ততদিন তোমায় ছুঁতে না পাবার জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে বটে—কিন্তু সে কষ্ট আমি সইতে পেরেছিলাম। কিন্তু যতদিন থেকে তুমি অসুখে পড়তে আরম্ভ করেছ—এইবার নিয়ে তোমার তিনবার অসুখ হল—ততদিন থেকে আমার সহ্য করবার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। জ্বরের সময় মাথার বেদনায় তুমি ছট্‌ফট্‌ কর, তখন তোমার মাথাটিতে আমি হাত বুলিয়ে দিতে পাইনে, তোমার হাতটি ধরে আমি ওঠাতে অক্ষম, তোমার যখন শীত করে, তোমার গায়ে কাপড়খানা টেনে দেবারও অধিকার নেই—আমার মনের মধ্যে যে কি হয় তা তোমায় কি করে

জানাব ইন্দু ? ভাবছি, ব্রত-ট্রত ঢের হয়েছে, আর কায নেই—এইখানেই একে সাঙ্গ করে দিই।"

বউরাণী অন্যদিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার যেন কান্না পাইতেছে। কিন্তু মনের সে ভাব তিনি প্রাণপণে দমন করিতে লাগিলেন। কৃতকার্য্য হইয়া বলিলেন—"তা কি হতে পারে ? আমি কি তা হতে দিতে পারি ? কখনই নয়। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায় না হয়ে কি অধর্ম্মের কারণ হব ?"

রাখাল কিছু বলিল না। তাহার হৃদয়ে বউরাণীর প্রতি একটা অবিমিশ্র শ্রদ্ধার ভাব উদিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বউরাণী স্মিতমুখে বলিলেন, "কেবল, একটি ঘটনা হলে, আমি বোধ হয় খুব স্বার্থপরের মত কায করব—তোমার ব্রত ভেঙ্গে দেব।"

রাখাল বিস্মিত হইয়া বউরাণীর মুখের প্রতি চাহিল। রুদ্ধ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল—"কি সে ঘটনা ইন্দু ?"

বউরাণী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হবার আগে, এ সাড়ে তিনমাসের ভিতর যদি আমার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়—তা হলে—তা হলে—"

রাখাল ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "ছি ইন্দু—অমন কথা কি বলতে আছে ? অমন অমঙ্গলের কথা মুখে এন না।"

বউরাণী বলিলেন, "অমঙ্গল ? স্ত্রীলোকের পক্ষে এর চেয়ে আর কি মঙ্গল, কি সৌভাগ্য হতে পারে ? সেদিন কিন্তু আমি আর শুনব না। মরবার সময় তোমার কোলে মাথা রেখে আমি মরব—তোমার ব্রত আমি মানব না।"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বউরাণীর নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। মুখে হাসি, চোখে জল—সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া রাখাল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু তাহা অল্পক্ষণের জন্য মাত্র। ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে একটা বেদনার সঞ্চার হইল। সে বেদনা আত্মগ্লানিপ্রসূত—নিজের প্রতি ধিক্কারজনিত।

বউরাণী মনে করিলেন, তাঁহার মরিবার কথাতেই রাখাল বুঝি ব্যথা পাইয়াছে। মন ফিরাইবার জন্য অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ গা, শুনলাম নাকি কালেক্টার সাহেব আমাদের কোন্ গ্রামে আসছেন ?"

রাখাল বলিল, "হ্যাঁ, মির্জ্জাহাটে আসছেন।"

"সে কতদূর ?"

"ভদ্রকালীর কাছে।"

"তবে ত অনেক দূর! বন্দোবস্ত-টন্দোবস্ত হয়েছে ?"

"হয়েছে। কলকাতায় লোক গেছে ডালি কিনে আনতে। অন্য জিনিষ-পত্র সরবরাহ করবার জন্যে ভদ্রকালীর নায়েবের কাছে হুকুমনামা পাঠান হয়েছে। সে সব ত হয়েছে, কিন্তু আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি।"

"কেন কি হয়েছে ?"

দেওয়ানজির সঙ্গে রাখালের গতরাত্রে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা বউরাণীকে শুনাইয়া বলিল, "তোমার শরীরের এই অবস্থা, এখন ততদিন তোমায় ছেড়ে আমি কি করে যাই ?"

বউরাণী একটু ভাবিলেন। তাঁহার মুখে অভিমানের ছায়া আসিয়া জমা হইতে লাগিল। হঠাৎ বলিলেন—"তিনদিন ছেড়ে থাকতে কাতর হচ্ছ, ষোল বছর আমায় ছেড়ে ছিলে কি করে ?" তাঁহার ওষ্ঠযুগল আজ অল্প স্ফীত হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে করিল বলি, 'তখন যে তোমায় চিনিনি বুঝিনি।' বেশ উত্তর হইত—ভালবাসাও প্রকাশ পাইত—কিন্তু এ মিথ্যা কৈফিয়ৎ তাহার কণ্ঠমূলে আসিয়া বাধিয়া গেল। সে ভাবিল, ছি ছি—আমার প্রতি এত বিশ্বাস, এত ভালবাসা যার, তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া আমি প্রবঞ্চনা করিব ? আমায় ধিক্। সেই ক্ষোভ সেই আত্মগ্লানি আবার তাহার বুকে তরঙ্গ তুলিল। রাখাল নীরব হইয়া রহিল।

বউরাণী ভুল বুঝিয়া মনে করিলেন তাঁহার শ্লেষে লজ্জা পাইয়াই সে অমন করিয়া রহিল। তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তোমার মনে কি আমি দুঃখ দিলাম? আমি আজ ক্রমাগত তোমায় আঘাত করছি। রোগ হয়ে কি যেন এক জন্তু হয়ে গেছি!—তুমি আমায় মাফ কর। দেখ, তোমার কাছে যদি অভিমান না করব, তবে কার কাছে করব ?"

বউরাণীর কণ্ঠস্বরটি এমন কোমল করুণামাখা, এমন মধুর মিনতিপূর্ণ, এমন একটা আত্মসমর্পণের সুর তাহার মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল যে রাখালের আত্মগ্লানি বাড়িল বই কমিল না। তাহার এ ভাবও বউরাণী লক্ষ্য করিলেন,

করিয়া ব্যথিত হইলেন। রাখালের মন অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য আর একবার যত্ন করিলেন। বলিলেন—"ভদ্রকালীতে বড় জাগ্রত কালী আছেন শুনেছ ?"

"না। খুব জাগ্রত নাকি ?"

"হ্যাঁ গো, সকলেই বলে।"

রাখাল কম্পিত স্বরে বলিল, "তবে আমি সেখানে মার কাছে পূজো মানত করে আসব, যাতে তুমি আমার শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠ।"

বউরাণী বলিলেন, "দেখ—এই বলে মানত কোরো যে, ভাল হয়ে, আমরা দু'জনে একত্র গিয়ে মার পূজো দিয়ে আসব—কেমন ?"

"হ্যাঁ, তাই মানত কবব।"

"আর, মার প্রসাদী একটু সিঁদুর আমার জন্যে নিয়ে এস—কেমন ?"

"অবশ্য নিয়ে আসব।"

এই সময় পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া রাণীমা বলিলেন, "বাবা ভবেন।"

রাখাল বলিল, "কি মা ?"

"বউমা এখন সাবু খাবেন কি ? সাবু তৈরি হয়েছে।"—বলিতে বলিতে পর্দ্দা সরাইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন।

রাখাল দাঁড়াইয়া উঠিল, বুঝিল তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

কাছে আসিয়া রাণীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, কবিরাজী চিকিৎসা ত এতদিন হল, জ্বরটুকু ছেড়েও ছাড়ছে না, বার বার তিনবার ঘুরে ঘুরে পড়লেন। সদর থেকে কোনও ডাক্তারকে আনিয়ে একবার দেখালে হয় না ?"

রাখাল বলিল, "হ্যাঁ মা আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। যাই দেওয়ান কাকাকে জিজ্ঞাসা করি, দেখি তিনি কি বলেন।"

"তাই পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা কর বাবা। মার আমার শরীর শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে। যদি ডাক্তার হাওয়া-টাওয়া বদলাতে বলে, না হয় হাওয়া বদলাতেই নিয়ে যাও।"

বউরাণীর সাক্ষাতে এ বিষয়ে অধিক চর্চ্চা করা রাখালের ইচ্ছা নহে। "দেখি ডাক্তার এসে কি বলেন।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ মুসলমান ও মেষশাবক

আহারাদির পর রাখাল রওয়ানা হইল। পাল্কীতে এত দীর্ঘপথ পূর্ব্বে কখনও সে অতিক্রম করে নাই। ছাড়িবার সময় পাল্কীর মাঝখানটিতে রাখাল বসিয়াছিল। ক্রোশখানেক পথ, দুই পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে চলিল। ক্রমে দোলানিতে তাহার নিদ্রাবেশ হইল। ধীরে ধীরে সাবধানে সে শয়ন করিল এবং শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। ঘণ্টাখানেক পরে আবার তাহার চেতনা হইল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, বেলা দুইটা বাজিয়াছে। উপাধানের নিম্ন হইতে পাণের ডিবা বাহির করিয়া একটা পাণ মুখে দিয়া, অলসভাবে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে, বউরাণীর চিন্তা তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভাবিতে লাগিল—আজ আর তাহাকে দেখিতে পাইব না। কল্য নয়—পরশ্বও নয়। তৎপরদিন সন্ধ্যা নাগাদ আবার সাক্ষাৎ হইবে। বউরাণী এখন কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, কে কে তাঁহার কাছে আছে, গা-টি এখনও শীতল আছে কি না—এই সকল কথা রাখাল চিন্তা করিতে লাগিল। বারম্বার এই কথাই তাহার মনে বেদনা দিতে লাগিল—তিনদিন তাহার সহিত দেখা হইবে না—তার পর দিন?—দেখা হইবে ত? মানুষের শরীর—পদ্মপত্রের জল—বলা ত যায় না। যদি ফিরিয়া দেখি—বউরাণী নাই!—কঠিন পীড়া, কখন কি হয় বলা ত যায় না।—যদি গিয়া দেখি, বাড়ীর লোক সকলে কাঁদিতেছে—সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! এ কথা ভাবিতে রাখালের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল—ধীরে ধীরে সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার সেই মুদ্রিত চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পাল্কীর বিছানায় পড়িতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, রাখাল চক্ষু খুলিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। আলখাল্লার প্রান্ত দিয়া চক্ষু মুছিয়া মনে মনে বলিল—'না, তাই কি হতে পারে? ভগবান কি আমার উপর এমনই নিষ্ঠুর হবেন?'—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাহার মনে হইল—'আমাকে ভগবান দয়া করবেন কেন? আমি যে মহাপাপী। ফুলের মত কোমল নির্ম্মল যে, গঙ্গাজলের মত স্নিগ্ধ পবিত্র যে—তারই আমি সর্ব্বনাশ করতে বসেছি—ভগবান আমায় কৃপা করবেন কি?'

এইরূপ চিন্তায় একঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইলে পাল্কী একটি ক্ষুদ্র গ্রামের

মধ্যে প্রবেশ করিল। পথের একপার্শ্বে বৃহৎ বটবৃক্ষ—অন্য পার্শ্বে একটি পুষ্করিণী—কিয়দ্দূরে মুড়ি-মুড়কি পাটালিগুড় প্রভৃতির একখানি দোকান দেখা যাইতেছে। বেহারাগণ সেই বটবৃক্ষতলে পাল্কীখানি নামাইল। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রবীণ সে আসিয়া যোড়হস্তে বলিল, "হুজুর, যদি হুকুম হয় ত এইখানে আমরা একটু জিরিয়ে জল খেয়ে নিই।"

"বেশ। এই নাও।"—বলিয়া রাখাল একটি টাকা বেহারার হাতে দিল। পাল্কীতে একভাবে অনেকক্ষণ থাকিয়া তাহারও দেহ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাই সে নামিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—"এটা কোন্ গ্রাম ?"

বেহারা বলিল, "এটা চেড়াগাঁ হুজুর। এখানে মুসলমানই বেশী—হিঁদু খুব কম।"

"কার জমিদারী ?"

"মৌগঞ্জের সিঙ্গিবাবুদের।"

রাখাল সিংহবাবুদের নাম শুনিয়াছিল। অত্যাচারী প্রজাপীড়ক বলিয়া তাঁহাদের অখ্যাতি আছে।

হাত পা ধুইবার জন্য বেহারাগণ পুষ্করিণীতে নামিল। রাখাল পদচারণা করিতে করিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছোট ছোট নীচু মাটীর ঘর—কাহারও একখানি কাহারও বা দুইখানি মাত্র—উঠানে হাঁস মুর্গী চরিতেছে, চালে লাউ কুমড়ার গাছ। কোথাও বা কোন মুসলমান রমণী কুটীরের দাওয়াতে চরকা কাটিতেছে; কোনও সম্পন্ন গৃহস্থের বিবি চোখে কাজল কাণে রূপার ঝুমকা হাতে রূপার বাজু পরিয়া উঠানে বসিয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে রাখাল অগ্রসর হইল।

কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল একটা কুটীরের অঙ্গনে কয়েকজন লোক একত্র হইয়া গোলমাল করিতেছে। দুই ব্যক্তি, একটা হৃষ্টপুষ্ট মেষশাবকের বন্ধনরজ্জু ধরিয়া টানাটানি ও বচসা করিতেছে—বাকী লোক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে। একজন—সে মুসলমান—বলিতেছে—"এ ভেড়া আমি কিছুতেই দিমুনা—জান্ গেলেও না।" অপর ব্যক্তি হিন্দু—ইহার হস্তে একটা লাঠি এবং মাথায় পাগড়ী—বলিতেছে—"দিবিনে ? তোর বাপ যে সে দেবে। জমিদারের হুকুম। দিবিনে ?"—মুসলমান বলিতেছে—"জমিদারের জমি মাংনা ত রাখিনে।

খাজনা নেয় না ? পোষা ভেড়া আমি দিমু ক্যান্ ? এহ্—জুলুম !" কুটীরের দাওয়াতে একটি দশ বারো বৎসরের ছেলে মুখখানি কাঁদ কাঁদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; তাহার পশ্চাতে চালের বাতা ধরিয়া একজন বয়স্কা রমণী, বোধ হয় বালকের মাতা।

ব্যাপারটা কি বুঝিতে না পারিয়া পথ হইতে রাখাল অঙ্গনে উঠিয়া বলিল, "তোমরা সব এখানে কি গোলমাল লাগিয়েছ ?"

মুসলমানটি বলিল, "ঠাউর, সেলাম। আপনি ত হেঁদুদের সাধু, আপনি কন্ ত। আমি এই ভেড়াটি আপনার পুতের মত পেলেছি পুষেছি। নিজে না খেয়ে ওকে খাওয়াইয়েছি। খাইয়ে এত বড্টা করেছি। আমার পেয়ারের জানোয়ার, আমি দিমু ক্যান্ হুজুর ? নিয়ে গিয়ে ওকে জবা করবে !"

অপর লোকটা চীৎকার করিয়া বলিল, "বেটার সয়তানি দেখ! জমিদারের বাড়ীতে কাল খানা—কলকাতা থেকে বড় বড় বাবুরা এসেছে—দিবিনে ? দিবি ত দে, নৈলে জুতিয়ে খাল খিঁচে দেব।"—বলিয়া দড়ি ধরিয়া সে একটা হেঁচ্কা টান দিল, ভেড়াটা মাটীতে পড়িয়া ভ্যা ভ্যা করিতে লাগিল।

রাখাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুই কে রে ?"

সে মুখ বিকৃতি করিয়া উত্তর করিল, "ঈস্—লাট এসেছেন! ভারি ত সাধু—ওনার কাছে নিকেশ দিতে হবে আমি কে রে! আমি সিঙ্গিবাবুদের বর্কন্দাজ—কারু তোয়াক্কা রাখি ? যাও যাও ঠাকুর—এ গাঁয়ে ভিখ মিলবে না—এখানে সব মুসলমান।"

রাখাল ধৈর্য্য হারাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "চোপরও হারামজাদ ! যার জিনিষ সে দেবে না, তুই জোর করে নিয়ে যাবি ?"

অন্যান্য মুসলমান যাহারা এতক্ষণ দর্শকভাবে উপস্থিত ছিল মাত্র, দুর্দ্দান্ত জমিদারের ভয়ে কথাটি কহিতে সাহস করিতেছিল না—অপরিচিত সন্ন্যাসীর এই জোর দেখিয়া তাহাদেরও মুখ ফুটিল। কেহ বলিল—"হবিব ভাই, দিসনে। তোর ভেড়া তুই দিবি ক্যান্ ?" কেহ বলিল, "জুলুম ? দেখি ত বর্কন্দাজের ছাওয়াল ক্যাম্নে এ ভেড়া নিয়ে যায় !"—কেহ বা আরও চড়া চড়া কথা বলিতে লাগিল।

সাধু সন্ন্যাসীর অভিশাপের ভয়েই হউক, অথবা মুসলমানেরা সমবেত হইতেছে দেখিয়াই হউক, এতক্ষণে বর্কন্দাজ একটু নরম হইল। সুর নামাইয়া

বলিল—"আমি ত আর অমনি চাচ্ছিনে। যা উচিত মূল্য হয়—নে। টাকা দিচ্ছি।"

হবিবুল্লা বলিল, "রাখি দে তোর ট্যাকা। যারে পেয়ার করি, তার গলায় ছুরি দিতে দিমু ক্যান্? কখ্খনো না। জান গেলেও না।"

রাখাল বলিল, "ওহে জমিদারের বর্কন্দাজ, ভাল চাও ত মানে মানে বিদায় হও। তোমার মনিবের ভেড়া খেতে সাধ হয়ে থাকে ত, যে ইচ্ছে করে বেচবে তার ভেড়া কিনে নিয়ে যাও। গরীবের উপর জুলুম কোরো না।"

বর্কন্দাজ রাখালের প্রতি দৃক্পাত মাত্র না করিয়া তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিল, "আচ্ছা থাক্ বেটারা। জমিদারের অপমান! মজাটা দেখাচ্ছি।"—বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

রাখাল দেখিল, বর্কন্দাজের শেষের কথা শুনিয়া সকলেরই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "এই দফা সারলে রে! একখানকে সাতখান করে গিয়ে নাগাবে। জমিদার হয়ত নেঠেল্ পেঠিয়ে দেবে।"—হবিবুল্লা বলিল, "দেয় দেবে। মরি ত মরব—একবার বই ত নয়।"

রাখাল বলিল, "দেখ, তোমাদের জমিদার ভাল লোক নয়। যদি তোমাদের উপর কোনও অত্যাচার হয়—কালকে মির্জ্জাহাটে কালেক্টার সাহেবের তাঁবু পড়বে, তিনদিন তিনি সেখানে থাকবেন—তোমরা তাঁকে গিয়ে সব কথা জানিও।"—বলিয়া রাখাল প্রস্থান করিল; মুসলমানগণ সসম্মানে তাহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

পাল্কীর নিকট পৌঁছিয়া রাখাল দেখিল, বেহারাগণ জল পান করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। পাল্কী আবার গন্তব্যপথ ধরিল।

বসিয়া বসিয়া রাখাল এইমাত্র-দৃষ্ট ব্যাপারটি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। আর সকল কথার উপরে—"যারে পেয়ার করি তার গলায় ছুরি দিতে দিমু ক্যান্।"—এই কথাগুলিই তাহার কর্ণে যেন বারম্বার ধ্বনিত হইতে লাগিল। একজন সামান্য মুসলমান, সে যে প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের রোষানল উপেক্ষা করিয়া, নিজ নিশ্চিত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আপন স্নেহের পাত্রটিকে রক্ষা করিল—ইহাতে রাখাল লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, এই ত চাই।

মানসিক উত্তেজনা কতকটা নিবৃত্ত হইলে, রাখাল আবার বউরাণীর চিন্তায়

মগ্ন হইল। আসিবার সময় তাহাকে ভালই দেখিয়া আসিয়াছে। ভাবিল, ফিরিয়া গিয়া কৃষ্ণনগর হইতে ডাক্তার সাহেবকে আনাইয়া একবার দেখাইব; তিনি যদি বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দেন, তবে বায়ু পরিবর্ত্তনে লইয়া যাইব। সিমলা হউক—নৈনিতাল হউক—দার্জ্জিলিঙ হউক, ডাক্তার সাহেব যেমন বলিবেন। তাহা হইলেই বউরাণী সম্পূর্ণ আরেগ্যে লাভ করিবেন। আমার অলীক ব্রতের কাল প্রায় তিনমাস অতীত হইয়াছে। আর তিনমাস পরেই—। হঠাৎ রাখালের মুখ বিমর্ষ হইয়া গেল। কে যেন তাহার বুকে সজোরে এক চাবুক মারিল। তাহার চক্ষু বিস্ফুরিত হইল, নাসিকা স্ফীত হইল, নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল।

অল্পে অল্পে রাখালের মস্তকটি অবনত হইয়া পড়িল। স্তব্ধ হইয়া এই ভাবে অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে অস্ফুটস্বরে রাখাল বলিল, "সেই নিরক্ষর নীচ মুসলমানের যেটুকু ধর্ম্মজ্ঞান আছে, আমার কি তাও নেই? সে যাকে পেয়ার করে, অন্য কেউ পাছে তার গলায় ছুরি দেয় এজন্যে সে আপনার জান কবুল করেছে। আমি যাকে ভালবাসি, আমি যে স্বহস্তেই তার গলায় ছুরি দিতে উদ্যত হয়েছি! আমায় ধিক্—আমার অদৃষ্টকে ধিক্।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ ব্যাধি বড় প্রবল

কালেক্টার সাহেবকে খাতির করিয়া তিনদিন পর রাখাল বাগুলিপাড়ায় ফিরিল। তখন অপরাহ্ণকাল। সকলে তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ তিনদিনে তাহার মুখ চক্ষু যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই রাণীমা শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা ভবেন, সেখানে গিয়ে কিছু অসুখ-বিসুখ হয়েছিল?"

রাখাল বলিল, "না মা!"

"তবে তোমার চেহারা অমন হয়ে গেল কেন বাবা?"

"বোধ হয় পথের কষ্টে।"—বলিয়া রাখাল সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

বউরাণীর নিকট গিয়া দেখিল, তিনি একটু ভাল আছেন। সে অবধি আর জ্বর আসে নাই, কাসিটাও একটু কমিয়াছে। বউরাণীও তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন—"তুমি সেখানে কেমন ছিলে?"

"ভাল ছিলাম।"

"তোমার চোখ মুখ অমন বসে গেছে কেন ?"

রাখাল বলিল, "না, ও কিছু নয়।"

বউরাণীও মনে করিলেন বোধ হয় পথের কষ্টে ওরূপ হইয়াছে। দুইচারিটি অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা ভদ্রকালীকে দর্শন করে এসেছ ?"

"এসেছি।"

"যা বলেছিলাম, সেই রকম পূজো মানৎ করেছ ?"

কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া রাখাল বলিল, "না।"

এ উত্তরে বউরাণী একটু বিস্ময় অনুভব করিলেন। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাখালও অধিকক্ষণ সেখানে রহিল না। জলযোগাদি সারিয়া বহির্ব্বাটিতে আসিয়া বসিল।

সন্ধ্যার পর দেওয়ানজি আসিলেন। বউরাণীর স্বাস্থ্য, কালেক্টার সাহেবের সংবাদ প্রভৃতির আলোচনা শেষ হইলে তিনি বলিলেন—"বাবা, আমাকে মাস-খানেক ছুটি দিতে হচ্ছে।"

রাখাল বলিল, "কেন কাকা ?"

"আমার শরীরটে এদানী বড়ই খারাপ হয়েছে। তাই মনে করছি, দার্জ্জিলিঙে গিয়া মাসখানেক থাকি। সে বছর কর্ত্তার সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ গিয়েছিলাম, পনেরটি দিন মাত্র ছিলাম, তাতে যথেষ্ট উপকার হয়েছিল। খুব বেড়াতাম, খুব ক্ষিধে হত। একবার ঘুরে আসি।"

রাখাল বলিল, "তা আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, বেশ ত ঘুরে আসুন।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "কিন্তু কাযকর্ম্ম তুমি একটু দেখো শুনো বাবা। নায়েব-দেওয়ান যিনি আছেন তিনি অবশ্য পাকা লোক ; কিন্তু নিজের সম্পত্তি নিজে না দেখলে সব নয়ছয় হয়ে যাবে।"

অতঃপর দেওয়ানজি কাযকর্ম্ম সম্বন্ধে রাখালকে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কথাই রাখালের কাণে প্রবেশ করিল না। তাহার মন জমিদারী হিসাবপত্রের শতযোজন উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছিল। এ কয়দিন সে যে চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ বাক্যব্যয়ের পর দেওয়ানজি বুঝিলেন শ্রোতার মনোযোগ নাই!

তখন তিনি থামিলেন—একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বাবা, আজ তা হলে উঠি, রাত হল।"

রাখালও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আসুন কাকা।"

দেওয়ানজি বিদায় লইলে রাখাল তামাক হুকুম করিল। ধূমপান করিতে করিতে সেই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া কত কি আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। কয়েকটান টানিবার পর, আলবোলার নল তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। লোকে বলে তাম্রকূটের ধূম চিন্তা-ব্যাধির মহৌষধি। কিন্তু ব্যাধি যখন বড় প্রবল, তখন মহৌষধিও আর ফলদায়ক হয় না। রাখালের এখন সেই অবস্থা।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভোজন প্রস্তুত হইবার সংবাদ আসিল। রাখাল অন্তঃপুরে গিয়া ভোজনে বসিল, কিন্তু সে নাম মাত্র। আহার্য্যদ্রব্য যেমন ছিল, পাতে প্রায় তেমনিই পড়িয়া রহিল। রাণীমা কাছে বসিয়া ছিলেন, উঠিতে দেখিয়া বলিলেন—"ওকি ভবেন, কিছুই যে খেলিনে।"

রাখাল বলিল, "না মা, আজ ক্ষিধে নেই।"

"শরীর ভাল আছে ত?"

"আছে।"

রাণীমা কাতরস্বরে বলিলেন, "না বাবা, আমায় ভাঁড়াস্‌নে। তোর কি হয়েছে বল্‌। তোর শরীর নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। কবিরাজ মশাইকে ডেকে পাঠাব?"

রাখাল বলিল, "না, কবিরাজ ডাকতে হবে না। আপনিই সেরে যাবে।"—বলিয়া সে মুখ প্রক্ষালনে ব্যাপৃত হইল।

অন্যান্য দিন—বিশেষ যখন হইতে বউরাণী পীড়িত হইয়াছেন—শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে রাখাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, দুই দণ্ড কথাবার্ত্তা কহিয়া তবে যায়। আজ আর তাহা করিল না। বৈঠকখানা বাড়ীতে গিয়া শয়ন-কক্ষে দ্বার বন্ধ করিল; ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিয়াছিল, দ্বার বন্ধ দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁ দিল, একটু আধটু গলার আওয়াজ করিল, যদি বাবু দ্বার খুলিয়া দেন—তথাপি কোনও ফল হইল না। ভৃত্য তখন অগত্যা কলিকাটি খুলিয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল এবং সবন্ধু সেটির সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ রাখাল মনস্থির করিল

দুই দিবস পরে বউরাণী অন্নপথ্য করিলেন। পরদিন দেওয়ানজি দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিলেন।

এ উভয় ঘটনার জন্যই রাখাল অপেক্ষা করিয়াছিল, নচেৎ সে মনস্থির করিয়াছে—বুক বাঁধিয়া লইয়াছে। তাহার সকল দ্বিধাই কাটিয়া গিয়াছে। ভালবাসার বুকে সে ছুরি মারিবে না, বিশ্বাসের স্থানে সে প্রতারণা করিবে না, বউরাণীকে সকল কথাই সে খুলিয়া বলিবে। তাহার পর, যাহা হয় হউক।

দ্বিপ্রহরের পর দেওয়ানজিকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া, নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া রাখাল আবার ভাবিতে বসিল। এখন তাহার মুখমণ্ডলে বিগত কয়েক দিনের সে অশান্তির ছায়াটা আর নাই। স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহার মনে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাতনারও অন্ত নাই, চিন্তারও অবধি নাই।

এখন তাহার প্রধান চিন্তা নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। এখান হইতে যাইতে হইবে—কালই হউক পরশুই হউক। এইখানেই প্রতিমাখানিকে বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে হইবে, এ জীবনে দেখা হইবে না। না দেখিয়া, জীবন কি করিয়া কাটিবে?

অন্ধকারময় নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে রাখাল কোথাও যে একটু আলোকের সন্ধান না পাইতেছে এমন নহে। এখন সে ভাবিতেছে, আমার বড় সাধের প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। তা যাউক—আমার পূজার প্রতিমাখানিকে আমি অপবিত্র করিলাম না, এই আমার সান্ত্বনা। ঐটুকুই আমার অবশিষ্ট জীবনের চির অন্ধকারের মধ্যে আলোক রেখা। যাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহার গলায় যে আমি ছুরি দিলাম না, যাহাকে পূজা করিবার জন্য বুকের সিংহাসন পাতিয়াছিলাম তাহাকে কলঙ্কিত করিলাম না—ইহাই আমার ভাবী জীবন আলো করিয়া রত্নদীপের মত জ্বলিবে।

রাখাল স্থির করিয়াছে, আজ বিকালে বউরাণীকে অন্তঃপুরের উদ্যানে লইয়া গিয়া, সকল কথা তাঁহাকে বলিবে। কৃত অপরাধের জন্য তাঁহার পায়ে শত সহস্র ক্ষমা চাহিয়া, চিরবিদায় গ্রহণ করিবে।

চন্দ্র অস্তগত, সেই নির্ম্মেঘ আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ—বনের ঝিল্লীরাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে।

কিছুক্ষণ পদচারণা করিতে করিতে হঠাৎ কি একটা কথা রাখালের মনে হইল—ছাদের মাঝে থমকিয়া সে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ ভাবিল। তাহার পর কক্ষমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, পত্রখানির শেষ পৃষ্ঠা লিখিয়া, আলোক নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিল।

যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল, ততক্ষণ রাখাল পত্রের শেষাংশের কথাটিই ভাবিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—বৃথা আশা! বৃথা আশা! সেই যে পড়েছিলাম

কিন্তু মজ্জমান জন শুনিয়াছি ধরে
তৃণে, যদি আর কিছু না পায় সম্মুখে।

আমার এ আশাও তাই। যাই হোক, দুটো দিন বই ত নয়। কালই এখান থেকে চলে যাব ভেবেছিলাম, না হয় আরও দুটো দিন রইলাম। গোলমাল একটা হবেই—হয়ত এরা আমাকে পুলিশেও দিতে পারে। জেল হবে? হয় হোক, জেলের বাইরে, জেলের ভিতরে, আমার পক্ষে দুই সমান।

ক্রমে রাখাল নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ বজ্রাঘাত

পরদিন বউরাণী আশা করিয়াছিলেন, আহ্নিক ও জলযোগের সময় তিনি যখন অন্তঃপুরে আসিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত দেখা হইবে এবং তীর্থ-পর্য্যটনের প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু বলিবেন। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখিয়া বউরাণী ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, গত রাত্রে ভাল করিয়া নিদ্রা হয় নাই।

তাঁহার আশা কিন্তু পূর্ণ হইল না। রাখাল জলযোগাদির জন্য যথাসময়ে অন্তঃপুরে আসিল বটে, কিন্তু বউরাণীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই আবার বাহির হইয়া গেল।

তখন বউরাণী আশা করিতে লাগিলেন, মধ্যাহ্নকালে আহারের সময় নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু রাখাল আসিয়া আহার করিয়া গেল—সাক্ষাৎ হইল না।

বউরাণীর মনে তখন একটু অভিমান উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কেন? এমন করিয়া আমার নিকট হইতে পলাইয়া বেড়াইতেছেন কেন? আমি কি করিয়াছি?—জানিয়া শুনিয়া কোনও অপরাধ ত আমি করি নাই। পূর্ব্বে আমাকে এত ভালবাসিতেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কত ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন, এখন এমন হইয়া গেলেন কেন? ভদ্রকালী হইতে ফিরিয়া আসা অবধি এই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। কি হইল কিছুই ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া বউরাণী অবশেষে স্থির করিলেন, তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে বলিয়াই এমন হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আজ বিকালে দেখা হইলে তীর্থযাত্রার কথাটা পাকাপাকি করিয়া ফেলিতেই হইবে।

শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে খাওয়াইয়া, আহার করিয়া বউরাণী যখন আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন তখন বেলা প্রায় একটা। প্রভাত হইতেই আকাশে মেঘ করিতেছিল, এতক্ষণে মেঘটা বেশ ঘন হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া বউরাণী সেই মেঘের লীলা দেখিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে—আজ জল না হইয়া আর যায় না।

দেহ দুর্ব্বল, অধিকক্ষণ বউরাণী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। একটি সোফার উপর আসিয়া বসিলেন। একটু পরেই কনক সুরবালা আসিবে, তাহাদের এখনও বোধ হয় আহার শেষ হয় নাই। একখানা নূতন মাসিকপত্র আসিয়াছিল, তাহারই মোড়ক খুলিয়া বউরাণী ছবিগুলি দেখিতে লাগিলেন। ঘড়িতে ঠং করিয়া একটা বাজিল।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। অমনি বউরাণীর হৃদয়যন্ত্রে শোণিতপ্রবাহ খরতর বেগে বহিল—এই পদশব্দ পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত। বস্ত্রাদি তিনি তাড়াতাড়ি সম্বরণ করিয়া লইলেন। মুহূর্ত্ত পরে রাখাল আসিয়া প্রবেশ করিল।

বউরাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"আজ এতক্ষণে মনে পড়ল?"

রাখাল মস্তক অবনত করিয়া রহিল, কোনও উত্তর করিল না।

বউরাণী বলিলেন, "বস। বসবে না?"

রাখাল বলিল, "না।"—বলিয়া আংরাখার বুকের ভিতরে হাত পুরিয়া খামে ভরা চিঠিখানি বাহির করিয়া, কম্পিত হস্তে বউরাণীর নিকটে ধরিল।

বউরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি ?"

"তোমার।"

হাত বাড়াইয়া বউরাণী চিঠিখানি লইয়া খামের এপিঠ ওপিঠ দেখিয়া বুঝিলেন ইহা ডাকে আসে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে লিখেছে ?"

"খুলে দেখ।"—বলিয়া রাখাল মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার আচরণে বউরাণীর মনে একটা প্রবল শঙ্কা জাগিয়া উঠিল।—যেন একটা অপরিচিত রাক্ষস মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাঁহার বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। কোনও ক্রমে পত্রখানি খুলিলেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের সেই অল্পালোকে পাঠ করিলেন—

"আমি তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না। তুমি আমার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র আনন্দ—কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় তোমা ধনে আমি বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। তেমন লেখাপড়া শিখি নাই, মনের সকল কথা গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা নাই, নহিলে এই পত্রে আমার অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ দিতে পারিতাম। আমি আজন্ম দুঃখী, মনে করিয়াছিলাম এতদিনে বুঝি বিধাতা আমায় সুখের মুখ দেখাইলেন ; কিন্তু অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, আমার সব ভস্ম হইয়া গেল। আমি অতি অকৃতী অধম দুরাচার। তোমার নিকট আমি যে অপরাধ করিলাম, জানি তাহার ক্ষমা নাই। সতী সাধ্বী হিন্দু স্ত্রী তাহা ক্ষমা করিতে পারে না। আমি ক্ষমার অযোগ্য ও অশিক্ষিত। আাম মূর্খ, কিন্তু তোমাকে ভালবাসিয়া এই কয়মাসে আমার যে শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহারই ফলে আজ আমি তোমাকে এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আমি তোমাকে যেরূপ ভালবাসিয়াছি, জীবনে কখনও কাহাকেও সেরূপ ভালবাসি নাই। ভালবাসা কাহাকে বলে, তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর ছিল। তোমাকে ভালবাসিয়াছি, সুতরাং তোমার সহিত প্রবঞ্চনা করিব না। তুমি আমাকে অকৃত্রিমভাবে বিশ্বাস করিয়াছ, তোমার বুকে ছুরি মারিব এমন নরাধম আমি নহি। তবে আসল কথা বলি শুন। আমার নাম ভবেন্দ্র নয়, আমি তোমার স্বামী নহি। তোমার স্বামী ভবেন্দ্র এখন পরলোকে, তাহাই জানিতে পারিয়া বিষয়ের লোভে আমি ভবেন্দ্র সাজিয়া—"

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, বউরাণী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। সম্বিৎ হারাইয়া সোফার উপর হইতে সশব্দে নিম্নে পড়িয়া গেলেন।

ইহার অর্দ্ধ মিনিট পরে, পাণ চিবাইতে চিবাইতে হেলিতে দুলিতে কনকলতা আসিয়া পৌঁছিল। দ্বারে পদার্পণ মাত্র "অ্যাঁ ? কি হল ?"—বলিয়া সে ছুটিয়া বউরাণীর নিকটে গেল। চিঠিখানি মেঝের উপর পড়িয়াছিল—সেখানি কুড়াইয়া লইয়া ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে এখানে এক ছত্র, ওখানে দুই ছত্র পাঠ করিয়া, ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিতে পারিল। তাড়াতাড়ি চিঠি বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া, "ওগো কি হ'ল গো!" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। তখন বাড়ীর মধ্যে একটা ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। প্রথমে আসিল সুরবালা, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁফাইতে হাঁফাইতে হাবার মা এবং আরও কয়েকজন আসিল। হাবার মা হাউমাউ করিয়া বাড়ী মাথায় করিবার উপক্রম করিয়াছিল, কনক অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইল। শেষে রাণীমা আসিয়া পৌঁছিলেন। মুখে জল ছিটাইয়া পাখার বাতাস করিয়া অনেক কষ্টে বউরাণীর চেতনা সম্পাদন করা হইল। তিনি চক্ষু খুলিলেন। ধরিয়া তাঁহাকে সোফায় বসান হইল।

রাণীমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কি হয়েছিল মা ? হঠাৎ অমন মূর্চ্ছা গেলে কেন ?"

বউরাণী কোনও কথা না বলিয়া, হস্তদ্বারা শুধু নিজ ললাট স্পর্শ করিলেন।

কনক লক্ষ্য করিল, বউরাণীর চক্ষু পত্রখানির অন্বেষণ করিতেছে না। তাঁহার দৃষ্টি উর্দ্ধে।

রাণীমা বলিলেন, "মা, বিছানায় শোবে কি ?"

বউরাণী ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন।

তখন কয়েকজন ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয্যায় লইয়া গেল। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

ব্যাপারটা কি সম্যক্ অবগত হইবার জন্য কনকের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। জ্যাকেটের নিম্নে পত্রখানা যেন তপ্ত অঙ্গারের মত তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বউরাণীর শয্যা-কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কনক নিজের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। সাবধানে দ্বারটি রুদ্ধ করিয়া বাহিরের দিকের খোলা জানালার নিকট গিয়া সে দাঁড়াইল, তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। জানালা দিয়া জলের ছাট আসিতে লাগিল। একটু পশ্চাতে সরিয়া বক্ষের ভিতর

হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া কনক পড়িতে আরম্ভ করিল।—এলোমেলো গোছের একটা ভূমিকার পর রাখাল তাহার নিজ জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রী লীলাবতীর সহিত প্রণয়াভাব, ছুটি লইয়া তাহাকে আনিতে গৃহে গমন, সেখানে গিয়া স্ত্রীকে না পাওয়া, নবীনের সহিত পলায়নের গুজব, খুরুপুরে ফিরিয়া আসিয়া নিজের অবস্থাসঙ্কট, রেলগাড়ী হইতে সন্ন্যাসীর লাস নামা, রাত্রে তাহার বাক্স খুলিয়া টাকা ও কাগজের বস্তা অপহরণ, কাগজ-পত্র হইতে মৃত ব্যক্তির পরিচয়লাভ, ডায়ারির কথা, তাহাদের উভয়ের বয়স ও আকারগত সাদৃশ্য—অবশেষে, ভবেন্দ্র সাজিয়া বাগুলিপাড়ায় আগমনের অভিসন্ধি ও তৎপক্ষে আয়োজনাদি সমস্ত বর্ণনা করিয়া অবশেষে রাখাল লিখিয়াছে—

আমি যে দুরভিসন্ধিটি করিয়াছিলাম—তাহা সম্পূর্ণরূপেই সিদ্ধ হইয়াছিল। আমাকে কেহই তোমরা জাল বলিয়া সন্দেহ করিতে পার নাই। আমি নির্ব্বিঘ্নে এই বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার হিসাবে একটা ভুল হইয়াছিল।—তখন জানিতাম না, ভালবাসা কি পদার্থ। জানিতাম না, ভালবাসিলে মানুষের মনের গতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়। এখন তাহা জানিয়াছি ; সুতরাং আমার সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া গেল। তোমার পায়ে আমি যে অপরাধ করিয়াছি—তাহার জন্য শত সহস্র ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমি চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব যেন তুমি ভাল থাক, সুখে থাক, ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পার। তোমার নিকট যেমন সকল কথা প্রকাশ করিয়া লিখিলাম, আমার উচিত ছিল পরম পুজনীয়া রাণীমাতার নিকটও সমস্ত বলিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যাওয়া। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবিয়া তাহা হইতে বিরত রহিলাম। কথাটা তাহা হইলে হয়ত বাটীর সকলের নিকট প্রচার হইয়া যাইবে—ক্রমে গ্রামময় দেশময় রাষ্ট্র হইবে। তাহাতে লোকে তোমার কলঙ্ক ঘোষণা করিবে। তুমি যে কত পবিত্র তাহা লোকে বুঝিবে না। তোমার অনিষ্ট যাহা করিবার তাহা ত করিয়াইছি—আর বেশী করিব না। আমার কথা তোমার মন হইতে মুছিয়া ফেলিও। আমার ন্যায় হতভাগ্য আর ধরাতলে নাই। ইতি—

শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য্য

পুনশ্চ

একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, তাই বিদায় লইয়াও আবার আসিলাম। সে কথা তোমাকে লিখিয়া আমার কৃত অপরাধ আরও গুরুতর করিতেছি কি না জানি না। আমার এখন বুদ্ধি লোপ হইয়াছে, কি লিখিতেছি তাহা জানি না। এ কয়মাসে আমার প্রতি তোমার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে জানি না। আমি যেমন তোমাকে জ্ঞানশূন্য হইয়া ভালবাসিয়াছি, তুমিও যদি আমাকে সেইরূপ বাসিয়া থাক, এবং যদি বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহকে পাপ ও অন্যায় বলিয়া মনে না কর, তবে এস আমরা নূতন বিধান অনুসারে যথাশাস্ত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। তুমি যদি ইহাতে সম্মত হও, তবে আমি হাতে স্বর্গ পাইব তাহা বলাই বাহুল্য। আর যদি এ বিষয়ে তোমার অমত হয়, তবে তাহা জানিতে পারিবামাত্র আমি এখান হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিব। আমার সকল অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর, ইহাই তোমার চরণে আমার শেষ ভিক্ষা। ইতি—

শ্রীরাখাল

বৃষ্টিটা এতক্ষণে বেশ চাপিয়া আসিয়াছে। আকাশ মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিতেছে। পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া কনকলতা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সেখানি নিজের বাক্সের মধ্যে চাবিবন্ধ করিতে করিতে মনে মনে বলিল—ভাগ্যিস্ এখানি আমার হাতে পড়েছে, তাই রক্ষে—অন্য কারু হাতে পড়লে এতক্ষণে বাড়ীময় ঢীঢী হয়ে যেত। রাখাল চলে যাক, লোকে মনে করুক সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছে—ঘরে তার মন টিকলো না। রাখাল ঠিকই বলেছে—জানাজানিটে না হলেই মঙ্গল।

বাক্স বন্ধ করিয়া আবার কনক জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টি দেখিতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে বলিল—"আশ্চর্য্য !—আশ্চর্য্য !—লোকটা মানুষ না দেবতা ?—পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।"

এমন সময় দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করিয়া সুরবালা বলিল, "কনকদিদি, কি করছ, শীগগির এস। বউরাণীর আবার ফিট হয়েছে।"

কনক তখন দ্বার খুলিয়া বউরাণীর শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ কনকলতার অভিসার

রাখাল বৈঠকখানার বাড়ীতে শয্যায় শয়ন করিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল। কিয়দ্দূরে টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে। বউরাণীর অবস্থা মোটেই ভাল নহে, রাত্রি দশটা অবধি সে তাহার সংবাদ পাইয়াছে। কবিরাজ ঘন ঘন অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেছেন।

সে মনে মনে ভাবিতেছে, "এ আমি কি করিলাম ? ইন্দুর শরীর যেরূপ দুর্ব্বল, তাহাতে এ অবস্থায় সে এই বিষম আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না, ইহা আমি বুঝিলাম না কেন ? ইহা বুঝিবার জন্য ত বিশেষ বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োজন ছিল না—ছি ছি—আমি কি নির্ব্বোধ !—কি নির্ব্বোধ ! ইন্দু যদি না বাঁচে, তবে আমিই ত তাহাকে হত্যা করিলাম ! হত্যা বলিয়া হত্যা—একেবারে জবাই—নিষ্ঠুরতার একশেষ। স্ত্রীহত্যা করিব ইহাও কি আমার অদৃষ্টে ছিল ? ছি ছি—কি অদৃষ্ট লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম !"—রাখালের চক্ষু দিয়া প্রবল অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল—বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কতকটা আত্মসংবরণ করিয়া ভাবিতে লাগিল—"যাহা আমি আশা করিয়াছিলাম তাহা হইবার নহে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যদি ইন্দুর বিবাহ করিবার মত হইত, তবে সে আমার পত্র পড়িয়া কখনই এতদূর আঘাত পাইত না। নৈরাশ্যজনিত কতকটা দুঃখ সে পাইত বটে সন্দেহ নাই—কিন্তু আশার সূচনাও তাহার মধ্যে একটু থাকিত ; কিন্তু তাহা হয় নাই। আর কেমন করিয়াই বা হইবে ? এখানেও আমার হিসাবে ভুল। আজন্ম হিন্দু-সংস্কারের অধীন হিন্দুগৃহে প্রতিপালিতা—সে কেমন করিয়া পত্যন্তর গ্রহণের কথা মনে স্থান দিবে ? কত শতাব্দী ধরিয়া যে দেশে কুলরমণীগণ, বিধবার অন্য পতিগ্রহণকে মহাপাপ বলিয়া মনে ধারণা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বংশে জন্মিয়া হঠাৎ কোনও রমণী কি বংশপরম্পরাগত বদ্ধমূল সে সংস্কারকে উৎপাটিত করিতে পারেন ?—আমার তাহা আশা করাই বাতুলতা হইয়াছিল। আমি বাতুল নহি ত কি ?—না, বাতুল হইলে ত বাঁচিয়া যাইতাম, এ দুঃসহ মর্ম্মযাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম।"—রাখাল শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, করতলে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বলিতে লাগিল, "আহা যদি পাগল হইয়া যাইতাম ! যদি পাগল হইতাম !"

কাছারির পেটা ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিলে রাখাল হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সে তখন শয্যা হইতে নামিয়া একটি জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশে মেঘ আছে, তাই জ্যোৎস্না ভাল করিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। সেই সামান্য আলোকেও রাখাল যেন অনুভব করিল, দাস-দাসীগণ মাঝে মাঝে সে দ্বারপথে যাতায়াত করিতেছে। শূন্যদৃষ্টিতে রাখাল দ্বারের পানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে শ্রান্তি অনুভব করিয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিল। চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া রহিল, যদি নিদ্রা আসে। কিন্তু যে হতভাগ্য, নিদ্রা তাহার কাছে আসিবে কেন?

কিছুক্ষণ এইরূপে পড়িয়া থাকিবার পর রাখাল চকিত হইয়া শুনিল, তাহার বদ্ধ দুয়ারে কে বাহির হইতে করাঘাত করিতেছে। বিদ্যুতের মত সহসা এই চিন্তা তাহার মনে প্রবেশ করিল—বুঝি বউরাণীর অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেই সংবাদই কেহ দিতে আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া জড়িত কণ্ঠে রাখাল বলিল, "কে?"

কোনও উত্তর নাই। দ্বারে করতাড়না পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

রাখাল তখন উঠিয়া কম্পিত করে দ্বার মোচন করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, এক বিধবাবেশিনী রমণীমূর্ত্তি। কম্পিত জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কে? কে তুমি?"

রমণী নীরবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার বন্ধ করিল। পরে রাখালের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মাথার কাপড় পশ্চাতে একটু টানিয়া দিয়া, একগোছা চুল কাণের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা সরাইয়া রাখালের পানে চাহিয়া রহিল। রাখাল দেখিল রমণী যুবতী, বয়সে অনুমান বিংশতিবর্ষ, মুখখানি সৌন্দর্য্যের প্রভায় ঝলমল করিতেছে, কেবল চক্ষু দুইটি যেন একটু বিষণ্ণ।

রাখাল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি—আপনি—কে?"

রমণী বলিল, "আমি কনকলতা।"

রাখাল কনকলতার নাম জানিত, দূর হইতে একবার তাহাকে না দেখিয়াছিল এমন নয়। বলিল—"ওঃ—তা কি খবর? বউরাণী কেমন আছেন?"

কনক গম্ভীরভাবে বলিল, "মোটেই ভাল নেই।"

রাখাল রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "ভাল নেই? তবে কি—" বলিয়া আর তাহার

কথা বাহির হইল না; সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কনকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কনক পূর্ব্ববৎ বলিল, "কবরেজ জবাব দিয়েছে। রাত কাটে কিনা সন্দেহ।"

এ কথা শুনিয়া রাখাল পালঙ্কের প্রান্তে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

কনক বাতিটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। খড়্ খড়্ করিয়া চেয়ারখানা পালঙ্কের নিকট টানিয়া, আলোকের দিকে মুখ করিয়া বসিল। প্রায় এক মিনিট কাল নীরবে থাকিয়া, অতি মিষ্ট অতি কোমল স্বরে বলিল—"সে আর এখন ভাবলে কি হবে বলুন? যার অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তাই হবে ত। সে কি কেউ খণ্ডাতে পারে?—চোখের জল ফেলবেন না, ছি আপনি ত জ্ঞানবান।"

রাখাল ধীরে ধীরে মাথাটি তুলিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বউরাণী কি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?"

"না। তাঁর কি জ্ঞান আছে?"

"জ্ঞান নেই? কতক্ষণ থেকে অজ্ঞান আছেন?"

"সেই আপনি যখন চিঠি দিয়ে বেরিয়ে এলেন—তারপর থেকে দু'একবার মাত্র খুব অল্প সময়ের জন্যে জ্ঞান হয়েছিল, নইলে বরাবরই ত অজ্ঞান রয়েছেন।"

রাখাল ভাবিতে লাগিল, চিঠির কথা এ জানে দেখিতেছি। এতক্ষণ কি আর চাপা আছে, বাড়ীর সবাই জানিয়াছে সন্দেহ নাই। তা জানুক, কিন্তু কোনও গোলমাল এখনও উঠিল না কেন? বোধ হয় বউরাণীকে লইয়া সকলে ব্যস্ত—প্রাণ লইয়া টানাটানি—তাই এখনও আমার কথা কেহ ভাবে নাই; কিন্তু এ কনকলতা আসিয়াছে কি অভিপ্রায়ে?

রাখালকে চিন্তাকুল দেখিয়া কনক সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "আপনি বউরাণীকে আজ যে চিঠিখানি দিয়ে এসেছিলেন—বুঝেছেন রাখালবাবু—সে চিঠিখানি ভাগ্যিস প্রথমে আমার হাতে পড়েছিল—আমি সেখানিকে লুকিয়ে ফেলেছি।"

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনি চিঠি লুকিয়ে ফেলেছেন কেন?"

কনক চেয়ারে একটু নড়িয়া চড়িয়া একবার রাখালের পানে, একবার ভূমির দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "সে চিঠি অন্য লোকের হাতে পড়লে এতক্ষণ কি রক্ষে থাকত? পুলিশে এতক্ষণ—"

রাখাল বলিল, "থানা পুলিশ এলে কি হত?"

"কি না হত? সর্ব্বনাশ হত। আপনাকে বেঁধে নিয়ে যেত।"

"যেত যেতই—তার জন্যে আপনার মাথাব্যথা কি ?"

কনক ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া অভিমানের স্বরে বলিল, "মাথা থাকলেই মাথাব্যথা হয়। আপনার হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেত, তাই আমার চক্ষে দেখতে হত ত ? কেন, আমার বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়া, না লোহা দিয়ে গড়া ?"—শেষের দিকে কনকের কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিয়াছিল, তাহার চক্ষুযুগলও ছল ছল করিতে লাগিল।

এই সকল ভাবভঙ্গি দেখিয়া রাখালের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি শুধু এই কথা বলতেই এখানে এসেছেন ?"

কনক রাখালের পানে একটি কটাক্ষবাণ হানিয়া বলিল, "কেন, এসে কোনও দোষ করেছি ? আপনি বিরক্ত হয়েছেন ?"

রাখাল এ প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া বলিল, "এতরাত্রে কি করে এলেন ?"

"আজ অন্দরের সব দরজাই ত খোলা রয়েছে। আমি একটা সুযোগে টুপ্ করে বেরিয়ে এসেছি।"

রাখাল একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, "আপনার সাহস ত কম নয় !"

কনক মধু ছড়াইয়া বলিল, "আমাকে বারবার আপনি আপনি বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন ? আমি ত মান্যগণ্য কেউ নই—আমি আপনার দাসী মাত্র।" শেষ কথাটির সঙ্গে সঙ্গে কনক দ্বিতীয়বার রাখালের প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। তাহার পর মুখটি নত করিয়া বলিল—"সাহস কি সাধে হয়েছে ?—প্রাণের দায়ে।"

রাখাল বুঝিল, ইহার মনে কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে। জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার প্রাণের আবার কি দায় ?"

কনক কথা কহে না। তাহার মস্তক যেমন অবনত ছিল, তেমনই রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া রাখাল আবার বলিল, "তোমার উদ্দেশ্য কি ?"

আড়নয়নে রাখালের প্রতি চাহিয়া লজ্জাজড়িত স্বরে, থামিয়া থামিয়া কনক বলিল, "যদি—দাসীকে—চরণে স্থান দেন—এই আশায় এসেছি। আর উদ্দেশ্য কি ?"—বলিয়া একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কথাটা শুনিয়া রাখালের পিত্তসুদ্ধ জ্বলিয়া গেল। ঘৃণায় সে মুখ অন্যদিকে ফিরাইল।

"তিনি কি বললেন তখন ?"

"বিশেষ কিছুই বলেন নি।

রাখাল সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার উপর কি খুব বিরক্ত হয়েছেন বলে বোধ হল ?"

কনক গম্ভীরভাবে বলিল, "রাখালবাবু, সে কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। জ্ঞান হলে চিঠিখানার খোঁজ পর্য্যন্ত তিনি আর করেন নি।"

রাখাল একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

কনক বলিতে লাগিল, "এখন সে সব আর ভেবে কি হবে বলুন ? আপনি যে শেষরক্ষে করেছেন—এজন্যে বউরাণী নিশ্চয়ই আপনার উপর খুবই কৃতজ্ঞ। এখন ভাগ্যে ভাগ্যে যদি তিনি বেঁচে ওঠেন তাহলেই মঙ্গল। আপনি এখন কি করবেন ?"

রাখাল বলিল, "আমি এখান থেকে চলে যাব। বউরাণীর জীবনের আশঙ্কা নেই—এই সংবাদটুকু জানতে পারলেই আমি চলে যাই।"

"কোথায় যাবেন ?"

"কিছুই স্থির করিনি। যে দিকে দু'চক্ষু যাবে।"

কনক বলিল, "রাখালবাবু আমার একটি অনুরোধ রাখবেন ?"

"কি বলুন।"

"যাবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন।"

"কেন ?"

"বিশেষ কারণ আছে।"

"কি কারণ ?"

"সে তখন বলব। এখন এইমাত্র বলি, যদি আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যান, তবে না জেনে আপনি একটা মানুষের সর্ব্বনাশ করে ফেলবেন। অথচ সে নির্দ্দোষ। আমায় কথা দিন যে আমার সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না।"

রাখাল ধীরে ধীরে বলিল, "এর মধ্যে কি গূঢ় রহস্য আছে, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারছিনে। আচ্ছা, আপনি যখন অত করে বলছেন, তখন তাই হবে।"

কনক উঠিল। বলিল—"এখন আসি তবে, প্রণাম।"

রাখালও উঠিয়া দাঁড়াইল। কনকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্বার অবধি গিয়া

বলিল—"এখন গিয়ে বউরাণীকে কেমন দেখেন, রামাকে দিয়ে বলে পাঠাবেন ?"

"আচ্ছা—পাঠাচ্ছি।"—বলিয়া কনক চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামা আসিয়া সংবাদ দিল, রাত্রি দুইটার সময় বউরাণী জাগিয়াছিলেন, কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, দুগ্ধপান করিয়াছেন—এখন আবার ঘুমাইতেছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া রাখালের মন কতকটা সুস্থির হইল। কনকের সহিত কথোপকথন, তাহার কর্ত্তৃক সেই গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ নবাবে নবাবে

প্রভাত হইলে রাখালের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে তখন শয্যাত্যাগ করিয়া ছাদে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া শুনিল বউরাণী জাগিয়াছেন, ভাল আছেন, ঔষধ পান করিয়াছেন, কবিরাজ বলিয়াছেন আর কোনও আশঙ্কা নাই।

ইহার অল্পক্ষণ পরে একজন ঝি আসিয়া বলিল, রাণীমা তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "বউরাণী কি করছেন ?"

"সুরোদিদি তাঁর কাছে আছেন, তাঁরই সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছেন।"

সুরবালা নাম্নী এক অনাথা ব্রাহ্মণ কন্যা অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, ইহা রাখাল জানিত ; কিন্তু তাহাকে চক্ষে কখনও দেখে নাই। সে ইহাও জানিত, সুরবালা বউরাণীর একজন প্রিয়পাত্রী।

রাখাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই রাণীমা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোর মুখ চোখ এ কি হয়ে গেছে ? রাত্রে ঘুমুসনি বুঝি ?"

রাখাল কোনও উত্তর করিল না। নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাণীমা বলিলেন, "ভবেন, কাঁদিসনে কাঁদিসনে। তোর চোখে জল দেখলে আমার বুক যে ফেটে যায় বাবা! রাত দুপুরের পর থেকে আর ফিট হয়নি, তখন থেকে বউমা ভালই আছেন। ভয় কি ? কবরেজ বলে গেছেন আর

কোনও ভয় নেই। কাল রাত্রে তুই কি খেলি না খেলি কিছুই আমি দেখতে পারিনি। যা স্নান করে আয়, আমি তোর আহ্নিকের যোগাড় করে রাখি। আহ্নিক করে একটু জল মুখে দে। যাবি, বউমাকে এখনি দেখবি ?"

রাখাল নীরবে মাথা নাড়িল।

স্নান আহ্নিক সারিয়া জলযোগান্তে রাখাল যখন বাহিরে আসিল, তখন নয়টা বাজিয়াছে। বৈঠকখানা বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া দেখিল, বারান্দায় বেঞ্চিখানির উপর খগেন্দ্রনাথ বসিয়া আছে। তাহার গায়ে ইংরাজি সাইক্লিং পোষাক, মাথায় সোলা হ্যাট। বাইসিক্লখানি বারান্দার নিম্নে রাখা রহিয়াছে। রাখালকে দেখিবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল, টুপী খুলিয়া বলিল—"নমস্কার মশায়।"

রাখাল বলিল, "নমস্কার। আপনি হঠাৎ যে ? কোথা থেকে ?"

"কলকাতা থেকে আসছি। আপনার কাছে একটা বিশেষ কায আছে।"

"কায আছে ? আচ্ছা বেশ—স্নান-টান করুন, জল খান। তার পর কাযের কথা হবে এখন।"

খগেন্দ্র বলিল, "আজ্ঞে না। বিশেষ জরুরি কায। আমায় আবার বিকেল তিনটের গাড়িতেই ফিরতে হবে। কথাটা সেরে ফেলাই যাক না।"

লোকটার ভাব দেখিয়া রাখাল মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। ভাবিল, ভগিনী ত থিয়েটারের অভিনেত্রী—ইনি আসিয়াছেন যেন একটি নবাব! বলিল —"আচ্ছা, অপেক্ষা করুন, আমার অবসর হলে আপনাকে ডেকে পাঠাব।"—বলিয়া রাখাল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

খগেন্দ্র মনে মনে বলিল—ছিলেন ত রেলের কেরাণী—পঁচিশ মুদ্রা বেতন। এখানে আসিয়া নবাব হইয়াছেন। নবাবী শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া দিতেছি।

খগেন্দ্র সেখানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা হইয়া গেল, বাবু ডাকাইয়া পাঠাইলেন না। তখন খগেন্দ্র আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ড্যাম্। আমি কিসের জন্যে এখানে বসে উমেদারী করি ? উমেদার আমি, না ঐ রাস্কেল ? নিজেই যাই—থোড়াই কেয়ার করি।"—বলিয়া খট্‌মট্ শব্দে বুটের আওয়াজ করিতে করিতে খগেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল।

রাখাল তাহার শয়নকক্ষে খোলা জানালার কাছে একখানি ঈজিচেয়ার

টানিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ জুতার শব্দে চমকিয়া দ্বারের পানে চাহিয়া দেখিল।

খগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "ভারি ব্যস্ত আছেন নাকি?"—বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাখাল বলিল, "আপনি কি চান?"

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া হাতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে খগেন্দ্র বলিল, "আমার কিছু টাকার প্রয়োজন।"

রাখাল বলিল, "তা, আমার কাছে কেন? আপনার ভগ্নীর বেতন বাবদ যদি কিছু বাকী থাকে, আপনার ভগ্নীকে গিয়ে বলুন। দেওয়ানজি নেই, নায়েব দেওয়ান আছেন—তিনি হিসাব করে দেবেন এখন।"

খগেন্দ্র মনে মনে বলিল, "নবাব!"—প্রকাশ্যে বলিল, "আজ্ঞে না—ভগ্নীর বেতনের হিসাব নয়। আপনার কাছেই কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। বেশী নয়, উপস্থিত এক লক্ষ টাকা, আর মাসে মাসে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর দু'হাজার টাকার একখানি করে চেক্। এই হলেই হবে।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে রাখাল খগেন্দ্রের মুখের পানে চাহিল। শেষে বলিল—"নেশাটেশা কিছু করেন?"

"করতাম। এদানি টাকার অভাবে আর বড় পারিনে। একবোতল জনিওয়াকার ত আমার জলযোগ ছিল। নেশা করে আপনার কাছে আসিনি, দিব্যি শাদা চোখেই এসেছি। টাকাটা চট্ পট্ বের করুন দেখি। এক লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ যদি মজুদ থাকে, তবে তাই এণ্ডোর্স করে দিন। কিম্বা ব্যাঙ্কের উপর চেক্ হলেও চলতে পারে, কলকাতায় গিয়ে আমি ভাঙ্গিয়ে নেব এখন।"

রাখাল বলিল, "আপনাকে আমি টাকা দেব কেন?"

খগেন্দ্র হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি যে আপনার ভাই হই।"—পরে স্বর নামাইয়া বলিল, "আপন ভাই নই—মাসতুতো ভাই। অর্থাৎ চোরে চোরে যা হয়। এত বড় বিষয়টা একলা একলাই খাবেন মশায়—মাসতুতো ভাইকেও কিছু বখরা দিন। সমস্ত বিষয় স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন; আমি কেবল নগদ এক লক্ষ আর মাসে মাসে দু'হাজার পেলেই সন্তুষ্ট থাকব। এখন বাঙ্গলা কথাটা বুঝলেন?"

রাখাল বলিল, "বাঙ্গলা কথাটা কি ?"

"কথাটা এই যে, আপনি মোটেই ভবেন্দ্র চাটুয্যে নন, আপনি রাখাল ভট্টচায্যি—খুক্রুপুরে টকাটক্ করে টেলিগ্রাপ করতেন, ঘটাঘট্ করে টিকিট বেচতেন, ট্রেণ এলে ছেঁড়া জুতো ফটাফট্ করে ট্রেণ পাস করতে প্ল্যাটফর্ম্মে ছুটতেন। এখন বুঝলেন ত ? না আরও টীকে আবশ্যক ?"

রাখাল বলিল, "এসব আপনি জানলেন কি করে ?"

খগেন্দ্র বুক চিতাইয়া বলিল, "বিস্তর পরিশ্রম করে, বিস্তর অর্থব্যয় করে।"

রাখাল বলিল, "তবে আপনার পরিশ্রম অর্থব্যয় বৃথা হয়েছে।"

"কারণ ?"

"কারণ আপনি টাকা পাবেন না।"

খগেন্দ্র একটুকু না দমিয়া বলিল, "টাকা পাব না ?"

"না।"

খগেন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। শেষে বলিল—"রাখালবাবু, আপনি বোধ হয় মনে করছেন সব ফাঁকা আওয়াজ ? তা নয় মশায়। বোধ হয় ভাবছেন, আমি এত বড় সম্পত্তিটার মালিক, ও কোথাকার কে, ও আমার কিই বা করতে পারবে, সাক্ষী সাবুদই বা পাবে কোথা। মশায়, আমরা কলকাতার লোক, কাঁচা কায করিনে। প্রমাণ সাক্ষী সাবুদ সমস্তই মজুত। আমি আপনার ময়নামতীতে গিয়েছিলাম, বসন্তপুরে গিয়েছিলাম, খুক্রুপুরে গিয়েছিলাম—আর আপনি যেখানে কখনও যান নি—সেই তিনতারিয়া মঠে অবধি গিয়েছিলাম। খুক্রুপুরের আপনার সিগন্যালম্যান, পানিপাঁড়ে, দু'জন খালাসী—এরা ছুটী নিয়ে এসেছে। কলকাতায় আমার বাড়ীতে বসে ডালরুটির শ্রাদ্ধ করছে। তারা সনাক্ত করবে আপনি তাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটবাবু রাখাল ভট্টচায্যি। তিন্‌তারিয়া মঠের চারজন সন্ন্যাসীকেও এনেছি—গোঁসাই লছমন গির, ভৈরো গির, বাসদেও গির আর দামোদর গির। তাদের গাঁজার গন্ধে বাড়ীতে আমার টেকা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তারা আপনাকে দেখে বলবে, আপনি তাদের ভূতপূর্ব্ব মোহন্ত ভজনানন্দ গির নন। সাক্ষীগুলিকে টাকা দিয়ে মশায় যে ভাঙ্গিয়ে নেবেন, সে পথ রাখিনি। আমার বাড়ীর দরজায় চারজন দরোয়ান অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে।—সমস্ত এখন শুনলেন ত ?—টাকাটা চট্‌পট্ বের করুন দেখি। নয় ত বলুন, কৃষ্ণনগরে গিয়ে পুলিশ সাহেবের কাছে

সব ব্যাপারটা কাল বলি। এখানে পিনাল কোড আছে? না থাকে ত দেওয়ানজির সেরেস্তা থেকে আনিয়ে ৪১৯ ধারাটা দেখুন দেখি!"

রাখাল তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "দেখেছি।"

"দেখেছেন ত? তিনটি বচ্ছর শ্রীঘর।—এখন আপনার মতটা বদলাল কি?"

রাখাল হাই তুলিয়া বলিল, "না।—আপনি টাকা পাবেন না। আমায় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি কালই বউরাণীর কাছে সকল কথা প্রকাশ করেছি।"

ইহা শুনিয়া খগেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল। বলিল—"অ্যাঁ? প্রকাশ করেছেন?"

"হ্যাঁ। আপনার—ভগ্নীই হোন আর যেই হোন—সেই কনকলতাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।"—বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিল। ভৃত্য আসিলে বলিল—"বাবুকে নীচে নিয়ে যা—স্নান-টানের বন্দোবস্ত করে দিগে। আর যদি ওঁর বোনের সঙ্গে দেখা করতে চান, অন্দরের ঝিকে ডেকে রাণীমার কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে দিস।"

নবম পরিচ্ছেদ ॥ খগেন্দ্র প্রতিশোধ লইল

নামিয়া বারান্দায় আসিয়া খগেন্দ্র ধপাস্ করিয়া বেঞ্চিখানার উপর বসিয়া পড়িল। ভৃত্য একবাটি তৈল আনিয়া বলিল, "বাবু, কিছু কাপড়-চোপড় আছে, না আমলাদের কারু কাছ থেকে একখানা ধুতি চেয়ে আনব?"

খগেন্দ্র বলিল, "ধুতি চাইনে।"

ভৃত্য বলিল, "তবে চান করবেন কি করে?"

"স্নান করব না।"

খগেন্দ্রের মুখভাব দেখিয়া ভৃত্য কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও ভীত হইল। একটু চুপ থাকিয়া আবার বলিল—"তবে জলখাবার আনিয়ে দিই?"

খগেন্দ্র মাথা ঝাঁকিয়া বলিল, "নাঃ।"

ভৃত্য মনে করিল, আর কিছু নয়, বাবু ইহাকে বোধ হয় খুবই অপমান করিয়াছেন, মনের সেই খেদে স্নান অথবা জলযোগ কিছুই করিতে চাহিতেছে না। এদিক ওদিক ঘুরিয়া বলিল—"আপনার ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করবেন কি? এত্তেলা পাঠাব?"

"পাঠা।"—বলিয়া খগেন্দ্র অন্যমনস্ক হইল। ভৃত্য চলিয়া গেল।

তখন খগেন্দ্র তাহার কোটের ভিতর দিককার বুকপকেট হইতে একটি রৌপ্য নির্ম্মিত ফ্ল্যাস্ক বাহির করিল। ইহার মধ্যে ব্র্যাণ্ডি ভরা ছিল। স্ক্রু ঘুরাইয়া ফ্ল্যাস্কের মুখটি খুলিয়া সেই নির্জ্জলা সুরা দুই তিন ঢোক পান করিল। ফ্ল্যাস্কটি আবার পকেটে রাখিয়া, গালে হাত দিয়া চিন্তা আরম্ভ করিল।

বড় আশা করিয়াই সে আসিয়াছিল, তাহার বহুদিনের আশা আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একে নৈরাশ্যের বেদনা, তাহার উপরে খালি পেটে ব্র্যাণ্ডির প্রভাব—সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। রাখাল কি অভিপ্রায়ে যে বউরাণীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা খগেন্দ্র কিছুই অনুমান করিতে পারে নাই এবং সে বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার মস্তিষ্কে এখন নাই। তাহার নাক ও কাণ হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল; কিন্তু বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হিম হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ফ্ল্যাস্কটি বাহির করিয়া খগেন্দ্র আরও কিঞ্চিৎ পান করিল।

অল্পক্ষণ পরেই তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, কাছারির প্রাঙ্গণে খানিক ছুটিয়া বেড়ায়। বুদ্ধিও যোগাইল, কিন্তু লোকে তাহা হইলে ভাবিবে তাহার নেশা হইয়াছে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিবে না, কনকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

এইরূপ অবস্থায় প্রায় কুড়ি মিনিট কাটিলে, ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু, আসুন।"

খগেন্দ্র উঠিয়া টলিতে টলিতে, ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পূর্ব্বপরিচিত অন্তঃপুর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খগেন্দ্র দেখিল, কনকলতা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। চেয়ারে গিয়া বসিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কনক, কি খবর?"

কনক শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অমন হয়ে গেলেন কেন?—আপনার কি হয়েছে?"

খগেন্দ্র বলিল, "তুমি জান না?"

"না।"

"তবে কি বিলকুল মিথ্যে কথা নাকি? আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করলে?"

"কে?"

"কে আবার। তোমাদের ঐ রাখাল।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে? কি বলেছেন তিনি?"

"আমি এসে তার কাছে টাকা চাইলাম। না দিলে সব প্রকাশ করে দেব বললাম। সে বললে, আমি কাল বউরাণীর কাছে নিজেই সব প্রকাশ করে দিয়েছি।—এ কথা কি সত্যি না মিথ্যে ?"

কনক বলিল, "সত্যি।"

খগেন ফ্ল্যাস্ক বাহির করিয়া আর একটু পান করিয়া বলিল, "বাড়ীর সকলে শুনে কি বলছে ?"

"বাড়ীর কেউ এখনও জানে না ; শুধু বউরাণী জানেন। কিন্তু আপনি এখন খালিপেটে ব্র্যাণ্ডি খাচ্চেন কেন ?"

খগেন্দ্র বলিল, "ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজাঃ। একটু খাবে ?"

কনক বলিল, "না—না—আপনিও খাবেন না। ভদ্রলোকেব বাড়ীর মধ্যে এ সব কি ?"

"ওঃ।"—বলিয়া খগেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল। প্রায় দুই মিনিট কাল পরে নিজ মস্তকের উপরিভাগে সঘন কর-সঞ্চালন করিতে করিতে, খিল খিল করিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল।

তাহার ভাব দেখিয়া কনক বলিল, "ওকি করেন ? বাড়ীর লোকে মনে করবে কি ?"

খগেন্দ্র চক্ষু বুজিয়া বলিতে লাগিল, "প্রথমটা—আমারই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল—হা হা হা। দেখ, প্রথম যখন রাখাল আমায় ঐ কথা বললে—হা হা—তখন হা হা, ভেবে নিলাম—ও হঠাৎ সাধু হয়ে, বুঝেছ কনক, সমস্ত পরিত্যাগ করে যাবার মৎলব করেছে।—এখন তোমার কথা শুনে তবে না স্পষ্ট বুঝতে পারছি ওর চালাকি !—হা হা—খেলাটা—খেলেছে ভাল।"

কনক জিজ্ঞাসা করিল, "কি খেলা ?"

"কি খেলা তুমি জান না ? বুঝতে পারছ না ? স্ত্রীবুদ্ধি আর কত হবে ! হা হা হা ! ও ভাবলে কি বুঝেছ—ভাবলে—একদিন না একদিন আমার এ জাল ত ধরা পড়েই যাবে—তখন আমার কি হবে ? দেখলে বউরাণী ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চে। হা হা—মাছ বঁড়শী গিলেছে—আর যায় কোথা ? এখন যদি বউরাণী শোনে ও ভবেন্দ্র নয়—তা হলেও বউরাণী ওকে আর ঠেলতে পারবে না। কি বল কনক ? হা হা। তাই স্থির করলে, বউরাণীকে সকল কথা বলে, বিধবা বিবাহ হোক সিভিল ম্যারেজ হোক—একটা কিছু করে

রাখি।—এ সব কথা চাপা থাকে বহুৎ আচ্ছা।—প্রকাশ হয় ড্যাম্ কেয়ার। উঃ—কি বুদ্ধি—কি বুদ্ধি!”—বলিয়া খগেন্দ্র ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিয়া বলিল, “আচ্ছা! আচ্ছা! যাবেন কোথা? বউরাণীকে হাত করেছেন—কথাটা প্রকাশ হলে না হয় জেলে যাবার কি অর্দ্ধচন্দ্র খাবার ভয়ই রইল না, কিন্তু কলঙ্ক? বউরাণীর একটা কলঙ্ক কি হবে না?—কি বল কনক? আমি ফের যাচ্ছি রাখালের কাছে। গিয়ে বলছি, তো—তোমার সব মঃ—মৎলবই আমি বুঝেছি। টাঃ—টাকা দেবে ত দাও—নইলে সব প্রকাশ করে দেব। সিভিল ম্যারেজই কর, আর বিধবা বিবাহই কর, গিয়ে বঃ—বঙ্গবাসীতে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অ্যাসা ছড়া কাটতে আরম্ভ করব, যে বাপ বাপ বলে দেঃ—দেশ থেকে পালাতে হবে। সহজে ছাড়ছিনে বাবা!—সহজে ছাড়ছিনে। কিন্তু কনক—তুঃ—তুমি ভাই—কোনও কঃ—কর্ম্মের নও। সেই ত বউরাণী বিঃ—বিধবা বিবাহে রাজি হল—আমার তরফ থেকে ত রার্—রাজি করতে পারলে না।”—বলিয়া খগেন্দ্র মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া মুদিত নেত্র করিয়া গান ধরিল—“ভেঁচে থাক ভিদ্যেসাগর—ছিরজীবী হয়ে থুমি।”

খগেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া কনক ভীত হইয়া পড়িল। সে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, “খগেনবাবু—ও খগেনবাবু।”

খগেন্দ্র যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চক্ষু খুলিয়া বসিল, “খি?”

“আপনি অমন করছেন কেন?”

“খেন—খি খরেছি?”

“আপনার ভয়ানক নেশা হয়েছে। আবোল তাবোল বকছেন।”

“খি আবোল তাবোল বকছি? হুঁঃ।”

কনক বলিল, “আপনি ও সব মৎলব পরিত্যাগ করুন। রাখালবাবুর কাছে আর যাবেন না। টাকা পাবার আপনার আর কোন আশা নেই।”

“খোনও—আশা—হেই?”

“না।”

“খেন হেই?”

“সে অনেক কথা—এখন শুনলে আপনি ঝতেও পারবেন না। আপনার শরীর ভাল নেই। এখন বাইরে যান, স্নান করে খেয়ে একটু ঘুমুন। ও বেলা আবার কথাবার্ত্তা হবে।”

খগেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দুইটা লাল টক্ টক্ করিতেছে—আগুনের মত জলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—"হামার—খোন—আশা—হেই ?"

কনক সভয়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না।"

খগেন্দ্র হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় লম্ফ দিয়া, তাহাকে এক ধাক্কা দিল। কনক ভূতলশায়িনী হইল। অভিনেতার ভঙ্গীতে "ফাপীয়সী এই থোর শাস্তি।"—বলিয়া খগেন্দ্র সেখান হইতে টলিতে টলিতে বাহির হইল। সিঁড়ি নামিয়া, অঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, দুই হস্তে ঢেঁড়রা বাজাইবার সঙ্কেত করিয়া ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিয়া বলিল—"তেরে দুম্—তেরে দুম্—তেরে দুম্—ভাই সকল, কে কোথায় আছ ছ্রবণ কর। ও ভবেন্দ্র নয়—ভবেন্দ্র নয়—ভবেন্দ্র নয়। ও রাখাল—ও রাখাল; আর তোমাদের ঐ সুরবালা—ও রাখালের স্ত্রীর্‌রী।"—বলিয়া টলিতে টলিতে খগেন্দ্র অন্তঃপুর হইতে বাহির হইল, টলিতে টলিতে কাছারি বাড়ীর প্রাঙ্গন পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। পল্লী-বালকেরা নিরাপদ ব্যবধান হইতে হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে মাতাল সায়েব দেখবি আয়।"—কিন্তু খগেন্দ্র কোনও দিকে দৃকপাত মাত্র না করিয়া, অনাবশ্যক পদঘর্ষণে ধূলা উড়াইতে উড়াইতে ষ্টেশন অভিমুখে চলিল।

বাইসিক্লখানি কথা তাহার মনে পড়িল না।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ রাণীমার হুকুম

আজ প্রাতঃকাল হইতে বউরাণী ভাল আছেন—ঔষধ পথ্যাদি সেবন করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরের মধ্যে তিনি যে দুঃসহ যাতনা ও লজ্জা অনুভব করিতেছিলেন, ঘুণাক্ষরেও তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। রাণীমা প্রভৃতির ধারণা, শারীরিক দৌর্ব্বল্যের জন্যই হঠাৎ তিনি ওরকম মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। কনক আজ মাঝে মাঝে বউরাণীর সহিত একা ছিল বটে, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই, বউরাণীও তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। কনক দেখিল চিঠিখানি কি হইল, কাহার হাতে পড়িল, এ সকল সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্রও উৎকণ্ঠা বা কৌতূহল নাই।

কনক যখন কক্ষান্তরে খগেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, বউরাণী তখন বালিসে হেলান দিয়া শয্যায় বসিয়া, করতলে কপোল রাখিয়া, আকুল নয়নে

নিজ অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তার কূল কিনারা নাই। ভাবিতেছিলেন, জন্মান্তরে আমি না জানি কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য এ শাস্তি, এ কলঙ্ক আমায় ভোগ করিতে হইল। তাঁহার চক্ষু এখন শুষ্ক। বুকের ভিতর খাণ্ডবদহন—চোখের জল মরিয়া গিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া খগেন্দ্র যখন নামিতে লাগিল তখন তাহার বুটের প্রবল শব্দ বউরাণীর কাণে গেল। এই অপরিচিত শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিয়া সেই দিকে কাণ দিয়া রহিলেন। শব্দ ক্রমে নীচে নামিল। তাহার পর অঙ্গন হইতে সেই বীভৎস চীৎকার—প্রত্যেক কথাটি বউরাণীর কাণে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে একটা সোরগোল উঠিল তাহাও তিনি অনুভব করিলেন। অপমান ও ধিক্কার তাঁহার চারিদিকে বেড়া-আগুনের মত যেন নূতন তেজে জ্বলিয়া উঠিল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—চেতনা লুপ্ত হইল—তিনি শয্যার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেহ তাহা দেখিতে পাইল না—জানিল না।

ওদিকে খগেন্দ্র প্রস্থান করিবামাত্র অঙ্গনে অন্তঃপুরিকাগণ সমবেত হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। পূজার ঘর হইতে রাণীমা আলু-থালুবেশে ছুটিয়া আসিলেন। যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কি বলে গেল?—কনকের ভাই ও কি বলে গেল?"—রাণীমার কাণেও খগেন্দ্রের সকল কথা প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু নিজের কাণকে তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতে ছিলেন না। এমন সর্ব্বনাশের কথা কি সহসা বিশ্বাস হয়?

কেহ রাণীমার প্রশ্নের উত্তর দিল না। তখন তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিলেন, "কোথায়, কনক কোথায়? সুরবালা কোথায়?"

একজন রমণী একটা কক্ষের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল, "সুরবালা ঐ ঘরে আছে।"

রাণীমা তখন পাগলিনীর মত সেই কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সুরবালা দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কাঁদিতেছে।

রাণীমা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরো—সুরো—ও আমার ভবেন নয়?"

সুরবালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না।"

"ও তোমার স্বামী?"

"হ্যাঁ।"—বলিয়া সুরবালা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাণীমা তখন বাহিরে আসিয়া ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিলেন—"কনক?—কনক কই?"

একজন ছুটিয়া উপরে গিয়া কনককে ডাকিয়া আনিল। তাহাকে দেখিবামাত্র রাণীমা বলিলেন, "হ্যাঁ কনক, তোমার দাদা উঠানে দাঁড়িয়ে কি বলে গেল বাছা?"

কনক কোনও উত্তর না দিয়া অবনতমুখে রহিল।

রাণীমা বলিলেন, "যে এসেছে ও কি আমার ভবেন নয়?"

কনক স্পষ্ট বলিল, "না।"

"ও সুরবালার স্বামী?"

"হ্যাঁ।"

রাণীমা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হা জগদীশ্বর!"—বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে লুটাইয়া পড়িলেন।

ওদিকে বহির্ব্বাটীতেও এ সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। খগেন্দ্র টলিতে টলিতে কাছারির প্রাঙ্গণ পার হইবার এক মিনিট পরেই আমলাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। নায়েব-দেওয়ান কালীকান্তবাবু তখনও কাছারিতে আসেন নাই—তাঁহাকে ডাকিবার জন্য একজন আমলা ছুটিল। নায়েববাবু তখন ভোজনে বসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি সে কার্য্য সমাধা করিয়া, আচমনান্তে গোটা দুই পাণ মুখে দিয়া স্থূলোদরের উপর চাপকানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে ছুটিয়া আসিলেন। কাছারিতে পৌঁছিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পালিয়েছে?"

আমলারা বলিল, "না।"

নায়েববাবু তখন, "জমাদার হনুমান সিং—জমাদার হনুমান সিং।"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

জমাদার হনুমান সিং আসিয়া দাঁড়াইল। নায়েববাবু হুকুম দিলেন—"এই জমাদার হনুমান সিং—ঐ যে বেক্তি হামলোগকো বাবু সাজকে আয়া হ্যায়—উ বাবু নেই হ্যায়—জোচ্চোর হ্যায়। যেৎনা পাইক বরকন্দাজ সব লোক যাও, বৈঠকখানা বাড়ীমে পাহারা দেও! বাবুকে ভাগনে মৎ দেও।"

"যো হুকুম।"—বলিয়া জমদার পাইক বরকন্দাজ একত্র করিতে ছুটিল।

নায়েববাবু কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া দুই গ্লাস জল পান করিলেন। বলিতে

লাগিলেন—"আমি সেইকালেই সন্দেহ করেছিলাম, কাউকে বলিনি তাই। ষোল বচ্ছর যে মানুষ নিরুদ্দেশ, সে কি আর ফেরে ? দেওয়ানজি যে 'কাকা কাকা' শুনেই গলে গেলেন ! হতাম যদি আমি দেওয়ান, দেখতাম আমার চক্ষে কেমন করে ধূলো দিত। ভাগ্যিস আমি চার্জ্জে রয়েছি। হেঁ হেঁ, আটকালাম ত—পালাতে ত দিলাম না ! দেওয়ানজি যদি থাকতেন, এতক্ষণ ও পাঁচিল পগার ডিঙিয়ে পালিয়ে যেত।—ওরে আর এক গেলাস জল দে।"

একজন বৃদ্ধ আমলা বলিল, "তা যেন হল। এখন, কর্ত্তব্য কি ?"

নায়েব দেওয়ান মহাশয় গেলাস নামাইয়া বলিলেন, "থানায় খবর পাঠাই।"

বৃদ্ধ বলিল, "দারোগা যখন জিজ্ঞাসা করবে—উনি যে ভবেন্দ্রবাবু নন—তার প্রমাণ কি ?—শুধু সেই মাতালের কথাটুকুর উপর নির্ভর বই ত নয়। বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমার কথা জানেন ত। জাল প্রমাণ করা সোজা কথা নয়।"

কথাটা শুনিয়া নায়েববাবু দমিয়া গেলেন। তখন সহসা তাঁহার মনে হইল, যদি মাতালের কথা মিথ্যা হয়, এই যে আমি বাবুর চারিদিকে পাহারা বসাইলাম—বাবু কি মনে করিবেন ?—কল্যই ত আমার চাকরি যাইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা সে মাতাল গেল কোথা ? তাকে ডেকে ভাল করে জিজ্ঞাসাই করা যাক না। কতক্ষণ গেছে ?"

একজন বলিল, "বড় জোর আধ ঘণ্টা।"

নায়েববাবু তখন আবার পেয়াদা পাইকগণকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাহারা আসিলে, মাতাল বাবুকে খুঁজিয়া ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন।

বৃদ্ধ আমলাটি বলিল, "আমার বিবেচনায়, একবার রাণীমার সঙ্গে কথা কইলে আপনি ভাল করতেন। আমরা, ধরুন সবাই চাকর। তাঁর হুকুম নিয়ে কায করাই ভাল। তিনি কি বলেন, থানায় খবর পাঠাতে বলেন—কিম্বা দার্জ্জিলিঙে দেওয়ানজিকে তার করতে বলেন—সেটা জানলে হত।"

নায়েববাবু বলিলেন, "যাবই ত। রাণীমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবই ত। তাঁকে না গিজ্ঞাসা করেই কি কোনও কায করব ?—ওরে কে আছিস ? যা ত—অন্দরে রাণীমার কাছে এত্তেলা পাঠা যে নায়েববাবু একবার প্রণাম করতে চান।"

রাণীমার হুকুম আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। নায়েববাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। লোকের উপর লোক পাঠাইতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার তলব হইল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কালীকান্তবাবু যথাস্থানে নীত হইলেন। পর্দ্দার আড়ালে রাণীমা ছিলেন। কালীকান্ত উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, যা শুনছি এ সব কি সত্য ?"

ঝির মুখে রাণীমার উত্তর উচ্চারিত হইল, "সত্য।"

"উনি তা হলে আমাদের বাবু নন ?"

"না।"

"তবে এখন উপায় ?"

"উপায়—ঈশ্বর যা করবেন।"

"থানায় একটা খবর পাঠাব ?—আমি তাকে নজরবন্দীতে রেখেছি।"

"থানায় খবর পাঠিও না। পাইক বর্কন্দাজ সরিয়ে নাও। ওঁকে কেউ যেন অপমান বা বিরক্ত না করে। উনি যখন নিজের ইচ্ছায় চলে যাবেন, তখন যাবেন।"

"আর কোনও হুকুম আছে ?"

"বউমার ব্যারাম বড্ড বেড়েছে। ষ্টেশনে ঘোড়সওয়ার ছুটিয়ে দাও। কৃষ্ণনগরের সাহেব ডাক্তারকে টেলিগ্রাফ কর যেন তিনি সন্ধ্যার গাড়ীতে নিশ্চয় এসে পৌঁছন। যত টাকা আবশ্যক টেলিগ্রাফে তাঁকে পাঠিয়ে দাও। সন্ধ্যার গাড়ীর সময় ষ্টেশনে পাল্কী নিয়ে যোলজন বেহারা যেন উপস্থিত থাকে, ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আসবে।"

"আর কোনও হুকুম আছে ? দেওয়ানজিকে আসতে টেলিগ্রাফ করব কি ?"

"না।"

প্রণাম করিয়া নায়েব মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাণীমার আচরণে তিনি হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। ধীরপদবিক্ষেপে কাছারিতে ফিরিয়া প্রথমে রাণীমার হুকুমগুলি তামিল করিলেন। তাহার পর, নিজ কেশহীন মস্তকাগ্রভাগে হস্ত-সঞ্চালন করিতে করিতে করিতে ক্রমাগত ভাবিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে, যাহাকে মাটীতে কোমর অবধি পুঁতিয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইলেও রাগ যায় না—সেই জুয়াচোরের উপর রাণীমা এমন সদয় কেন ?

সদয় হইবার কারণ আছে। কনকলতা চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার নিকট

প্রমাণ করিয়াছে, মাতাল আসিয়া একথা প্রকাশ করিবে যখন ঘুণাক্ষরেও রাখাল জানিত না, তখন সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বউরাণীকে সমস্ত জানাইয়াছিল। কনক তাঁহাকে বুঝাইয়াছে, রাখাল যে সময়মত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া এই পবিত্রকুলের দীপ্তিটুকু অপরিম্লান রাখিল, এজন্য সে ইঁহাদের কৃতজ্ঞতারই পাত্র ; এবং জন্মদরিদ্র হইয়াও এই বিপুল সম্পত্তিলাভের প্রলোভনকে জয় করিয়া ধর্ম্মপথে অটল রহিল, সে জন্য ভক্তির পাত্রও বটে।

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ কড়ি না মাণিক ?

সেই যে খগেন্দ্রের উন্মত্ত গর্জ্জন শুনিয়া বউরাণী সংজ্ঞা হারাইয়াছিলেন, তাহার পর সেই অবস্থাতেই তিনি পড়িয়া রহিলেন, অর্দ্ধঘণ্টা কাল কেহ তাঁহার খোঁজ খবর লইল না। অর্দ্ধঘণ্টা পরে একজন পরিচারিকা কি করিতে সে কক্ষে আসিয়াছিল, সেই প্রথমে সকলকে সংবাদটা দিল। অনেক কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করা হইল, মূর্চ্ছাভঙ্গের অনতিকাল পরে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে কৃষ্ণনগরের সিভিল সার্জ্জন আসিলেন। তিনদিন জ্বর-ভোগের পর, ডাক্তার সাহেবের অবিশ্রান্ত চিকিৎসায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে বউরাণীর জ্বরটা নরম পড়িতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লুপ্ত-চেতনাও ফিরিয়া আসিল।

সুরবালা তখন বউরাণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মাথাটির কাছে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতেছিল। সুরবালার পানে চাহিয়া অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন—“তুমি সারারাত বসে রয়েছ ?”

সুরবালা বলিল, “না আমি ত বেশীক্ষণ আসিনি। রাণীমা এতক্ষণ ছিলেন, আমাকে বসিয়ে তিনি গঙ্গাস্নানে গেছেন।—তিনি এ দু'দিন স্নানও করেন নি, খানও নি।”

বউরাণী বলিলেন, “দু'দিন ? ক'দিন আমার অসুখ করেছে ?”

“আজ তিনদিন হল না ?—পরশু দুপুরবেলা তুমি হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়েছিলে।”

বউরাণী যেন ভাবিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “পরশু—দুপুর-বেলা ?—ওঃ—হ্যাঁ।” বলিয়া তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। তাঁহার সেই মুদিত চক্ষুরই পল্লব ভেদ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল।

তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সুরবালা কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"ডাক্তারসাহেব কাল বলছিলেন।"—বলিয়া চুপ করিল।

বউরাণী চক্ষু খুলিয়া, সুরবালার মুখের পানে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?"

সুরবালা বলিল, "ডাক্তারসাহেব।"

"ডাক্তারসাহেব কে?"

"কৃষ্ণনগর থেকে ডাক্তারসাহেব এসেছেন কিনা।"

"কৃষ্ণনগর থেকে ডাক্তারসাহেব এসেছেন বুঝি? কবে?"

"পরশু সন্ধ্যাবেলা।"

"বটে!"—বলিয়া বউরাণী অন্যদিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

সুরবালা বলিল, "তিনি বলেছেন, তুমি একটু ভাল হলেই তোমাকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যেতে।"

বউরাণীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন—"তার আর দরকার নেই।"

সুরবালা বলিল, "কেন?"

"সব শুনেছ ত?"

"শুনেছি।"

"তবে—আর আমার বেঁচে কি হবে?"

সুরবালা বলিল, "তুমি ও কথা বলছ কেন ভাই? একদিন আমি ও কথা বলেছিলাম, তাতে তুমি আমায় কি বলে তিরস্কার করেছিলে মনে করে দেখ।"

বউরাণী একটি কম্পিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পরে বলিলেন—"তোমার অবস্থায় আমার অবস্থায় যে অনেক প্রভেদ ভাই! আমার জীবন যে কলঙ্কিত হয়ে গেছে। এ জীবন যত শীঘ্র শেষ হয় ততই ভাল নয় কি?"

সুরবালা পাখাটি নামাইয়া আকুলভাবে বউরাণীর একখানি হাত নিজ হাতের মধ্যে লইল। বলিল—"ও কথা তুমি কেন বল? তোমার ত কোনও দোষ নেই।"

বউরাণী মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন, "আমার পোড়া অদৃষ্টের দোষ।"

সুরবালা বলিল, "তুমি ত নিজের স্বামী জেনেই—"

এ কথায় বউরাণী একটু উত্তেজিত হইলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন—"সে কথা একশো বার—হাজার বার।"

সুরবালা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তা হলে তোমার দেহ মন দুই ত খাঁটি আছে। কলঙ্কিত হয়েছে কেন বলছ? পাথরের মূর্ত্তিকে মানুষ যে ঈশ্বর মনে করে পূজো করে—সে পূজো পাথর পায়, না ঈশ্বর পান? তুমিও তেমনি তোমার স্বামীকেই পূজো করেছ।"

বউরাণী চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

সুরবালা আগ্রহে তাঁহার মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। বউরাণীর চক্ষুর পল্লব মাঝে মাঝে কাঁপিতে লাগিল, নিশ্বাসও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কাটিলে তিনি চক্ষু খুলিয়া আবার সুরবালার দিকে চাহিলেন, সে দৃষ্টি কৃতজ্ঞতা মাখান। বলিলেন—"হ্যাঁ ভাই—তুমি ঠিক বলেছ। তুমি ঠিক বলেছ। একটা কায কর না ভাই।"

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কি? বল।"

"আমার ঐ দেরাজে, মাঝের খাটালে, ডানদিকের দেরাজটি খোল। তার ডানদিকের কোণে সবার নীচে, একটি হাতীর দাঁতের বাক্স আছে—নিয়ে এস।"

সুরবালা উঠিয়া গিয়া দেরাজ খুলিয়া বাক্সটি বাহির করিয়া আনিল। বউরাণী বাক্সটি লইয়া যেন স্নেহের সহিত বুকের উপর রাখিলেন।

সুরবালা বলিল, "এতে কি আছে ভাই?"

বউরাণী বাক্সটি আস্তে আস্তে খুলিলেন। ভিতরে একটা রেশমী রুমালে কি বাঁধা রহিয়াছে দেখা গেল। পুঁটুলিটি বউরাণী বাহির করিলেন। বাক্সটি বিছানায় রাখিয়া, পুঁটুলিটি বুকের উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে খুলিতে লাগিলেন। বাহির হইল গুটিকতক কড়ি।

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কড়ি ভাই?"

বউরাণীর অধর প্রান্তে একটু হাসি খেলিয়া গেল। বলিলেন—"বাসি বিয়ের পরদিন, ফুলশয্যার আগে, কড়ি খেলতে হয় না?—এগুলি আমাদের সেই খেলার কড়ি।"

কথাটি শুনিয়া সুরবালার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। বউরাণী সুরবালার দিকে পাশ ফিরিলেন। রুমালখানি বিছানায় মেলিয়া, হাত দিয়া সেখানিকে চোস্ত করিয়া কড়িগুলি একটি একটি করিয়া গণিয়া তাহার উপর রাখিলেন।

শেষেরটি রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া বিছানায় হাতড়াইতে লাগিলেন। বলিলেন—"একটা যে কম ভাই!"

সুরবালা খুঁজিতে লাগিল। একটি কড়ি কি করিয়া দলভ্রষ্ট হইয়া পাশের বালিসের নীচে আত্মগোপন করিয়াছিল। সুরবালা সেটি কুড়াইয়া বউরাণীর হাতে দিল।

বউরাণী সেটিকে হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেন কড়ি নয়, একটি মাণিক—হারোনো মাণিক পাওয়া গিয়াছে। দেখিয়া, সেটি রুমালের উপর রাখিয়া, আবার সকল কড়ি গণনা করিলেন। তাহার পর রুমালটি সযত্নে বাঁধিয়া, বাক্সে রাখিয়া বলিলেন—"দেরাজে সেইখানে আবার রেখে এস ভাই।"

সুরবালা দেরাজ বন্ধ করিয়া আসিয়া দেখিল, বউরাণীর চক্ষু মুদিত। সুরবালা তাঁহার কাছে বসিলে ক্ষণেকের জন্য চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—"আমার ঘুম আসছে।"

"ঘুমোও।"—বলিয়া সুরবালা তাঁহার মাথার উপর আবার মৃদু মৃদু পাখা করিতে লাগিল। বউরাণী শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। সুরবালা দেখিল তাঁহার সেই সুপ্তিমগ্ন মুখে, কয়েক দিবস পরে আজ শান্তির ছায়া, বিরাজ করিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ শেষ

অন্তঃপুরমধ্যে সুরবালা পরিচয়ে যে স্ত্রীলোক বাস করিতেছে, সে রাখালের স্ত্রী, এ কথা খগেন্দ্র প্রচার করিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে রাখালের কর্ণেও প্রবেশ করিল। শুনিয়া তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পাঁচ ছয়মাস পূর্ব্বে যে লীলাবতী বসন্তপুর হইতে নবীনচন্দ্রের সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, সে যে কি ঘটনাচক্রে আসিয়া এই পরিবারমধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইল, তাহা রাখাল কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্মরণ করিয়া দেখিল সুরবালার নাম সে বারংবার শুনিয়াছে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাহাকে চক্ষে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং সে যে নিজেকে রাখালের চক্ষু হইতে অন্তরালে রাখিতে বিশেষ যত্নবতী ছিল, ইহাতে রাখালের অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার কৌতূহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করে? অন্তঃপুরের দ্বার তাহার জন্য চিরদিনের মত রুদ্ধ। দুই একজন ঝি এখনও মাঝে মাঝে তাহার নিকট কার্য্য উপলক্ষে আসিতেছে বটে, কিন্তু

তাহাদিগকে এ বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে রাখালের প্রবৃত্তি হইল না। কনকলতার সঙ্গে তাহার শেষ যে কথা হইয়াছিল, তাহারও রাখালের স্মরণ হইল। এখান হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে একবার সাক্ষাতের জন্য কনকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তখন প্রহেলিকা বলিয়াই মনে হইয়াছিল। এখন রাখাল বেশ বুঝিতে পারিল, এই ব্যাপারের সহিত সে অনুরোধের নিশ্চয়ই কোনও সম্বন্ধ আছে।

বউরাণীর অবস্থা আর নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন নহে, এইটুকু শুনিবার জন্যই রাখাল অপেক্ষা করিয়া ছিল, এখন তাহা শুনিয়াছে অথচ যাইতে পারিতেছে না। লীলাবতীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার নাই। সে যেরূপ শুনিয়াছে এবং বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাতে সে আকাঙ্ক্ষা থাকিতেও পারে না। তবে যাহাকে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল, এত বৎসর ধরিয়া যাহাকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীর স্বরূপ মনে করিত, তাহার কি হইয়াছে এবং পরিণামে কি হইবে, ইহা জানিবার জন্য একটা আগ্রহ রাখালের মনকে অধিকার করিয়া রহিল। কনকলতার সহিত কেমন করিয়াই বা তাহার সাক্ষাৎ হয়—এবং সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া যাইতেও সে পারে না, এইরূপ দ্বিধায় পড়িয়া আরও দুইদিন কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিন প্রাতে শুনিল, দেওয়ানজিকে দার্জ্জিলিঙে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে—কল্য তিনি আসিয়া পৌঁছিবেন। রাণীমা এবং বউরাণী তীর্থযাত্রার আয়োজন করিতেছেন—দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাখাল ভাবিল, আমি নড়িতে চাহিতেছি না, তাই ইঁহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছেন; দুর্জ্জনের জন্য স্থানত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। সুতরাং তাহার আর বিলম্ব করা চলে না। সে বিকালের গাড়ীতে রওনা হইবে স্থির করিল। রাণীমা যে তাহার প্রতি নিতান্ত নিষ্করুণ নহেন, তাঁহারই আজ্ঞায় নজরবন্দীর পাহারা, অন্যান্য প্রকারের অপমান এবং পুলিশের হাতকড়ি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, ইহা সে অবগত ছিল। তাই ভাবিল, তাঁহাকে একবার প্রণাম করিতে যাইবে। এবং সেই সঙ্গে কনকলতার সহিত একবার সাক্ষাৎলাভের অনুমতি প্রার্থনা করিবে।

স্নানাদি শেষ হইলে রাখাল অন্তঃপুরে এত্তেলা পাঠাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে রাণীমা তাহাকে আহ্বান করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র যেটি সর্ব্ব-

প্রথম কক্ষ, ঝি সেই কক্ষে রাখালকে বসাইল। অল্পক্ষণ পরে রাণীমা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাখাল দেখিল তাঁহার মুখ অবনত, মেঘের মত গম্ভীর। তাঁহার বসিবার আসন ছিল কিন্তু তিনি উপবেশন করিলেন না। রাখাল এক পা এক পা করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। কি বলিয়া সম্বোধন করিবে? "মা" বলিবার অধিকার আর তিনি তাহাকে দিবেন কি না, স্থির করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে নতজানু হইয়া ভূমিতে মস্তকস্পর্শ করিয়া সে প্রণাম করিল। তাহার পর কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া নতনেত্রে বলিল—"আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।"—বলিয়া সে আকুলনয়নে ঊর্দ্ধমুখে রাণীমার দিকে চাহিল। দেখিল তাঁহার দুইচক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতেছে।

দেখিয়া রাখালেরও চক্ষের বাঁধ ভাঙ্গিল। কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "আপনাকে মা বলে সম্বোধন করার যোগ্য আমি নই, আমি মহাপাপী। যদি অনুমতি করেন, তা হলে আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে জন্মের মত বিদায় হই।"

রাণীমার ওষ্ঠযুগল কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "বাবা—" আর কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রবল অশ্রুবন্যায় তাঁহার বক্তব্য ভাসিয়া গেল। অঞ্চলটি মুখের উপর চাপিয়া তিনি ফোঁপাইতে লাগিলেন।

রাখাল বলিল, "আমি নিজেকে যত দুর্ভাগ্য মনে করেছিলাম দেখছি তা নই। আপনি আমায় পুত্র সম্বোধন করে আপনাকে মা বলবার অধিকার আমায় দিলেন। মা, তবে আসি।"—বলিয়া রাখাল ভূমিতে আবার প্রণত হইল।

চক্ষু হইতে অঞ্চল উন্মোচন করিয়া রাণীমা বলিলেন, "বাবা এস—আশীর্ব্বাদ করি যেন ধর্ম্মে মতি অচল থাকে। যেন আবার তুমি সুখী হও।"—বলিয়া ধীরে ধীরে তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বারের নিকট পৌঁছিয়া হঠাৎ থামিয়া বলিলেন—"একটু অপেক্ষা কর, কনক তোমার সঙ্গে দেখা করবে।"—রাখাল কিন্তু কনকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর, কনকলতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। রাখাল তখন একটা চেয়ারে বসিয়া ছিল। কনক আসিয়া রাখালের অনতিদূরে দাঁড়াইল; এবং তাহার অনুরোধ সত্ত্বেও উপবেশন করিল না।

কনক মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আজই চললেন?"

রাখাল বলিল, "বিকেলের গাড়ীতে যাব। বউরাণী এখন কেমন আছেন?"

কনক বলিল, "লোকের কাছে দেখাতে চাচ্ছেন যে তিনি খুব ভালই আছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস তা নয়।"

রাখাল বলিল, "শুনছি পরশু দিনই তীর্থযাত্রা করবেন। শরীরের এ অবস্থায় এত তাড়াতাড়ি যাওয়াটা ঠিক হবে?"

"সে কথা আমরা সকলে তাঁকে বলে বলে হেরে গেছি। তিনি আর কিছুতেই এখানে থাকতে চাচ্ছেন না।"

"কোথায় যাওয়া স্থির হয়েছে?"

"কাশী। আপনি এখন কোথায় যাবেন?"

রাখাল বলিল, "আমি কলকাতায় যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাব।"

কনক বলিল, "লীলাবতী এখানে রয়েছে তা শুনেছেন কি?"

রাখাল বলিল, "শুনেছি।"

"তার কি ব্যবস্থা করলেন?"

"নিজের ব্যবস্থা সে ত নিজেই করেছে, আমি আর তার কি করব? আপনি ত সবই জানেন।"

"আমি জানি, কিন্তু আপনি জানেন না। লীলাবতীর সম্বন্ধে আপনি একটা মহাভ্রমে পড়েছেন।"

এ কথা শুনিয়া রাখাল চমকিয়া উঠিল। বলিল—"কেন? কি ভ্রমে পড়েছি?"

কনক বলিল, "আপনার স্ত্রী সতী সাধ্বী, তবে কিঞ্চিৎ নির্ব্বোধ। শুধু নিজের বুদ্ধির দোষে এই ফ্যাসাদটি বাধিয়েছে।"

রাখাল আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল, "কি রকম, কি রকম?"

কনক তখন একটু একটু করিয়া লীলাবতীর ইতিহাস রাখালের নিকট ব্যক্ত করিল।

রাখাল শুনিল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে বলিল—"এ কথা তুমি ত ঐ লীলারই কাছে শুনেছ? ওর কথায় বিশ্বাস কি? নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে এই রকম একটা কিছু ও ত এখন বলবেই।"

কনক বলিল, "ওর কাছে প্রথম একথা শুনিনি রাখালবাবু।"

"প্রথমে তবে কার কাছে শুনলে?"

"আপনার কোনও বন্ধুর কাছে।"

"আমার বন্ধু? কে?"

"সেই যে—যিনি ব্র্যাণ্ডি খান—খগেন্দ্রবাবু। আপনার প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুতাবশতঃ তিনি আপনার জীবনচরিতের উপকরণ সংগ্রহ করতে করতে এই সমস্ত কথা জানতে পেরেছিলেন।"

রাখাল কনকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল, লীলাবতীর প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার মঙ্গলার্থ এ হয়ত মিথ্যা করিয়া আমায় এ সমস্ত বলিতেছে।

কনক বলিল, "ও কি, আমার কথায় আপনি অবিশ্বাস করছেন নাকি?"

রাখাল বলিল, "আপনার এ সকল কথা সত্য তার প্রমাণ কি?"

কনক বলিল, "প্রথম, আমি আপনাকে মিথ্যা কেন বলব? আমার তাতে লাভ?"

"লীলাবতী আপনার সখী। সখীর উপকার করা।"

"লীলাবতী আমার সখী নয়।"

"তবে বিপন্নের উপকার করা।"

কনক একটু হাসিল। বলিল—"কারু উপকার করা আমার কুষ্ঠীতেই লেখেনি রাখালবাবু! সে সব কিছু নয়। কিন্তু আপনি প্রমাণ যদি চান—আমি অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি।"

রাখাল বলিল, "কি প্রমাণ?"

কনক বলিল, "আপনার পরমবন্ধুর হস্তাক্ষর।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে গেল। দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া রাখালের হাতে কয়েকখানি চিঠি দিল।

রাখাল একে একে সেই পত্রগুলি পড়িল, খামগুলি উল্টিটা পাল্টিয়া ডাকঘরের ছাপগুলি পরীক্ষা করিল। অবশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

কনক বলিল, "ভাবছেন কি? লীলার উপর আর আপনার কোনও সন্দেহ আছে নাকি?"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "রাণীমা এসব কথা জানেন?"

"এখন তিনি সবই জানতে পেরেছেন।"

"তাঁর এ সম্বন্ধে মত কি?"

কনক বলিল, "তাঁর মত আপনি কি তাঁর ব্যবহারেই বুঝতে পারেন নি?"

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন? কি ব্যবহার?"

কনক বলিল, "আমার সঙ্গে দেখা করতে তিনি কি আপনাকে বলে যান নি?"

"ওঃ হাঁ, ঠিক বটে। আচ্ছা রাণীমা কি বলেছেন কনক?"

"সকল কথা শুনে, এই চিঠি সব পড়ে, রাণীমা আপনার গিন্নীর বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন।"

রাখাল অধীর হইয়া বলিল, "লীলাবতীকে আমার গ্রহণ করা সম্বন্ধে তিনি কিছু মত প্রকাশ করেছেন?"

কনক বলিল, "হ্যাঁ, তা করেছেন বইকি! তিনি বলছিলেন নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিনা দোষে ত্যাগ করে রাখাল কখনই অধর্ম্ম করবে না।"

অবনত মুখে রাখাল চিন্তা করিতে লাগিল। "আবার তুমি সুখী হবে।" রাণীমার এই আশীর্ব্বচনের গূঢ় ইঙ্গিতটুকু সে বুঝিতে পারিল।

কনক বলিল, "লীলাকে এখানে পাঠিয়ে দেব?"

রাখাল বলিল, "না, এখন থাক্। আমার সঙ্গে সে যাবে, তাকে প্রস্তুত থাকতে বলবেন। এখন বিদায় নিই। আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলব না।"

সেইদিন অপরাহ্ণে রাখাল ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া গ্রাম হইতে দুইখানি পাল্কী বাহির হইল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সেখানে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লইয়া, মাসখানেক থাকিয়া রাখাল চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। রাণীমা লীলাবতীকে কিছু অর্থ দিয়াছিলেন, সুতরাং রাখালকে কোনও কষ্টে পড়িতে হয় নাই। একমাস হাঁটাহাঁটির পর, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটি ছোট ষ্টেশনের ছোটবাবু হইয়া রাখাল কলিকাতা পরিত্যাগ করিল।

আরও মাস দুই পরে, লীলাবতী একদিন কনকলতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইল। তাহা পাঠে জানা গেল, কনকও রাণীমার হাতে পায়ে ধরিয়া, ইঁহাদের সহিত কাশী গিয়াছিল। সেখানে পৌঁছিয়া, বউরাণীর পীড়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিগত রাসপূর্ণিমার দিন তাঁহার কাশীলাভ হইয়াছে। মৃত্যুর দু'দিন পূর্ব্বে ফুলশয্যা-উৎসবের সেই কড়িগুলি তিনি আঁচলে সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিতেন; এবং তাঁহারই অনুরোধক্রমে কড়িগুলিও তাঁহার সহিত চিতায় স্থানলাভ করিয়াছে।

বিবিধ

বিলাত ভ্রমণ

॥ য়ুরোপে পদার্পণ ॥

ইংরাজী ১৯০১ সালে ১৮ই জানুয়ারি, ভূমধ্যসাগরবক্ষে পি এণ্ড ও কোম্পানির "অষ্ট্রেলিয়া" নামক জাহাজখানি ছুটিতেছে। ৫ই জানুয়ারি বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম,—আজ দুই সপ্তাহকাল একাদিক্রমে মাতা বসুন্ধরার স্পর্শ-বিরহিত প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। আজ জাহাজে আমার শেষরাত্রি। কল্য প্রাতে জাহাজ মার্সেল্‌স্ বন্দরে পৌঁছিবে। সেখানে এক বেলা থাকিয়া জাহাজ আবার লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবে। কতক লোক মার্সেল্‌সে নামিবে,—বাকী লণ্ডনযাত্রী সমস্ত পথই জাহাজে যাইবে। ধন্য তাহারা—যাহারা নামিবে না। ধন্য তাহাদের ধৈর্য্য! সমুদ্রকে নমস্কার—আমি স্থলচর প্রাণী, জীবনের অষ্টাবিংশতি বৎসর স্থলে কাটাইয়াছি—সুখে কাটাইয়াছি;—কিন্তু জলে দুই সপ্তাহেই আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

জাহাজে কি আমার বেশী শারীরিক কষ্ট হইয়াছিল?—তাহা ত নহে। বোম্বাই ছাড়িয়া অবধি সমুদ্র বেশ শান্ত মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছিল। শীতকালে আরবসাগর শান্তই থাকে—বর্ষাকালেই যাহা কিছু গোলযোগ। বোম্বাই ছাড়িবার পর দশম দিবসে লোহিত সাগর পার হইয়া পোর্ট সেদে পৌঁছিলাম, তখনও পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও সমুদ্র-পীড়া অনুভব করি নাই। পোর্ট সেদ ছাড়িলে—দিন দুই মাত্র—সমুদ্রে ঢেউ বেশী হইয়াছিল, জাহাজ একটু বেশী দুলিয়াছিল,—একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। "সমুদ্র-পীড়া" বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তাহা হয় নাই। ক্যাবিনে শয্যার উপর চুপটি করিয়া পড়িয়া থাকিতাম, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধও সহ্য করিতে পারিতাম না। ষ্টিউয়ার্ড (খানসামা) দুই একটি আপেল ফল আনিয়া দিত, তাহাই খাইতাম, এক আধ গেলাস নেবুর সরবৎ আনিয়া দিত, তাহাই পান করিতাম; এবং একটি ফাউণ্টেন পেন লইয়া "ষোড়শী"তে প্রকাশিত "কাশী-বাসিনী" নামক গল্পটি রচনা করিতাম। দুই দিন পরে যখন ইতালী সমীপবর্ত্তী হইল, তখন সমুদ্রও শান্ত হইল, আমিও গা-ঝাড়া দিয়া "চাঙ্গা" হইয়া উঠিলাম। জাহাজে আমার ত কষ্ট হয় নাই। তথাপি জাহাজ আমার কারাগারস্বরূপ মনে হইতেছিল, নামিতে পাইলে বাঁচি।

১৮ই আনুয়ারী রাত্রি দশটার সময় তাই প্রফুল্ল মনে শয়ন করিতে গেলাম। কল্য প্রভাতে আমার মুক্তি। 'রাজা ও রাণী'র কয়েক লাইন ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—

এ কি মুক্তি, এ কি পরিত্রাণ!
কি আনন্দ হৃদয়-মাঝারে!—অবলার—

না—না—অবলাসংক্রান্ত কোনও গোলযোগ জাহাজে উপস্থিত হয় নাই। পাঠক অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধৃতাংশ হইতে শেষ কথাটি কাটিয়া দিবেন, ইহা ভুলিয়া বলিয়াছি। জাহাজে একটি অবলার সহিত কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল বটে, এবং তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ উপহারও দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বয়সে তিনি প্রবীণা, এবং তাঁহার উপহার এক শিশি সুগন্ধি নয়, ঔষধের বড়ী মাত্র। তিনি ও তাঁহার স্বামী কাপ্তেন আমাকে বলিয়াছিলেন—"বিলাতের শীতে প্রথম প্রথম তোমার সর্দ্দি কাসি উপস্থিত হইবে, 'সোরথ্রোট' হইতে পারে, এই ঔষধ তখন এক বড়ী খাইও।" দুর্ভাগ্যবশতঃ পৌঁছিয়া আমার সর্দ্দি কাসি কিছুই হয় নাই। কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে এক একটা সেই বড়ী খাইতাম। রোগ নাই বা হইল, তাহা বলিয়া কি ভাল ঔষধটা নষ্ট করিতে আছে?

শয়ন করিলাম, কিন্তু ভাল নিদ্রা হইল না। মাঝে মাঝে কাকনিদ্রা আসে, মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠি। রাত্রি পাঁচটার সময় জাগিয়া দেখি, জাহাজের গতি বড় ধীর। এঞ্জিনের যে একটা ধম্ ধম্ করিয়া শব্দ হয়, তাহা অতি ধীরে, দেরীতে দেরীতে হইতেছে। তবে পৌঁছিলাম বুঝি? তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়া, চটিজুতা পায়, ডেকের উপর ছুটিলাম। গিয়া দেখি, আরোহীর মধ্যে একজন ইংরাজ বালকমাত্র দাঁড়াইয়া আছে, আর নাবিকেরা আছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কেবল দূরে একটা লাইট হাউস। আলোকটা নিরবচ্ছিন্ন নহে। জ্বলে আর নিভিয়া যায়, ঘন ঘন এইরূপ হইতেছে। কখনও শ্বেত, কখনও লোহিত, কখনও নীল, এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনও হইতেছে। আমি এবং সেই বালকটি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। বালকটি বলিতে লাগিল—"Isn't it pretty!"

নাবিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মার্সেল্স্ আর তিন চারি মাইল মাত্র ব্যবধান আছে। জাহাজ অতি ধীরে, মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রির অন্ধকারও কমিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে, জাহাজ একেবারে থামিয়া গেল। দূরে পাহাড়ের মত দেখা যাইতেছে। তখন সামান্য আলোকও হইয়াছে, একজন নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মার্সেল্‌স্ কোথা ?"

সে তটভূমি দেখাইয়া বলিল—"ঐ।"

"কই ?"

"ঐ যে।"

"ও ত দেখিতেছি পাহাড়ের মত। সহর কই ?"

"ঐ সহর।"

"বাড়ী ঘর কই ?"

"সব আছে। কুয়াসায় ঢাকা আছে।"

বিশ্বাস হইল না। তটভূমি ত বেশ স্পষ্টই দেখিতেছি, কুয়াসা ত কই দেখিতেছি না। ঐখানেই সহর আছে, ইহাই কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ? কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, তাহাই হইল। যেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে, অল্পে অল্পে, যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে সহর ফুটিয়া উঠিল।

ক্রমে একটি দুইটি করিয়া পুরুষ আরোহী ডেকে দেখা দিতে লাগিলেন। সকলেই আমার ন্যায় "আনড্রেস" অবস্থায়, কারণ, ৮টার পূর্ব্বে মহিলাগণের ডেকে আসিবার অধিকার নাই। শুনিলাম, বন্দর হইতে পাইলট বোট আসিবে, আসিয়া আমাদের জাহাজকে বন্দরে লইয়া যাইবে।

যখন সাড়ে সাতটা, তখন বেশ আলো হইল, পাইলট বোট আসিল। বন্দরে পৌঁছিতে ৮টা বাজিয়া গেল। আমি ইতিপূর্ব্বেই বস্ত্র পরিধান করিয়া, জিনিষপত্র গুছাইয়া, প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

জাহাজ যখন তীরে লাগিল, নামিবার জন্য সিঁড়ি পড়িল, ঠিক সেই সময় জাহাজে প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজিল। দেখিলাম, দলে দলে নরনারী ভোজন-কক্ষে গিয়া খাইতে বসিলেন। আমি নামিবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিলাম যে, সে বিলম্ব আমার সহিল না। পূর্ব্বেই একটু চা ও দুই চারিখানি বিস্কুট খাইয়াছিলাম। প্রাতরাশ বাদ দিয়া, পূর্ব্বকথিত কাপ্তেন ও তাঁহার পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া নামিয়া পড়িলাম।

তীরে টমাস্ কুকের পরিচ্ছদধারী এক জন কর্ম্মচারী ছিল। তাহার সাহায্যে কষ্টম হাউসের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। ইংরাজী মুদ্রার (যাহা বোম্বাই

হইতে লইয়া গিয়াছিলাম) বিনিময়ে কিছু ফরাসী মুদ্রা সে আমায় আনিয়া দিল। বন্দর হইতে ষ্টেশন চারি মাইল ব্যবধান। বলিল—"ষ্টেশনেও আমাদের লোক আছে, সে আপনাকে ট্রেণে চড়িতে সাহায্য করিবে।"

গাড়ীখানি ব্রুহামের আকার। সমুদ্রের তীরে তীরে কিয়দ্দূর ছুটিয়া, গাড়ী নগরে প্রবেশ করিল। তখনও মার্সেল্স্ নিজ প্রাতরাশ শেষ করে নাই। সেই কারণে পথে লোকসংখ্যা অল্প।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, কুকের লোককে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী বিদায় করিয়া, মুটের জিম্মায় জিনিষ রাখিয়া, কুকের লোককে খুঁজিতে লাগিলাম। ট্রেণের তখনও বিলম্ব ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বাবধিই অবগত ছিলাম। অবশেষে দেখি, বাগানে একখানা বেঞ্চিতে কুকের কর্ম্মচারী বসিয়া আছে; একজন জুতা বুরুষওয়ালা তাহার জুতা বুরুষ করিয়া দিতেছে। সে বলিল, দশটার সময় ট্রেণ ছাড়িবে, ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। যথাসময় আমায় ট্রেণে উঠাইয়া দিবে। ষ্টেশনে ফিরিয়া, আমার জিনিষপত্রগুলির কাছে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলাম।

বসিয়া বসিয়া বিরক্তি বোধ হইল। উঠিয়া একটু ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। একস্থানে দেখিলাম, ষ্টেশনের ভোজনশালা, বহু লোক খাইতে বসিয়াছে। আমারও ক্ষুধাটা বিলক্ষণ পাইয়াছিল। একবার ভাবিলাম, প্রবেশ করিয়া বসিয়া যাই, কিন্তু একটা বিষয়ে আশঙ্কা হইল। শুনিয়াছিলাম, ফরাসীরা নাকি বেঙ খায়। কি জানি মহাশয়, যদি না জানিয়া বেঙ খাইয়া ফেলি? ভাষাও জানি না যে জিজ্ঞাসা করিব। এই ভয়ে, ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সাহস হইল না। অভুক্ত অবস্থায় জাহাজ হইতে নামিয়া আসিয়াছি বলিয়া, নিজের বুদ্ধিকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

ক্রমে সময় হইল, কুকের লোক আসিয়া আমায় ট্রেণে উঠাইয়া দিল। তখন তাহাকে বলিলাম—"আমায় কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া দিতে পার?" সে বলিল—"আসুন।"—পূর্ব্বকথিত ভোজনশালায় তাহার সঙ্গে গিয়া, একখানা রুটি, একটু মাখন, খানিকটা রোষ্ট মটন এবং কিছু ফল ক্রয় করিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া, গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! দেখিলাম, আমার হাতবাক্সটি—যাহাতে আমার টাকাকড়ি সমস্তই ছিল, তাহা সেই খালি কামরার বেঞ্চের উপর রহিয়াছে,—

ডালাটি খোলা। আমিই তাড়াতাড়িতে অসাবধানতায়, বাক্সটি ওরূপ খোলা অবস্থায় রাখিয়া, খাবার কিনিতে নামিয়া গিয়াছিলাম। বাক্সতে আমার সম্বল দশটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। কেহ যদি তাহা লইয়া থাকে ? তবে এ বিদেশপথে কি বিপদেই না পড়িব! লণ্ডন অবধি টিকিট অবশ্য আমার আছে ;—কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী-ভাড়া, কুলী-ভাড়াই বা দিব কোথা হইতে, পথে খাইবই বা কি ? আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ব্যাকুল হইয়া বাক্স অনুসন্ধান করিলাম; দেখিলাম, টাকাগুলি আছে, কেহ লয় নাই। তখন দেহে প্রাণ পাইলাম।

গাড়ী যখন ছাড়িল, তখন বোধ হয় সাড়ে দশটা। ইহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী আমাদের মধ্যম শ্রেণীর মত। এক একখানি গাড়ী পাঁচ ছয়টি কামরায় বিভক্ত। বসিয়া যাইবার স্থান মাত্র, শয়নের ব্যবস্থা নাই, অথচ সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি চলিয়া আমরা প্যারিসে পৌঁছিব।

গাড়ী ছাড়িল। আমার কক্ষে আরও দুই তিনটি সহযাত্রী। অল্পক্ষণ পরেই নগরসীমা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। দুই পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র —মাঝে মাঝে কোনও গ্রামের গির্জ্জার উন্নত চূড়া, দুই চারিখানি শাদা বাড়ী দেখা যায়। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, যাহা আমাদের দেশ হইতে বিভিন্ন। গাড়ী চলিয়া যে শব্দটা হইতেছে, তাহা যেন টং টং করিতেছে। আমাদের দেশের মৃত্তিকা কোমল। অনুমান করিলাম, এখানকার মৃত্তিকা প্রস্তরবহুল হওয়ার জন্য শব্দটা বোধ হয় ধাতব শুনা যায়।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিতে লাগিলাম। আমার কামরায় কত লোক উঠিতে লাগিল, আবার নামিয়া যাইতে লাগিল। ফরাসী দেশের প্রথা অনুসারে তাহারা আসিয়াই আমাকে স্মিতমুখে অভিবাদন করে, নামিয়া যাইবার সময়ও অভিবাদন করে। কেহ কেহ বা আমাকে কি জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি না। আন্দাজি ইংরাজীতে বলি— "আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছি,"—তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে না। অবশেষে উভয়ে হতাশভাবে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া থাকি।

ক্রমে বামে একটা ক্ষুদ্র নদী দেখা যাইতে লাগিল। একজন সহযাত্রীকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটা কোন্ নদী ?" উত্তরে সে ব্যক্তি কি বলিল, আমি কিছুই বুঝিলাম না ; আমার প্রশ্নও সে অনুমান করিতে পারে নাই বোধ হয়। গাড়ীতে একখানা মানচিত্র ছিল, তাহা হইতে ক্রমে আবিষ্কার

করিলাম, নদীটি রোণ। নদীটির আকার দেখিয়া নিতান্ত অভক্তি হইল। কলিকাতার বড় বড় রাস্তাগুলি প্রস্থে যতটুকু, নদীটি প্রস্থে তাহার অপেক্ষা খুব বেশী নহে। রামচন্দ্রঃ—এই রোণ! এই নগণ্য নদীরই নাম বাল্যকালে মুখস্থ করিয়া মরিয়াছি!

দিবা অবসান হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। একটি স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া উঠিলেন। তিনি আমায় ফরাসীতে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আন্দাজি ইংরাজীতে একটা উত্তর দিলাম। শুনিয়া তিনি ইংরাজীতে বলিলেন—"আপনি ইংরাজী কহেন? আমিও ইংরাজী একটু একটু জানি।"—দেখিলাম, তিনি ইংরাজী জানেন বটে, কিন্তু যৎসামান্য। কষ্টে স্রষ্টে কোন মতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন মাত্র। আমি ইংরাজের প্রজা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"The Queen of England is very very bad"—তখন বুঝি নাই যে, তিনি মহারাণীর পীড়ার কথা উল্লেখ করিতেছেন। আমি যখন বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম, তখন ভিক্টোরিয়া পীড়িত হন নাই। তাঁহার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ আমরা সমুদ্রের উপর কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি মনে করিলাম, বৃদ্ধ বুঝি বুয়র-যুদ্ধ উপলক্ষে মহারাণীর নিন্দা করিতেছেন।

সারাদিন, সারারাত্রি কাটিল। ভোর ছয়টার সময় ট্রেণ প্যারিসের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখনও সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে, পথে পথে আলো জ্বালাইয়া প্যারিস তখন নিদ্রিত। আমি উৎসুক হইয়া জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইলাম। বড় যে সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, দেখি কেমন প্যারিস। কিন্তু প্যারিস-বধূ তখন মুখখানির উপর কুয়াসার ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছিল, ভাল দেখা গেল না।

গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ইহা দক্ষিণ প্যারিস। আমাকে পুনর্যাত্রা করিতে হইবে উত্তর প্যারিস ষ্টেশন হইতে। সুতরাং নগরের অভ্যন্তর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমায় যাইতে হইবে। ভাবিয়াছিলাম, "কুক্" আছে, চিন্তা কি? আমার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। ষ্টেশনে নামিয়া কুক্‌কে অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু কোথায় বা কুক্, কোথায় বা কে! সেই ভোরে শীতে আসিবার জন্য তাহার ত বহিয়া গিয়াছে।

কি করি? ইসারা করিয়া এক জন মুটেকে ডাকিলাম। আমার টিকিটে লেখা ছিল,—Paris-Nord হইতে যাত্রা করিতে হইবে। জিনিষ দেখাইয়া

মুটেকে বলিলাম, "প্যারী নর্দ্দ"—বলিয়া ঘোড়ার গাড়ীর দিকেও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলাম।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখপানে চাহিয়া দেখিল। কোন্ দূর দেশ হইতে কোন্ বিদেশী আসিয়াছে—বোধ হয়, তাহার একটু মায়া হইল। গাড়োয়ান পাছে আমায় ঠকাইয়া বেশী ভাড়া লয়, এই কারণে বোধ হয় সে নিজের পকেট হইতে একটি ফ্র্যাঙ্ক (আধুলির আকার—মূল্য দশ আনা) বাহির করিয়া বাম হস্তের উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির দ্বারায় তাহার উপর বার কতক টোক দিয়া, আমাকে পঞ্চাঙ্গুলি প্রদর্শন করিল। বুঝিলাম, বলিতেছে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক ভাড়া লাগিবে। গাড়ীতে উঠিলাম। বখশিস্ করিয়া মুটেকে বিদায় দিলাম।

তখনও প্যারিস সমস্ত দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া নিদ্রামগ্ন। কচিৎ কোথাও দুই একটি নরনারী বাহির হইয়াছে। বেশ দেখিয়াই বুঝা গেল, তাহারা দরিদ্র। বড় বড় দোকান, সব বন্ধ। পথগুলি আর্দ্র, বোধ করি রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়া থাকিবে। দুই একখানা ইলেকট্রিক ট্রাম গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অনুমান অর্দ্ধঘণ্টা পরে উত্তর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

কুলী ডাকিয়া, ঘোড়ার গাড়ী বিদায় দিলাম। কুলী জিনিষপত্র নামাইয়া আমায় কি বলিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"ক্যালে লঁদ্রে"—অর্থাৎ ক্যালে হইয়া লণ্ডন যাইব। সে আমার জিনিষগুলি তুলিয়া লইয়া, আমায় ইসারায় ডাকিয়া অগ্রসর হইল। একটা স্থানে লইয়া গেল, তাহা গুদামের মত। আমার জিনিষগুলো সেই গুদামে দিল। কর্ম্মচারী আমাকে একটি সংখ্যাঙ্কিত টিনের চাকতি দিল। বুঝিলাম, আমার জিনিষ জিম্মায় রাখিল, চাকতিখানি আমার নিদর্শন। অতঃপর কুলীটা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"Neuf."

এ আবার কি বলে? আমি বুঝিতেছি না দেখিয়া সে আবার বলিল—"নোফ নোফ"। আমি নিরাশভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিলাম; তখন সে নিজের পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিল। ছোট কাঁটাটা যেখানে ছিল, কাচের উপর সেই স্থানটায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। পরে, অঙ্গুলি কাচের উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়া নয়টার অঙ্কে গিয়া থামিল এবং সঙ্গে সঙ্গে

বলিল—"Neuf" ; বলিয়া, রেলগাড়ী ছাড়িলে এঞ্জিনে যেমন শব্দ হয়, নিজের মুখে সেইরূপ শব্দের অনুকরণ করিতে লাগিল—পফ-পফ-পফ পফ। আমি হাসিয়া ফেলিলাম—বুঝিলাম, নোফ মানে, নয়—নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িবে। সেও একটু হাসিয়া, কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

নিকটে একটা বেঞ্চি ছিল, তথায় উপবেশন করিলাম। কিন্তু শীতে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। উঠিয়া একটু এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলাম। বাহিরে গিয়া, সহর বেড়াইতে সাহস হইল না। শেষে কি যাত্রা শুনিতে গিয়া নীলকমলের দশা হইবে? ষ্টেশনের বাহিরেই রাস্তার ওপারে একটা খাদ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। কাচের জানালায় লেখা আছে—English is spoken here—দেখিয়া মনটা খুশী হইল। ভাবিলাম যাই, কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনি।

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি মাত্র যুবতী সেখানে বসিয়া আছে। বলিলাম—"আমায় একখানা রুটি, একটু মাখন আর কিছু ফল দাও।"—যুবতীটি ফরাসী ভাষায় কি বলিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা কি ইংরাজী কহ না?"—বলিয়া তাহাদের কাচের জানালায় সেই লেখাটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলাম। যুবতীটি একটু মৃদু হাস্য করিয়া ফরাসীতে আরও কি বলিল। তখন মনোভাব বিনিময় সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, ইসারায় দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম।

এ সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক গল্প বলি। একবার একজন জবরদস্ত জন বুল প্যারিসে দোকানে এইরূপ লেখা দেখিয়া জিনিষ কিনিতে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানে স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি কর্ম্মচারী ছিল, কিন্তু কেহই এক বর্ণ ইংরাজী বুঝিল না। তখন জন বুল মহা খাপ্পা হইয়া হাঁক-ডাক আরম্ভ করিল। গোলমাল শুনিয়া ক্রমে দোকানের মালিক উপর হইতে নামিয়া আসিল। কেবল সেই কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানিত, জন বুল রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয় আপনাদের কেমন ব্যবহার? দোকানের বাহিরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'এখানে ইংরাজী কথিত হয়'—কিন্তু দেখিতেছি, আপনার কর্ম্মচারীরা কেহই ইংরাজী বুঝে না!—কে ইংরাজী কহে আমি জানিতে চাই। দোকানদার মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"কেন মহাশয়, এই ত আপনিই ইংরাজী কহিতেছেন। আমাদের অনেক খরিদ্দারই আসিয়া ইংরাজী কহে। আমরা ত জানালায়

এমন কথা লিখি নাই যে, আমরা ইংরাজী কহিয়া থাকি।"—ন্যায়ের ফাঁকিতে জন বুল অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থান করিল।*

যথাসময়ে কুলী আসিয়া আমায় গাড়ীতে উঠাইয়া দিল, নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িল। আমার কামরায়, অন্যান্য লোকের সঙ্গে, একটি ফরাসী যুবতীও উঠিয়াছিল। তাহার গলায় একটি অতি সূক্ষ্ম শিফঁ বসনের স্কার্ফ (রুমাল) জড়ানো। গাড়ী ছাড়িলে, যুবতী সেই রুমালটিকে খুলিয়া সযত্নে গুটাইয়া একটি ফুলের মত করিল; করিয়া আবার গলায় পরিল। তাহার পর একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ হইতে সে কিছু খাদ্য এবং একটি বোতল বাহির করিল। খায় আবার মাঝে মাঝে বোতল মুখে দিয়া মদ্য পান করে। ক্রমে সমস্ত বোতলটি পার করিয়া জানালা গলাইয়া সেটি বাহিরে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখনকার দিনে আমি অত্যন্ত ভালমানুষ ছিলাম, মদ্য মাত্রকেই ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কির মত তীব্র মনে করিতাম। জানিতাম না, ফরাসীরা জলের পরিবর্ত্তে যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা নিতান্ত লঘু। কোনও ষ্টেশনে পানীয় জলের কোনই বন্দোবস্ত দেখিলাম না। আমার সঙ্গে একটি গেলাস ছিল কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার করিবার অবসর পাই নাই। কমলালেবু খাইয়াই সারাপথ তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছিল।

বেলা ৩টার সময় ক্যালে বন্দরে পৌঁছিলাম। সেখানে মুটিয়ারা ইংরাজী বলিতে পারে, কোনও অসুবিধাই রহিল না।

ক্যালে হইতে ডোভার ২৬ মাইল; ইংলিশ চ্যানেল পার হইতে দুই ঘণ্টা

* সুপ্রসিদ্ধ মার্ক টোয়েনও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন—

"In Paris we often saw in shop windows the sign, "English spoken here", just as one sees in the windows at home the sign, "Ici on parle Francaise." We always invaded these places at once—and invariably received the information, framed in faultless French, that the clerk who did the English for the establishment had just gone to dinner and would back in a hour—would monsieur buy something ? We wonderd why those parties happened to take their dinners at such erratic and extraordinary hours, for we never called at a time when an examplary Christian would be in the least likely to be abroad on such an errand".

The Innocents Abroad.

লাগিয়াছিল। সমস্ত পথ কি বাতাস! ডেকের উপর দাঁড়াইলে যেন উড়াইয়া জলে ফেলিয়া দেয়।

সন্ধ্যা ৫টার সময়ে ডোভারে পৌঁছিলাম। ঘাটের উপরেই ট্রেণ সজ্জিত ছিল। আরোহণ করিলাম। কলিকাতা হইতে যে পরিবারের নামে আমি পরিচয়পত্র আনিয়াছিলাম, লণ্ডনে যাঁহাদের গৃহে আমি অবস্থিতি করিব—পূর্ব্ব হইতে পত্র লেখা ছিল যে, ডোভারে পৌঁছিয়া আগমন-সংবাদ তাঁহাদিগকে তারযোগে জানাইব। গাড়ীতে উঠিলাম, ছাড়িবারও বেশী বিলম্ব নাই, তখন 'কোথায় তার-ঘর—কোথায় তার-ঘর' করিয়া যদি অন্বেষণে বহির্গত হই, তবে হয় ত গাড়ী ছাড়িয়া যাইবে। সুতরাং সে সাহস করিলাম না। একটা মুটেকে বলিলাম—"দেখ, একটা টেলিগ্রাম লিখিয়া দিতেছি—পাঠাইয়া আসিতে পার? —সে বলিল,—"পারি।" আমার কাছে খুচরা কিছুই ছিল না। টেলিগ্রামটি এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা (মূল্য ১৫৲) তাহাকে দিয়া বলিলাম—"সময় থাকিতে বাকী টাকা আমায় আনিয়া দিতে পারিবে ত?"—সে বলিল—"নিশ্চয়।"—বলিয়া ছুট দিল।

এ দিকে ট্রেণ ছাড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। লোকটাও আসে না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম,—বড় বিষয়ে যাহাই হউক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ইংলণ্ডের সাধারণ লোকে অনেকটা সাধু। তাহারা সুবিধা পাইলে ব্যাঙ্ক ভাঙ্গে বটে, কিন্তু দুই চারি টাকা চুরি করাটা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করে। সেই সাহসেই আমি লোকটাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু এখনও আসে না কেন? দিল বুঝি ফাঁকি!—শেষ মুহূর্ত্তে দেখিলাম, সে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। বলিল ছয় পেনি লাগিয়াছে—বাকী সাড়ে উনিশ শিলিং আমায় গণিয়া দিল। আমি তাহাকে ছয় পেনি বখশিস্ করিয়া বিদায় দিলাম, ট্রেণও ছাড়িল।

লণ্ডনের চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম, তখন ছয়টা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে। রাত্রি হইয়াছে। ষ্টেশনে বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিতেছে। আর এত লোক দাঁড়াইয়া আছে—অসম্ভব জনতা। তখন ভাবিয়াছিলাম, প্রত্যহই বুঝি এইরূপ হয়।

পরে শুনিলাম, তাহার অল্পক্ষণ পরেই জার্ম্মাণসম্রাটের পৌঁছিবার কথা ছিল, তিনি মহারাণীকে দেখিতে আসিতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেদিন ষ্টেশনে অত জনতা হইয়াছিল, আমাকে দেখিবার জন্য নহে।

একজন মুটিয়া আমার জিনিষপত্র একখানি ফোরহুইলারে উঠাইয়া দিল। লণ্ডনে ক্যাব প্রধানতঃ দুই প্রকার, হ্যান্‌সম্‌ ও ফোর-হুইলার। হ্যান্‌সম মাত্র দুইখানি চাকা—দুইজন লোকের বসিবার স্থান, বেশ দ্রুত চলে। ফোর-হুইলারের চারিখানা চাকা, গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর, চারিজন লোকের বসিবার স্থান, মালপত্র বেশী থাকিলে ফোরহুইলারেই স্থবিধা। গাড়ী লণ্ডনের জনসংঘ ভেদ করিয়া ছুটিল। আমি দুই পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ ঘণ্টায় ঠিকানায় পৌঁছিলাম।

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়োয়ানকে বলিলাম, "নামিয়া বাড়ীর লোককে ডাক—আমার এই কার্ড লও।"—গাড়োয়ান নামিয়া দরজায় "নকার" ঠক্‌ ঠক্‌ করিতে লাগিল। দাসী দরজা খুলিয়া দিল—কার্ড লইয়া গেল। কার্ড পাইয়া বাড়ীর সকলে সদলে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত—তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনায় আমার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইল। একটি যুবক, দুইটি যুবতী ও একজন প্রবীণাকে দেখিলাম। তাঁহাদের ড্রয়িংরুমে গিয়া বসিলাম। একটি যুবতী বলিলেন—"ষ্টেশনে বাবার সঙ্গে দেখা হয় নাই? তিনি যে আপনাকে আনিতে গিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "কই না—কাহারও সহিত ত দেখা হয় নাই।"

"আপনি ক'টার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন?"

"পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের গাড়ীতে।"

"তবে যে ডোভার হইতে আপনি টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, 'ছ'টার সময় আমি পৌঁছিব?' তাই ত বাবা আপনাকে মিস্‌ করিয়াছেন।"

পাঁচ—টা—পঞ্চাশ—মিনিট আবার কে লেখে, আমি সোজাসুজি ছয়টা লিখিয়া দিয়াছিলাম। আমাকে কেহ ষ্টেশনে আনিতে যাইবেন ইহা আমার উদ্দেশ্যও ছিল না, আমি যে আসিতেছি, এই সংবাদটা মাত্র দিয়াছিলাম। আর, কেহ যদি ষ্টেশনেই আসেন, তিনি যে মিনিট হিসাব করিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিবেন, তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব? আমরা হইলে ত আধঘণ্টা আগে ষ্টেশনে আসিয়া বসিয়া থাকি।

আমি বলিলাম—"তিনি কেন কষ্ট করিয়া ষ্টেশনে গেলেন!"—ইত্যাদিরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় গৃহকর্ত্তা ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, ষ্টেশনে আমায় অনেক খুঁজিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গৃহকর্ত্তার আকার খর্ব্ব, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার নাম ডাক্তার অ— তিনি ঔষধের ডাক্তার নহেন, একজন Ph.D. উপাধিধারী। ইনি জাতিতে জর্ম্মণ, কিন্তু বিগত ৫০ বৎসর ইংলণ্ডেই বাস করিয়াছেন, ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সরস্বতী ইঁহাকে যে পরিমাণে কৃপা করিয়াছেন, কমলা সে পরিমাণ করেন নাই। ইনি পূর্ব্বে Royal Naval College-এ জর্ম্মন ভাষার অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষক হইয়া এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।*

ইঁহার এক পুত্র এবং দুই কন্যা। পুত্রটি বিবাহিত, চাকরি করেন, স্থানান্তরে থাকেন। প্রতি রবিবার মধ্যাহ্নকালে সস্ত্রীক আসিয়া পিতা-মাতা ভগিনীর সহিত সারাদিবস অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার পর নিজ গৃহে ফিরিয়া যান। যে যুবকটির উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই এই পুত্র। যুবতী দুইটির একটি তাঁহার পত্নী, একটি ভগিনী। ডাক্তার অ—র কনিষ্ঠা কন্যাটি সে সময়ে জর্ম্মণীতে ছিলেন।

* এই বৃদ্ধ এখন পরলোকগত ; জীবনের সায়ংকালে তাঁহার অদৃষ্টে একটি বিশেষ সম্মানলাভ হইয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট, বর্ত্তমান প্রিন্স অব ওয়েল্‌স এবং তাঁহার ভ্রাতা তখন ইঁহার নিকট জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিতেন। একদিন কুমারদ্বয় বিনা সংবাদে হঠাৎ দরিদ্র আচার্য্যের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যার নিকট হইতে আমি যে পত্র পাইয়াছিলাম, তাহাতে এই বিষয়টি বর্ণনায় লেখা ছিল।—Last year they came here one Sunday for a surprise visit, just two dear little boys who played with the dogs and asked all sorts of questions like Gibby Flemming or any other natural boy, I have an autograph letter from the elder about one of stories in the "Crown", which he liked, about the garden and a thrush and a big cherry ; have dedicated one of my books to the Prince of Wales' (বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ) children by permission and am allowed to send them my books and always get nice letters of thanks.

যাহা হউক, তাঁহাদের আদর-অভ্যর্থনা ও আত্মীয়বৎ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম। সে দিনটি গৃহিণীর জন্মদিন ছিল। পরে অনেক সময়, আমাকে দেখাইয়া তিনি লোককে বলিতেন—"He is my birthday present from L—" (আমি ল— মহাশয়ের নিকট হইতেই ইঁহাদের নিকট পরিচয়পত্র লইয়া গিয়াছিলাম)।

পরদিন ২১শে জানুয়ারী প্রাতরাশের পর আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, "আমাকে শীঘ্রই ভর্ত্তি হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত মহাশয়ের নিকট আমার পরিচয়পত্র আছে, তিনি আমাকে ভর্ত্তি হইতে সাহায্য করিবেন। তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা করা আবশ্যক। তাঁহাকে আপনারা জানেন কি?"

তাঁহারা বলিলেন—"খুব জানি। এখান হইতে বেশী দূর নহে। তিনি ৮২নং টলবট রোডে থাকেন।"—বলিয়া লণ্ডনের একখানি মানচিত্র বাহির করিলেন। বলিলেন—"এই দেখ Regents Canal, ইহার ধারে এই Blomfield Road যেখানে আমাদের বাড়ী। এই পথে গিয়া এইখানে আসিয়া সেতু। সেই সেতু পার হইয়া বরাবর এই পথে যাইবে। বামে এই Royal Oak Station থাকিবে। আর একটু গিয়া এই দেখ Talbot Road সুরু হইয়াছে। মোড়ের উপর এই যে ক্রশ চিহ্ন রহিয়াছে, এটা গির্জ্জা। এই পথে গিয়া ৮২নং বাড়ী চিনিয়া লইতে পারিবে না?"

"খুব পারিব।" কাগজে ম্যাপের সেই অংশটা আঁকিয়া বাহির হইলাম।

তখন বেলা সাড়ে নয়টা হইবে। সূর্য্যদেবের চিহ্নমাত্রও নাই। অল্প অল্প কুয়াসা। পথে যাইতেছি, এমন সময় এক দীনবেশিনী বৃদ্ধা আমাকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিল—"Are you an African subject of Her Majesty?"

আমি বলিলাম—"না। আমি ভারতবর্ষীয় প্রজা।"

বৃদ্ধা বলিল—"Poor old lady! she is very ill."

আমার দেহবর্ণটি কালো বটে—কিন্তু তবু কি আমি নিগ্রো বলিয়া ভ্রান্ত হইবার যোগ্য? মনে মনে বুড়ীর উপর আমি মহা চটিয়া গেলাম। পরে জানিয়াছিলাম—আমরা পরস্পরের মধ্যে যে গৌর-শ্যামের প্রভেদ করি, তাহারা অতটা লক্ষ্য করিতে পারে না। সেটা দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতা বলিয়া বোধ হয়। বিলাতে যদি তদ্দেশীয়কে কখনও বলিতাম—"আমার বন্ধু অমুকের

অপেক্ষা অমুক অনেক ফর্সা নহেন কি ?” তাঁহারা বলিতেন—“কই আমরা ত বুঝিতে পারি না।” তাঁহাদের দোষ দিব কি, আমি যখন প্রথম দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম—তখন, যে সকল লোক আমাদের মধ্যে খুবই গৌরবর্ণ, তাহাদিগকেও কালো মনে হইত। শাদা রঙের ঘোর চোখে এমনি লাগিয়া গিয়াছিল যে, সকলকে বেবাক্ কালো মনে হইত। তবে বেশী কালো, অল্প কালো তফাৎ করিতে পারিতাম বটে। লোককে জিজ্ঞাসা করিতাম—“আচ্ছা অমুক ত খুব গৌরবর্ণ ছিল, এত কালো হইয়া গেল কি করিয়া ?”—উত্তর পাইতাম—“কালো হইবে কেন ? যেমন ছিল, তেমনই ত আছে।” আমার দৃষ্টিশক্তির এইরূপ বিকৃতি কাটিতে দুই তিন মাস লাগিয়াছিল।

বাড়ীর নম্বর ধরিয়া আমি ত ৮২ নম্বরে উপস্থিত হইলাম। “নক্” করিতে দাসী আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“Is Mr. Dutt in, please ?” দাসী বলিল—“Junior or Senior ?”

আমি তখন জানিতাম না, দত্ত মহাশয়ের পুত্রও ঐ বাটীতে থাকেন। আমি বলিলাম—“Senior ?”

দাসী আমাকে সঙ্গে করিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট লইয়া গেল।

এই ভারতগৌরব মহাপুরুষকে আমি তৎপূর্ব্বে কখনও চাক্ষুষ দেখি নাই। তৎপূর্ব্বে কেশতৈলের বিজ্ঞাপনে তাঁহার মসীরঞ্জিত চিত্র দেখিয়াছিলাম মাত্র। আমি প্রবেশ করিবামাত্র দত্ত মহাশয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম, তখন তিনি প্রাতরাশ সমাধা করিয়া, লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার “সংসার” ও “সমাজ” উপন্যাসদ্বয় হইতে অনুবাদ করিয়া Lake of Palms নামক গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

দত্ত মহাশয় বলিলেন—“আপনি কোন্ inn-এ ভর্ত্তি হইবেন স্থির করিয়াছেন ?”

“আমি ত কিছুই স্থির করি নাই। আপনি কি বলেন ?”

“ও সকলগুলির সমান মর্য্যাদা। তবে, আমাদের দেশের অনেকেই Middle Temple-এর অন্তর্ভুক্ত। আমিও Middle Temple.”

আমি বলিলাম—“তবে আমিও Middle Temple-এ ভর্ত্তি হইব। কি করিতে হইবে ?”

“দুইজন ব্যারিষ্টারের সহি করা প্রস্তাবপত্র চাই।”

"আমি ত কাহাকেও চিনি না।"

"আমি Middle Temple-এর একজন ব্যারিষ্টার প্রোফেসর মিউরিসনের নামে অনুরোধপত্র দিতেছি। তিনি নিজে সহি করিয়া দিবেন এবং সেখানে অনেক ব্যারিষ্টার আছে, আর কাহাকেও দিয়া একটা সহি করাইয়া লইবেন। আপনি Middle Temple-এ যাইতে পারিবেন?"

"ক্যাব লইয়া অনায়াসেই যাইতে পারি!"

দত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিলেন। পরে বলিলেন—"Bus-এ যাইলে দুই তিন পেনিতে হইবে, অনর্থক কেন শিলিং খরচ করিবেন?* আচ্ছা আমি আপনার সঙ্গে লোক দিতেছি।"

বলিয়া তিনি একখানি অনুরোধপত্র লিখিলেন।

লিখিয়া তিনি নিজ পুত্রকে ডাকিলেন—"অজয়, অজয়!" ক্রমে আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহার পুত্র নিদ্রিত। বলিলেন—"ওরা কাল অনেক রাত্রি অবধি তাস খেলিয়াছিল। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে অন্য লোক দিতেছি।" বলিয়া আমাকে লইয়া বাহির হইলেন।

দুই তিন মিনিটের পর আমরা অন্য একটি বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সেখানে সম্পর্কে দত্ত মহাশয়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র বাস করিতেন। তিনিও আইনশিক্ষার্থী। দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে, সেই যুবক আমাকে লইয়া বাহির হইলেন।

কয়েক মিনিট পদব্রজে যাইবার পর, Electric Tube Railwayর—একটি ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। দুই পেনি দিয়া একখানি টিকিট কিনিয়া একটি সুবৃহৎ খাঁচার (lift) মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহার মধ্যে আরও পনেরো বিশ জন

* বড়লোক হইয়াও কি প্রকার মিতব্যয়ী হওয়া যায়, দত্ত মহাশয় তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। পরে একবার তিনি Tunbridge Wells-এ একটি বক্তৃতা দিবার সময়, আমাকে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন—বাড়ী হইতে যেন আমি পথে লাঞ্চের জন্য কিছু Sandwiches প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, কারণ ভোজনশালায় অধিক ব্যয়। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—I don't believe in throwing away good money. বিলাতে অনেক সময়ে দত্ত মহাশয়কে রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি।

লোক। বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে। একজন দ্বারবান তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। লোক ভর্ত্তি হইলে খাঁচার দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া সে ব্যক্তি একটা কল টিপিল। খাঁচাটা তৎক্ষণাৎ হু হু করিয়া, ভূগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিল। প্রায় চল্লিশ হাত এইরূপে নামিয়া, থামিয়া গেল। দ্বারবান, খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা বাহির হইয়া দেখিলাম, একটা ষ্টেশনের আকার। নানা স্থানে বিদ্যুৎ আলোক জ্বলিতেছে। যাত্রিগণ ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর খবরের কাগজের দোকানও আছে। লোকের আপিস যাইবার সময়। এই সময়টা দুই তিন মিনিট অন্তর একখানা করিয়া গাড়ী আসে। খবরের কাগজ-বিক্রেতা বালক রাশি রাশি কাগজ বিক্রয় করিতেছে। হঠাৎ কোন কাযে সে কোথায় গেল। তাহার দোকান অরক্ষিত পড়িয়া রহিল। সেই সময়টুকুতেও যাত্রিগণ টকাটক খবরের কাগজ তুলিয়া লইয়া, সেই টেবিলের উপর পেনি ফেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। বালক ফিরিয়া আসিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে বিক্রীত কাগজের পেনিগুলি জড় করিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে ট্রেন আসিয়া পড়িল। ইহাতে শ্রেণী-বিভাগ নাই। সবগুলি গাড়ীই প্রথম শ্রেণীর তুল্য। দূরত্ব অনুসারে ভাড়ারও তারতম্য নাই। একটা ষ্টেশন গেলেও দুই পেনি, পাঁচটা ষ্টেশন গেলেও দুই পেনি, সারাপথ গেলেও তাহাই।

Tube railwayটি লণ্ডনের এক প্রান্ত Shepherd's Bush হইতে অপর প্রান্ত Bank পর্য্যন্ত গিয়াছে। মধ্যে অনেকগুলি ষ্টেশন আছে। আমরা Chancery Lane ষ্টেশনে নামিলাম। আবার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া, ধরাপৃষ্ঠে উন্নীত হইলাম। বাহির হইয়া যেখানটায় পড়িলাম, নাম Holborn এইখানে লণ্ডনের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিলাম। গত রাত্রে বাড়ী যাইবার পথে লণ্ডনকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। অদ্য প্রাতে, আমাদের বাড়ী হইতে দত্ত মহাশয়ের বাড়ী এবং তথা হইতে ষ্টেশন, যে অংশ দিয়া গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। দেখিলাম—হবর্ণের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া অসংখ্য গাড়ী, ঘোড়া, মোটরকার ছুটিয়াছে, বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই। হাঁ—এই লণ্ডনের খ্যাতির উপযুক্ত "ট্রাফিক" বটে। কলিকাতায় এরূপ দেখি নাই—বোম্বাইয়ে এরূপ দেখি নাই। আমি বিস্মিত নেত্রে লণ্ডনের বিরাট মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

রাস্তা পার হইয়াই চান্সেরি লেন। মোড়ের উপরই একটা ভোজনশালা আছে—তাহার নাম British Tea Table Co.—ভাবিলাম, একটা চিহ্ন রহিল। যখন একাকী আসিব, চান্সেরি লেন খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইবে না।—গল্প আছে, থানায় গিয়া এক ব্যক্তি নালিশ করিল, "দারোগাবাবু, বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়াছিলাম, দোকানদার আমার টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।"

"কার দোকান ?"

"তা ত জানি না হুজুর।"

"দোকান চিনিয়া দিতে পারিবি ?"

"খুব পারিব। সেই দোকানের সামনে একটা কালো গোরু শুইয়া আছে।"

পরে দেখিলাম, আমার চিহ্নস্থাপনও তদ্রূপ। লণ্ডনের সহরে নানাস্থানে অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশটা বৃটিশ টী টেব্ল্ কোম্পানীর দোকান আছে;—সমস্ত দোকানগুলির সম্মুখভাগই ঠিক একই প্রকার, যেন ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত।

চান্সেরি লেন পার হইয়া ফ্লীট ষ্ট্রীটে পড়িলাম। সেখানেই Middle Temple Lane একটি সরু গলির মত। প্রবেশদ্বারে দ্বারবান দণ্ডায়মান। ওক-কাঠ-নির্ম্মিত বিপুল কবাটযুগল এখন খোলা, রাত্রে বন্ধ করিয়া দিবে। Middle Temple অনেকটা স্থান জুড়িয়া—ইহার মধ্যে অনেক ব্যারিষ্টার বা ছাত্রের উপযোগী গৃহাদি আছে। ব্যারিষ্টারগণের কার্য্যালয় বা চেম্বার্স আছে। তাহা ছাড়া আপিসাদি, লাইব্রেরি, ডাইনিং হল, বিশ্রামাদি করিবার কমন রুম প্রভৃতি আছে। বাড়ীগুলি সংখ্যাঙ্কত, রাস্তাগুলি নামাঙ্কিত। স্থানে স্থানে চত্বরাঙ্কত খোলা স্থান আছে, তাহার নাম Court—ডিকেন্স কর্ত্তৃক অমরীকৃত Fountain Court*-এর নিকট দিয়া, আমরা সেই ব্যারিষ্টারের ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম।

* ডিকেন্স Middle Temple-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার Martin Chuzzlewit নামক উপন্যাসে, Tom Pinch-এর ভগিনী Ruth বৈকালে আসিয়া এই Fountain Court-এর নিকট প্রতীক্ষা করিতেন। আপিসের কার্য্য শেষ করিয়া Tom Pinch সন্ধ্যাবেলা বাহির হইতেন, এবং ভগিনীর সহিত একত্র হইয়া গৃহে ফিরিতেন।

সেখানে গিয়া শুনা গেল, ভদ্রলোকটি কোথায় গিয়াছেন, বৈকালে চারিটার সময় ফিরিবেন। আমার সঙ্গী বলিলেন—"আপনি এখন কি করিবেন ?"

"অপেক্ষা করিব। ভর্ত্তি হইবার জন্য একটা ব্যাঙ্কের উপর দেড়শত পাউণ্ডের ড্রাফট আছে, ইতিমধ্যে সেইটা অনুগ্রহ করিয়া ভাঙ্গাইয়া দিন।"

তিনি ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া আমার ড্রাফট ভাঙ্গাইয়া দিলেন। ফ্লীটষ্ট্রীটগামী অম্‌নিবসে আমায় উঠাইয়া দিয়া, তিনি বাসায় ফিরিলেন।

আমি আবার Middle Temple-এ ফিরিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

চারটা বাজিল, তথাপি ভদ্রলোকটি ফিরিলেন না। এ দিকে সন্ধ্যা হইতেও আর বিলম্ব নাই। সুতরাং আমি গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইলাম।

চান্সেরি লেন পার হইয়া, হবর্ণে আসিলাম। দেখিলাম, একটি অম্‌নিবস যাইতেছে, তাহার গাত্রে অন্যান্য স্থানসহ Royal Oak অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাতেই আরোহণ করিলাম। ভাবিলাম, রয়াল ওক ষ্টেশন ত অদ্য প্রভাতেই দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে পৌঁছিয়া ঠিক বাড়ী চিনিয়া যাইতে পারিব।

রয়াল ওক বলিয়া যেখানে আমায় নামাইয়া দিল, দেখিলাম, তাহা একেবারেই অদৃষ্টপূর্ব্ব। সে ষ্টেশনও নাই, কিছুই নাই। লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রয়াল ওক কোথা ?" তাহারা একটা বৃহৎ বাড়ী দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, সে বাড়ীর উপর রয়াল ওক লেখা রহিয়াছে বটে—তাহা একটা পানশালা। সেই পানশালার নাম অনুসারেই তাহার কিয়দ্দূরে অবস্থিত ষ্টেশনের নামও রয়াল ওক হইয়াছে। উত্তম পরিচয় বটে। বিলাতে অনেক সময়, পানশালার নাম অনুসারেই সেই অঞ্চলটা পরিচিত হয়। নামও অদ্ভুত অদ্ভুত আছে। একবার একজন হাস্যরসিক অম্‌নিবসে আরোহণ করিয়া চালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমাকে Paradise-এ লইয়া যাইতে পার ?" চালক উত্তর দিল—"I can't take you to Paradise but I can take you to the Angel"—বলা বাহুল্য Angel একটি পানশালার নাম, তদভিমুখে অম্‌নিবসগুলিতে Angel বলিয়াই গন্তব্য স্থানের উল্লেখ থাকে।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, দশ মিনিটের স্থানে অর্দ্ধঘণ্টায় গৃহে পৌঁছিলাম।

পরদিন প্রভাতে আবার গিয়া দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তাই ত!"

আমি বলিলাম—"আর ত সময়ও নাই। আজ ২২শে—নয়দিন পরে টার্ম্ম শেষ হইবে। ইতিমধ্যে আমাকে ছয়টা ডিনার খাইতে হইবে।* কি করা যায়?"

দত্ত মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন—"**All right, I will beard the lion myself**—চল!"

পথে বলিলেন—"দুইজন ব্যারিষ্টারের সহি চাই। আমিও ত একজন ব্যারিষ্টার। কিন্তু ত্রিশ বৎসর মধ্যে প্রাক্‌টীস্ না করিলে নাম কাটিয়া দেয়। আমার নাম কাটিয়াছে কি না, তাহা জানি না। কি জানি, যদি **Prof. Murison**-এর সাক্ষাৎ না-ই পাওয়া যায়। চল, মিস্ ম্যানিং-এর নিকট আর কোনও ব্যারিষ্টারের নামে একখানা চিঠি লওয়া যাউক।" মিস ম্যানিং-এর বাড়ী নিকটেই ছিল।† দত্ত মহাশয় তাঁহার নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিলেন। চিঠি পাওয়া গেল।

ঠিকানা অনুসারে দত্ত মহাশয় আমায় লইয়া গিয়া সহি করাইয়া লইলেন। সেখানে **Law Directory** হইতে জানা গেল, দত্ত মহাশয়ের নাম এখনও কাটে

* ব্যারিষ্টার হইতে হইলে, শুধু পরীক্ষা পাশ করিলেই খালাস নয়। প্রত্যেক টার্ম্মে অন্ততঃ ছয়টা করিয়া ডিনার খাইতে হইবে! এইরূপ ১২টা টার্ম্ম যে রাখিয়াছে এবং সমস্ত পরীক্ষা যে পাশ করিয়াছে, সেই ব্যারিষ্টার হইতে পায়। অনেক লোকের ভ্রান্ত ধারণা আছে, ব্যারিষ্টার হইতে হইলে "খানা দিতে হয়।" দিতে হয় না, খাইতে হয়। তবে খাইতে মূল্য লাগে বটে। বৎসরে চারিটা করিয়া টার্ম্ম।

† আমি স্থানান্তরে লিখিয়াছি—"সকলে অবগত না থাকিতে পারেন, মিস্ ম্যানিং লণ্ডনে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জননী-স্বরূপা। তাহাদের মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয় মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ। বিপদে আপদে শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দেন।"—কিন্তু ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকগত।

নাই—সুতরাং দ্বিতীয় সহিটি তিনি নিজেই করিলেন। প্রস্তাবপত্র সহ আমাকে Middle Temple-এর অফিসে লইয়া গেলেন।

কোন পাব্লিক পরীক্ষায় পাস করা না থাকিলে ভর্ত্তি হইবার সময় একটা পরীক্ষা দিতে হয়, সেই কারণে আমি আমার বি-এ উপাধির ডিপ্লোমাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু অফিসের অধ্যক্ষ সাহেব, আমার সার্টিফিকেট এবং আবেদন পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন,—সার্টিফিকেটে রহিয়াছে মুখোপাধ্যায়, আবেদন-পত্রে দেখি মুখার্জ্জি।

দত্ত মহাশয় বলিলেন—"ও একই। কোন তফাৎ নাই।"

তথাপি সাহেবের সন্দেহ যায় না। দত্ত মহাশয় অনেক করিয়া বুঝাইতে, তখন সন্দেহ মিটিল। নব্বই পাউণ্ড দিয়া ভর্ত্তি হইলাম।* আমার নিকট এক গোছা নোট ছিল, প্রত্যেকখানি ১০ পাউণ্ড করিয়া। নয়খানির স্থানে ভুলিয়া আমি দশখানি নোট দিয়া ফেলিয়াছিলাম। Under Treasurer সেগুলি দুইবার গণনা করিয়া, একখানি নোট আমায় হাসিতে হাসিতে ফিরাইয়া দিলেন। বলিলেন—"বেশী আছে।" তাহা দেখিয়া দত্ত মহাশয় আমার প্রতি সহাস্য কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—"Extravagant young man!"

তখন বেলা ১২টা। দত্ত মহাশয়কে বহু ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—"আমি এইখানেই থাকি। খানা খাইয়া গৃহে ফিরিব।" দত্ত মহাশয় প্রস্থান করিলেন। আমি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

গৃহগুলি দ্বিতল, ত্রিতল। বহির্দ্দেশ অত্যন্ত পুরাতন, কৃষ্ণবর্ণ। প্রত্যেক বাড়ীতে বহুসংখ্যক ব্যারিষ্টারের চেম্বার্স আছে। দ্বারদেশে ব্যারিষ্টারগণের নাম এবং কক্ষের সংখ্যা লেখা আছে। কক্ষের অভ্যন্তরে ভাগগুলিও সুন্দর নহে। যিনি যত বড়ই ব্যারিষ্টার হউন না,—নিজ বাসগৃহকে তিনি ইন্দ্রালয় করিয়া সাজাইলেও, অফিসকক্ষ ধূলিধূসরিতই থাকিবে। যাহার অফিসের কার্পেট অত্যন্ত পুরাতন, বিবর্ণ ও ছিন্ন নহে, সে ভাল ব্যারিষ্টারই নয়। যাহার আসবাবপত্র চকচক করিতেছে, তাহাকে বিপজ্জনক নূতন ব্যারিষ্টার জ্ঞানে মক্কেল শতহস্তেন তফাৎ থাকিবে। এই ত কক্ষগুলির পারিপাট্য—তাহার

* ভর্ত্তি হইবার সময় এই টাকা ও বাহির হইবার সময়ে ৬০ পাউণ্ড লাগে। মাঝে আর কিছুই দিতে হয় না।

উপর আবার অনেকগুলি প্রায়ান্ধকার—দিনের বেলায় আলো জ্বালিতে হয়। ডিকেন্সের পাঠকগণ এই সকল চেম্বার্সের অবিকল বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন। Pickwick Papers-এর এক স্থানে একটা "ভূতো" চেম্বার্সেরও উল্লেখ আছে। একজন ব্যারিষ্টারের চেম্বার্সে একটা বহু পুরাতন, দেওয়ালে কাটা কবার্ড ছিল। সেটাকে তিনি কোনও দিন খোলেন নাই। একদিন রাত্রে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পানের পর, ব্যারিষ্টার মহাশয় সেই কবার্ড খুলিয়া দেখেন—তাহার মধ্যে একটা নরকঙ্কাল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে হে তুমি?"

"আমি কেউ না—একজন ভূত।"

"ভূত!—এখানে কি করছ?"

"এইটায় আমার চেম্বার্স ছিল কিনা। আমিও ব্যারিষ্টার ছিলাম। অনশনক্লেশ আর সহ্য করতে না পেরে, কাউকে না ব'লে কয়ে, একদিন এইটের মধ্যে ঢুকে আত্মহত্যা করেছিলাম।"

ব্যারিষ্টার একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"তা বেশ করেছিলে। কিন্তু একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও দেখি! লণ্ডনে এখন এই দারুণ শীত, ভয়ানক কুয়াসা, সূর্য্যের মুখ দেখবার যো নাই। যারা বড়মানুষ, কেউ ইটালীতে, কেউ ফ্রান্সে গিয়ে আরাম উপভোগ করছে। তোমাদের ত যাতায়াতে সিকি পয়সা খরচ নেই—তা, শুধু তোমায় বলছিনে, তোমরা সকলেই যত অন্ধকার আর গলি-ঘুঁজি আর খারাপ জায়গায় থাকতে কেন ভালবাস বল দেখি? মিছে কেন কষ্ট পাও?"

ভূত শুনিয়া বলিল—"ওহো হো—ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ! ওটা এতদিন আমার মনেই হয়নি!"—বলিয়া হুস করিয়া উড়িয়া কোথায় সে চলিয়া গেল।

মিডল্ টেম্পল্ এবং ইনার টেম্পল্ পরস্পর সংলগ্ন, ব্যবধানবিহীন। কবিবর চসার, মিডল্ টেম্পলের ছাত্র ছিলেন। চার্লস ল্যাম্ব মিডল্ টেম্পলেই জন্মগ্রহণ করেন; এবং সাত বৎসর বয়স অবধি এখানে বাস করিয়াছিলেন। Brick Court নামক অংশে গোল্ডস্মিথ অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনার টেম্পলে তাঁহার সমাধি আছে। মিডল্ টেম্পলের ভোজনাগার লণ্ডনের মধ্যে একটি দর্শনীয় স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেক্সপিয়ারের Twelfth Night নাটক এই হলেই প্রথম অভিনীত হয়। এই

হল এবং লাইব্রেরীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বিখ্যাত Temple Gardens—ওই বাগান ক্রিসান্থেমম্‌স্‌ (গোদাবরী) ফুলের জন্য বিখ্যাত। পূর্ব্বে এ বাগান গোলাপ-ফুলের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু এখনকার লণ্ডনের বায়ু কয়লার ধূমে এত বিষাক্ত যে, গোলাপ আর ফুটে না। সেক্সপিয়ার তাঁহার ষষ্ঠ হেন্‌রি নামক নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন, প্ল্যাণ্টাজেনেট এবং সমরসেটের মধ্যে টেম্পলের ভোজনাগারেই বিবাদ বাধিল, পরে তাঁহারা বাগানে আসিয়া শ্বেত ও রক্ত গোলাপ তুলিয়া লইয়া ভাবী যুদ্ধের সূচনা করিলেন।*

ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইলে, বাহিরে গিয়া কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আসিলাম। তৎপরে লাইব্রেরীতে বসিয়া ছয়টা অবধি কাটাইলাম।

ছয়টার সময় ডিনার। গাউন পরিয়া ভোজনে বসিতে হয়। হলেই এই গাউন ভাড়া পাওয়া যায় ;—এক টার্ম্মের ভাড়া, দুই শিলিং মাত্র। তাহা ছাড়া দুই শিলিং দিয়া প্রতিবার ডিনারের টিকিট খরিদ করিতে হয়।

হলের অপর প্রান্তে, উচ্চ বেদিকায়, বেঞ্চারগণের বসিবার স্থান। নিম্নে, কক্ষের আড়ভাবে, লম্বা টেবিল, তাহা Ancientsগণের জন্য অর্থাৎ প্রাচীন

* SUFFOLK.

Within the Temple Hall we were too loud,
The garden here is more convenient.

PLANTAGENET.

Let him that is a true-born gentleman
And stands upon the honour of his birth,
If he suppose that I have pleaded truth,
From off this briar pluck a white rose with me.

SOMERSET.

Let him that is no coward, nor no flatterer,
But dare maintain the party of the truth,
Pluck a red rose from off this thorn with me.

* * * *

WARWICK.

.........this brawl to-day,
Grown to this faction in the Temple Garden,
Shall send, between the Red Rose and the White
A thousand souls to death, and deadly night.

First part of *Henry VI*, Act II, Scene 4.

ব্যারিষ্টারগণ তথায় বসিবেন। ইদানীং মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সেখানে বসিয়া ভোজন করিতে দেখিয়াছি। দেওয়ালের কাছ ঘেঁসিয়া লম্বভাবে দুইটি সারি ছাত্র ও সাধারণ ব্যারিষ্টারগণের জন্য। বেঞ্চে বসিতে হয়। চারিজন মিলিয়া একটি করিয়া mess গঠিত হয়। দুইজন দেওয়ালের দিকের বেঞ্চে, দুইজন তাঁহাদের সম্মুখে অপর দিকের বেঞ্চে উপবেশন করেন। যিনি দেওয়ালের দিকে আছেন অথচ বেঞ্চারগণের বসিবার স্থানের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, তিনিই হইলেন ক্যাপ্টেন। খানা আরম্ভ হইলে তিনি অপর তিনজনকে জিজ্ঞাসা করেন, "What wines shall we order gentlemen ?" শ্যাম্পেন অথবা অন্য কোনও মূল্যবান মদ্য হইলে এক বোতল, ক্লারেট প্রভৃতি হইলে দুই বোতল, ইহাই চারিজনের বরাদ্দ। তাহা ছাড়া, বিয়র মদ্য যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া হয়। বরাদ্দ মদের অতিরিক্ত চাহিলে, মূল্য দিতে হয়। ভোজনের মধ্যভাগে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করার নিয়ম আছে। যিনি মদ্যপান করেন না, তাঁহাকে জলের দ্বারাই স্বাস্থ্যপান করিতে হইবে—যদিও জলের দ্বারা স্বাস্থ্যপানটা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। ভোজনকাল ছয়টা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত। সাধারণ দিনে, ভোজনান্তে ধূমপান নিষিদ্ধ। তবে প্রতি টার্ম্মে দুইটি বিশেষ দিন আছে, তাহা Grand Night এবং Call Night। এই দুই রাত্রে "ভূরিভোজন"—মদের বরাদ্দও দ্বিগুণ—এবং বেঞ্চারগণ প্রস্থান করিলে, ধূমপান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে Grand Night-এও পারা যাইত না। কিন্তু একরাত্রে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভোজনান্তে একটি চুরুট ধরাইলেন এবং বেঞ্চারগণকেও নিজ চুরুট উপহার দিলেন। তখন বেঞ্চারগণ মহাবিপদে পড়িলেন। শ্যাম রাখি না কুল রাখি—রাজপুত্রের সম্মান রাখিব কিংবা নিয়মের সম্মান রাখিব—এই দ্বিধায় পড়িয়া তাঁহারা শ্যামই রাখিলেন। সেই অবধি Grand Night এবং Call Night-এ ধূমপান আর নিষিদ্ধ রহিল না।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড মিডল্ টেম্পলের একজন ব্যারিষ্টার। তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে হয় নাই এবং টার্ম্মও রাখিতে হয় নাই। তবে রীতিমত তাঁহাকে Call করা হইয়াছিল। যে দিন তিনি ব্যারিষ্টার হইলেন, সেই দিনই তাঁহাকে বেঞ্চারও মনোনীত করা হইল। আইন-ব্যবসায়ীর ভোজাদি উৎসবে যখন

স্বাস্থ্যপানের জন্য রাজার নাম প্রস্তাব করা হয়, তখন বলা হয়—"The King, Bencher of the Middle Temple and Barrister-at-Law."

গ্র্যাণ্ড নাইটে প্রায়ই বেঞ্চারগণ বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া থাকেন। সে রাত্রে রাজার স্বাস্থ্যপান করিতে হয়—এই কারণেই সেই রাত্রে দুই বোতল শ্যাম্পেন বরাদ্দ—কারণ, রাজস্বাস্থ্য শ্যাম্পেন ভিন্ন অন্য মদে পান করা নিষিদ্ধ। যথাসময় উপস্থিত হইলে, একজন কর্ম্মচারী একটা কাঠের হাতুড়ী লইয়া তিনবার টেবিলে ঠুকিয়া শব্দ করে। পরে বলে—Gentlemen, charge your glasses,—তখন সকলে, গেলাস ভরিয়া হাতে ধরিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া উঠে। যিনি প্রধান বেঞ্চার তিনি বলেন—"The King"—ইহা শ্রবণমাত্র হলশুদ্ধ লোক বলিয়া উঠে, "The King" এবং গেলাস একবার উচ্চে উঠাইয়া তৎক্ষণাৎ নামাইয়া পান করে। ইহা ছাড়া Grand Night-এ loving cup পান করিবারও রীতি আছে। সে একটা বিরাট রৌপ্যপাত্র। তাহাতে নানাবিধ মদ্যমিশ্রিত লাল রং-এর একটা কি পদার্থ থাকে। পাত্রটির দুইটা আঙটা। সেই একই পাত্র হইতে সকলকেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিতে হয়। এটি বহু প্রাচীন প্রথা। এই প্রথা হইতেই দুইজনে এক পাত্র হইতে পান করিলে তাহাকে loving cup বলা হয়।

এই প্রথম রাত্রে, আমরা যে সময় খানায় ব্যাপৃত ছিলাম, সেই সময় ইংলণ্ডের পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা উপস্থিত হইল; কিন্তু তখন আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। ছয়টা ত্রিশ মিনিটে Isle of Wight-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণবিয়োগ হইল। খানার আরম্ভে ও শেষে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা (Grace) বলা হইয়া থাকে। সে দিনও, সাতটার সময় যখন খানা শেষ হইল, তখন প্রধান বেঞ্চার দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন। তাহার মধ্যে ছিল God save the Queen—কিন্তু তখন Queen নাই—King—এ কথা তখন লণ্ডনের সকলেই জানিতে পারিয়াছে—কেবল আমরাই অজ্ঞ ছিলাম।*

* ছয়টা একত্রিশ মিনিটে লণ্ডনের রাজপথে এ সংবাদ প্রচারিত হয়। বড় বড় সংবাদপত্র আফিসের সঙ্গে মহারাণীর Isle of Wight-এর প্রসাদে টেলিফোনের দ্বারায় সংযুক্ত ছিল।

ভোজনান্তে বাহির হইলাম। ফটকের বাহিরেই ফ্লীট ষ্ট্রীট—সেখানে পড়িয়াই দেখিলাম, কাগজ বিক্রেতা বালকগণ, যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে, চাপা গলায় বলিতেছে—The Queen's dead—আর হাজারে হাজারে কাগজ বিক্রয় করিতেছে। আমি অর্দ্ধ পেনি দিয়া একখানি Evening News কিনিয়া লইলাম।

বাড়ী পৌঁছিলে দেখিলাম, তাঁহারা তখনও শুনেন নাই। ড্রয়িংরুমে মহিলারা ছিলেন, সেইখানেই আমি সংবাদটা বলিলাম। কুমারী অ—আমাকে বলিলেন—"আপনি গিয়া বাবাকে বলুন—I am sorry to inform you, Doctor, that the Queen is dead"—কিরূপ ভাষায় বলিতে হইবে তাহাও আমায় শিখাইয়া দিলেন ;—বোধ হয়, আশঙ্কা ছিল, আমি বিদেশী মানুষ—পাছে "I am sorry"টুকু বাদ দিই।

পরদিন আমি বাহিরে যাইবার সময়, কুমারী অ— একটি কালো বনাতের ব্যাণ্ড আনিয়া আমার হ্যাটের চারিদিকে বসাইয়া দিলেন। বলিলেন—"আমার পরিচ্ছদে শোকচিহ্ন না দেখিলে পথে ঘাটে লোকে আমায় অপমান করতে পারে।"

সে দিন সন্ধ্যায় ডিনারের পর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনায় God save the King উচ্চারিত হইল। উপস্থিত প্রাচীনতম ব্যারিষ্টারও বলিলেন—"এ হলে এ কথা অদ্য প্রথম শুনিলাম।"

॥ বিলাতে মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি-সমারোহ ॥

বিগত শনিবার বিশে মাঘ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অন্ত্যেষ্টিযাত্রা মহা-সমারোহে লণ্ডনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় পাঠকগণ ইংরাজি সাময়িক পত্রাদিতে এ ব্যাপারের ভূরি ভূরি বর্ণনা পাঠ করিবেন ;—আমি একজন প্রবাসী ক্ষুদ্র ভারতীয় প্রজা, যাহা দেখিয়াছি এবং যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করিব।

মনে পড়ে ছেলেবেলায় স্কুলে আমরা শিশুরা আহ্লাদ করিতাম—বিলাতের কুইন মরিলে তার দরুণ একদিন ছুটী হবে, আর একদিন নতুন রাজা সিংহাসনে চড়বেন ব'লে ছুটী!

সেদিন কিন্তু সন্ধ্যাবেলা লণ্ডনের ফ্লীট ষ্ট্রীটে বাহির হইয়া যাই শুনিলাম যে,

রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, পূর্ণবয়স্ক আমার চোখ দিয়া যেন জল আসিতে লাগিল। বোধ হয় রাণীর মৃত্যুসংবাদে প্রথম প্রথম ইংলণ্ডবাসী সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অবশ্য অল্পকালের মধ্যে শোকের চেয়ে তামাসা দেখিবার আগ্রহই বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

সে শনিবারে আমাদের বাড়ীর সকলেই তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সমাপন করিয়া নয়টা বাজিতেই পথে বাহির হইলেন। শীতকালে ইংলণ্ডে সূর্য্যদেব বড়ই দর্শনদুর্লভ; এ দিনও স্বর্গে মর্ত্ত্যে কুত্রাপি তাঁহার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না! কন্‌কনে শীত—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যেন প্রকৃতিদেবীও শোকের তমোবসন পরিধান করিয়াছেন।

আমরা প্রথমে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ইলেকট্রিক রেলওয়ের একটা ষ্টেশনের গেটে আরও গুটিকতক সঙ্গীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেখানে এক ভয়ঙ্কর জোয়ান পুলিশম্যান ছিল, আমাদের মধ্যে একজন তাহার সহিত ভাব করিয়া লইলেন। সে শোকচিহ্নের জন্য একটা কালো ফুলের মত পাইয়াছিল, তাহার পিন ছিল না, শীতে আঙ্গুলও অসাড় হইয়া গিয়াছিল, বেচারী ধরিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। আমাদের একজন সঙ্গিনী নিজের পিন দিয়া তাহার ওভারকোটে ফুল গাঁথিয়া দিলেন। সে একেবারে মহাখুসী,—খুব ঝুঁকিয়া টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল। কোথায় দাঁড়াইলে ভালরূপ দেখা যাইবে, সব বলিয়া দিল।

তারপর আমরা হাইড পার্ক অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে জনতার অন্ত নাই। এজবার রোডে আসিয়া পড়িলাম। এই পথে সমারোহ যাইবে। লরেল পত্রের মালায়, নানাকারে কুঞ্চিত নীল, লোহিত বস্ত্র ঝুলাইয়া পথপার্শ্বস্থ গৃহগুলি সজ্জিত। মার্ব্বল আর্চ্চ পার হইয়া, আলেকজাণ্ডার গেট দিয়া আমরা হাইড পার্কে প্রবেশ করিলাম। হাইড পার্ক লণ্ডনের মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ মাঠ,—বোধ করি আমাদের কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের ময়দানের মতই বড় হইবে। এই মাঠের পূর্ব্বসীমা দিয়া সমারোহ যাত্রার পথাংশ। উঃ সে যে জনতা! হাইড পার্ক ছাইয়া পিঁপড়ার সারের মত লক্ষ লক্ষ লোক যাইতেছে। পিঁপড়ার সঙ্গে তুলনার বিশেষ সার্থকতা আছে; কারণ সকলেরই পোষাক কালো। খবরের কাগজে এই অন্ত্যেষ্টিযাত্রার বর্ণনার হেডিংয়ে বড় বড় অক্ষরে "Tears flowed freely" লেখা দেখিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও অশ্রুপাত

করিতে না দেখিলেও সেই অন্ত্যেষ্টিযাত্রা দর্শনার্থী কালো পোষাকের সমুদ্রকে শোকমলিন দেখাইতেছিল বটে।

যে বৃদ্ধ, যে চলিতে পারে না, সেও লাঠিতে ভর দিয়া বাহির হইয়াছে। কোনও কোনও দুঃসাহসী পিতামাতা নিজ নিজ শিশু সন্তানকেও স্কন্ধে করিয়া আনিতে ছাড়ে নাই ;—"না-ই-বা কিছু বুঝিল, তবু, পৃথিবীর এত বড় একটা ব্যাপার—চক্ষে ত দেখিতে পাইবে"—ইহাই বোধ হয় অভিপ্রায়।

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা হাইড পার্কের ষ্টান্‌হোপ গেটের কাছে পৌঁছিলাম। সেখান দিয়া সমারোহ যাইবে, তাহার দুইপার্শ্বে পুলিশ ও সৈন্যগণ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরই দর্শকগণের জনতা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা বেশী কাছে যাইতে পারিলাম না। শুনিলাম, দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই লোক জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিয়দ্দূরে দুইধারে রেলিং দেওয়া একটা পথ আছে। রেলিংয়ের উপর লোক বসিয়াছে ; কেহ বা রেলিং ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যথা সময়ে রেলিংয়ে উঠিয়া উচ্চ হইয়া দেখিবে। আমরা একজায়গায় যৎকিঞ্চিৎ ফাঁক পাইয়া উঠিয়া সেই স্থান দখল করিলাম। জমী ভিজা। সেখানে পা রাখিয়া ঘণ্টাকতক দাঁড়াইয়া থাকিলে অসুখ করিবে, তাই আমরা রেলিংয়ের উপর বসিলাম।

মহারাণীর শবাধারবাহী ট্রেণ ১১টার সময় ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিবে, সমারোহযাত্রা আমাদের স্থানে পৌঁছিতে ১২টা। তখনও দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই শীতে সেই অনাবৃত মাঠে সেই লক্ষ লক্ষ লোক প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিতে পাইবার লোভে ছোট লোকেরা বৃক্ষারোহণ করিতেছে। আমাদের দৃষ্টির মধ্যে বহুসংখ্যক বৃক্ষ ছিল, তাহার কোনটির কোনও ডালও ফাঁক ছিল না। মাঝে মাঝে মড় মড় করিয়া ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, লোক ঝুপঝাপ করিয়া লাফাইতেছে। আমাদের কাছে বিদ্যুৎ আলোকের একটা উচ্চ থাম—লণ্ঠনের নিম্নে, মই রাখিবার জন্য একটা লৌহদণ্ড আড়ভাবে সংলগ্ন—একব্যক্তি বহুকষ্টে উঠিয়া তাহারই উপর আশ্রয় লইল। তৎপশ্চাৎ আরও একব্যক্তি উঠিল—উঠিয়া একটা কাষ্ঠখণ্ড বেশ করিয়া রুমাল দিয়া বাঁধিয়া, তাহার উপর বসিল।

বেলা ১১টার সময় রাজপরিবার মহারাণীর শবাধার সহ ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপনীত হইবেন। লণ্ডন নগরের ভিতর দিয়া সমারোহ যাত্রায় প্যাডিংটন

ষ্টেশনে আসিয়া আবার ট্রেণে উঠিবেন। যে যে পথ দিয়া এই সমারোহ যাত্রা যাইবে, সেই সেই পথের পার্শ্বস্থিত গৃহস্বামিগণ বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া লইয়াছে। পথপার্শ্বের জানালার কাছে বসিয়া লোকে দেখিবে, কোনও কোনও জানালা ৫০ গিনি পর্য্যন্ত ভাড়া হইয়াছে। এরূপ একটি জানালাতে জোর ৬।৭ জন বসিয়া দেখিতে পারে। পথে, বাহিরে, যেখানে একটু খোলা স্থান আছে, সেইখানেই কাঠের মঞ্চ গঠিত হইয়াছে। একজনের বসিবার ভাড়া দুই গিনি অর্থাৎ ৩১॥০ টাকা। যেখানে একটু দাঁড়াইবার স্থান আছে—সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার ভাড়া এক গিনি। লণ্ডন নগরে বহুবার বহু সমারোহযাত্রা হইয়া গিয়াছে—জানালা এবং বসিবার স্থান ভাড়া হইয়াছে, কিন্তু দর এরূপ উচ্চে আর কখনও উঠে নাই।

ফেরিওয়ালারা ফেরি করিয়া সম্মুখ দিয়া বহু দ্রব্য বেচিয়া যাইতেছে। চকোলেটের বিস্কুট, লোজেঞ্জ ; শাদা কাপড়ের ফুল, তাহাতে কালো কাপড়ের পাতা ; মহারাণীর একটি ক্ষুদ্র গোল ছবি, তাহার উল্টা পিঠে লেখা **In loving memory of the Queen,** ও কোটে পরিবার সুবিধার জন্য একটি পিন লাগানো, এবং আরও কত কি দ্রব্য। পকেট হইতে আহার্য্য বাহির করিয়া অনেকে খাইতে লাগিল—লেবু, আপেল, বিস্কুট, স্যাণ্ডুইচ। ভয়ানক শীত। আমাদের মধ্যে একজন তাঁর পকেট হইতে ব্র্যাণ্ডি বাহির করিয়া শীত ও ক্লান্তি সব দূর করিলেন। এইরূপে গল্পে-গুজবে, ক্রয়-বিক্রয়ে, আহারে-পানে সকলে সেই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষাকাল যাপন করিতে লাগিল।

এগারোটার সময় তোপধ্বনি শুনা গেল,—তাহা শ্রবণমাত্র সেই জনসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে—মহারাণী আসিয়াছেন—হায় ! আর সে জীবিত মহারাণী নহেন! সম্মুখ দিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন—কিন্তু আর কেহ তাঁহার সে প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর রাজা ও রাণী প্রভৃতির জন্য বস্ত্রগৃহ নির্ম্মিত ছিল। সংবাদপত্রে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, বাহির হইতে দেখিতে নাকি অতি সুন্দর হইয়াছিল। অভ্যন্তর বহুমূল্য নীল লোহিত সাটিনে মোড়া। প্রবেশদ্বারে নীল-লোহিত এবং শুভ্র সাটিনের ঝালর দোদুল্যমান। ভিতরে ছাদ নীল, লোহিত এবং রৌপ্যবর্ণের স্থূল রেখায় দীপ্ত। দেওয়ালের স্থানে স্থানে প্রাসাদের চিত্র অঙ্কিত—এইগুলি ভিক্টোরিয়ার

প্রিয়তম বাসভবন ছিল। মধ্যস্থলে মঞ্চোপরি ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মরগঠিত অর্দ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত।

আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে হইতে ষ্টেশন এক মাইল হইবে। ১২টা বাজিবার পূর্ব্ব হইতেই অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী সৈন্যদল দর্শন দিল।

এরূপ বহু দল একে একে চলিয়া গেল। তাহাদের প্রতিদলের সাজ সজ্জা, শিরোভূষা নিজ নিজ দলের বিশেষত্বজ্ঞাপক। শেষে Gun Carriage—কামানগাড়ী আসিল। তাহাতেই ভিক্টোরিয়ার শবাধার সংস্থাপিত। তাহা দর্শনমাত্র লক্ষ লক্ষ লোক টুপী খুলিয়া অনাবৃত মস্তকে মহারাণীর প্রতি শেষ সম্মান জ্ঞাপন করিল। শবাধারটি বাদামী রঙের বহুমূল্য বসনে আবৃত। তদুপরি একটি ক্ষুদ্র গদীর উপর মণিরত্নখচিত রাজমুকুট। তাহার পার্শ্বদেশে রাজদণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে।

কামানগাড়ীটি আটটি ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এরূপ আশ্চর্য্য ঘোড়া আর কখনও দেখি নাই। তাহাদের গাত্রবর্ণ চাঁপাফুলের মত। এরূপ অশ্ব একান্ত দুর্লভ সামগ্রী। ঘোড়াগুলির গায়ে অপূর্ব্বদর্শন লাল রেশমের আবরণ! দুই পার্শ্বে উচ্চপদস্থ অশ্বারোহী সেনানীবৃন্দ।

কামানগাড়ীর পশ্চাতে আরও কতিপয় যোদ্ধাপুরুষ। তাহার পর ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধীশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ড। তাঁহার দক্ষিণে স্বীয় ভাগিনেয় জর্ম্মণ সম্রাট। বামে রাজভ্রাতা ডিউক অব কনট্। তাহার পর তিন-তিন-জনের সারি—নানাদেশের রাজন্যবর্গ। সর্ব্বশেষে ছয়খানি রুদ্ধ রাজশকট। প্রথমখানিতে বর্ত্তমান মহারাণী আলেকজাণ্ড্রা এবং তাঁহার তিন কন্যা। দ্বিতীয়খানিতে মৃত মহারাণীর তিনটি কন্যা এবং বেলজিয়মের রাজা। তৃতীয় ও চতুর্থখানিতে অন্যান্য রাজাত্মীয়গণ ছিলেন। এই চারিটি শকটের প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া এবং শেষ দুইখানিতে দুইটি করিয়া অশ্ব সংযোজিত ছিল।

এই ছয়খানি গাড়ীর পর আর কতিপয় অশ্বারোহী—তাহার সঙ্গেই সেই সমারোহযাত্রা শেষ হইল। ক্রমে সমস্ত নয়নপথের অতীত হইয়া গেল। তখন সেই মহাজনতা ভাঙ্গিতে লাগিল। আমরাও ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলাম।

কাব্যে পড়িয়াছি, রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনপথে চলিয়াছেন, রৌদ্রনিবারী মেঘেরা তাঁহার মস্তকে ছায়াবিস্তার করিতে করিতে আকাশপথে

উড়িয়া চলিয়াছে। ইংলণ্ডে অনেকের বিশ্বাস ছিল, ভিক্টোরিয়া পথে বাহির হইলেই মেঘ, জল, কুয়াসা কাটিয়া যায় ; রৌদ্র প্রকাশ হয়। এজন্য মেঘ জল কুয়াসাবিহীন আকাশ দেখিলে লোকে Queen's weather হইয়াছে বলিয়া থাকে। যখন ভিক্টোরিয়ার শবদেহ লণ্ডনের মধ্যে নীত হইতেছিল, তখন কয়েকবার রৌদ্র ফুটিয়াছিল ; লোকে বলিল—"এই দেখ !"

॥ রমেশচন্দ্র স্মৃতি ॥

রমেশচন্দ্রের প্রতিভার সহিত আমার প্রথম পরিচয়, যখন আমি একাদশ বৎসরের বালক। তৎপূর্ব্বে আমি একখানিমাত্র উপন্যাস পাঠ করিয়াছি—তাহা আনন্দমঠ। কোথা হইতে জানি না, বাড়ীতে একখানি ছেঁড়া "জীবন-সন্ধ্যা" আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সম্মুখভাগের খানকতক পৃষ্ঠা ছিল না। শেষের দিকটারও সেই অবস্থা। যে অংশটুকু অবশিষ্ট ছিল—তাহাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহর রজনীর গভীর অন্ধকারে, কেবল তারকালোকে নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ দিয়া তেজসিংহ নাহারা মগরো গহ্বরে চারণীদেবীর নিকট আপনার ললাট-লিখন জানিতে গমন করিতেছেন—সর্ব্বাপেক্ষা এই দৃশ্যটিই আমার তরুণ হৃদয়কে মথিত ও কম্পিত করিত। কি ভয়ঙ্কর সেই গহ্বর !

"অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই, কেবল বোধ হইতেছে যেন, পর্ব্বতগর্ভস্থ একটি জলপ্রপাতের স্তিমিত শব্দ শ্রুত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন।"

তাহার পর, যখন চারণীদেবী দর্শন দিলেন, তাঁহার মূর্ত্তিই বা কি বিস্ময়কর !

"কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটি দীপশিখা দেখা যাইল। ক্রমে আলোক নিকটে আসিল। দীর্ঘকায়া, শুক্লকেশী চারণীদেবী তেজসিংহের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন ও অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজসিংহকে একটি ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন।......চারণীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ ; মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন, সময়ে সময়ে সেই স্থির নেত্র ঊর্দ্ধদিকে চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন, চারণীদেবী

এ জগতে থাকিতেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকট অন্ধকারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানবজাতি সম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত।"

ইহা ছাড়া চন্দ্রালোকিত উদ্যানে পুষ্পকুমারী এবং হ্রদতটে ভীলবালার চিত্রও আমার মানসপটে প্রত্যক্ষবৎ মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। ভীলবালার কেন যে দুঃখ, তাহা সে বয়সে বুঝিতে পারিতাম না—কিন্তু তাহার বেদনাটি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতাম। তাহার সেই দুঃখের গানগুলি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। "জীবন-সন্ধ্যা"র পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে দত্ত মহাশয় সে গানগুলি বাদ দিয়াছিলেন—তাহার স্থানে গদ্যে একটা করিয়া অন্বয় বসাইয়া দিয়াছিলেন। বিলাতে তাঁহার সহিত দেখা হইলে কথাপ্রসঙ্গে আমি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দত্ত মহাশয় বলিলেন—"সেগুলিতে তেমন কবিত্ব কিছুই ছিল না।" আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—"দেখুন, কোন্ বাল্যকালে আমি সেগুলি পড়েছিলাম, এখনও ভুলতে পারিনি।" বলিয়া আবৃত্তি করিলাম—

"বন্যফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায় ?
ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমেতে লুটায় !
উদ্যানে সুগন্ধ ফুল দেখে ধায় অলিকুল
গন্ধশূন্য বন্যফুল ভূমিতে লুটায়।"

ইহার পরবর্ত্তী সংস্করণে গানগুলি পুনঃসন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়াছি।

"জীবন-সন্ধ্যা" প্রসঙ্গে এই সময় দত্ত মহাশয়কে আর একটি কথা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তিনি বড় হাসিয়াছিলেন। বলিয়াছিলাম—"আপনি একস্থানে লিখেছেন, অহিফেনের রক্তপুষ্প—আমি বাল্যকাল হ'তে বেহারে—আফিম-ক্ষেত বিস্তর দেখেছি—কিন্তু কখনও শাদা ছাড়া অন্য রঙের ফুল দেখিনি। মনে করতাম, দত্ত সাহেবের মস্ত একটা ভুল ধরা গেছে! অনেকদিন পর একজন বৃদ্ধ পশ্চিমী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম—কালে ভদ্রে আফিমের ক্ষেতে এক আধটা লাল ফুলও জন্মে।"

আমার বিলাত-যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার, আমার হাতে দত্ত মহাশয়ের নামে একখানি অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমায় ভর্ত্তি হইতে সাহায্য করেন।

ইহার পর দুই বৎসর দত্ত মহাশয় লণ্ডনে ছিলেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহার কাছে যাইতাম, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত, এই জন্য তাঁহার সময় অধিক নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতাম না।

তখন আমি নূতন গ্রন্থকার পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছি। কয়েকমাস পূর্ব্বে আমার প্রথম গ্রন্থ "নবকথা" বাহির হইয়াছে। একদিন প্রভাতে একখানি "নবকথা" লইয়া দত্ত মহাশয়কে উপহার দিয়া আসিলাম। আমি কখনই কাহাকেও আমার গ্রন্থ দিয়া "কেমন লাগলো" জিজ্ঞাসা করি না—দত্ত মহাশয়কেও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করি নাই। কিছুদিন পরে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি সুন্দর বাঙ্গলা লেখেন ত!" ইহার অধিক আর কিছুই বলেন নাই—কোনও বিশেষ গল্পের উল্লেখ করেন নাই—আমিও কখনও আমার পুস্তকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই। তিনি যে আমার সমস্ত বহিখানি পড়িবার কখনও সময় পাইয়াছেন, এমন আমার বিশ্বাস হয় না—হয়ত দুই একটা গল্প পড়িয়া থাকিবেন।

"ভারতী"র তদানীন্তন সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী মহাশয়ার অনুরোধে আমি গিয়া দত্ত মহাশয়কে প্রবন্ধের জন্য ধরিলাম! তিনি বলিলেন—"বাঙ্গলা লেখা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি।"

আমি বলিলাম—"বাঃ—সে ত হবে না। আপনি আর যাই ছাড়ুন—বাঙ্গলা লেখা ছাড়তে পাবেন না।"

তিনি বলিলেন—"কি লিখি?"

সেই সময়ে শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোসিপের লেকচার-সংবলিত একখানি হিন্দু-দর্শনের বহি বাহির হইয়াছিল। সেই বহিখানি আমি হাতে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—"এইটের সমালোচনা সূত্রে হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখুন।"

তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, বইখানি পড়ি। অমুক দিন তুমি এস। আমি ব'লে যাব, তুমি লিখে যাবে—নয়ত আমি লিখলে বড়ই দেরী হয়ে যাবে।"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। যথাদিনে গিয়া উপস্থিত হইয়া গণেশবৃত্তি অবলম্বন করিলাম। বোধ হয়, আরও দুই তিনদিন যাইতে হইয়াছিল। "ভারতী"র দুই সংখ্যায় সে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

"সংসার" ও "সমাজ" পুস্তকদ্বয়ের অনুবাদ করিবার সময় দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমার সমস্ত বাঙ্গলা উপন্যাস একে একে তর্জ্জমা করে ফেলব।" নিষ্ঠুর কাল তাঁহার সে অভিলাষ চরিতার্থ করিবার অবসর দিল না। বাকী চারিখানি উপন্যাসের মধ্যে কেবল "মাধবীকঙ্কণ"খানি "The Slave-girl of Agra" নামে অনূদিত হইয়াছে।

ইহার পর দত্ত মহাশয় Economic History of British India আরম্ভ করিলেন। একদিন বৈকালে তাঁহার নিকট গিয়া দেখি, বিস্তর ব্লু-বুক লইয়া ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত। আমাকে বলিলেন—"এই আড়াইশো ভলুম ব্লু-বুক কিনেছি। পেন্সন থেকে টাকাগুলি দিতে হয়েছে। এতে স্থানে স্থানে যে সব জিনিষ আছে, চমৎকার! আমাদের দেশের যে সমস্ত ইতিহাস আছে, তা শুধু রাজা আর যুদ্ধের ইতিহাস। দেশের অবস্থা কি ছিল, কি হ'ল, তার কোনও ইতিহাস নেই। সেইরকম ইতিহাস একখানা লিখব ব'লে বইগুলো কিনেছি। এ বড় rare collection—আমি মরবার সময় এ বইগুলো এমন কোনও একটা সাধারণ পাঠাগারে দিয়ে যাব, যারা এর মর্য্যাদা বুঝে যত্নে রাখবে—আর দেশের লোকও অবাধে পড়তে পাবে।"

আমি যখন দত্ত মহাশয়ের নিকট যাইতাম, প্রায়ই প্রাতরাশের পর বেলা ৯টার সময় যাইতাম, কারণ বৈকালের দিকে অনেক সময় তিনি বাড়ী থাকিতেন না। ইহার পর যখন গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, তিনি স্তূপাকার ব্লু-বুক ও অন্যান্য পুস্তক লইয়া বসিয়া লিখিতেছেন। একদিন বলিলাম—"ভারতী আপিস থেকে ত ভারি তাগাদা এসেছে—এবার একটা রাজনৈতিক প্রবন্ধ দিতে হবে।"

দত্ত মহাশয় বলিলেন, "কখন লিখি?"

আমি বলিলাম, "তা বললে ত হয় না, পাঠক ছাড়ে কই?"

তখন বলিলেন—"দেখ আমার এই Economic Historyর চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদটা—এটা থেকে একটা প্রবন্ধ North American Review-এ পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি এক কায কর। পাণ্ডুলিপিটে নিয়ে যাও। এ থেকে একটা বাঙ্গলা প্রবন্ধ তৈরী কর। ক'রে আমার কাছে নিয়ে এস—আমি ঠিকঠাক করে সই করে দেব এখন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদটি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিয়া আমার বড় লোভও হইল।

বলিলাম—"তাই ত ! North American Review-এ দিয়ে বসে আছেন ! ভারতীতে বেরুলে লোকে মনে করবে বুঝি তাই থেকেই আমরা চুরি করেছি।"

দত্ত মহাশয় বলিলেন, "North American Review-এ সে প্রবন্ধ ছাপা হয়ে, ভারতবর্ষে পৌঁছতে দেরী আছে। ইতিমধ্যে ভারতীতে বের করে ফেলতে পারবে না ?"

আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম—বেশ পারা যাইবে। সুতরাং পাণ্ডুলিপি লইয়া আসিলাম। বাড়ীতে বসিয়া প্রবন্ধ তৈয়ারী করিয়া অল্পদিনেই দত্ত মহাশয়ের নিকট ফিরিয়া লইয়া গেলাম। তিনি দেখিয়া শুনিয়া, একটু কাটকুট করিয়া, সহি করিয়া দিলেন। North American Review জাহাজ-বন্দী হইয়া, সমুদ্রতরঙ্গে যখন নৃত্য করিতে ব্যস্ত ছিল, সে অবসরে প্রবন্ধটি ভারতীতে বাহির হইয়া গেল। সে প্রবন্ধের নাম "ভারতে দেশীয় শিল্পের অবনতি"—কিংবা এইরূপ একটা কি।

দত্ত মহাশয়ের Economic Historyও অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতীর জন্য নব নব প্রবন্ধও উক্ত প্রকারে সৃষ্ট হইতে লাগিল। এক একদিন দত্ত মহাশয় বলিতেন—"এ আর করেক্ট করব কি ? তুমি বেশ লেখ। সই করে দিচ্ছি।"

আমি বলিতাম—"না—না—একবার পড়ে দেখুন।" তিনি পড়িয়া আবশ্যক মত পরিবর্তনাদি করিয়া দিতেন।

গ্রন্থ শেষ করিয়া তিনি ভূমিকা লিখিলেন। সে ভূমিকা হইতে ভারতীর জন্য দত্ত মহাশয়ের শেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচিত হইল। ভূমিকার পাণ্ডুলিপি-খানি অদ্যাবধি আমার নিকট আছে।

আমি লণ্ডনে যাঁহাদের বাড়ীতে বাস করিতাম, তাঁহাদের সহিত দত্ত মহাশয়ের সম্প্রীতি ছিল—দুই একবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে একজন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান আমাদের বাড়ীর অনতিদূরেই একটি বাড়ীতে মাতা ও ভগিনীকে লইয়া বাস করিতেছিলেন—সেখানেও দত্ত মহাশয়ের গতিবিধি ছিল। উক্ত সিভিলিয়ান মহাশয় অত্যন্ত সিগারেটপ্রিয়। দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন—"আমি সিগারেট খাইনে—ওটা বড় খারাপ জিনিষ।—মোটে তৃপ্তি নেই—একটা খেলে তখনি আর একটা খেতে ইচ্ছে করে।

Smoke a good honest cigar—and you have done with it—আমি মাঝে মাঝে চুরোট খাই।"

আর একদিন উক্ত সিভিলিয়ান মহাশয়ের মাতা বলিতেছিলেন—"আমি ওকে বলি চাকরি ছেড়ে দাও; তা ও ছাড়ে না।"

দত্ত মহাশয় বলিলেন, "কেন—আপনার ছেলে জেলার জজ হয়েছেন—এত বড় পদ—তাতে আপনি সন্তুষ্ট ন'ন ?"

মাতা বলিলেন, "না। যে চাকরিতে বসে লোকের ফাঁসি দিতে হয়, সে চাকরিতে প্রয়োজন নেই।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দত্ত মহাশয়কে বৈকালের দিকে প্রায়ই বাড়ীতে পাওয়া যাইত না। তিনি প্রাতরাশ সমাধা করিয়া লিখিতে বসিতেন, বেলা দুইটা পর্য্যন্ত লিখিয়া, মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া, হয় বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ, নয় কোথাও বক্তৃতার সময় বক্তৃতাদি করিতে যাইতেন। বিশেষ বিশেষ স্থলে আমাকে সংবাদ দিতেন, আমিও যাইতাম। লণ্ডনের সহরতলী Canning Town নামক স্থানে তিনি ভারতবর্ষীয় কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। তথাকার Labour Party তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমি সঙ্গে গিয়াছিলাম। শ্রোতার দল সমস্তই শ্রমজীবী—সন্ধ্যা-কালে বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার পূর্ব্বে Labour Party-র কার্য্যালয়ে সেক্রেটারি মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমরা চা-পান করিলাম।

বক্তৃতান্তে ফিরিবার সময় দত্ত মহাশয় বলিলেন, "কার্য্যে এদের উৎসাহ দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়। যে কাযটা নিজের জীবনের কায বলে গ্রহণ করেছে—আজীবন তাইতেই খেটে যায়। আমাদের দেশের মত একজন পাঁচটা কাযের ভার গ্রহণ করে না।"

অন্য এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশের দারিদ্র্যের যে-কটি কারণ আছে, তার মধ্যে অত্যধিক রাজস্ব একটি, অন্যটি ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতের অর্থশোষণ (drain)—আমি অত্যধিক রাজস্ব কমাবার জন্যে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছি, আর নাওরোজি আজীবন অর্থশোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। এক-একজন লোক এক-একটা কায নিয়ে থাকে, সেই ভাল।"

শুধু শ্রমজীবী সভা হইতে নহে, বড় বড় বিজ্ঞ সভা হইতেও তাঁহার বক্তৃতার আমন্ত্রণ হইত। রিচমণ্ড লণ্ডনের অন্য একটি সহরতলী। সেখানে এথিনিয়ম

ক্লব নামক একটি বিদ্বজ্জন সভা আছে। সেখানে এক সন্ধ্যায় দত্ত মহাশয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। আমি একটি স্বদেশীয় বন্ধুসহ সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে সভায় দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষের রাজ্যরক্ষার ব্যয় অত্যন্ত অধিক, তাহার কারণ সিভিল সার্ভিসের বেতন অতি উচ্চ। সে সকল কার্য্যে দেশীয়গণকে নিযুক্ত করিলে ব্যয় অনেক কম হয়। আপনারা মনে করিতে পারেন যে, চাকরিগুলি গেলে আপনাদের ছেলেদের উপায় কি হইবে—What shall we do with our boys? কিন্তু ভারতবর্ষকে যদি আপনারা অর্থশালী হইয়া উঠিবার অবকাশ দেন, তাহাতে আপনাদের বিশেষ লাভ। দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাদের শিল্পের কাট্‌তি করিবার জন্য কোটি কোটি টাকা এবং সহস্র সহস্র মস্তক আপনারা ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত এবং একটা টাকাও ব্যয় না করিয়া ইহার অপেক্ষা অধিক ফললাভ করিতে পারেন। দেখুন, জর্ম্মণী মস্ত স্বাধীন দেশ—শিল্পোন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে—বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর তাহারা উচ্চ শুল্ক বসাইয়া রাখিয়াছে, তথাপি জর্ম্মণীতে আপনাদের যে পরিমাণ মাল রপ্তানী হয়, হিসাব করিলে দেখিবেন, প্রত্যেক জর্ম্মণ পাঁচ শিলিং পরিমাণ আপনাদের পণ্য ক্রয় করে। কিন্তু ভারতবর্ষ আপনাদের রাজ্য, পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক নাই, সেখানে নিজস্ব শিল্পও যৎসামান্য—অথচ ভারতবাসীরা গড়পড়তা প্রত্যেকে তিন শিলিংয়ের মাত্র বিলাতী মাল লয়। ভারতবর্ষকে অর্থশালী হইতে অবকাশ দিলে, আমরা তিন শিলিংয়ের স্থানে অন্ততঃ পাঁচ ছয় শিলিং করিয়া প্রত্যেকে ক্রয় করিব। তাহাতে শুধু দুই চারিজন সিভিলিয়ান নহে—আপনাদের সমস্ত জাতি যথেষ্ট লাভবান হইবে।"

রাত্রি নয়টার সময় বক্তৃতা ভাঙ্গিল। রেলে লণ্ডনে ফিরিতে হইবে। বন্ধুসহ আমি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। গোটা-দুই ষ্টেশন পরে, দত্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণী হইতে নামিয়া আমাদের কামরায় উপস্থিত। বলিলেন—"আসা গেল একটু কথাবার্ত্তা কইতে। আমিও প্রায় তৃতীয় শ্রেণীরই টিকিট কিনি। এঁরা গাড়ীতে আমায় তুলে দিতে আসবেন, এই ভয়েই প্রথম শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনে এনেছিলাম।"

দত্ত মহাশয়ের এই বালকোচিত সরলতা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ মাধুর্য্য ছিল।

পরে লণ্ডন হইতে কিছু দূরে Tunbridge Wells নামক স্থানে বক্তৃতা

দিতে যাইবার সময় আমায় পত্রে লিখিয়াছিলেন—আমি যেন লাঞ্চের জন্য বাড়ী হইতে কিছু খাদ্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, কারণ, ভোজনশালায় অধিক ব্যয়। সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন—"I don't believe in throwing away good money."

একদিন বলিলেন—"আমি কিছুদিনের জন্য দেশে যাচ্ছি। আমার Economic History-র শেষ প্রুফ তোমারই কাছে আসবে, তাদের বলে দিয়েছি। দেখে অর্ডার দিও। এই নাও মুদ্রিত ফর্ম্মাগুলোর ফাইল। আর, অমুক দিন, Fabian Society-তে পঞ্জাব সার্ভিসের Thoburn সাহেব বক্তৃতা করবেন—আমার ল্যাণ্ড-পলিসি সম্বন্ধে ভয়ানক আক্রমণ করবেন শুনেছি। তুমি সে সভায় উপস্থিত থেকে তার জবাব দিও।"

আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম—আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি দত্ত মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমার ক্ষুদ্র শক্তির নিয়োগ আবশ্যক হয় নাই।

আমি বিলাত হইতে ফিরিবার মাস-ছয় পূর্ব্বে দত্ত মহাশয় আবার আসিয়া পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার Lake of Palms এবং Economic History প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল। এ দেশে যেমন রেলওয়ে ষ্টেশনে হুইলার কোম্পানীর পুস্তকের দোকান আছে, বিলাতে তেমনি Smith—তাঁহারা যে শুধু ষ্টেশনে ষ্টেশনে পুস্তকাদি বিক্রয় করেন, তাহা নহে—লেণ্ডিং লাইব্রেরীর কার্য্যও করেন অর্থাৎ পুস্তক ভাড়া দেন। দত্ত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে প্যাডিংটন ষ্টেশন হইতে Lake af Palms ভাড়া করিয়া আনিয়া পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম, বহিখানি খুব ময়লা হইয়াছে। বুঝিলাম, অনেক লোকে এখানি পড়িয়াছে—একটু আনন্দ হইল।

এবার দত্ত মহাশয় আসিয়া টলবট্ রোডে বাসা করিলেন না। দূরে সহরতলীতে বাসা করিলেন। একদিন প্রভাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। হাসিতে হাসিতে একখানি Lake of Palms বাহির করিয়া বলিলেন, "তালপুকুর থেকে আমি Lake of Palms করেছি—কিন্তু Fisher Unwin মলাটে একটা বিলাতী ড্রয়িং-রুমের পিতলের টবে উৎপন্ন Palms-এর ছবি এঁকে দিয়েছেন। আমাদের দেশের তালগাছ যে কি ব্যাপার, তা ত আর জানেন না।"

আরও বলিলেন—"Fisher Unwinকে দিয়ে এই বই প্রকাশিত করতে আমাকে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রকাশক বললেন—'বাঙ্গলা উপন্যাসের তর্জ্জমা বিক্রী হয় না। মিসেস নাইটের তর্জ্জমা বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণকান্তের উইল বের করে সন্তোষজনক ফল হয়নি।'—এঁরা হাজার দু'হাজার খণ্ড বই বিক্রীকে বিক্রী বলেই মনে করেন না। মিসেস নাইটের বই দু'খানি হাজার খণ্ড করে ছাপা হয়েছিল—তাই বিক্রী হতেই অনেক দিন লেগে গেল—সেইজন্যে Fisher Unwin দ্বিতীয় সংস্করণ আর ছাপালেন না। আমার Lake of Palmsও হাজারখানা ছাপা হয়েছে। আমি তার মধ্যে ৬০০খানি ভারতবর্ষে বিক্রী করিয়ে দেব গ্যারান্টি করেছি, তাই প্রকাশ করতে রাজি হয়েছেন।"

তাঁহার অন্যান্য বহি কেমন বিক্রয় হয় জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, "খুব কম। Hall Caine-এর মত নভেল লিখতে পারি ত লাখ দু'লাখ বিক্রী হয়ে যায়। Temple Classics-এ শিলিং-এডিশনে আমার যে রামায়ণ আর মহাভারত বেরিয়েছে—ঐটেই কিছু কিছু বিক্রী হয়। একখানি বই বিক্রী হলে আমি তিনি পেনি রয়ালটি পাই—এ পর্য্যন্ত তের পাউণ্ড পেয়েছি।"

অন্য প্রসঙ্গে বলিলেন—"হিতবাদীরা আমার গ্রন্থাবলী ছেপে উপহার দিয়েছে। ভেবেছিলাম—উপহার বেরুলে আমার বাঙ্গলা বইয়ের যাও বা বিক্রী ছিল, তাও কমে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—উপহার বেরুবার পর থেকে আমার আসল বই বিক্রীও বেড়ে গেছে।"

বিলাত হইতে ফিরিবার সময় দত্ত মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"Are you a full fledged Barrister now?" আমি বলিলাম, "এখনও called হইনি। যেদিন called হব—তার পরদিনই যাত্রা করব।" দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় বন্ধুগণের নামে দুই একখানি অনুরোধ-পত্র আমায় লিখিয়া দিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি ত অনেক দিন আমাদের দেশের বিচারাসনকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, আমার ব্যবসায় সম্বন্ধে আমায় দুই একটা উপদেশ দিন।"

তিনি বলিলেন, "কেবল একটা কথা তোমায় বলে দিই—Never worry the Judge—এক একজন ব্যারিষ্টার আমার এজলাসে এসে কেবল বকৃবক্ করে এক কথা একশোবার বলতেন। ভারি বিরক্ত হতাম। আমাদের দেশে

সিভিল সার্ভিস অত্যন্ত overworked—তাঁদের এত সময় নেই যে, তাঁরা সমস্ত দিন কৌঁসুলির বক্তৃতা শোনেন। তোমার যা বক্তব্য আছে, তা সংক্ষিপ্ত অথচ সরল ভাষায় বলে শেষ করে দেবে—তাতে তোমার উপর আদালতের সন্তোষ বৃদ্ধি হবে—কায আদায় হবে।"

এইদিন আমি একখানি Kipling Birthday Book লইয়া গিয়াছিলাম। Birthday Book জিনিষটা কি, হয়ত আমাদের অনেক পাঠক জানেন না। যেমন ডায়ারিতে প্রত্যেক তারিখ অঙ্কিত থাকে, Birthday Book-এ সেইরূপ বৎসরের ৩৬৫ দিন অঙ্কিত। বহিখানি খুলিলে দক্ষিণহস্তের দিকে দেখা যায়, পৃষ্ঠাটি তিন অংশে বিভক্ত—প্রত্যেক অংশে মাসের একটি দিন অঙ্কিত আছে। বামহস্তের দিকের পৃষ্ঠায় সেই তারিখের সমানে, কিপলিংয়ের গ্রন্থ হইতে দুই বা তিনটি বচন উদ্ধৃত আছে। সে বচনগুলি প্রায়ই মনুষ্যপ্রকৃতির দোষ বা গুণবাচক। পুস্তকের অধিকারী, বন্ধুবান্ধবকে দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব জন্মদিনের ঘরে নাম লেখাইয়া লইয়া থাকেন। কখনও কখনও সেই নামলেখকের প্রকৃতির ঠিক অনুরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়—কখনও কখনও বা ঠিক তাহার বিপরীত—তখন ভারি হাসি ও আমোদের উৎপত্তি হয়। এই প্রকার, শেক্সপিয়র, ডিকেন্স প্রভৃতি নানা গ্রন্থকারের বচনোদ্ধৃত বার্থডে-বুক আছে। যাঁহার যিনি প্রিয় গ্রন্থকার—তিনি সেই গ্রন্থকারের বচনযুক্ত বহি ক্রয় করেন।

কিপলিং বার্থডে-বুকখানি দত্ত মহাশয়ের হস্তে দিয়া বলিলাম, "আপনার নামটা লিখে দিন।"

তিনি বলিলেন, "কি! এত দেশ থাকতে কিপলিং?"

কিপলিং তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমাদিগের নানাস্থানে গালিমন্দ দিয়াছেন, তাই দত্ত মহাশয়ের রাগ।

আমি সাফাই স্বরূপ বলিলাম, "এটা আমায় একজন উপহার দিয়েছেন—আমি কিনিনি।"

তিনি হাসিয়া, বহিখানি খুলিয়া, ১৩ই আগষ্ট তারিখে নিজের স্বাক্ষর করিলেন। সে তারিখের উদ্ধৃত বচন এই:

Ah Heaven, we would wait and wait
Through Time and to Eternity!

Ah Heaven ! we would conquer Fate
With more than Godlike constancy !

A Ballade of Jakko Hill.

উপরোক্ত কয়েক পংক্তি, দত্ত মহাশয়ের জীবনব্যাপী রাজনীতিক আন্দোলনের এবং তাঁহার স্বীয় উদ্যমের অটলতার আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব।

আমি ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরের শেষে দেশে আসিলাম, তাহার অল্পদিন পরে দত্ত মহাশয়ও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদিন তাঁহার লাউডন ষ্ট্রীটের গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন রক্তচন্দনতিলক-ভূষিত প্রাচ্য পণ্ডিতের বেশে সুসজ্জিত গোখলে মহাশয়কেও সেখানে দেখিলাম।

১৯০৪ সালের মার্চ্চ মাসে দত্ত মহাশয় দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। আমিও তখন সেখানে। এক কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে, জলাপাহাড়ে তাঁহার "রথিমে" নামক গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার কন্যা জামাতা দৌহিত্রী তখন প্রাতভ্র্মণে বাহির হইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় একাকী বসিয়া আগুন পোহাইতেছিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেই আমার শেষ দেখা।

গ্রন্থ-পরিচয়

॥ দেশী ও বিলাতী ॥

গয়ায় ব্যারিস্টারি কার্যকালে প্রভাতকুমারের তৃতীয় গল্প-গ্রন্থ 'দেশী ও বিলাতী' প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৩৪৮ ও মূল্য দুই টাকা। ইহার দুইটি অংশ; প্রথম অংশের নাম দেশী—দশটি গল্পে সম্পূর্ণ; দ্বিতীয় অংশের নাম বিলাতী—চারটি গল্পে সম্পূর্ণ। এই মোট চৌদ্দটি গল্পের নাম গ্রন্থের স্থচী অনুযায়ী ও সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশ-কাল দেওয়া হইল :

১। আমার উপন্যাস—প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৩
২। বিবাহের বিজ্ঞাপন—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১২
৩। আধুনিক সন্ন্যাসী—প্রবাসী, মাঘ ১৩১১
৪। একদাগ ঔষধ—ভারতী, পৌষ ১৩০৮
৫। স্বর্ণ-সিংহ—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২
৬। প্রতিজ্ঞা পূরণ—ভারতী, ভাদ্র ১৩১১
৭। উকীলের বুদ্ধি—প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৪
৮। হাতে হাতে ফল—প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫
৯। খালাস—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৪
১০। প্রত্যাবর্তন—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৬
১১। মুক্তি—প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১২
১২। ফুলের মূল্য—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১২
১৩। পুনর্মূষিক—প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৬
১৪। প্রবাসিনী—প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৬

এই গল্প-গ্রন্থের অন্যতম গল্প 'আধুনিক সন্ন্যাসী' সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার সম্পাদিত 'সাহিত্য' মাসিক পত্রে 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক সন্ন্যাসী'র সহিত পরিচয়ে আমরা প্রীত হইতে পারিলাম না"—'সাহিত্য', ফাল্গুন ১৩১১

"দেশী ও বিলাতী" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের মূল্যবান 'ভূমিকা'টি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

এই পুস্তকে প্রকাশিত 'একদাগ ঔষধ' ও 'প্রতিজ্ঞা পূরণ'—"ভারতী" হইতে, এবং অবশিষ্ট গল্পগুলি "প্রবাসী" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'প্রত্যাবর্তন' গল্প পাঠ করিয়া "প্রবাসী"তে যে সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুমতি লইয়া সেটি এই পুস্তকের পরিশিষ্ট স্বরূপ মুদ্রিত করিলাম। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই 'প্রত্যাবর্তন' এ গ্রন্থে ছাপা হইয়া গিয়াছিল, নচেৎ মাননীয় লেখক মহাশয়ের পরামর্শ মত গল্পের নামটি পরিবর্তন করিতাম।

লক্ষ্ণৌ "নাগরী-প্রচারিণী সভা"র শ্রীযুক্ত রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় এবং এলাহাবাদ "অভ্যুদয়" সংবাদপত্রের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মালবীয় এই পুস্তকের কয়েকটি গল্প হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুণার শ্রীযুক্ত টি. আর. বিদ্বাংশ মারাঠী ভাষায় ; পণ্ডিচারীর শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ আয়ার তামিল ভাষায় ; দেরা-ইস্মাইল খাঁর শ্রীযুক্ত ভঞ্জিরাম গন্ধী উর্দু ভাষায় এই পুস্তকের কোন কোন গল্প অনুবাদ করিয়া মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমার সামান্য গল্পগুলির নানা ভাষায় এরূপ বহুল প্রচারের জন্য উক্ত মহাশয়গণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

গয়া
১লা আশ্বিন ১৩১৬ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

উপরোক্ত ভূমিকায় উল্লিখিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "দেশী ও বিলাতী"র অন্যতম গল্প 'প্রত্যাবর্তন'-এর সমালোচনাটি "প্রবাসী", (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) পত্রে প্রকাশিত হয়। উহা যথাযথ সন্নিবিষ্ট হইল :

ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর

আপনার বৈশাখের পত্রিকাখানিতে "প্রত্যাবর্তন" উপন্যাসটি পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের এক্ষণকার এই অদ্ভুত উল্টা-সভ্যতার উহা একটি সুন্দর দর্পণ—ফটোগ্রাফ বলিলে আরও ঠিক হয়।

সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরচিত ঐ উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদের নাম একাদশী-তত্ত্ব। এই ক্ষুদ্র নামটিতে

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভিতরের নিগূঢ় কথাটি আমার চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষবৎ দেখা দিতেছে। একাদশী যে পদার্থটা কি তাহা দেশশুদ্ধ লোক সবাই জানে; আমাদের দেশের বিধবা রমণীরা বিশেষরূপে তাহার মর্ম অবগত আছেন। একাদশী যে কি তাহা সবাই জানে, কিন্তু একাদশী-তত্ত্ব যে কি তাহা মূর্খলোকের ধ্যানের অগোচর; তাহা আমাদের দেশের নূতন শাস্ত্রকারগণের নূতন আবিষ্কার। যেমন কাল এবং যেমন দেশ, তাহার তেমনই তত্ত্ব। প্রবাদই আছে "হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী"। পূর্বতন কালে আমাদের দেশের অন্বেষ্য তত্ত্ব ছিল—আত্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি; অধুনাতন পাশ্চাত্য দেশের অন্বেষ্য তত্ত্ব—উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ক্রমবিকাশতত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু ও-সকল তত্ত্ব আমাদের দেশের অভিনব শ্রেণীর উঠন্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না;—ও-সকল সারতত্ত্ব ইঁহাদের নিকটে ছারতত্ত্ব, যেহেতু grapes are sour। ইঁহাদের উচ্চ দৃষ্টিতে বারোয়ারিতত্ত্ব, শিখাধারণতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, এই সকল তত্ত্বই তত্ত্ব। এই সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কর্তারা শেষে যখন প্যাঁচে পড়েন, তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানতত্ত্বের দোহাই দিতে অগত্যা বাধ্য হ'ন; তার সাক্ষী:

রামনিধিবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, শরীরের রস শুকিয়ে নেওয়াই যদি দরকার, তবে ফলমূল খেলে রস শুকোয়, আর পাঁউরুটি, গলদাচিংড়ি ভাজায় শুকোয় না এর মানে কি? আমার ত পাঁউরুটির চেয়ে ফলমূলই বেশী ভিজে মনে হয়।"

কার্তিকবাবু বলিলেন, "ওটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা। মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যখন চর্চা করব, তখন নিশ্চয়ই এরও একটা কারণ বের করে ফেলব দেখে নেবেন।"

কার্তিকবাবুকে আমি বলি এই যে, তিনি মেডিকেল কালেজে ঢুকিয়া যখন প্রোফেসার সাহেবকে দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার সদ্ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন প্রোফেসার সাহেব তাঁহাকে বলিবেন—"লঘুপাক পোষ্টাই সামগ্রী যথা পরিমাণে যথা সময়ে ভোজন, যথা পরিমাণে যথা সময়ে নিদ্রা, যথা পরিমাণে যথা সময়ে চিত্তবিনোদন এবং ব্যায়ামাদি—এই সকল ব্রত অনুষ্ঠান কর—তাহা হইলেই তোমার শরীর যথেষ্ট সুস্থ এবং সবল হইবে; একাদশী করিতে হইবে না।"—এটা তিনি দেখে নেবেন। আর যদি দেশী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সুবিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিবেন—"স্বাস্থ্যলাভের উপায় ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়শিষ্য অর্জুনকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাই সর্বদা অবলম্বনীয়। ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্ট লেখা আছে—'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা'—উপযুক্ত আহার বিহার, উপযুক্ত কর্মচেষ্টা, উপযুক্ত নিদ্রা জাগরণ, ইহাই স্বাস্থ্য-রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ; একাদশী করিতে হইবে না"—এটাও তিনি দেখে নেবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ভট্টাচার্য-সংবাদ। সেক্‌স্‌পিয়রের শাইলক্ যেমন প্রকৃত প্রস্তাবেই ইহুদি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভট্টাচার্য তেমনই প্রকৃত প্রস্তাবেই ভট্টাচার্য। ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাস্ত্রমতে বামনাই রক্ষাই চিত্তশুদ্ধির সোপান। কিন্তু যোগশাস্ত্রের মতে চিত্তপ্রসাদের সোপান আর একতর সামগ্রী—যথা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা—ইহাই চিত্তপ্রসাদের সোপান। মৈত্রী কি ? না, পরের সুখে সুখী হওয়া ; করুণা কি ? না, পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ; মুদিতা কি ? না, পরের অনুষ্ঠিত সৎকার্যে অনুমোদন ; উপেক্ষা কি ? না, পরের অনুষ্ঠিত অসৎকর্মের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ পাপীর প্রতি পাপাচরণ না করা। ভট্টাচার্য মহাশয়ের আচরণে মৈত্রীর বিশেষ কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না ; তিনি গ্রামস্থ ধোপার শ্রীবৃদ্ধিতে সুখী হওয়া দূরে থাকুক—অন্তর্জ্বালায় জ্বলিতেছেন ; আবার বেচারী রামনিধিবাবুর দুঃখে দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক—"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" বলিয়া আহ্লাদে গদ গদ। সৎকার্যের অনুমোদন করা দূরে থাকুক—রামনিধিবাবু যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, ইহা তাঁহার দুচক্ষের বিষ। অসৎকার্যের প্রতি উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, রামনিধিবাবু যে আত্ম-গোপন করিয়াছেন তাহার প্রতিফল দিবার জন্য তিনি লালায়িত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ ধর্মটা হিন্দুধর্ম ? ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুমোদিত পরশ্রীদর্শনজনিত অন্তর্দাহটা হিন্দুধর্ম, না যোগশাস্ত্রের অনুমোদিত মৈত্রী করুণাদির সাধনটা হিন্দুধর্ম ? যাঁহারা তেলেজলে মিশাইয়া নূতন শাস্ত্রানুযায়ী নূতন হিন্দুধর্ম প্রবর্তিত করিবার বৃথা চেষ্টায় অহর্নিশি ব্যাপৃত, তাঁহাদের মতে দুইই হিন্দুধর্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেন—আইন প্রসঙ্গ। আইনের রাজবল যদি শক্ত বাঁধ না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশ ঈর্ষাদ্বেষ-জনিত দলাদলি এবং তাহার আনুষঙ্গিক ভ্রান্ত প্রমত্ত এবং মূঢ় কার্য সকলের স্রোত দেশময় কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিত, এই পরিচ্ছেদে তাহা সুন্দর সপ্রমাণ করা হইয়াছে ; আর

সেই সঙ্গে এক্ষণকার বিদ্যালয়ের বালকদিগের যে কিরূপ ধর্মশিক্ষা হয়, তাহাও ইঙ্গিতচ্ছলে বলা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের মতে যদি মৈত্রীকরুণাদির সাধন ধর্মের প্রকৃষ্ট সোপান হয়, আর ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে পরশ্রী-কাতরতা, বিপন্ন ব্যক্তির উপর অত্যাচার অর্থাৎ মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা, এবং আইন শক্ত জিনিস বলিয়া আইনের সংঘর্ষ হইতে ব্রহ্মণ্যদেবকে দূরে সরাইয়া রাখা, এইগুলিই হিন্দুধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রতিপালিত হয়, তবে কে এমন ধর্মজ্ঞানবর্জিত যে, যোগশাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী আচার ব্যবহারগুলিকে খৃস্টান ধর্মের কোটায় নিক্ষেপ করিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুযায়ী অধম আচার ব্যবহারগুলিকে সেরা হিন্দুধর্ম বলিয়া বক্ষ পাতিয়া আলিঙ্গন করিবে—দুগ্ধ দিয়া কেউটে সাপ পোষণ করিবে? কিন্তু দুঃখের কথা কি আর বলিব, আমাদের দেশের অনেকানেক অর্ধশিক্ষিত লোক তাহাই করেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর বালকেরা উচ্চ অঙ্গের হিন্দুশাস্ত্রের কোনো ধারই ধারেন না; তাঁহাদের মতে ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাস্ত্রই পরাকাষ্ঠা হিন্দুশাস্ত্র। ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া কাজেই রামনিধিবাবুর সহবাসী বালকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠিল। তাহাদের যদি কিঞ্চিৎমাত্রও ধর্মজ্ঞান থাকিত, তবে রামনিধিবাবুর জাতীয় হীনাবস্থার প্রতি তাহাদের বৈরিতার পরিবর্তে দয়ারই উদ্রেক হইত; আর, তাহা হইলে, রামনিধিবাবুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা না দিয়া, আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি মন্ত্রণা করিয়া এরূপ একটা সুব্যবস্থা করিত, যাহাতে আপনাদের সামাজিক পদবীরও লাঘব না হয়, অথচ রামনিধিবাবুরও মনে আঘাত না লাগে। তাঁহারা যদি কাজের লোক হইতেন, তবে তাহাই করিতেন। কিন্তু তাঁহারা কার্যাকার্য জ্ঞানশূন্য; এই জন্য বীরত্ব প্রকাশের আর জায়গা পাইলেন না—যে ব্যক্তি জাতীয় হীনাবস্থার মর্মবেদনায় অন্তরে মরিয়া রহিয়াছে, তাহারই উপরে যত তাঁহাদের বীরত্বের গর্ব আস্ফালন—অথচ রাজ্যের আইন কণ্ঠস্থ করিয়াও পুলিশের ভয়ে জড়সড়। বালকদিগের জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষা যে কিরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা ইহা অপেক্ষা স্পষ্টাক্ষরে দেখানো যাইতে পারে না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে রামনিধিবাবু বিপদে পড়িয়া ইংরাজীতে যাহাকে বলে "from the frying pan to the fire" সেইরূপ এক ফাঁদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ

করিয়া আর এক ফাঁদে পা দিয়া চারিদিক কিরূপ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন তাহাই আনুপূর্বিক যথাবিহিতক্রমে বিবৃত করা হইয়াছে ; আর সেই সঙ্গে ভট্টাচার্য মহাশয়ের হিন্দুধর্ম যে অধর্মপ্রধান ভণ্ডামিরই আর এক নাম, তাহাও দেখানো হইয়াছে বিলক্ষণ। উপন্যাসটির শেষাংশ পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, যাঁহারা মিস্টর অমুক সাহেব বলিয়া সম্ভাষিত হওয়াকে পরম পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি মনের কি অন্ধকারাচ্ছন্ন শোচনীয় অবস্থা!

মরুভূমির মাঝখানে ফলপুষ্পশোভিত উপবন দেখিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পরিব্রাজক যেরূপ তৃপ্তিসুখ অনুভব করে, প্রভাতবাবুর উপন্যাসটি পাঠ করিয়া আমি সেইরূপ সুখানুভব করিলাম। অনেকানেক উপন্যাস অনভিজ্ঞ বালকদিগের পঠদ্দশায় তাহাদের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রদান করিয়া তাহাদের একগুণ অন্ধতাকে দশগুণ করিয়া তোলে। এই উপন্যাসটি পাঠ করিলে যাহার চক্ষু আছে, তাহার চক্ষু ফুটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই ;—তবে যাহার চক্ষু নাই তাহার নিকটে দিনও যা রাত্রিও তা, সবই সমান। লেখক মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, তবে "প্রত্যাবর্তন" নামটির পরিবর্তে আর একটি নাম, যাহা আমার মনে উদিত হইয়াছে, তাহা বলিতে কোনো হানি নাই—তাহা এই : "ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর" অর্থাৎ বাঙ্গালীটোলার ভট্টাচার্য মহাশয়ও যেমন, আর, ইংরাজটোলার পাদরী সাহেবও তেমনি—এ বলে আমায় ছাখ্—ও বলে আমায় ছাখ্!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পর অনুরূপ ভাবে কেহ "দেশী ও বিলাতী"র সমালোচনা করেন নাই। ৺মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের "বঙ্গশ্রী", বৈশাখ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "প্রভাত সাহিত্যে বিদেশিনী" আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য।

"দেশী ও বিলাতী" প্রকাশিত হইলে এইভাবে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় :

দেশী ও বিলাতী। ইহাতে ১০টি দেশী ও ৪টি বিলাতী গল্প আছে।... শেষোক্ত চারিটি গল্প বঙ্গ সাহিত্যে নূতন সামগ্রী। বিলাতী গল্পগুলিতে আমাদের যুবকগণ বিলাতে গিয়া কিভাবে জীবনযাপন করেন তাহা জানিতে পারিবেন। মূল্য ১৸০

"দেশী বিলাতী"র পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

প্রথম—আশ্বিন, ১৩১৬, দ্বিতীয়—পৌষ, ১৩১৮, তৃতীয়—শ্রাবণ, ১৩৩৩, চতুর্থ—আষাঢ়, ১৩২৮, পঞ্চম—ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

বেঙ্গল লাইব্রেরীর মতে ইহার প্রথম প্রকাশকাল ১৫ অক্টোবর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রথম সংস্করণের 'দেশী ও বিলাতী' উপহার পাইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থকারকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উধৃত হইল ঃ

[Post Mark 29.9.1909.]

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নমস্কার

আপনার "দেশী ও বিলাতী" গ্রন্থোপহার আনন্দের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে সাদরে গ্রহণ করিলাম। আমার অবকাশের একটি অতি উপাদেয় ভোগ-সামগ্রী ভাগ্যক্রমে আমার হস্তে আসিয়া পড়িল এইরূপ জ্ঞানে আমি ইহাকে অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত দপ্তরে গুছাইয়া রাখিলাম। আমি অল্প অল্প করিয়া স্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিব এইরূপ তো মনে করিতেছি—কিন্তু পড়িতে পড়িতে আগ্রহ বাড়িয়া উঠিলে দুইদিনেই গ্রন্থখানির চরমে পৌঁছিয়া পৃথিবী জয় করিয়া Alexander-কে যেরূপ কাঁদিতে হইয়াছিল, আমার সেইরূপ দশা হইবার কিছুই বিচিত্র নাই। যাহাই হউক না কেন—আপনার উপহারটিকে আমি হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করিলাম—এবং তজ্জন্য আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

গুণানুরক্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"দেশী ও বিলাতী" প্রভাতকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ। ইহার গল্পগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে তাহা গ্রন্থকার ইহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার হিন্দী অনুবাদ গ্রন্থ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড এলাহাবাদ হইতে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া 'দেশী ও বিলাতী'র গল্পগুলির যে-যে ইংরাজী অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ

১। প্রতিজ্ঞা পূরণ, ২। উকিলের বুদ্ধি, ৩। হাতে হাতে ফল, ৪। খালাস, ৫। পুনর্মূষিক, ৬। ফুলের মূল্য।

এগুলির অনুবাদকের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল নিম্নে লিখিত হইল।

1. Fulfilment of a vow—by Miriam S. Knight—*Modern Review*
2. Wiles of a Pleader—by Prabhat Kumar Mukerji—*Modern Review*
3. Swift Retribution—by Prabhat Kumar Mukerji—*Modern Review*
4. His Release—by Prabhat Kumar Mukerji—*Modern Review*
5. The Prodigal's Return—by Amiya Chakravarty—*The Hindusthan*, 1945
6. A Shilling for Flowers—by Hiramnoy Ghoshal—*The Hindusthan*, 1945
7. Price of Flowers—by Lila Ray—*Contemporary Indian Short Stories*, Series No. I, July, 1959

"দেশী ও বিলাতী" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে "প্রবাসী" পত্রের অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সালে যে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয় নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল :

"দেশী ও বিলাতী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। সাথী প্রেসে ছাপা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৩৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা ও কাপড়ে বাঁধা ১৸০ আনা। ইহাতে দশটি দেশী ও চারটি বিলাতী ছোট গল্প আছে। এ গল্পগুলির অধিকাংশই প্রবাসী হইতে পুনর্মুদ্রিত। বাংলায় ছোটগল্প লেখেন অনেকে, কিন্তু তাহা ছোট মাত্র, তাহাতে ছোট গল্পের আর্ট কিছুমাত্র থাকে না। এই আর্টে যাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রবিবাবু শ্রেষ্ঠ ; তারপরই প্রভাতবাবু একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাঁহার ভাষা প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে মধুর ও সহজভাবে লঘু ; রচনার মধ্যে আগাগোড়া আগ্রহ জাগাইয়া রাখিবার মত আয়োজন যথেষ্ট থাকে, ঘটনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য থাকে এবং উপসংহারে একটি অখণ্ডতা ও জমাটের ভাব দেখা যায়। সবচেয়ে সুন্দর তাঁহার নিপুণ

পর্যবেক্ষণ শক্তি—তিনি জানা কথাই নূতন করিয়া বলিয়া প্রাণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেন। বর্তমান গ্রন্থে এই সকল গুণগুলিই আছে; অধিকন্তু রচনা অধিক পরিপক্ক হইয়াছে। এ গ্রন্থের নিশ্চয়ই সর্বত্র সমাদর হইবে।"

গ্রন্থকারের পুত্র শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ভাদ্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে "দেশী ও বিলাতী"র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন। বর্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

॥ রত্নদীপ ॥

"রত্নদীপ" প্রভাতকুমারের তৃতীয় উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের একটি নামকরা উপন্যাস। এই উপন্যাস রচনা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে গ্রন্থকার গয়ায় ব্যারিস্টারি করিতেন। ইহা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস হইতে ১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস পর্যন্ত—দুই বৎসর ধারাবাহিকভাবে "মানসী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থাকারে "রত্নদীপ" প্রথম প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩২২ বঙ্গাব্দে। ইহাতে "পাঁচখানি মনোমুগ্ধকর হাফটোন চিত্র" ছিল। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫০ স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধাই, মূল্য ১৸০ ইহাও বিজ্ঞাপনে উল্লেখ ছিল।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি এইরূপ ছিল:

"রত্নদীপ" উপন্যাস পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষের "মানসী" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল।

আমার "রমাসুন্দরী" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকখানি চিত্র-যোজনা করিবার সময় এই পুস্তকের ভূমিকায় যাহা নিবেদন করিয়াছিলাম, এই গ্রন্থে চিত্র-যোজনা সম্বন্ধেও তাহাই আমার কৈফিয়ৎ। এ চিত্রগুলি প্রথমতঃ "মানসী"তেই প্রকাশিত হইয়াছিল।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গয়া,
২০শে আষাঢ়, ১৩২২

"রত্নদীপ" একাধিক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহার হিন্দী অনুবাদ করেন পণ্ডিত জনার্দন ঝা। ইহা এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড হইতে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ছয়টি চিত্র ছিল। গ্রন্থটি ৩৫২ পৃষ্ঠায়

সম্পূর্ণ। ইহা ছাড়া বর্তমানে নূতন দিল্লীর ভারতীয় আকাদমী পুরস্কৃত ভার্গবরাম ভিটল বরেরকর (মামা বরেরকর) মহাশয় মারাঠী ভাষায় "রত্নদীপে"র যে অনুবাদ করেন, তাহা ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মূল্য ছিল ২৷৷০ টাকা।

প্রভাতকুমারের জীবিতকাল পর্যন্ত, "রত্নদীপে"র তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোন সংস্করণেই গ্রন্থটির কোন পরিবর্তন হয় নাই। "মানসী"তে প্রকাশিত রচনার এগুলি পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

গ্রন্থকারের পুত্র শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দে "রত্নদীপে"র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন। বর্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরীর মতে ইহার প্রথম প্রকাশকাল ১৪ আগস্ট ১৯১৫ খৃস্টাব্দ।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভাতকুমারের এই সুবৃহৎ উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। ইহা প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। এই নাটকখানি ২৪ ডিসেম্বর ১৯৪০ খৃস্টাব্দে কলকাতার 'রঙমহলে' প্রথম অভিনীত হয়।

ইহা ছাড়া শ্রীদেবকীকুমার বসু "রত্নদীপে"র ছায়াচিত্র পরিচালনা করেন।

"রত্নদীপ" বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। পরিতাপের বিষয় প্রথম প্রকাশের পর হইতে অনেক দিন পর্যন্ত ইহার কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই। সুখের বিষয় স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সমালোচনা গ্রন্থ—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৯) পুস্তকে "রত্নদীপে"র সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র অভিমতটি দেওয়া হইল :

"রত্নদীপ" উপন্যাসটি যদিও ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি মোটের উপর চরিত্রমাধুর্য আমাদের মনে গভীরতর রেখাপাত করে। রাখালের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে ছাড়াইয়া তাহার চরিত্র-সংযম ও আত্মবিসর্জনকারী প্রণয়সঞ্চারই আমাদিগকে অধিকতর অভিভূত করে। বউরাণীর চরিত্রে কোমল, বিষাদমণ্ডিত মাধুর্যের সহিত অবিচলিত পাতিব্রত্যের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। এই উপন্যাসে প্রভাতকুমার নিজ স্বভাবসিদ্ধ বিশ্লেষণ-গভীরতার অভাবকে অতিক্রম করিয়াছেন—বউরাণীর জীবনের করুণ ব্যর্থতার সূক্ষ্ম

উপলব্ধি ও সুন্দরচিত্র আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। নিজ স্বামী-জ্ঞানে রাখালের প্রতি তাঁহার যে ভাবপ্রবাহ তরঙ্গিত হইয়াছিল, ভুল-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই সেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংহরণ করা মনস্তত্ত্ব-সম্ভব কি না, আলোচনার দিক দিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের অশান্ত প্রবৃত্তি চিরজীবনব্যাপী কঠোর আত্মদমন দ্বারা বশীকৃত হইয়াছে, এক মুহূর্তের মধ্যে চিরাভ্যস্ত সংযম-শাসন মানিয়া লওয়ার মধ্যে তাহাদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতাও যেমন মৌলিক সত্য, সংযমের অনুল্লঙ্ঘনীয় অনুশাসনও সেইরূপ আর একটি অবিসংবাদিত সত্য। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে খগেন খুব জীবন্ত হইয়াছে—তাহার বুদ্ধি-কৌশল ও রহস্যভেদে অসীম নিপুণতা আমাদিগকে গদাই পালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অথচ খগেনকে একেবারে অবিমিশ্র পাষণ্ডরূপে দেখান হয় নাই—তাহার চরিত্রের প্রতিও লেখকের সহানুভূতি অনুভব করা যায়। কনক ও সুরবালার চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে, ঘটনার চাপে প্রাণস্পন্দন মন্দীভূত হয় নাই। মোট কথা "রত্নদীপ" প্রভাতকুমারের সৃষ্টিশক্তির মধ্যে যে একটা উচ্চতর সম্ভাবনা ছিল তাহার পরিচয় দেয়।

॥ বিবিধ ॥

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, কিন্তু পরবর্তীকালে বসুমতীর গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত প্রভাতকুমারের তিনটি রচনা এস্থলে মুদ্রিত হইল। এই তিনটি রচনা গ্রন্থকারের বিলাতী-ভ্রমণ সঞ্জাত। সাময়িকপত্রে এগুলির প্রথম প্রকাশকাল প্রদত্ত হইল :

১। য়ুরোপে পদার্পণ—প্রবাসী, পৌষ ১৩১৫

২। মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি-সমারোহ—ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮

৩। রমেশচন্দ্র স্মৃতি—প্রবাসী, পৌষ ১৩১৬

প্রথম ভ্রমণ কাহিনী 'য়ুরোপে পদার্পণ'-এ তিনটি চিত্র সন্নিবিষ্ট ছিল।—(ক) মিডল টেম্পল গলি, (খ) গোল্ডস্মিথের কবর, মিডল টেম্পল এবং (গ) মিডল টেম্পল ফৌণ্টেন কোর্ট।

প্রভাতকুমার তাঁহার অন্যতম হিতৈষী বান্ধব লোকেন পালিত মহাশয়ের নিকট হইতে পরিচয়-পত্র লইয়া বিলাতে রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে তথায় অবস্থান কালে তাঁহার সহিত রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ও

আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩১৬ সালে অগ্রহায়ণ মাসে পরলোকগত হইলে, প্রভাতকুমার "প্রবাসী" পত্রে পৌষ ১৩১৬ সালে রমেশচন্দ্রের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, "রমেশচন্দ্র স্মৃতি" প্রবন্ধে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি বসুমতীর গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হওয়ার প্রাক্কালে গ্রন্থকার "প্রবাসী"র যে-যে অংশ পরিত্যাগ করেন তাহা যথাযথ প্রদত্ত হইল :

[এক] পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের স্মৃতি সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। ভারত মাতার সুসন্তান, বঙ্গসাহিত্যগগনের উজ্জ্বল-নক্ষত্র উক্ত মহানুভবের জীবনী সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। তবে বিলাতে আমার প্রবাসকালে বৎসর দুই মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে পারি মাত্র। সে কথাগুলিও বিশেষ তেমন সারবান নয়—তবে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ যাঁহার জন্য রোদন করিতেছেন—তাঁহার তুচ্ছতম কথাটিও আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিবেন, কেবল এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

[দুই] দুই বৎসর পূর্বে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় আমার 'য়ুরোপে পদার্পণ' নামক যে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছিল তাহাতে লিখিয়াছিলাম দত্ত মহাশয় এ সময় তাঁহার Economic History of British India গ্রন্থরচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এখন স্মরণ হইতেছে ইহা ভুল লিখিয়াছিলাম। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, বর্তমান প্রবন্ধের এই অংশটুকু পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধের অনুবৃত্তি—লেখক

[তিন] অনেক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি 'মুকুলে'র সহকারী সম্পাদক ছিলাম, তখন দত্ত মহাশয়ের আদেশ অনুসারে তাঁহার ভারত ভ্রমণ বিষয়ক নূতন পুস্তক হইতে একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়াছিলাম। তিনি উহা সংশোধন করিয়া উহাতে দস্তখত করিয়া দেন ও উহা মুকুলে ছাপা হয়।—প্রবাসী সম্পাদক।

ইহা হইতে পাঠকবর্গ দেখিবেন যে দত্ত মহাশয় প্রত্যেক জেলা হইতে এক একজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় যাইবার পক্ষে ছিলেন।—প্রবাসী-সম্পাদক।

[চার] গ্রন্থ শেষ করিয়া তিনি ভূমিকা লিখিলেন।—সে ভূমিকা হইতে ভারতীর জন্য দত্ত মহাশয়ের শেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচিত হইল। ভূমিকার

পাণ্ডুলিপিখানি অদ্যাবধি আমার নিকট। "প্রবাসী"র পাঠকগণের সন্তোষ বিধানার্থ তাহারই এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রভাতকুমার বিলাত প্রবাসকালে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি "ভারতী"র সম্পাদিকা সরলা দেবীর কথামত রমেশচন্দ্রকে দিয়া "ভারতী"র জন্য ছয়টি প্রবন্ধ লেখাইয়াছিলেন। "ভারতী"তে সেগুলির প্রকাশকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। হিন্দু দর্শন—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮
২। ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (তাহার কারণ ও প্রতীকার)—আষাঢ় ১৩০৮
৩। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি—শ্রাবণ ১৩০৮
৪। বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত—পৌষ ১৩০৮
৫। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা—ফাল্গুন ১৩০৮
৬। ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল—বৈশাখ, আষাঢ় ১৩০৯

এই পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধ হইতেছে—'হিন্দু দর্শন'—শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোসিপের লেকচার, প্রথম বর্ষ। ইহার বক্তা ছিলেন মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। ইহার সমালোচনারূপে রমেশচন্দ্র উক্ত প্রবন্ধটি রচনা করেন। রমেশচন্দ্রের অন্যতম প্রধান কীর্তি "The Economic History of British India", ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ডিসেম্বর ১৯০১ ও ১৯০৩ খৃস্টাব্দে। বাকী পাঁচটি প্রবন্ধ রমেশচন্দ্র উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে রচনা করেন।

প্রভাতকুমার কয়েক বৎসরের ব্যবধানে বিলাত-প্রবাস-স্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এখানে "ইকনমিক হিস্টরি"র কথা তিনি সংশয়ের সহিত বলিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া প্রভাতকুমারের আরও একটি বিস্মৃতির উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার 'য়ুরোপে পদার্পণ' "প্রবাসী", জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তিতে ভুল আছে।

প্রভাতকুমারের বিলাত-ভ্রমণ ছিল প্রধানতঃ তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে উন্নত-তর করিবার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবলমাত্র বিলাত প্রবাসকালে ব্যক্তি-গত ভাবে নিজেকে উচ্চ শিক্ষায় এবং জীবনের উচ্চতর আদর্শ পূর্ণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন না। এই সময়ে এক মহান আদর্শ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহা হইতেছে বাংলার জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করা। প্রভাতকুমারের অগ্রজ সাহিত্যরথী মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিস্টার-ছাত্ররূপে ইউরোপে অবস্থান-

কালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে রচিত তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। সুদূর বিদেশে বাংলা সাহিত্য রচনার আদর্শ মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেন। প্রভাতকুমারও বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার উজ্জ্বল সাহিত্য-প্রতিভার সার্থক সাধনা করিয়াছিলেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া তিনি "রমাসুন্দরী"র কাশ্মীর অধ্যায় সমাপ্ত করেন। ইহা ছাড়া তিনি বহু প্রবন্ধ ও গল্প রচনা করিয়া বিলাত হইতে প্রকাশের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন।

প্রভাতকুমারের রবীন্দ্র-চর্চা ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি নিজে ছিলেন স্বল্পবাক্। উচ্ছ্বাসবিহীন সংযমী লেখনী লইয়া তিনি অপূর্ব রবীন্দ্র-চর্চার পরিচয় তাঁহার "দেশী ও বিলাতী"র 'প্রবাসিনী' গল্পে (পৃঃ ২৪৭) ও "রত্নদীপে"র প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৩৩৩) দিয়াছেন। এই দুই স্থলে উধৃত রবীন্দ্র সঙ্গীত—(১) "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" কালমৃগয়া (১৮৮২) গীতিকাব্য হইতে এবং (২) "চাঁদ হাস হাস" মায়ার খেলা (১৮৮৮) হইতে যথাক্রমে গৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যৌবনের প্রারম্ভে কিছুদিন (১৮৭৯) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন হেনরি মরলি। তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া এই সময়ে ইংরাজী সাহিত্য পাঠে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণতার যে উন্মেষ হয়, তাহার স্ফুরণরূপে তাঁহার লেখনী স্কটিস কবি রবার্ট বার্নসের গীতি কবিতা হইতে প্রেরণা লাভ করে। ইহার ফলে রবীন্দ্রনাথ কবি বার্নসের আদর্শে বাংলায় 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতিকাব্য রচনা করেন। কথা-সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মূলতঃ কবি ছিলেন। তাঁহার দেশী ও বিদেশী সাহিত্য ভাল ভাবেই জানা ছিল এবং তিনি সহজেই রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভার সৃজনী শক্তির উৎস সন্ধান ও মূল্যায়ন করিতে পারিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে এরূপ আলোচনা গল্পকার প্রভাতকুমার ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের কোন স্বদেশবাসী ভক্ত এ পর্যন্ত করেন নাই। আমি এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

সনৎকুমার গুপ্ত